CONTENTS.

ERRATA to the Headlines of the Assembly proceedings for the 14th July 1988.

1. Please read "Discussion on the Demands for Grants for 1988-89" in place of 'Calling Attention' on the odd pages from 23 to 49.
2. Please read 'Voting on the Demanas for Grants for 1988 89' in place of 'Calling Attention' on page 51.

**Friday, the 15th July, 1988** Pages.

Pages

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 13th July, 1988 at 11 A,M.

## PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, the Dy. Speaker, 7 ( seven ) Minister. 9 ( nine ) Minister of state and 37 Members.

## QUESTIONS & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার** ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

**শ্রীনকুল দাস** ( রাজনগর ) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬

**শ্রীমতিলাল সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন গুদামে ১৯৮৮ইং সনে ৩০শে এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত খাদ্য শস্যের মজুতের পরিমান কত ( তার মধ্যে চাল, গম ও অন্যান্য দানা শস্যের পৃথক পৃথক হিসাব ),

২। রাজ্যের মোট চাহিদার কত অংশ ঐ মজুত খাদ্যের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ?

৩। রাজ্যে খাদ্য-সামগ্রীর বাফারস্টক গড়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন গুদামে ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৮ইং তারিখে খাদ্য শস্যের মজুতের পরিমাণ এইরূপ :—

ক) চাল —৯৪৭৬ মেঃ টন।

খ) গম—১৯৮ মেঃ টন।

২। উপরিউক্ত মজুত দ্বারা—

ক) চাল ২৩ দিনের খাদ্য পূরণ করা সম্ভব ছিল।

খ) গম ৫ দিনের প্রয়োজন মেটান সম্ভব হত।

৩। হ্যাঁ।

**শ্রীনকুল দাস ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মাননীয় মন্ত্রী তথ্য দিলেন যে, রাজ্যের মধ্যে মাত্র ২৩ দিনের চাল এবং ৫ দিনের গম মজুত আছে। এর মধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে, বর্ষা চলছে। রাজ্যের অনেক রাস্তাঘাট অচল হয়ে আছে, অনেক জায়গায় গাড়ী যেতে পারে না। গ্রামে গঞ্জে এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পির যে কাজ কিছু কিছু হয় সেই সমস্ত কাজের জন্য সেখানে চাল না দিয়ে নগদ টাকা দেওয়া হচ্ছে। চালের অভাব। চালের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই সেই চালটাও দেওয়া যেত তাহলে চালের দাম অনেকটা কম থাকত। এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পির কাজে, সেখানে চাল না দিয়ে নগদ টাকা দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে আমার রাজনগর ব্লকে বড়পাথারী গাঁওসভা, পাইখলা গাঁওসভা, পূর্ব পিপাড়িয়াখোলা গাঁওসভা, পশ্চিম পিপাড়িয়াখোলা গাঁওসভা সমস্ত গাঁওসভাগুলিতে আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কাজেই এই যে চাল না দিয়ে টাকা দেওয়া হচ্ছে তার কারণটা কি ? এইটা বন্ধ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীমতিলাল সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) **ঃ—** স্যার, প্রাকৃতিক গোলযোগের দরুণ আমাদের রাজ্যে চাল আসতে বিভিন্ন অসুবিধা হয়েছিল। বর্ত্তমানে কোন অসুবিধা নাই। এখন নিয়মিত চাল আসছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( ধনপুর ) **ঃ—** মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি আগরতলা এবং বিভিন্ন শহরগুলি ছাড়া চালের যে সামান্য স্টক আছে গুদামে ২৩ দিনের খাদ্য আছে, যার জন্য চাল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। তার ফলে গ্রামাঞ্চলে সাংঘাতিক একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কাজের বদলে খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পুর্ণ বানচাল হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) **:-** স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। বর্ত্তমানে আমাদের কাছে এই রকম কোন খবর নাই, কারণ খাদ্য মন্ত্রী এমন কি আমিও ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি জায়গা থেকে খবর নিয়েছি যে কোথায়ও এই রকম অবস্থা নাই। যদিও এইটা ঠিক যে আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছিলাম তখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছিল একটা বাফার ষ্টক সৃষ্টি করা হবে, কিন্তু ওয়াগনের অভাবে এবং বিভিন্ন কারণে এইটা এই বছর সম্ভব হয়নি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা এইটুকুও বলতে পারি যে বর্তমান-এ যে অবস্থায় আমাদের চাউল আসছে তাতে কোন অবস্থায়ই ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের অভাব হবে না এবং কোথায়ও আমাদের কাছে এমন খবর নাই। তবে কিছু কিছু অপপ্রচার চলছে, সেটা হচ্ছে চাউল নাই খাদ্য নাই বলে লোকদের উস্কানী দেওয়া হচ্ছে, বলে এই সমস্ত খবর আমাদের কাছে আছে, চাউলের গুদাম লুট করারও উস্কানী দেওয়া হচ্ছে এবং এই খবর আমাদের কাছে আছে। এইগুলি সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যদেরকে বলছি, এই ধরনের অবস্থাটা যাতে কেউ সৃষ্টি করতে না পারেন সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন এবং আমরা এইটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি

যে, কোন অবস্থায় এই রাজ্যের কোথায়ও চাউলের অভাব ঘটবে না। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে—কাজের বদলে খাদ্য-এর যে কথাটা বলা হয়েছে সেখানে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেমন এ ডি সি এরিয়াগুলিতে ডাবল রেশনের ব্যবস্থা করেছি এই সময়ে। সুতরাং এই অবস্থায় ডাবল রেশন দিতে গিয়ে আমাদের চাউলের বর্তমান যোগান কম হওয়ার সাপেক্ষে এইটা আমাদের এখন বন্ধ করে চাউলের বদলে টাকা দিতে হচ্ছে। আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি তাতে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে যারা কাজ করেন তারা সন্তুষ্ট আছে, তাদের অসন্তোষের কিছু দেখিনি। যাই হোক চাউলের অভাব হবে না এইটা গ্যারান্টি। আমি আর একটা হুঁশিয়ারী দিচ্ছি, মাননীয় সদস্যদের বলছি, আপনারা যারা এখানে আছেন, এ ডি সির কিছু রেশন শপ-এ উস্কানীর ফলে এইগুলি ওনারা আগে করে গেছেন আমরা সেগুলি এখনও বাতিল করিনি, তারা কোন কোন জায়গায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থা যেখানে সৃষ্টি হবে সেখানে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব এবং উস্কানী-দাতাদেরও যদি আমরা পাই তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেব।

**শ্রীনকুল দাস** ঃ-সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে রাজ্যের খাদ্যের অবস্থাটা কি এবং মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সেখানে ২৩ দিনের খাদ্য আছে, এই পরিস্থিতি সারা রাজ্যে চলবে কি না? দ্বিতীয়ত হচ্ছে, এস আর ই পির কাজে সেখানে চাউল দেওয়া হচ্ছে না টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, এইটা আগে এডজর্ণ ছিল এখন ওভারকাম করি। যাই হোক, আমরা পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই, তাদের চাউল দেওয়া হচ্ছে না কি পয়সা দেওয়া হচ্ছে, কারণ এতে জনগণের অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই রাজ্যের দুর্গম এলাকাগুলিতে খাদ্যের তীব্র সংকট চলছে এই সংকটের সমাধানের জন্য সেখানে প্রয়োজনে হেলিকাপটার দিয়ে চাউল দিয়ে সেই দুস্থ মানুষদেরকে বাঁচানো হবে কি না, এইটাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য হয়ত শুনতে পাননি। ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সেই প্রশ্নটা ছিল আর আজকে হচ্ছে জুলাই মাস। সেটা ওনার জানা উচিত ছিল। ২য় কথাটা হচ্ছে এস, আর, ই, পি, এই প্রশ্নটার সঙ্গে রিলেটেড না।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ( বিলোনিয়া ) ঃ— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, বিগত দিনে রেশনশপগুলিতে ঠিক ঠিক মত চাল লবণ না দেওয়ার ফলে বিভিন্ন গো-ডাউনে চাল নষ্ট হয়ে গেছে এবং সে গো-ডাউন-গুলিতে এখন আর চাল লবণ রাখা যাচ্ছেনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

**শ্রীমতিলাল সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আগেকার সরকারের অব্যবস্থার জন্য এসব সৃষ্টি হয়েছে। তবে এখন আমরা এসবের ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং যেখানে যেখানে গো-ডাউনের প্রয়োজন সেখানে সেখানে গো-ডাউনের ব্যবস্থা আমরা করছি।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( ধনপুর ) ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন

তাতে আমাদের উদ্বেগ কমেনি। সারা রাজ্যে এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, পি,র জন্য ক্যাশ টাকা দেওয়া হচ্ছে। কোথায়ও কোন চাল নাই। সমগ্র উপদ্রুত অঞ্চলে, পাহাড়ী অঞ্চলে আরও সাংঘাতিক অবস্থা, সেখানে চালের সামান্যতম ব্যবস্থা নাই এই তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? এই মুহূর্তে চালের কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? এখন সামনে বর্ষাকাল দুর্গম অঞ্চলের অনেক ব্রীজ হয় নষ্ট হয়ে গেছে বা নষ্ট হচ্ছে সেখানে চাল পৌঁছিয়ে দেওয়ার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে? আমার প্রশ্নগুলি হচ্ছে এক নম্বর, চালের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? ২ নম্বর, দুর্গম অঞ্চলে চাল পৌঁছে দেওয়ার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ওনার ১ম প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে, উদ্বেগের কোন কারণ নাই। ওনারা এখন ঘরে বসে বসে আষাঢ়ে গল্প তৈরী করছেন বন্যার ফলে ১/২ জায়গায় এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বটে তবে সেখানে মাননীয় পাওয়ার মন্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে এগুলির তদারক করেছেন। মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে দিতে পারেন। এখানে তথ্য দিতে পারছেন না অথচ এসব বলছেন। স্যার, বিগত দিনে আমরা দেখেছি রেশনের শতকরা ৭৫ ভাগ চাল খোলা বাজারে চলে যেত। আজকে সে চাল রেশন শপের বাহিরে যাচ্ছে না। যে সমস্ত ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলিতে বামফ্রন্টের ক্যাডাররা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে চাইছে তা বন্ধ করার জন্য সরকার সচেষ্ট। বিগত দিনে ঐ ক্যাডাররা যা করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত এখন তারা ভোগ করছে। এখনও এসব ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলিতে ক্যাডাররা বসে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

**শ্রীদশরথ দেব** (রামচন্দ্র ঘাট) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান আওয়ারে বক্তৃতা দেওয়ার সময় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি বক্তৃতা দিতে চান তাহলে বাহিরে গিয়ে পারেন। তবে এই কোয়েশ্চান আওয়ারে আমরা যেসব তথ্য চাইব সেগুলির শুধু উত্তর দেবেন।

**শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা** (আশারামবাড়ী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা কোয়েশ্চানের রিপ্লাই চাই। বক্তৃতা শুনতে চাই না।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার** ঃ— আমি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় সদস্য আপনি বসুন (গণ্ডগোল)। মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোন সদস্যের কতটুকু এক্তিয়ার আছে, কারোর কোন অধিকার খর্ব যাতে না হয় সেটা আমি দেখছি।

মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (খয়েরপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২২।

**শ্রীমতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২২।

প্রশ্ন

১। দুর্গম ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। এই রকম কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (ঋষ্যমুখ)ঃ – সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আজকে এটা সর্ব্বজন-স্বীকৃত যে সমগ্র উপজাতি অধ্যুষিত দুর্গম অঞ্চলে খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা স্বীকার করেছেন যে, খাদ্য গুদামগুলি এর ফলে লুঠপাট হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে বামফ্রণ্ট সরকার ছয় মাসের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য রেশনে সরবরাহ করেছিলেন। আজকে সারা দুর্গম অঞ্চলে যে খাদ্যের অভাব চলছে সেটাকে বিবেচনা করে সরকার উপজাতি অংশের মানুষের জন্য অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন দোকান সিদ্ধান্ত নেবেন কি না?

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** :— (মুখ্যমন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি-স্যার, এইটা একমাত্র আমাদের সরকারই বর্তমানে এই দুর্গম অঞ্চলে চাল কম দামে দেবার কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু গত ১০ বছরের উনারা এইটা দেখেন নি। স্যার, এই অবস্থা বিবেচনা করে আমরা এই সমস্ত অঞ্চলে রেশনে ১৮৫ পয়সা কে, জি, দরের যে চা'ল সেটাকে ভর্তুকী দিয়ে ১২৫ পয়সা দরে সরবরাহ করছি। এবং এই ভর্তুকী বাবদ সরকারের এক কোটি টাকার মত রাজ্য সরকারকে দিতে হয়েছে। তাছাড়া এই সমস্ত দুর্গম অঞ্চলে রেশনে আমরা ডাবল রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছি। এইটাই প্রথম পদক্ষেপ যেটা আমরা নিয়েছি এবং সবসময় এই সমস্ত অঞ্চলের জন্য সরকার সহানুভূতিশীল। সেই কথা চিন্তা করে আমরা ডাবল রেশনিং আরো দুই মাসের বাড়িয়ে দিয়েছি।

**শ্রীদশরথ দেব** (রামচন্দ্র ঘাট):— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা দপ্তরের ভার-প্রাপ্ত জানাবেন কি, দুর্গম এলাকায় তারা বলেছেন মানুষদের সাহায্য করার জন্যে ১২৫ পয়সা দরে চাল দিয়েছেন। এর আগে আমরা চার মাস বিনামূল্যে চাল দিয়েছি তাদের। এই বিনামূল্যের জায়গায় ১২৫ পয়সা দরে চাল দেওয়ার মানে এই হয়না কি যে, তাদের উপর টেক্স বসানো হয়েছে?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা বিনামূল্যে কখনো দেওয়া হয়নি। সেটা বাকিতে দেওয়া হয়েছিল। সেটাকে কখনো বিনামূল্যে দেওয়া হয়নি।

**শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল** (কুলাই):— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই

ব্যাপারে বিবেচনা করে দেখবেন কি না যে বিগত ১০টা বছরে বামফ্রন্ট সরকার এর প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, তখন নাকি চার মাস বিনামূল্যে চাল দেওয়া হয়েছে। এইটাকি আমরা বলতে পারি না যে, এইভাবে বিনামূল্যে উপজাতিদের চাল সরবরাহ করে কার্য্যতঃ তাদের পঙ্গু করে রেখে দেওয়া হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ বিগত দিনে তাঁরা বিনামূল্যে রেশন দিয়েছেন বলে দাবী করছেন সেই প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাস করতে চাই যে, বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার জন্য সরকার থেকে কোন সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল কি না? আমাদের এই সরকার কিন্তু বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার জন্য সার্কুলার দিয়েছে। বর্তমান সরকার সেই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ত্রিপুরার বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে বণ্টনের জন্য পাঠাচ্ছেন সেই সব জিনিষ কিছু সংখ্যক সমন্বয় পন্থী কর্মচারী সরকারের নির্দেশ অমান্য করে সরকারী নীতি রূপায়ণে বাধার সৃষ্টি করছে। সেই সব কর্মচারীদের সরকারী নীতির বিরোধী কার্যকলাপের জন্য উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি না? তৃতীয়ত, যারা খাদ্য গোদাম লুঠ করে ত্রিপুরাতে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত তাদের ক্ষেত্রেও তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কি না?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি খাদ্য গোদামে লুঠ করা এবং বিভিন্ন ভাবে সরকারের খাদ্য বণ্টনের কর্মসূচীকে বানচাল করার জন্য কর্মচারীদের একটা অংশ জড়িত আছে তাদের সম্পর্কে তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। (২) খোলা বাজারে রেশনের চাল—আসামের চাল নাম দিয়ে যা বিক্রী করা হত সেই সম্পর্কেও সরকার সচেতন, এখন সেটা বন্ধ হয়েছে। (৩) আর খাদ্য নিয়ে যে সমস্ত দুর্নীতি চলছে তার জন্য দায়ী যে স্তরের মানুষই হউক না কেন সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে এবং দোষী প্রমাণিত হলে দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

**মিঃ স্পীকার**— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং

**শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং** ( শান্তির বাজার ) :— কোয়েশ্চান নং—২৯।

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** ( মন্ত্রী ) :— কোয়েশ্চান নং ২৯

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। সমস্ত রকমের ঔষধের উপর লোকেল সেলস ট্যাক্স মকুব করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? | সমস্ত ঔষদের উপর না হলেও জীবনদায়ী ঔষধের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স মকুব করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। |
| ২। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী হবে? | |
| ৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ? | |

**শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিগত সরকারের আমলে ত্রিপুরার মানুষ

শতকরা ৬৭ জন থেকে ৮৭ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে গিয়েছে। সেই সরকার জমির খাজনা মকুব করে দিয়ে এই সব ট্যাক্সের মাধ্যমে সেটা পূরণ করে নিয়েছে। সুতরাং গরীব মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্ততঃ জীবনদায়ী ঔষধের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স খাতে না দিতে হয় সেজন্য বিষয়টি বিবেচনা করবেন কি না?

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই, আমরা দেখেছি, বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের ট্যাক্স বসানো হবে না বলে বার বার এই বিধানসভায় বক্তব্য রেখেছেন। স্যার, ট্যাক্স না বসিয়েও অন্য পথে গরীব যারা তাদের উপর করের বোঝা চাপাতেন। বিশেষ করে, সেলস্ ট্যাক্স। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি শুধু ঔষধের উপরই নয় বেবী ফুডের উপর থেকেও সেলস্ ট্যাক্স তুলে ফেলার। শুধু তাই নয়, আমাদের বাসনাও রয়েছে, এবং আমরা চিন্তা করছি সেলস্ ট্যাক্স রিভিশন করার কথা। এটা রেশনালাইড করে আরো কিছু এসেনশিয়াল জিনিসের উপর রেইট কমিয়ে দেওয়া। এই ব্যাপারে রেভিনিউ দপ্তর একটা অ্যাডভাইসারী কমিটি করবেন সমস্ত পক্ষের লোক নিয়ে। এই কমিটি রিপোর্ট দিলে পর সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন।

**শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং**:— স্যার, কিছু কিছু সমন্বয়ী পল্লী কর্মী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঔষধ নিয়ে বাজারে বিক্রী করে দিচ্ছে। যার ফলে রোগীরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে ঔষধ পাচ্ছে না। এই খবর সরকারের কাছে আছে কিনা? যদি থাকে, তাহলে সরকার ঘটনাটি তদন্ত করে দেখবেন কিনা, এবং দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** (মন্ত্রী):— এই রকম কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই। যদি স্পেসিফিক তথ্য থাকে, তাহলে তা সরকারের কাছে দিলে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

**মিঃ স্পীকার**:— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

**শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস** (সুরমা):— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং ৩৩।

**মিঃ স্পীকার**:— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং ৩৩।

**শ্রীমতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং ৩৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭-৮৮ইং সনে ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে ব্লক-ভিত্তিক আর্থিক দিক থেকে দুর্বল অংশের কতজন মানুষকে দশ হাজার টাকার বিভিন্ন স্কীম ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে ঋণ মঞ্জুর হয়েছিল?

২। ইহা কি সত্য যে নবগঠিত ত্রিপুরা সরকার উক্ত মঞ্জুরী বাতিল করেছেন?

৩। সত্য হইলে তাহার কারণ?

উত্তর

১। ১৯৮৭-৮৮ইং সনে দশ হাজার টাকার বিভিন্ন স্কীমে বিভিন্ন ব্লকের মোট ১৮৮৪ জনের নামে ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে ৫০ পারসেন্ট ভর্তুকীতে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল।

২। হ্যাঁ, এই প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে।

৩। উক্ত স্কীমে ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন বাস্তবায়নে আই, ডি, বি, আই, (ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া) -এর আপত্তি থাকায় এই স্কীম বাতিল করা হয়েছে।

**শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস** :– মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কমলপুর মহকুমার সালেমা ব্লকে স্কীমে কত জনের নামে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল ?

**শ্রীমতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, সালেমা ব্লকে ১৮৪ জনের নাম সিলেকশন করা হয়েছিল।

**শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সালেমা ব্লকে ৩০৪ জন দরখাস্ত করেছিলেন, তন্মধ্যে ১৮৪ জনের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং সে অনুযায়ী ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট সেগুলিকে টি, আই, এস, সিতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী আরেকটা সারকুলারে তারা বলেছিলেন যে, এগুলি এ্যাগজামিন করে দেখা হবে। এই ১৮৪ জন দুর্বলতর অংশের মানুষ যারা তাঁতী, কর্মকার, কুম্ভকার এরকম বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত তাদেরকে এই ঋণ মুঞ্জুর করা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, এটা পূর্বতন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং করপোরেশনের নির্দেশ অনুযায়ী ব্লক থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আই, ডি, বি, আই কর্তৃক এবং ব্যাংক সহ ইণ্টারভিউ নিয়ে টি, আই, এস, সিতে পাঠানো হয়েছিল ? সেগুলি বাতিল করার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীমতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আই, ডি, বি, আই-এর আপত্তি থাকায় সেগুলি বাতিল করা হয়েছে।

**শ্রীঅনিল সরকার** (প্রতাপগড়) :— .সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই স্কীমটা সম্পর্কে আই, ডি, বি, আই,-এর আপত্তি থাকার কথা নয়, ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট থেকে এই টাকা স্যাংশান করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন ব্লকে সে টাকা পাঠানো হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি ?

**শ্রীমতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, টি, আই, এস, সির যে কোন লোনের ব্যাপারে আমাদের রাজ্য সরকার দেন ৫০ পার্সেণ্ট এবং আই, ডি, বি, আই, দেন ৫০ পার্সেণ্ট। আগের সরকার গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার গাইড লাইন মানেন নি এবং নির্বাচনের আগে কিছু মানুষকে পাইয়ে দেবার জন্যই তারা এই স্কীমটা করেছিলেন। নির্বাচনের আগে তারা প্রচুর মানুষের কাছ থেকে এপ্লিকেশান নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ব্লকে কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তখন বি, ডি, ওরা ঝামেলা সৃষ্টি করায় তারা বাধ্য হয়ে না দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এখন এগুলি বাতিল করা হয়েছে।

**শ্রীঅনিল সরকার** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই স্কীমটা স্পেশালী নেওয়া হয়েছিল যারা তফ্‌সিলী জাতি, তফ্‌সিলী উপজাতি এবং অন্যান্য দুর্বলতর অংশের মানুষ কর্মকার, কুম্ভকার, তাঁতী এদের জন্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই দুর্বলতর অংশের মানুষগুলির ঋণ পাওয়ার সুযোগ নষ্ট করে দেওয়ার জন্যই বাতিল করা হয়েছে।

**শ্রীমতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার এই তথ্য ঠিক নয়। বরং গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার গাইড লাইন অনুযায়ী প্রচুর সংখ্যক দুর্বলতর অংশের মানুষকে আমরা বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দেব।

**মিঃ স্পীকার** :— শ্রীঅমল মল্লিক।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ( বিলোনীয়া ) :— কোয়েশ্চান নং ১১৮ স্যার।

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৮।

১। ( প্রশ্ন ) কমলপুর মহকুমার নাকাসি পাড়ায় কোন পি, এইস, সি আছে কিনা ?

( উত্তর ) কমলপুর মহকুমার নাকাসি পাড়ায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২। ( প্রশ্ন ) থাকলে ঐ পি, এইচ, সি তৈয়ারী করতে কত টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং তাহা বর্ত্তমানে চালু অবস্থায় আছে কিনা ?

( উত্তর ) উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য্যে বর্ত্তমান বর্ষের মে মাস পর্য্যন্ত মোট ৮, ৯৯,৬:৯, ০৯ পয়সা ব্যয় হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে উহা চালু অবস্থায় আছে।

৩। ( প্রশ্ন )-না থাকলে ইহা কি কারণে বন্ধ হয়ে আছে তদন্ত করে দেখা হবে কি ?

( উত্তর ) প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি এই যে পি, এইচ, সি লোকালয় থেকে অনেক বাইরে সি পি এমের নেতার নামে এবং তার পরিবারকে খুশি করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই হাসপাতাল তৈরী করা হয়েছে এবং এটা এখন জনগণের উপকারে আসছে না ?

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, লোকালিটি থেকে একটু দূরে ঠিক কিন্তু সি, পি, এমের নেতার নামে হয়েছে কিনা জানি না এবং আগে যেখানে ডিসপেনসারি ছিল জায়গা সংকুলান না থাকায় বোধ হয় সেখানে করা হয়েছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( ধনপুর ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা জানেন কি যে যে নাকাসিছড়া পি, এইচ, সি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্দিষ্ট ভাবে একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল, কনষ্ট্রাকশান হয়েছে সেখানে পি, এইচ, সি, চালুর প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা নিতে গিয়ে, কোয়াটার, ষ্টাফ কোয়াটার এইগুলির জন্য অপেক্ষা করা হয়েছিল, সেখানে রেগুলার পি, এইচ, সি চালু করার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করা হবে কিনা ?

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** ( মন্ত্রী ) :— অবশ্যই নেওয়া হবে।

**শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, নাকাসি পাড়ায় প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টার কমলপুর ও আমবাসা থেকে কতটুকু ভিতরে এবং এই প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টারে গড়ে কতজন রোগী চিকিৎসিত হয় তাছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে মড়াছড়ায় আর একটা পি, এই, সি আছে তা থেকে তুলনা-মূলক রোগী সেখানে বেশী না কম হয় ?

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** ( মন্ত্রী ) :— ডেলি কত রোগী হয় আমার কাছে সেই তথ্য নেই, তবে মেইন রোড থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

**শ্রীদশরথ দেব** :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, তিনি নিজেই বলেছেন মেইন রোড থেকে বেশী দূরে নয় রাস্তা করে দেওয়া হচ্ছে। এই নাকাসি পাড়ায় হাসপাতাল করার জন্য জমির চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু জমি পাওয়া যায় নি এবং যে জমি পাওয়া গেছে এই নাকাসি নিজে সেই জমি সরকারকে বিনা পয়সায় দান করেছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( ঋষ্যমুখ ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

**শ্রীঅরুণ কুমার কর** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

১। ( প্রশ্ন ) - চাকুরীর বয়সীমা পার হয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন শিক্ষিত ( মাধ্যমিক এবং তদুর্দ্ধ পাস) বেকারের সংখ্যা কত ?

উত্তর :— চাকুরীর বয়সীমা পার হয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা মাধ্যমিক বা তৎসমতুল্য পাশ ৩৯১৫ জন ও তদুর্দ্ধ পাশ ১০০৯ জন।

২। ( প্রশ্ন )—জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন বয়স উত্তীর্ণ বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ( দপ্তর ভিত্তিক হিসাব )

উত্তর :—জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩১শে মে ১৯৮৮ইং পর্য্যন্ত সরকার বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৮ জন বয়স উত্তীর্ণ বেকারকে চাকুরী দিয়েছেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সরকারের নির্বাচনী ইস্তাহারেও দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রীও বার বার বলেছেন যাদের চাকরীর বয়স পার হয়ে গেছে তাদের জন্য একটা নীতি প্রনয়ন করে তারা এই সমস্ত চাকরী দেবার ব্যবস্থা করবেন। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা, এইসমস্ত যাদের চাকরীর বয়স পার হয়ে গেছে তাদের চাকরী দেওয়ার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, যদি নীতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে তাহলে সেই নীতিটা কি?

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি যাদের বয়স সীমা পার হয়ে গেছে, এইটার কারণ হচ্ছে বামফ্রন্টের দলবাজি। ওরা সেই দলবাজির শিকার হয়েছেন। হাউসের বিরোধী দলে থেকে আমরা বহুবার চিৎকার করেছি এই সমস্ত হতভাগ্য বেকার যুবক যুবতী এবং তাদের পরিবার অত্যন্ত অসহনীয় অবস্থায় জীবনযাপন করেছে। তাদের চাকরী না পাওয়ার কারণ একটাই, তারা লাল ঝাঁণ্ডা ধরে না, ওদের হয়ে খুন করে না। আমরা বহুবার শুনেছি, বহু বেকারদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে, তোমরা লাল ঝাণ্ডা ধর, সি, পি, এম, হও তবে চাকরী পাবে। ওদের মন্ত্রীদের কাছে যখন যেত তখন বলা হত তুমি কংগ্রেস কর, এইটাই ছিল ক্রাইটেরিয়া। এই ক্রাইটেরিয়া চাকরী হত। এর শিকার হয়েছে এরা। ওদের প্রতি আমাদের সরকার সহানুভূতিশীল। আমাদের কাউন্সিল অফ মিনিষ্টারস্ সমস্ত নিয়োগ, যে সমস্ত পদ, তৃতীয় শ্রেণীর পদ, ৪র্থ শ্রেণীর পদ যে সমস্ত কোর্স বা আদার ক্রাইটেরিয়া থাকে না সেই সমস্ত পদের নিয়োগের জন্য আমরা নীতি স্থির করেছি। সেখানে বলা হয়েছে হানড্রেড পারসেন্ট রোষ্টার মেনে শতকরা ৫০টি চাকরী দেওয়া হবে সম্পুর্ণভাবে মেরিটের উপর, যেটা গত ১০ বৎসরে মেরিটের কথাটা ছিল খুন করতে পারে কিনা। এই হাউসে সেটা আমরা তুলে ধরছি। আমরা বলেছি শতকরা ৫০ জনকে দেওয়া হবে মেরিটের বেসিসে বাকী ৫০ জনের মধ্যে ৩০ জনকে দেওয়া হবে নিডি বেসিসে আর ২০ জনকে দেওয়া হবে সেই হতভাগ্যদের। সেই সমস্ত নীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে আমাদের সময় লেগেছিল এবং আজকে আমরা সেটা কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন খালি পদ, খালি নেই স্যার, থাকবে কোথায়? সব যাওয়ার সময় ভর্তি করে দিয়ে গেছেন কোন নীতি ছাড়া। আজকে নীতি নিয়ে পূরণ করার সুযোগ খুবই কম। তবে আমি বলছি যেটুকু সুযোগ আমাদের রয়েছে সেই সুযোগ এই নীতি নিয়ে এই সরকার অবলম্বন করে চলবেন এবং বিভিন্ন দপ্তর তার ইণ্টারভিউ নিয়ে সেই রেজাল্ট জানিয়ে দেবে এবং চীফ সেক্রেটারীর সভাপতিত্বে আমরা একটা কমিটি গঠন করেছি। এইটা করার একমাত্র কারণ হচ্ছে পলিটিক্যালম্যানের উপর আমরা দায়িত্ব রাখিনা দায়িত্ব রাখছি আমরা নিরপেক্ষ প্রশাসন যন্ত্রের উপর। তারা ফাইন্যাল করবেন এবং তারপর এই সমস্তকিছু মানা হয়েছে কিনা সেটা কাউন্সিল অব মিনিষ্টারস্ দেখবেন। সুতরাং এই নীতি আমরা করছি। বেকারদের স্বার্থে আমরা এই নীতি করেছি, সার্ভিসের স্বার্থে আমরা এই নীতি করেছি, নিরপেক্ষতার স্বার্থে আমরা এই নীতি করেছি এই নীতি করেছি যারা নিডি তাদের কথা চিন্তা করে,

এই নীতি করেছি তাদের জন্য যাদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তারা কোনদিন আশা করেনি এই সুযোগ পাবেন। সেলফ্ অ্যামপ্লয়মেন্ট-এর মধ্যে এই আওতার আমরা এই নীতি অনুসরণ করব।

**শ্রীদশরথ দেব** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা কথা জানতে চাই, আমি জানি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সোজা কথা সোজা ভাষায় উনার বক্তব্য রাখেন না, দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। আমার প্রশ্ন হল, আগের সরকার যে পোষ্ট সৃষ্টি করেছে এইটা পূরণ করার জন্যই করা হয়েছে। এইট্যা খালি রাখার জন্য হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন ১০ লক্ষ পদ সৃষ্টি করে এখন সার্কুলার দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। এইবার মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থিত করেছেন, এই বাজেটের টাকাটা খরচ করার জন্যই বাজেট। আমার প্রশ্ন হল, এই গভর্ণমেন্ট আসার পর বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্য পদ সৃষ্টির জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? তার জন্য কেউ খালি রাখবে না। এইটা তারা আশা করতে পারেনা।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, উনি প্রশ্নটাই বুঝতে পারেননি। প্রশ্নটা হচ্ছে ওভার এইজ সম্পর্কে। এইটা অন্য জিনিষ।

**শ্রীদশরথ দেব** :— এখানে বলা হয়েছে যে শূন্যপদ আগেই ওরা পূরণ করে গেছে, এখন আর শূন্যপদ নাই। এইখানে এই কথা বলার কোন অর্থ নাই। আমরা পদ সৃষ্টি করেছি, আমরা পূরণ করেছি। এখানে প্রশ্ন হল, আপনি কতটা পদ সৃষ্টি করলেন? কারণ আপনি বাজেট করেছেন, আপনার বাজেটের টাকা আপনি খরচ করবেন এইটা কারো ঘরে তুলে রাখার জন্য নয়।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) — স্যার, এই রাজ্যের উপর যে সমস্ত অনুৎপাদক পদ সৃষ্টি করে মাথা ভারী করেছে, যেটা এই রাজ্যে কোন সম্পদ সৃষ্টি করেনি কাজে লাগেনি। এই সরকার যে সমস্ত পদ সৃষ্টি করবে এই রাজ্যের আগামী দিনের সম্পদ সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেই সেটা করবে এবং এইটা আমরা পরবর্ত্তী সময়ে ঘোষণা করব।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে চাকরীর নীতির কথা এখানে ঘোষণা করলেন, এই নীতির মধ্য দিয়ে এইটাই বুঝাচ্ছে কিনা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের "স্যন্দন পত্রিকায়" বেরিয়েছে যে কমলপুরে একজন ফেডারেশনের নেতা ব্রজবিহারী ভট্টাচার্য্য, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ত্ত দপ্তরের। একই পরিবারের ৬ জনকে চাকরী দেওয়া হয়েছে। কমলপুরের ফেডারেশন নেতা ব্রজবিহারী ভট্টাচার্য্য আমি যাদের চাকরী

হয়েছে তাদের নামও দিচ্ছি ! শিবদাস ভট্টাচার্য্য, নীমু ভট্টাচার্য্য, সুভাষ ভট্টাচার্য্য, গৌরী ভট্টাচার্য্য, দীপা ভট্টাচার্য্য, মনীষা ভট্টাচার্য্য। এই যে চাকরী নীতির কথা ঘোষণা করলেন এইটা তার পলিসি কিনা। একই পরিবারের কংগ্রেস ( আই ) হলে তাদের পরিবারের সবাই এর চাকরী হবে।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—এইটা এই প্রশ্নের সংগে জড়িত নয়। স্বতন্ত্র প্রশ্ন করলে জবাব দেব।

প্রশ্ন হচ্ছে ওভার এইজ নিয়ে, এইটা এই প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড না সতন্ত্র প্রশ্ন করুন আমি জবাব দেব।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি, আপনারা বসুন আমাকে হাউস চালাতে দিন।

মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

**শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা** ( ছামনু ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৫

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৫

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার বৎসরাধিককাল পূর্বে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার হেলথ্ সাব-সেন্টার এবং প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টারগুলিকে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবং

২। ইহাও কি সত্য যে গত ১৯৮৭ইং সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস নাগাদ এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার সবরকম প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল,

৩। সত্য হলে হস্তান্তরের কাজ করে সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ইহা সত্য। ২। পাকাপাকি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

৩। প্রশাসনিক স্তরে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া চালু আছে।

**শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এক নাম্বার হচ্ছে যদি সত্য হয় তাহলে এইটা কবে কার্য্যকরী হবে ?

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** (মন্ত্রী) ঃ— এইটা ৩নং প্রশ্নের উত্তরে আছে যে, প্রশাসনিক স্তরে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া চালু আছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ঃ— স্যার, এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে এ ডি সি থেকে টাকা খরচ করে অনেকগুলি সাব সেন্টারের কনষ্ট্রাকশান করা হয়েছে এবং এই-গুলিকে যখন প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে তখন তাদের সম্পুর্ণ অগ্রাহ্য করে গত তিন চার মাসে তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ বা পরামর্শ না করেই রাজ্য সরকার সেইগুলি ব্যবহার করছেন এবং হস্তান্তরের কোন উদ্যোগই কার্য্যকরী করা হচ্ছে না, উল্টা এই-গুলিকে দখল করার চেষ্টা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে এইটা সত্য কি না?

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** ঃ— ইহা সত্য না।

**শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল** ঃ— মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি যে এবং তদন্ত করে দেখবেন কি না যে, বর্তমানে জেলা পরিষদে যে কোন উন্নয়ন-মূলক কাজে রাজ্য সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন এবং শুধু স্বাস্থ্য দপ্তরই না বিভিন্ন দপ্তরে যেমন, পি ডব্লিও ডির কাজের ব্যাপারে এ ডি সি এলাকায় কাজ করতে গিয়ে রাজ্যের পিলারগুলি গাড়াতে পারছেন না। কারণ এ,ডি, সির হাতে হ্যাণ্ড ওভার করে দেওয়া হয়েছে, সব ব্যাপারে জেলা পরিষদ রাজ্য সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার ফলে দুর্গম উপজাতি এলাকাগুলির সমস্ত রকমের উন্নয়ন-মূলক কাজ ব্যহত হচ্ছে। এই ব্যাপারে সরকার দেখবেন কি না?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এখানে যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে এইটা সম্পর্কে অনেক দুর্নীতির তথ্য এই সরকারের কাছে রয়েছে, সেইগুলিকে উদ্ঘাটন করার জন্য মাননীয় রাজ্যপাল কমিশন বসিয়েছেন। তবু আমরা এখানে বলব যে, সরকার সম্পুর্ণভাবে এ ডি সির সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং এই এ ডি সির জন্য যে অর্থ সরকার বরাদ্দ করেছেন তা তাদের কাছে যদি পৌছায় নিশ্চয়ই সরকার সব দিক থেকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে। আমরা এইটুকু বলতে চাই যে, যে সমস্ত টাকা পয়সা ওদের হাতে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এখনও প্রচুর টাকা আন-স্প্যান্ট রয়ে গেছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যারা এতদিন শাসন করেছেন, যারা এ, ডি, সি,র জন্য যথেষ্ট কথা বলেন, যারা গরীব মানুষের জন্য যথেষ্ট কথা বলেন তারা এ সম্পর্কে কি জবাব দেবেন? আমরা চাই বিভিন্ন দপ্তরের টাকা পয়সা যথাযথ ব্যয় হউক। বাজেটে যে টাকা এ, ডি, সির জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সে টাকা আমরা দেব। এ, ডি, সি, এলাকার যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের কাজে যাতে লাগে তার জন্য

আমরা সর্ব্ব প্রকার সহযোগিতা করব। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও আমরা বর্তমান এ, ডি, সি, কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোন রকম সৌজন্যমূলক সহযোগিতা পাচ্ছিনা। তারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করেনা। এমন কি রাজ্য সরকারের ট্রাইবেল ওযেলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যেটা রয়েছে সেটার সঙ্গেও যোগাযোগ করতে চায়না বা সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছেনা। এখন সেখানে তারা কোন কাজ করছেনা।সেখানে এগজিকিউটিভ মেম্বার যারা রয়েছেন তারা ১৫'২০ দিনে একবার এসে টি, এ, ডি, এ,র বিল ড্র করছেন, টাকা তুলছেন আর কিছুই করছেন না।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে কিছু কাগজে-পত্রে সাব-সেন্টার আছে যেগুলিকে বাস্তবে দেখা যায়না কিন্তু তবুও বিগত দিনের বামফ্রন্ট সরকার সেগুলির নাম করে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা নিয়েছিল কিনা?

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। মাননীয় সদস্যের কাছে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে দিতে পারেন।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।
মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মণ।
মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

**শ্রীগোপালচন্দ্র দাস** (শালগড়া) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৬।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৬।

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শেষের দিকে যে-সমস্ত বেকারদের চাকরীর অফার দেওয়া হয়েছিল তাদের এখনো পর্য্যন্ত নিযুক্তি পত্র দেওয়া হয় নাই,

২। সত্য হইলে এই সম্পর্কে বর্তমান কংগ্রেস (ই) ও টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ; এবং

৩। কবে নাগাদ অফারপ্রাপ্ত বেকারদের নিযুক্তি ছাড়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এবং ২- বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শেষের দিকে যে সমস্ত বেকারদের চাকরীর অফার দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে বর্তমান সরকার বহু অভিযোগ পেয়েছে যে ঐ সকল অফার নিয়োগ-নীতি ভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। তাই বর্তমান সরকার ঐ সমস্ত অফার সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যেসব বেকারদের চাকুরীর অফার নিয়োগ নীতি অনুসারে হয়েছে বলে গণ্য হবে তাদেরকে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হবে।

৩। পুর্বোক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হলেই যারা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন তাদেরকে নিযুক্তিপত্র দেওয়া হবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ANNEXURES (A & B)।

## PRESENTATION AND ADOPTION OF REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, বিজনেস্ এড-ভাইসারী কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।"

বর্তমান অধিবেশনের ১৪ই জুলাই, বৃহস্পতিবার ১৯৮৮ইং (তারিখ) থেকে ২১শে জুলাই, বৃহস্পতিবার ১৯৮৮ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য" বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি' সময়-নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন। উহার দ্বিতীয় রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে বিফোর দ্যা সেকেণ্ড রিপোর্ট অব্ দ্যা বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি।

মিঃ স্পীকার স্যার, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৪ই জুলাই, বৃহস্পতিবার ১৯৮৮ইং তারিখ থেকে ২১শে জুলাই, বৃহস্পতিবার, ১৯৮৮ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস" এডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন উহার দ্বিতীয় রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ** এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

**মিঃ স্পীকার :** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো : "বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময়-যির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

( প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় : )

## REFERENCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার :** এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ ১ (একটি 'নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উথাপন করার অনুমতি দিযাছি।

মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহাশয়কে অনুবোধ করছি বিষযটি উথাপন করতে।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ( বিলোনীযা ) : মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হচ্ছে 'সন্ত্রাস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ৭ ৭ ৮৮ ইং সকাল ৮টা থেকে ৮ ৩০ মিঃ এর সময কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী সাধন দেবনাথকে পি, আর, বাড়ি পি, এস, এর অধীন উত্তর কৃষ্ণপুরে পরিকল্পিতভাবে খুন করে লাস গুম করে ফেলার চক্রান্ত সম্প.র্ক।

**মিঃ স্পীকার :–** আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষযটির উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষণি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

**শ্রীসমীরঞ্জন বর্মণ** স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই নোটিশটির উপর অ গামী ২০, ৭, ৮৮ইং তারিখে বিবৃতি দিতে পারব।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রী আগামী ২০, ৭, ৮৮ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হইতে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীকার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উথাপন করার অনুমতি দিয়াছি।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে উনার মোশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (ঋষ্যমুখ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হলো-দৈনিক সংবাদ পত্রিকার ১১ই জুলাইয়ের সংখ্যায় মহারাজা কিরিট বিক্রম দেববর্মার রাজবাড়ি বিক্রি সম্পর্কে।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য, আপনার এই নোটিশ নয়। এখানে যে নোটিশটির উত্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার বিষয়বস্তু হলো—

"গত ৫ই জুলাই বিলোনীয়া মহকুমার মধ্য পিলাক পঞ্চায়েতের কেশব ঘোষ ও বিষ্ণু ঘোষের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক লুটপাট এবং হামলা করে শ্রীমতি স্নেহলতা ঘোষ, লিলুবালা ঘোষ এবং ঝর্ণা ঘোষকে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, নিয়ম হচ্ছে যে বিষয়টি উত্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় মাননীয় সদস্য যদি তাহার উল্লেখ না করেন তবে সে বিষয়টি বাতিল বলে গণ্য হয়। কাজেই এই বিষয়টি উত্থাপনে পারমিট দেওয়া যায় না।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** :— "গত ৫ই জুলাই বিলোনীয়া মহকুমার মধ্যপিলাক পঞ্চায়েতের কেশব ঘোষ ও বিশু ঘোষের বাড়ীতে রাত্রিতে একদল দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক লুঠপাট এবং হামলা করে শ্রীমতি স্নেহলতা ঘোষ, লিলুবালা ঘোষ এবং ঝর্ণা ঘোষকে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে"

**মিঃ স্পীকার** :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ** (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ২০।৭।'৮৮ইং তারিখে এই নোটিশটির জবাব দেব।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী মহোদয় বিষয়টির উপর আগামী ২০।৭।৮৮ইং তারিখে জবাব দেবেন। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন সরকারকে তাঁর নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য আহ্বান করছি।

**শ্রীজীতেন্দ্র সরকার** (তেলিয়ামুড়া) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রেফারেন্স নোটিশের বিষয় হলো "গত ১১ই জুলাই স্পন্দন পত্রিকায় 'সাক্ষাতকারের আগেই মেডিকেল আসন বরাদ্দ কারচুপির খেলা' 'শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার ঃ**— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্ত্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষামন্ত্রী ) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ১৮।৭।৮৮ইং তারিখে আমার বক্তব্য রাখতে পারব।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৮।৭।৮৮ইং তারিখে তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার** ঃ— আমি নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রীগোপাল দাস নোটিশটি দিয়েছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"গত ২১শে জুন রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকায় সুবোধ ভৌমিক ও কুমুদ ভৌমিকের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সমাজবিরোধী কর্তৃক রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গর্জ্জনমুড়ার হাঁ পাড়াতে, রকমান হাঁ, অমর দেবনাথ, সুবোধ দেবনাথ প্রমুখ বামফ্রন্ট সমর্থক কর্মীদের এবং দেবব্রত দেবনাথ নামক একজন সেনাবাহিনীর জোয়ানকে বাজার থেকে ফেরার পথে আক্রমণ করে মারাত্মকভাবে আহত করা সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনিএ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ** ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) ঃ— আমি আগামী ২০।৭।৮৮ইং তারিখে এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারব।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২০।৭।৮৮ইং তারিখে বিষয়টির উপর বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরীর কাছ থেকে, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "গত ৭ই জুলাই রাজনগর গবরের জন্য সংরক্ষিত" এলাকায় বন দপ্তরের ওয়াচার ও সমন্বয় কর্মী সাধন দেবনাথকে নৃশংসভাবে খুন করা সম্পর্কে, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ** (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মামনীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ২১।৭।৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১।৭।৮৮ইং তারিখে এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি নোটিশের বিষয়বস্তু হল "গত ১২।৭।৮৮ইং তারিখের ভোর ৪ ঘটিকায় উদয়পুর মহকুমার আঠারবোলা গাঁও পঞ্চায়েতের বড়বাড়ী গ্রামের শ্রীপুলত মানিক মলসম সব একই পরিবারের (৪চার) জনের মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি সভায় উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিরতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দেন অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একট তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমীরঞ্জন বর্মণ** (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২১ ৭।১৯৮৮ইং নোটিশের জবাব দেব।

**মিঃ স্পীকার**:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১।৭।১৯৮৮ইং বিবৃতি দেবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (ধনপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী মোটিশ দিয়েছিলাম আমার নোটিশের বিষয়বস্তু ছিল "দৈনিক সংবাদ পত্রিকার ১২ই জুলাইয়ের সংখ্যায় মহারাজ কিরীট বিক্রম দেববর্মার রাজবাড়ী বিক্রী সম্পর্কে" স্বামী রাজা পত্নী রাজস্ব মন্ত্রী আইনের যুদ্ধ হচ্ছে রাজার সংগে সরকারের প্রাক্তন দপ্তর প্রধান রাজাকে নথী যোগাচ্ছেন এই শিরোনামে যে উদ্বেগজনক খবর প্রকাশিত হয়েছে সেই সম্পর্কে"। স্যার, আমার নোটিশের কি হল?

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আমি নিয়ম করেছি দৈনিক ৩টা নোটিশ এলাউ করব।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** স্যার, আমারটা পেণ্ডিং থাকার কারণ কি ?

**মিঃ স্পীকার :—** সিরিয়েলী এক এক করে সবগুলিই আসবে।

## GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1988-89

**মিঃ স্পীকার :—** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল ১৯৮৮-৮৯ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা (জেনারেল ডিসকাশান অন দি বাজেট এষ্টিমেটস ফর দি ইয়ার ১৯৮৮-৮৯)। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মতিলাল সাহাকে অনুরোধ করছি তাঁর অসমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

**শ্রীমতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি গতকালের অসমাপ্ত আলোচনা শুরু করছি। আমি কাল বলেছিলাম যে, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ এই নূতন সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সেই গণতন্ত্র প্রিয় ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে আর সেই বাজেটকে বিরোধী পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। যদি তাঁরা শুধু বিরোধীতা করার জন্য বিরোধীতা করেন তাহলে কোন আপত্তি নেই। স্যার, গণ-নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত্তে একজন সাংবাদিক কোন একজন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সংগে দেখা করেছিলেন যে, আপনারা ক্ষমতায় আসতে পারবেন কি না ? তার জবাবে সেই মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছিলেন যে, আমরা অবধারিত ক্ষমতায় আসব। তারপর সেই সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যে বিরোধী কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, কয়টি আসন পাবে ? তার জবাবে তিনি একটু গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন যে ক'টি সিট দেব সেটা একটু ভেবে দেখতে হবে। স্যার, এই প্রসংগে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে ত্রিপুরাতে ৬০টি সিট আছে সেই সিটগুলি কি মাননীয় সেই মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তির যে ক'টি সিট বিরোধীদের দেওয়া হবে সেজন্য তাঁকে ভাবতে

হবে। স্যার, উনারা ঠিক করে রেখেছিলেন যে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপী করে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবেন। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়ে উঠে নাই। ত্রিপুরার মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে যে কারচুপী করে নির্বাচনে জেতা যায় না। তারপর ও তারা এই সরকারের নামে নানাভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছেন বলছেন আসাম রাইফেল্সের জোয়ানরা বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচার করছে ধর্ষণ করা হয়েছে। এখানে আরও বলা হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের সাথে দেখা করেছেন এবং তাদের সাথে অনেক আলাপ আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে এই আশ্বাসও দিয়েছেন, সেই রকম ঘটনা ঘটে থাকলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারপরেও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে এই বিধান সভার বাইরে এবং বিধান সভার ভেতরেও লাফালাফি করছেন। আমি বলতে চাই, জেলের ভেতরে যখন বামফ্রন্টের আমলে অঞ্জলি পাল ধর্ষিতা হয়েছিল, তখন কোথায় ছিল গণতান্ত্রিক নারী সমিতির মহিলারা? কোথায় তারা সে সময় মুখ লুকিয়ে ছিলেন?

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী** ( প্রমোদনগর ) ঃ— স্যার, এটা অসত্য ঘটনা। সে সময় অঞ্জলি পাল ধর্ষিতা হন নি।

**শ্রীমতিলাল সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— আজকে উনারা উজান-ময়দান নিয়ে মিছিল মিটিং করেছেন। এখন বিরোধীদের হাতে কোন কর্মসূচী নেই। কাজেই নোংরা রাজনীতির খেলা খেলে চলেছেন। এই রাজ-নীতি খেলার জবাব দিয়েছেন, ১লা জুলাই ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ। সারা ত্রিপুরার লোক সেদিন মিছিলে আশ গ্রহণ করে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন, কেন্দ্রের সদিচ্ছা ছিলনা ত্রিপুরার রাজ্যে শিল্প গড়ে উঠুক। স্যার, ১০ বছর আগে বামফ্রন্টের আমলে অর্থের কোন অভাব ছিল না। প্ল্যানিং কমিশন বা দিল্লীর সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন তা বামফ্রন্ট সরকার খরচ করতে পারেন নি। আমি স্যার, এখানে কিছু হিসাব তুলে ধরছি। গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পে বরাদ্দ ছিল, ১৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু খরচ হয়েছে, ১৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। বৃহৎ শিল্পে বরাদ্দ হয়েছিল ১০ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, ১০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। স্যার, এখানে বিরোধী দলনেতা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছেন। আমরা দেখেছি, এত টাকা পাবার পরও ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ী শিল্প গড়ে উঠেনি। শিল্পের টাকা খরচ হয়েছে শুধুমাত্র, ক্যাডারদের পাইয়ে দেবার উদ্দেশ্য। বামফ্রন্টের কাছ থেকে শিল্পের ব্যাপারে আমরা যা পেয়েছি তা হচ্ছে, কোটি কোটি টাকার গড়মিল, এবং স্বজন পোষন-এর আঁখড়া। সুযোগ ছিল, সি, পি, আই, (এম) এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর। এবং সেই প্রয়োজনেই তা ব্যবহার করা হয়েছে। স্যার, জুট মিলে আমরা কি দেখেছি? আমরা দেখেছি জুট মিল সম্প্রসারণের জন্য এবং কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে সেই

টাকা দিয়ে ১০ বৎসরের মধ্যে ১৮ কোটি টাকার লোকসান করেছেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা স্বীকার করবেন কিনা আমি জানি না, তবে এটা সত্যি কথা সেখানে পাট জাত দ্রব্য তৈরী না হলেও তদানীন্তন শিল্পমন্ত্রী অনিল সরকার এই জুট মিলের ভেতরে শ্রমিকদের ট্রেনিং দিতেন কিভাবে রাম দা ব্যবহার করতে হয়, কি ভাবে বিরোধী দলের লোকদের আক্রমণ করতে হয়। ঐখানে সব প্রোগ্রাম তৈরী হত। স্যার, আমি এখানে দেখাচ্ছি, সে সময় জুট মিলে কতটুকুন উৎপাদন হত। ১৯৮১-৮২ সালে—১২.৮ মেট্রিক টন।

১৯৮২-৮৩ সালে—১৪.৮১ ,,

১৯৮৩-৮৪ সালে—১৭.৮ ,,

১৯৮৪-৮৫-সালে—১৭.৮৩ ''

১৯৮৫-৮৬ সালে—১৫.৩২ ,,

১৯৮৬-৮৭ সালে—১৩.২৮ ,,

১৯৮৭-৮৮ সালে—১২.৭১ ,,

যে সময় আমরা এখানে আসি অর্থাৎ নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হয় সে-সময় তো জুটমিলে কর্মচারী ক্যাডার বাহিনীরা নির্বাচনী প্রচারে নেমেছিলেন। যার জন্য উৎপাদন সবচেয়ে নীচে নেমে আসে ১২,৭১ পার্সেন্ট। এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই মাসে আমাদের সরকার অত্যন্ত সচনতার সঙ্গে কিভাবে জুট মিলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় সেই দিকে নজর দেন এবং জুলাই মাসে আমাদের উৎপাদন দাঁড়ায় ১৯,২০ মেট্রিকটন। তাহলে আপনারা চিন্তা করে দেখুন, ত্রিপুরাতে একটাই মাত্র বৃহৎ শিল্প সেই মিলটাকে বামফ্রন্ট কিভাবে দলীয় কাজে ব্যবহার করেছে এবং সেখানকার শ্রমিকদের দিয়ে কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতাদের আক্রমণ করিয়েছে এবং বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। আমি নিজে, ১৯৮৪ইং সালে লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরের দিন গণনা চলেছিল, সেই দিন গণনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য আসার পথে জুট মিলের কাছে, নৃপেনবাবু, অনিলবাবুর জুটমিলের গুণ্ডারা আমাকে আক্রমণ করে হত্যা করার জন্য। এই জুট মিলে কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে ? এই ভাবে সি, পি, আই (এম)-এর গুণ্ডাবাহিনীরা জুট মিলকে রসাতলে নামিয়ে দিয়েছিল। এখন আমরা জুটমিলে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের একটি দল জুট মিলটি পরিদর্শনের জন্য আসছে। জুটমিলের উৎপাদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্য সুবোধ দাস আজকে হাউসে উপস্থিত নেই। উনি গতকাল বলেছেন এ, ডি, সি, এলাকাতে নাকি মানুষ খেতে পাচ্ছে না। আমি উনাকে বলতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্গমাঞ্চলে কোন খাদ্যের অভাব নেই। সি, পি, আই, (এম) অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে কিছু খাদ্য গুদাম লুঠ করার জন্য পরিকল্পনা করছে এবং দুটো খাদ্য গুদাম খেদাছড়া এবং আনন্দনগর ওরা লুঠ করেছে। আমরা এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটতে পারে তার জন্যও

আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। বিরোধী সদস্য মহোদয়রা আজকে এখানে বলেছেন যে আমরা নাকি ট্রাইবেলদের কোন স্বার্থ দেখছি না। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই-বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এ, ডি, সি, এরিয়াতে কমন রাইস দেওয়া হত ১,৯০ পয়সা পার কে, জি, ফাইন রাইস ২,০০ টাকা, সুপার ফাইন রাইস দেওয়া হত ২, ১০ টাকা। বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে কমন রাইস ৬৫ পয়সা কমিয়ে দিয়ে ১,২৫ টাকা করেছে, ফাইন রাইস ১,৩৫ টাকা এবং সুপার ফাইন রাইস ১,৫০ টাকা। সরবরাহের পরিমাণ মাসিক ৬, ৪৯০ মেট্রিকটন এবং এতে উপকৃত হবেন ৮.৯০,৮০০ জন লোক। তারপরও কি আপনারা চীৎকার করবেন যে আমরা উপজাতিদের স্বার্থ দেখছি না? বিরোধী দলনেতা বলেছেন চা শিল্প নাকি আগেরকার তুলনায় বেশী বৃদ্ধি করা হয়নি। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি-আমাদের সরকার বাজেট বরাদ্ধে প্ল্যান খাতে ১৩৫ কোটি টাকা ধরেছেন। গত বৎসর এর পরিমাণ ছিল ৭৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। এবং চলতি ৫ মাসে শ্রমিকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হযেছে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সরকারে আসার পর গ্যাস ভিত্তিক শিল্প তৈরী করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি এবং ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে মিথানল প্রজেক্ট করার জন্য রেজিষ্ট্রেশান দিয়েছে এবং এর জন্য ব্যয় হবে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার মত। ইতিমধ্যে আগরতলা বৃহত্তর শহর এলাকায় পাইপের মাধ্যমে জ্বালানী গ্যাস সরবরাহ করার জন্য একটা প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য "বোম্বে গ্যাস" নামক একটা সংস্থার সাথে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম মেমোরেনডাম অফ আণ্ডার টেকিং তৈরী করেছেন। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে ৭৫ মেঘাওয়াট সম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে যার দ্বারা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প গঠনের সহায়ক হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর টি, এস, আই, সি, এই চার মাসে প্রায় ৯৭ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প স্থাপন করার জন্য ১৭ জন প্রাক্তন শিল্পীকে ঋণ মঞ্জুর করেছেন। এই ভাবে আমাদের সরকার গঠিত হবার পর আমরা চাইছি ত্রিপুরা রাজ্যে গ্যাস-ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে। আপনারা বিরোধীতা করবেন, বিরোধীতা করে সরকারের উন্নতি মূলক কাজে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারবেন না। আমি সর্বশেষে আপনাদের বলবো ১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেটকে সমর্থন করে আমাদের কাজের সুযোগ দিন, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার** :— অনারাবল মিনিষ্টার মহারাণী বিভুকুমারী দেবী।

**Maharani Bibhu Kumari Devi** ( Revenue Minister ) :— Mr. Speaker sir, I support this budget for its broad policies. It has tried to gear up the whole Government machinery knowing well that it will face many pitfalls in the form of sabotage and massive proposal of mis-information. Keeping the above in mind I would request the appeal to the public that they should not be the victims of mis-imformation and half truths.

Mr. Speaker Sir, the self proclaimed leader of the tribals the Ex. Chief Minister who has just left, I would not like to talk behind his back. Today he has been crying for the poor tribal's But I would like to know where was the question of the tribal's অস্তিত্ব মর্য্যাদা in 1980. I am citing example in the form of my friends and colleague are the tribal and I think he had left this House, earlier. But I don't think any tribal was given any opportunity to represent the state in the manner that he should have been allowed. That should be recorded Mr. Speaker sir. May I also ask my friend where was his concious, where was his recognition to a friendship which had given him in the highest place in the history of Tripura. Going back in 1950 I would like to ask my friends in the oppostion ২৮ বছর আগের কথা আমার colleague নৃপেন বাবু বলছেন, যে, কংগ্রেস কিছুই করেনি। I would like to ask my friends what was the population in 1950 বা যেভাবে এখন নৃপেনবাবু কান্নাকাটি করছেন তাতে দেখা যাচ্ছে It was motivated to create a Communal Rioat. ১৯৮০ র কথা আমরা ভুলিনি। এটা ত্রিপুরার ইতিহাসে লেণ্ডমার্ক। ১৯৮০ আমরা ভুলিনি। এইটা ত্রিপুরার ইতিহাস। It is a landmark in the history of Tripura between the two communities. I am speaking in the terms of my friend, the ex-chief minister, It is the typical case of tribal exploitation. উনি বলছেন এ, ডি, সি আমরা করেছি। সিক্সথ্ সিড়ুাল আমরা করেছি। অন হোয়াট বেসিস? কিসের উপর ভিত্তি করে আপনারা ১৯৬০ বর্গমাইল দিযেছেন। একটা ডিমাণ্ড ছিল বলেই ত আপনারা করেছেন ১৯৬০ বর্গমাইল। The then Maharaja Bir Bikram, he is the man who left his legacy behind. It is on the basis of the will.

আপনাকে মনে রাখতে হবে বাদল চৌধুরী মশাই, আপনারা যে রাজত্বে এসেছেন, আপনাদের মধ্যে একটা পার্লামেন্টারিয়ান আছেন, উনাকে আপনারা জায়গা দিতে পারেন নি। ১৯৮০ সালে উনাকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে। পুলিশ প্রটেকশান দিতে হয়েছে। এইটা হয়েছে মাইনরিটির কান্নাকাটি। পত্রিকায় ঐ সময় রিপোর্ট দিয়েছে। সেণ্ট্রাল ইণ্টেলিজেন্স ঐ সময় রিপোর্ট দিয়েছে।

"The ugly head of Communalism" Communal sentiment raised its ugly head even within his police. এইটা সমন্বয় কমিটি না। আপনারা পড়াশুনা করুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি উনাদের লেখাপড়া করার জন্য বলুন। আমরা প্রপাগাণ্ডায় যাই না।

We have better material. Now every minority community has right of justice. নৃপেনবাবু এখন বলছেন the arms has been plaeed to harass the tribal. আপনারা লেখাপড়া করুন, কিংবা মনে রাখবেন যে সময় কালচারেল রেভলিউশান চায়নাতে হয়েছিল ১৯৬০ সনে। Red Army was called to crush that cultural revolutien. Mao-Se-Tung যখন দেখলেন যে cultural revolution, he could not control, So the Red army was called. He crushed the public voice. Mikhal Gorbachev উনিও আরমি এনেছেন, to stop the communal riot in Armania. Now, definetly the tribals of Tripura therefore, have a right of protection of property and our minority community if the centre gave us some protection because in view of the fact Nripen Babu said disturbed area সবসময় বলেছেন, এখন ও বলছেন আরমিকে থাকতে হবে যতদিন না পর্যন্ত the arms are not surrendered by the T.N.V. and my comrade brothers. As far as this concerns I feel that the army should not be made into our politically affair of politiclly motivated sort of efforts because it is an impartial foree. The Army of India is famous all over the World for a very broad base composition. We are sharing borders with the country which has different ideology as well as the country which has occupied a large part of a country. This is for our friends of the ex-chief Minister.

**শ্রীদশরথ দেব** (রামচন্দ্রঘাট) ঃ— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, আমি অনারেবল লেডিকে বলব তাদের মন্ত্রীরা যে ষ্টেইটমেন্ট দিয়েছেন, একটু ভাল করে পড়ুন। নৃপেন চক্রবর্তী কখনও ডিষ্টার্ব এরিয়ার জন্য অ্যাগ্রি করেন নি। উনাদের বুটা সিং থেকে আরম্ভ করে যারা দিল্লীতে মন্ত্রীরা বার বার পার্লামেন্টে গিয়েছেন, উনি হয়ত পড়েছেন, উনার স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্বল উনাকে বলব একটু পড়ুন।

**Maharani Bibhu Kumari Devi** ( Revenue Minister ) :— Mr. Speiker Sir, I know my friends' difficulty. I appreciate whatever he has to say, I am trying to say that the disturbed area act I supported and my friends in the Treasury Benches have supported for only one reason. Because we did not want indiscriminate killing of anybody.

( Noise )

It may be slip of tongue. I am sorry it is slip of tongue. Naturally you

will not support. How can you support disturbed area ? You do not want the army to help and look after the people. Now we come to another point. Now I come back tc my friend ex-chief Minister, the self proclaimed tribal leader. He says that regarding revenue there is nothing. I would like to ask my friend In the opposition how many families were settled with tribal lands which were alienated. I have just Government figure that during the long 10 years 18 thousand 3 hundred and 12 families have applied for and only 4 thousands were settled. Here is a Government record, your record. So Mr. Speaker Sir, the ex-chief minister claimed to be a tribal leader, to think for the people to claim that the militaiy, army has arrested, is baseless and army has been to harass them because you must have definitely a logic of your thinking end now I think it is baseless, because we have definitely consulted Revenue Department, from which this is not kept in view. We have definitely a large thinking and now I come to my Revenue Department for which is so worst.

a) There has been so far no attempt by the previous Government to have a rationalised, resource mobilisation, No exercise has been taken or done to augment the internal resources of the state. We have decided to constitute a committee which will go into the details of this aspects and we will also suggest measures for control of price line, reduction of non-productive expenditure. This is a positive approach which the previous Govt. was lacking in.

Secondly, we are also thinking on the terms of tax rationalisation measures. As a first step we have raised the ceiling limit to Rs. 10, 000 for exemption from professional tax, even though our friend from the opposition, the so-called poor man Govt. did not raised it from 5 thousand.

Number-3. We have launched a massive drive for restoration of alienated tribal land and are trying to gear up the whole administra-

tion. so that we can do something concrete by the end of this year.

Lastly the record of rights is a very big question. Here it is in a complete shape. It is unfortunate that I supposd, I shall have to take the help of my friend, Mr. Nripen Chakraborty to come and tell me what he meant by making such plan for the government for the restoration of tribal right. It is the record of right there being made as you pointed to right to minimise the sufferings of the people because there has been no resource survey for the last ten years atleast the town and in many other areas.

I would not have taken the charm. I would not have taken line of defence for my party had the self proclaimed leader of the Tribal, not self that the Tribals have been grea'ly feeded in this budget as also the schedule caste's is concerned. We are both trying to work together but it is a game I found that my S.T friend, he has used the word ঘৃণা বরেছেন মুখ্যমন্ত্রী, ওনার কত ঘৃনা তপশীল জাতীর বিরুদ্ধে।

I am sory my Bengali friends because for them I think they are educated people. But where I am trying to touch my point, the substance of my whole argument is this that no administration can run well if there is no responsible opposition to guide the Public. If the opposition becomes only a body to create problem.

Shri Dasarath Deb :— Point of order sir, Hon'ble lady means to say that the Left Front Government could not run well because of the irresponsible Opposition was there.

Maharani Bibh Kumari Devi (Revenue minister) :—Mr, Dasarath Dev, you are an excellent parliamentarian, I do say that, but I have not said this. You are taking about your ideology, not about Congress idelogy, We werk always to cerrect that is why we get the disturbed areas Act enacted. Thank you very much,

Mr. Speaker :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার।

**শ্রীঅনিল সরকার** (প্রতাপগড়):— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি এটার বিরোধিতা করছি, কারণ এই বাজেট এই রাজ্যের গরীব মানুষের পক্ষে নয়, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য নয়। গত ১০ বছর সংগ্রাম করে যে সুযোগ আমরা সৃষ্টি করেছিলাম তার বিরুদ্ধে এটা যাবে। আমি প্রথম যে কথাগুলি বলতে চাই তা হল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভালই জানেন যে, এই রাজ্যের বেকাররা তাদের কাছে চাকুরী আশা করেছিল এবং তারাও বলেছিল যে তারা ঘরে ঘরে একটা করে চাকুরী দেবে। আমরা একটা নীতি গ্রহণ করেছিলাম যে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে এবং যাদের আয় মাসিক ৬০০ টাকা তারা চাকুরী পাবে। যারা নিডি তারাও চাকুরী পাবে। রাজ্যের সর্বত্র যাতে চাকরীগুলি বিলিবন্টন হয় তারজন্য আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছিলাম। শুধু শহরে নয় গ্রামে যাতে চাকরীর সুযোগ যায়। যারা বিধবা তাদের ছেলে-মেয়েরাও যাতে চাকরী পায় তারজন্য আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছিলাম। বিশেষ করে মণিপুরি, মুসলমান, তাঁতি, কর্মকার, কুম্ভকার, কপালি, নট্টকার, শব্দকর প্রভৃতি যারা আছে যারা যাতে এস, সি, এস, টি, কোটার বাহিরে তারাও যাতে বেশী করে চাকুরীর সুযোগ পায় তারজন্য আমরা চেষ্টা করেছি। এগ্রিকালচার লেবারার যারা তাদের ক্ষেত্রেও যাতে চাকরীর সুযোগ থাকে সে দিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল। যারা দৈনিক হাজিরায় কাজে করে, যারা ডমেষ্টিক অর্থাৎ বাড়ী-ঘরে কাজ করে, পলিটিকেল ও এক্সট্রিমিষ্ট ভিকটিমাইজড্ যারা তাদের ক্ষেত্রে যদি কোয়ালিফিকেশন কাভার না করে তাহলেও তাদের ক্ষেত্রে চাকরীর ব্যবস্থা ছিল। ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিক্যাপ্ট যারা তাদের ক্ষেত্রেও চাকরীর সুযোগ ছিল। অর্থাৎ মূল লক্ষ্য ছিল প্রতি ফেমিলিতে যাতে ১জন করে লোক চাকরী পায়। এমন অনেক ফেমিলি আছে যাদের পরিবারে ৪।৫ জন চাকরী করে তাদের ছেলে-মেয়েরা সিনিয়র হতে পারে কিন্তু তাদের আমরা চাকরী দিতে পারি নাই। যাতে করে গ্রামে, যেখানে শিক্ষার হার কম সেখানেও চাকরীর সুযোগ যেতে পারে। সেখানকার লোকেরাও চাকরী পেতে পারে। গ্রামের থেকে শহরে শিক্ষার হার বেশী, এই নীতি না থাকলে পরে শহরের হাতে সমস্ত চাকরী চলে যাবে। পাঁচ শত জন করে বসে রয়েছেন সেখানে চাকুরীর কনসেনট্রেসনটা চলে যাবে। এস, টি, এবং এস সি,-দের রিজারভেসনও আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তাদের পলিসি জব এবং কোয়ালিফিকেসন বিশেষ করে যারা পোষ্ট গ্রেজুয়েট, বা টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেসান নিয়েছেন তাদের আমরা মেরিট বেসিসে চাকুরী দিয়েছি, তাদের পরিবারে আর কেউ চাকুরীয়ান রয়েছে কিনা সেটা দেখিনি। ককবরক শিক্ষকদের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে যারা গ্রেজুয়েসন নিয়েছেন তাদের ১০ পারসেণ্ট আমরা প্রোমোশন দিয়েছি।

এইখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, এইখানে ৩৯১৫ জন গ্রেজুয়েট এবং ১০০৯ জন মাধ্যমিক

মোট ৪ হাজার জন অভারএজ হয়ে বসে রয়েছেন এবং তারজন্যে তাদের যে নতুন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, যে পলিসির কথা ঘোষণা করলেন যে ৫০ পারসেন্ট মেরিট বেসিসে নেওয়া হবে। কিন্তু যারা মাধ্যমিক বা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ফার্স্ট অথবা সেকেণ্ড ডিভিসনে যায় তারা সাধারণতঃ কলেজে যায় এবং কোন একটি সাবজেকটে অনার্স নিয়ে পাশ করে বা কেউ কেউ অন্যান্য টেকনিক্যাল লাইনে চলে যায়। তারপর নীড বেসিসে দেওয়া হবে বলেছেন ৩০ পারসেন্ট মেরিট বেসিসে, মাধ্যমিক পাশের পর যাদের কেউ নেই তারা নীডি, আবার অভার এজ-এর ২৫ পারসেন্ট।—দেওয়া হবে। এই নতুন পলিসিতে আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখি যে কমলপুরে ৬ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই নতুন পলিসিতে এই রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যারা রয়েছেন তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণ হয়নি। আমরা যে পলিসি করেছিলাম তার মধ্যে আমরা যাদের দিতে পারিনি তাদের আমরা ১০০ টাকা করে বেকার ভাতা দেবার কথা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এই সরকার যদি পারেন তবে সেটাকে আরো বাড়াতে পারেন।

তারপর শিল্প দপ্তর সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতিলাল সাহা কিছু কিছু বলেছেন। কিন্তু এর মধ্যে নতুন কিছুই নেই। ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এরিয়া যেটা সেটা তো আমরাই করেছি। সেটা তারা বলছেন তারাই করেছেন। বলেছেন ১৩টি ইউনিটের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

তারপর চা-বাগন-এর জন্য ৫১ লক্ষ টাকা ব্যাংক থেকে নিয়ে লক্ষমীলুঙ্গা, লীলাগড় চা বাগানের মালিকরা পালিয়ে যায়। সে চা বাগানগুলিকে আমরা অধিগ্রহণ করেছি। এবং কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে সেই চা বাগানগুলিকে পরিচালনা করেছি। কিন্তু এই চা বাগানগুলির জন্য যে টাকা সেংকসান করা হয়েছিল সেই টাকা রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক ভাবে সে টাকা আটকে রাখা হয়েছে। মাইতপুর চা বাগানের জন্য ২৮শে মার্চ টাকা সেংকসান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা নানা ধরনের তালবাহানা করছেন। আইচোকে লীলাগড় চা বাগানের জন্য ৩৫ হাজার টাকা সেখানে সেংকসন করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা তাদের দেওয়া হচ্ছে না। ফলে সেখানকার শ্রমিকরা না খেয়ে মরছে। যখন মালিকদের অধীনে এই চা বাগানগুলি চলতো তখন শ্রমিকদের মধ্যে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, ইত্যাদি কাজ দিয়ে আমরা তাদের বাঁচিয়ে রাখতাম আর আজকে যেখানে তাদের অধিকার রয়েছে টাকা সেংকসান রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এক কোটি টাকার বেশী সেংকসান করেছেন এবং আরো বেশী দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মতিলালবাবু বললেন যে এক কোটি টাকা স্যাংশান করেছেন এবং আরও দাপটে বলে গেছেন কি হয়েছে। লীলাগড় চা বাগান ৮০ হাজার টাকা পেয়েছে গ্র্যান্টস ইন এড। সেই টাকাটা তাদের দেওয়া হচ্ছে না। লটারী কেলেঙ্কারীর জন্য বড় বড় কথা তারা ইলেকশনের সময়ে বলেছেন। এটা প্রমাণ করুন যে, বামফ্রন্টের একজন মন্ত্রী এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমরা যেদিন বুঝলাম যে এই লটারীর টিকিট নিয়ে জোচ্চুরী হচ্ছে ১৩৯তম লটারী ড্র যখন হল, তখন টি, জি, লাল এবং কিষাণকুমার বসাক, কলকাতার, দুইজনেই প্রথম পুরস্কার যখন পেলেন,

এস, পাল এজেন্টের দুর্নীতির আভাষ পেলাম তখনি আমরা লটারী বন্ধ করে দিলাম।

তারা বলেছেন টি, এন, ভি,কে আমরা জন্ম দিয়েছি। টি, এন, ভি, কোথায় এখন ? একটা চুক্তি ছিল কংগ্রেস (আই) এবং টি, এন, ভি,-এর মধ্যে। তারা অনুপজাতিদের খুন করে। বিজয় রাংখল কি আমাদের লোক ? তিনি চিঠি লিখেছেন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে— .... .... .... ....

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— উনি বলেছেন যে প্রধান মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন উনাকে সেই চিঠি হাউসে প্রডিউস করতে হবে। ( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য আমি আমার রুলিং দিচ্ছি—unless and until anything laid befcre the House it should not be read out in the Hcuse and this should not go into the Proceedings. When a document which will go to the proceedings it should be laid on the table of the House and it is with the permission of the Speaker. If Speaker permit then a paper may be laid on the table of the House. As it is not laid on the table of the House so the contents of the letter would not go to the proceedings and it is expunged from the proceedings.

**Shri Anil Sarkar** :— মিঃস্পীকার স্যার, এই ধরনের একটা গভীর ষড়যন্ত্র ছিল ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হবে। এবং মানুষকে বলা হবে আমরা শান্তি এনে দেব। এই চক্রান্তের ভিতর দিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এবং সেই চক্রান্ত রক্ষা করার জন্য দিনের পর দিন চেষ্টা করা হচ্ছে। স্যার, গত ৫ মাস যাবত আমরা কি দেখছি ? সেখানে আমরা দেখছি যে ১৩৮টি সাজান মামলা দায়ের করা হয়েছে, ৭৮১ জনকে আসামী করা হয়েছে, ৩৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সদরের। ২১ জনকে হাজতে রাখা হয়েছে এবং নিহত হয়েছে ৭ জন। স্যার, গত ৭,৪,৮৮ইং জিরানীয়ার অনির্বাণ মজুমদার ৯ বছর বয়স—কংগ্রেস নির্বাচনে জয় লাভ করে বিজয় উৎসব করে জিরানীয়ায়। সেখানে তারা অমিতা মজুমদারের বাড়ীতে হামলা করে বোমা মারে তখন সেই অনির্বাণ মজুমদার বাক-শক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে তার চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু কোন সুফল না পাওয়ায় তাকে কলিকাতা নিয়ে চিকিৎসা করা হয়। দুর্ভাগ্যের ৯,৪,৮৮ইং মাসেই ছেলেটি মারা যায়। ৪,৩,৮৮ইং আসাম রাইফেলসের তাণ্ডব দুর্গাচৌমুহনীতে। সেই তাণ্ডবের ফলে চন্দন পাল নামে একটি যুবক মারা গেল, এখন তার ৭০ বছরের বৃদ্ধ বাবা-সহ সেই পরিবারের ৪ জন অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। জি, বি,

হাসপাতালের কর্মী বিশ্বনাথ নায়ারের হত্যাকাণ্ডর ঘটনা নিয়ে একজন কর্মচারী দীপক মজুমদারের উপর পি, আর, পি,র জোওয়ানদের অত্যাচারের ফলে তার মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়েছে। তাকে মিথ্যা মামলায় জড়ান হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে টি, এন, ভি, নেই—সদরের নৃপেন্দ্রনগরের নারায়ণ দাসকে দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, টাকারজলার সম্পত কলই সেখানকার এক্স চেয়ারম্যান অব বি, ডি, সি, গত ৩১,৩,৮৮ইং তাকে এবং তার স্ত্রীকে শাসান হয়েছিল যে তোমরা সি, পি, এম, করতে পারবে না। যদি সি পি এম কর তাহলে তোমাদের খুন করা হবে। ২৯শে মে ১৯৮৮ইং বিশ্ব-লক্ষ্মী দেববর্মা ও মঙ্গলক্ষ্মী দেববর্মা তাদের খুন করা হয়েছে। সেদিন তার বাড়ীতে উৎসব ছিল, সেদিন রাত ৩টার সময় সে তার বাড়ী থেকে বাইরে এসেছিল তখন তাদের খুন করা হয় শিক্ষক চিত্ত দেববর্মাকে যে খুন করেছিল সেই দিলীপ দেববর্মা তাদের খুন করে ……

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি পরে বলার সুযোগ পাবেন। এই হাউস বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2·00 P.M.

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার।

**শ্রীঅনিল সরকার** ঃ— মাননীয়, স্পীকার, স্যার, ওরা সর্বত্র সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার জন্য চেষ্টা করছে। পত্রিকা অফিসে বোমা ফেলছে। "ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকা অফিসে গিয়ে সেখানে তারা সংঘবদ্ধভাবে হামলা করছে, বলেছে, "ডেইলি দেশের কথা" বন্ধ করে দাও, পুড়িয়ে ফেল ইত্যাদি। শুধু এইখানে নয়, সারা ত্রিপুরাতে রাজ্যে কি বিলোনীয়ায়, কি সাব্রুমে, কি বিভিন্ন জায়গায়, এমন কি সদরের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করেছি, বিশালগড়ের কামথানায় যে গাড়ীতে করে পত্রিকা যেত সেই গাড়ীর মালিককে হুমকি দেওয়া হয়েছে "দেশের কথা" পত্রিকা আনার জন্য। সেই চন্দ্রপুর থেকে খয়েরপুর পর্য্যন্ত সেখানে বলেছে, আজকাল, ত্রিপুরা দর্পণ, দেশের কথা এখানে বিক্রী করা যাবে না। তেমনিভাবে জিরানীয়া ব্লক চৌমুহনীতে দেশের কথার হকারকে মারপিট করা হয়েছে। বাণ্ডিল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শচীন্দ্রনগর কলোনীতে তাকে দুইবার আক্রমণ করা হয়েছে। এমনিভাবে সংবাদপত্রের উপর আঘাত তারা এখানে এনেছেন। অথচ তাঁরা বলছেন, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতায় নাকি তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাদের বিরুদ্ধে যে অন্যায়-অবিচার করছে তার খবর যাতে প্রচার না হয় সেই জন্যই এই আক্রমণ তাঁরা সংবাদ পত্রের উপর করছেন। আজকে এই পূর্বাচলে প্রত্যেকরই দলীয় পত্রিকা আছে, থাকবে। দলের বাইরে কেহ নেই। এইসব পত্রিকায় যে কারচুপি হচ্ছে তা বলা হয়। শুধু তাই নয়, এইভাবে সমগ্র

পূর্বাঞ্চলে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, আছিকুলে, পহ্লাদ চৌধুরী, শিবু বৈষ্ণবকে ধরে এনে মারপিট করে কংগ্রেস কর্মীরা তারপর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সেখানে জনগণকে বলছে কংগ্রেস না করলে এলাকায় থাকা যাবে না। এই ধরনের ঘটনা তারা দিনের পর দিন করছে। এই সব এলাকায় যখন তখন রাত্রে বাড়ী বাড়ী গিয়ে পুলিশ নিয়ে হামলা করে। এই হামলার ভয়ে অনেকে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। সেই কংগ্রেস সরকার জেতার সঙ্গে সঙ্গে নেপাল পাল, গোপাল পাল নিহত হল। কে হত্যা করেছে পুলিশ জানে। পুলিশের কাছে সমস্ত খবর আছে। কিন্তু হত্যাকারীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না। ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সি, পি, আই. (এম) এর কর্মী ডি, ওয়াই এফ-এর কর্মীদের নামে হুলিয়া জারী করে তাদেরকে যখন তখন ধরে মারপিট করা হচ্ছে। মারধর করার পর পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। পুলিশের হাতে কখন দেওয়া হয়? আগে কংগ্রেসীরা দায়িত্ব নেয়। তারা মারধর করে প্রথমে, তারপর পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। ইন্দ্রজিৎ দাস যে পবিত্র করের ড্রাইভার তাকে ষ্টেপ করেছে। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। সে অবস্থায় তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আনা হয়েছে। এইভাবে ২৩শে এপ্রিল, হরিশ চৌধুরী, তপন রায়কে ধরে মারপিট করে খয়েরপুর আউটপোষ্টে তুলে দিয়েছে। সেখানে তাদের প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে। রাধাকিশোরপুরের কুমুদ দেবনাথ সে বেড়াতে গিয়েছিল সিধাই। সেখানে কংগ্রেসীরা ধরে তাকে মেরে আবার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সেখান থেকে পূর্ব থানায় এনে তাকে আবার প্রচণ্ড মারপিট করা হয়। মেলী পাড়ায় শ্রীবাবুল পাল, ডি,ওয়াই, এফ-এর কর্মী তাকে ধরে এনে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দিনের পর দিন এই ধরনের অত্যাচার করছে। এই ভাবে সমস্ত অঞ্চলটাকে তারা টারগেট করে রেখেছে। তারপর, খয়েরপুরে আমাদের পার্টির অফিস তারা তছনছ করেছে এবং পুড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয় উল্টা আমাদের নামে মামলা করেছে। দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেসী গুণ্ডারা আমাদের অফিস তছনছ করেছে, ভাংগচুর করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কংগ্রেস এম, এল, এরা যাঁরা এখানে আছেন তাঁরাও ব্যবস্থা নিচ্ছেন। নিচ্ছেন, সব রকম সাহস তাদেরকে যোগাচ্ছেন। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটাই সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য লেঠেল বাহিনী দরকার, লেঠেল সেই, বাহিনী তারা তৈরী করছেন। গত এপ্রিল মাসের ১১ তারিখে বেলবাড়ীতে ৩ জন সি, পি, আই (এম) সমর্থককে থানায় ধরে নিয়ে আসে। এরা হলেন-সুখরাম দেববর্মা, সুফল দেববর্মা এবং বিশু দেববর্মা। উপজাতি যুবসমিতির পরাজিত প্রার্থী চন্দ্রোদয় রুপিণী তাদেরকে, বলেন যে তোমরা কমিউনিষ্ট পার্টি ছেড়ে দিয়ে টি, ইউ, জে, এস দলে যোগ দিলে তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অস্বীকার করায় তাদেরকে মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়। ৪ তারিখে চাম্পা গাঁওসভার প্রাক্তন প্রধান কে থানায় ধরে নিয়ে আসে। সেখানে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা টিফিন নিয়ে হেডমাষ্টারের সঙ্গে গণ্ডগোল করে। কিন্তু কেস দেওয়া

হয় প্রাক্তন প্রধানের নামে এবং তাকে থানার মধ্যে মারধর করা হয়। স্যার, আনন্দনগরে এবং প্রতাপগড়ে ১৮টি নির্বাচনী মামলা করা হয় এবং সেখানে একজন স্কুলের ছাত্র 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকা বিক্রি করে, তার বাড়ীতে বোমা পাওয়া গেছে এই অজুহাত দেখিয়ে তার নামে মিথ্যা মামলা করা হয়! প্রতাপগড়ে প্রফুল্ল দাস, একজন টেইলর, ৬০ বৎসর বয়স, সে কমিউনিষ্ট পার্টির নির্বাচনী পোষাক তৈরী করায় তাকে মারধর করা হয় এবং তার সেলাই মেশিনটিও নিয়ে যায়। হিটলার জার্মানীতে বলেছিলেন, আগে সমগ্র জার্মানীর ঐক্য নিয়ে আসি, তারপর তোমাদের চাকুরী দেব, সব দেব। যদি ৪ মাসের মধ্যে করতে না পারি তাহলে তোমরা আমাকে মৃত্যু দণ্ড দিও। গোয়েরিন্স বলেছিলেন পুলিশকে, তোমরা আগে গুলি কর তারপর তদন্ত করে দেখ ভাল করেছ কিনা, তখন আমরা আছি। ঠিক তেমনি মুখ্যমন্ত্রীর বাগাড়ম্বর পুলিশ সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য সর্বত্র সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। মজলিশপুরে এই কংগ্রেস রিগিং করে জিতেছে। এই ঘটনাটি নিয়ে সারা ভারতবর্ষ ধীক্কার জানিয়েছে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য তারা মিলিটারী, প্যারা মিলিটারী এবং প্রাইভেট গুণ্ডা বাহিনী নামিয়েছে। সুতরাং এই গণতন্ত্র বিরোধী, জন-বিরোধী বাজেটকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার** :— শ্রীদীপক কুমার রায়।

**শ্রীদীপক কুমার রায়** (বড়জলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। পাশাপাশি আমি বিরোধী দলের দলীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি বিরোধী আসনে বসে যদি শুধু বিরোধীতার মনোভাব নিয়ে কাজ করেন তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। আমরা চাই, আপনারা বিরোধী আসনে বসে গঠন-মূলক সমালোচনা করুন। এই বাজেট অত্যন্ত সময়োপোযোগী এবং জনস্বার্থ সম্বলিত। আমরা ৫ মাস হয়েছে ক্ষমতায় বসেছি। সেই পাঁচ মাসে যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নিয়েছি, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসে কি সেই ধরনের উন্নয়ন-মূলক কাজ এই পরিমাণ সময়ে হাতে নিয়ে পেরেছিলেন? সেই উত্তর দিতে পারবেন কি? পাঁচ মাসে এই সরকার প্রথম আপনাদের ১০ বছরের অরাজকতার হাত থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে মুক্ত করেছে, দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিয়েছেন, তৃতীয়তঃ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে কোন ঋণ দানের ব্যবস্থা করেননি বরঞ্চ ঋণ মেলার বিরোধীতা করেছেন এবং বলেছেন ঋণ মেলা ভাওতা এই সব কথা বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু আজকে আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসে প্রমাণ করে দিয়েছে যারাবঞ্চিত ছিল, যারা লাঞ্ছিত ছিল, অবহেলিত ছিল যারা তাদের বিরুদ্ধে আপনারা বিষোদগার করেছেন, ক্যাডারের রাজত্ব কায়েম করেছেন। এই সরকার এসে সেই সব নিপীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত মানুষের স্বার্থে গরীবের

দুয়ারে দুয়ারে ঋণ মেলার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন এবং দিতে চলেছেন। আপনাদের সমালোচনা করতে লজ্জা হয় না? স্যার, ৫ মাসে কি করেছেন তার মূল্যায়ন করুন তারপর সমালোচনা করুন। আপনারা বলছেন শ্রমিক দরদের কথা এবং শ্লোগান দিয়েছিলেন "বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক শ্রেণীর হাতিয়ার, বামফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার"। ১০ বছর তাদের জন্য কি করেছেন? তাদের জন্য কি ঋণ-পত্র দিয়েছেন? কতবার দাবী করা হয়েছিল ঋণ-পত্র দেওয়ার জন্য, কতবার লেখা হয়েছিল? মাননীয় এক্স মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত নেই, আমি কথা বলেছিলাম কোথায় গেল সেই নিয়োগ পত্র, আজ পর্যন্ত দেননি কেন আপনারা? মজুরি নির্ধারন কমিটি তৈরী করেছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিনিধি নেন নি, আপন'রা অন্যায় ভাবে করেছেন। গণতন্ত্রের কথা বলেন, গণতন্ত্র আপনাদের আছে? মোটর শ্রমিকদের ইউনিয়ন একটা সংঘঠিত ইউনিয়ন যেটা ১৯৮২ সালে জন্ম হয়েছে গুণ্ডাদের নেতৃত্বে, ক্যাডারদের নেতৃত্বে, গাড়ীর লাইসেন্স পাইয়ে দিয়ে, ক্যাডারদের নেতৃত্বে গাড়ীর লাইসেন্স বানিয়ে দিয়ে যারা গুণ্ডাদের নেতৃত্বে এই সংগঠনকে পরিচালনা করেছে তাদেরকে দিয়ে আপনারা মিটিং মিছিল করেছেন, আবার শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার কথা বলে এই সব দলীয় লোকদের দিয়েছেন। প্রকৃত শ্রমিক যারা ২০ বছর ধরে সংগঠন কর্মী সেই সমিতির আই, এন, টি, ইউ, সি, সেই সংগঠনের কোন দাবী আপনারা পূরণ করেছেন? বলুন তাদের প্রতিনিধিত্ব কেন ছিল না সে জবাব দিতে পারবেন না। আবার গণতন্ত্রের কথা বলেন, লজ্জা নেই? খুন সন্ত্রাসের কথা বলুন, চুরির কথা বলুন, যে হারে আপনারা চুরির করেন ভোটার লিষ্ট টের পাবেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে, বিধানসভা নির্বাচনে, মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে। এই চুরি রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে ভোটার লিষ্টে তখন বুঝতে পারবেন, সংখ্যালঘুর না সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রমাণ হবে। খুন সন্ত্রাসের কথা বলুন, আপনারা কি করেছেন? যেদিন আমার বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গণনা হয় উমাকান্ত স্কুলে সেদিন আপন'দের সমন্বয়ী সুপারভাইজার আর, এল রায়, ভদ্রলোক নরসিংগড়ের বাসিন্দা আমি লিখিত ভাবে অভিযোগ করেছিলাম সেদিন রিটার্নিং অফিসারের কাছে। রিটার্নিং অফিসার আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন আমি উনাকে দিয়ে আর কাজ করাবো না আপনি কাউন্ট করতে দিন, আনি এখানে আর গোলমাল বাধাবেন না। উনি কি করেছিলেন? ভোট পত্র গণনার সময় যেখানে ৫০টা করে দলীয় সিম্বল কাস্তে হাতুড়ি তারা, হাত রাখার কথা সেখানে তিনি ৩৫টা কাস্তে হাতুড়িকে ৫০টা করে বাণ্ডিল করে ফেলেছিলেন ধরে দিলাম, এটার কি হলো বিচার নেই। এইটা কি হল, বিচার নেই, কিছু নেই। সেদিনত প্রশাসন যন্ত্র আপনাদের হাতে ছিল রিগিং আমরা করেছি? এইভাবে কতজন প্রার্থীকে হারিয়েছেন তার হিসাব দিতে পারবেন আপনারা? আবার বলছেন সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু সরকার। গ্রামাঞ্চলে খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভয় দেখিয়ে ভোট কেন্দ্রে যেতে দেওয়া হয়নি। এইভাবে আপনারা সিট দখল করেছেন যে কয়টা পেয়েছেন। এইবার প্রমাণ হবে, শুধু বিধানসভা গিয়েছে, সামনে লোকসভার ইলেক্শান, মিউনিসিপ্যালিটির ইলেক্শান, পঞ্চায়েতের ইলেক্শান সেখানে প্রমাণ

হবে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু কারা? আপনারা দরদ দেখাচ্ছেন বেকারদের জন্য এই যে বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেল বেকারদের তার জন্য দায়ী কে? কংগ্রেস সরকার? এরা কেন ১০ বৎসর যাবৎ চাকরী পেলনা? ওদের না দিয়ে কাদের চাকরী দিয়েছেন? দলীয় ক্যাডারদের। যারা খুন করতে পারে, যাদের খুন করার জন্য লাইসেন্স আছে তাদের চাকরী দিয়েছেন। এখন ওদের প্রতি দরদের জ্বালা দেখাতে এসেছেন।আমরা করব, আমাদের সময় দিতে হবে। ৫ মাসে কি করেছি তা মূল্যায়ন করুন, গঠনমূলক কাজের সহযোগিতা করুন,উন্নয়নমূলক কাজের সহযোগিতা করুন। শুধু বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা নয়, হ্যাঁ, বিরোধীতা করবেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, গঠনমূলক কাজের বিরোধীতা নয়। এখানে ফটিকরায়ের কথা অনেকবার বলা হয়েছে। ফটিকরায়ে ত আপনাদের কর্মী একজনও খুন হয়নি। একথা ত বলতে পারবেন না আমরা খুন করে জয়যুক্ত হয়েছি। আমাদের একজন কর্মীর গায়ে গুলি লেগেছে। একটি কথা কি জানেন? ওখানে ভোটাররা নির্ভয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। যার জন্য আমরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছি। এইভাবেই হবে আগামী দিনে। নির্ভয়ে ভোটাররা ভোট দিতে পারবে খুন সন্ত্রাস হবেনা। আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাইনা। এই দুইটি কথাতে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আপনারা হঠাৎ করে শ্রমিক দরদী হয়ে গেছেন। আপনাদের দরদের রূপ জানা আছে। কি করছেন জানা আছে। মাননীয় শ্রদ্ধেয় সদস্য সমর বাবু এখন নেই, উনি তখন শ্রমমন্ত্রী ছিলেন. তিনি বলেছেন ঐ পতাকা পুড়ে দেওয়া হয়েছে, ছিড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মোটর কর্মী সমিতির জন্ম হয়েছিল কবে? সমস্ত মোটর সমস্ত মোটর কর্মী সমিতির অফিস জোর করে দখল করা হয়েছিল। মোটর কর্মী সমিতির পতাকা সরিয়ে দিয়ে সেখানে লাল পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমরা মুখে কিছু বলতে পারিনি এই সরকার ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে নিজেরা নিজেদের অফিস উদ্বোধন করে। সেদিন কি হয়েছিল আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি। সেদিন ব্রজগোপাল রায়ের নেতৃত্বেমোটর কর্মী সমিতির বিভাগীয় শাখার মধ্যে উনার সভাপতিত্বে সভা করে উনি ঐখানে মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন-এর ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিয়েছেন। আজকে আমরা যাইনি, আমরা উদ্বোধন করিনি, শ্রমিকরা নিজেরাই নিজেদের অফিস পুনরুদ্ধার করে নিয়েছে। ওদের লজ্জা থাকা উচিত। আপনারা অনেক অভিজ্ঞ, আপনাদের বুঝানোর কিছু নেই। আপনারা শ্রদ্ধেয়, আমি আশা করব আপনারা বাজেটের বিরোধীতা না করে উন্নয়নমূলক কাজের সহযোগিতা করবেন, এই আশা করে এবং এই বাজেটটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ( রাজনগর ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটের বিরোধীতা

করছি কারণ এই বাজেটে গরীব মানুষের জন্য কোন কথা নেই। এই বাজেটে গরীব মানুষের কোন স্বার্থ রক্ষিত হয়নি। এই বাজেট সহায়ক হবে কিছু স্বার্থান্বেষী লোকেরা যারা লুটপাট করেন, তাদের জন্য এবং সন্ত্রাস যারা করেন তাদের সাহায্য করার জন্য পুলিশ, মিলিটারীকে রক্ষা করা, এইজন্য এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। স্যার, আমি এখানে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। কয়েকটি তথ্য দিচ্ছি। ১৫০০ মামলা নানারকমভাবে গণতান্ত্রিক কর্মীদের বিরুদ্ধে সাজানো হয়েছে। যার আসামীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৭ হাজার। ১২০০ লোক এখনও ঘরবাড়ী ছাড়া। ২০০ লোক রাজ্যান্তরী, ২০০ এর বেশী লোককে থানা লকাপে পেটানো হয়েছে, ১০ জন এই পর্য্যন্ত খুন হয়েছে, আট জন বিধায়ক একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে। ৩০০ জনের উপর পাইকারী হারে জরিমানা ৩০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্য্যন্ত করা হয়েছে।, ফটিকরায়ের নির্বাচনকে একটা প্রহসন-এ পরিণত করা হয়েছে। উজান ময়দানের সেই গণ ধর্ষণ যা আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ ধিক্কার দিচ্ছে, একদিকে পুলিশ মিলেটারী অন্যদিকে গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে সন্ত্রাস উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত চলছে। কাজেই এই বাজেটে মোটামুটি ভাবে দশ জন মানুষের স্বার্থে করা হয়েছে এতে বাকী ৯০ জন মানুষের স্বার্থ প্রতিফলিত হয়নি বলেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, মাননীয় সদস্যরা অনেকেই বলেছেন, যে চার পাঁচ মাসে একটা সরকার কতটা করতে পারেন, পারেন না এইটা ঠিক। কিন্তু এই পাঁচ মাসের মধ্যে তারা এমন কিছু কাজ করেছেন যা আমার মনে হয় ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্য সরকার পাঁচ মাসে করতে পারেননি, যে রেকর্ড এই রাজ্যে সৃষ্টি করছেন। আমি আপনার অনুমতি নিয়ে সেগুলি আপনার সামনে হাজির করছি। স্যার, আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী সভার সদস্য যারা আছেন তাদের মধ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার তিনি নিজের বাড়ীতে থাকেন আবার সরকারী কোয়ার্টার ব্যবহার করেন, ফলে কি হয়েছে বাড়ীতে যে ইলেকট্রিফিকেশান করানো হয়েছে তাতে ২০ হাজার টাকা খরচ, বাড়ীতে অফিস কাম-গার্ড রুমের জন্য ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, কলকাতা এয়ার-পোর্ট হোটেলে তিনি থাকেন, টাকাটা কে দেবেন? আমাদের মিনিষ্টারদের সেলারী এণ্ড এলাউন্সের একটা এ্যক্ট আছে, তাতে মন্ত্রীরা ৪০, ৪৫, ৫০ টাকা ডি এ পাবেন, বাকী টাকা কোথা থেকে আসবে, এই সমস্ত হোটেল খরচের টাকাটা কে দেন? আমাদের আর এক জন মন্ত্রী হোম মিনিষ্টার তিনি ওনার বাড়ীতে ইলেট্রিফিকেশান করেছেন তাতে ৪৫ হাজার টাকা খরচ। মার্ক টিউব ওয়েল বসিয়েছেন তার জন্য ২০ হাজার ৪১০ টাকা খরচ, গার্ড রুম করেছেন ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা খরচ। সুরজিত দত্ত-এর বাড়ীতেও গার্ড রুম করেছেন তিনিও সরকারী কোয়ার্টারে থাকেন, ওনার ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৫০০ টাকা খরচ। রতন চক্রবর্ত্তী ১ লক্ষ ৮ হাজার ৩২০ টাকা। অরুন কর খরচ করেছেন ৬৪ হাজার ৪০০ টাকা। কাশিরাম রিয়াং খরচ করেছেন ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬০০ টাকা গাড়ীতে গার্ড রুম করার জন্য। প্রকাশ দাস খরচ করেছেন গার্ড রুম করার জন্য ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। দিলীপ সরকার খরচ করেছেন

গার্ড রুমের জন্য ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, তিনি এম এল এ, ওনার বাড়ীতে ইলেট্রিফিকেশানের জন্য ১৪ হাজার টাকা, গাড়ী ভাড়া ১৫ হাজার টাকা জুট মিল থেকে দেওয়া হয়, এইটা সাধারণত ওনার বাড়ী যাওয়া আসার জন্য। দীপক নাগ শুনলাম তিনিও বাড়ীতে গার্ড রুম করেছেন। জহর সাহা শুনলাম তিনিও বাড়ী কিনেছেন ৮২ হাজার টাকা দিয়ে। গার্ড রুম করেছেন ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা দিয়ে। বিভুদেবী তিনি দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত তাদের পুরানো রাজপ্রাসাদ মেরামত করতে পারেননি এখন ২ লক্ষ ৪৫ হাজার সরকারী টাকা দিয়ে সেই রাজপ্রাসাদ মেরামত করছেন। ধীরেন্দ্র দেবনাথ, আমার অত্যন্ত বন্ধু মানুষ, অনেক দিনের বন্ধু তিনি বেশী না এ পর্য্যন্ত খাদি থেকে টেলিভিশান, ইলেকৃট্রিক ফ্যান ইত্যাদির জন্য নিয়েছেন বেশী টাকা না ৭ হাজার ৬ শত ৩০ টাকা ৭৪ পয়সা। দেখতে চান, দেখতে পারেন ফটোষ্ট্যাট করে নিয়ে এসেছি। কাজেই স্যার, এই বাজেটকে সমর্থন না করে আমাদের উপায় নাই। নূতন মন্ত্রী সভার জন্য সজ্জা এতে ডাবল বেড শিট ২০০ খানা কেনা হয়েছে জানি না কতজন, ১৫০ টাকা বরে ৩০ হাজার টাকা। সিংগেল বেড শিট ১০০ টাকা বরে ২০ হাজার টাকা। কম্বল ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার। সোফা সেটের কাভার ৪০ হাজার টাকা। মশারী ১৯০টা কিনেছে ৪০ হাজার টাকা। বালিশ ৩০০টা ২১ হাজার টাকা। আর আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাশীরাম রিযাং মহোদয় আমার বন্ধু মানুষ বলে বলতে চাই যে, ইম্যুণাইজেশন প্রোগ্রামের টাকা দিয়ে ওনার রঙিন টি, ভি, কেনা হয়েছে। যে টাকা শিশুদের টীকা দেওযার জন্য খরচ হত। ভেরি নাইস, একদিন গিয়ে দেখে আসব। স্যার, এভাবে মোট সজ্জার জন্য ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, আসবাব পত্রের জন্য ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৭ শত ৭৭ টাকা, মোট ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার, ৭ শত ৭৭ টাকা। বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি বাবতে মোট, এখন পর্যন্ত যা হিসাব পেয়েছি, সবগুলি পাই নাই, আমি সবগুলি পাই নাই, আমি বিধানসভায বার বার প্রশ্ন করেছি এগুলি উপস্থাপন করার জন্য। যাই হউক মোট ৩৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত ৫০ টাকা মন্ত্রীদের জন্য খরচ হয়েছে। মাত্র ৫ মাসে এত টাকা, কোন্ রাজ্যে রেকর্ড আছে? আমি জিজ্ঞাসা করছি। কাজেই স্যার, এই বাজেটকে আমাদের সমর্থন করতে হবে, তা না হলে তারা ঘাঁড়ে ধরে সমর্থন করাবেন। এই বাজেটের মধ্যে এস, সি, দের জন্য একটি কথাও উচ্চারণ করা হয় নি। সারা রাজ্যে প্রায় ৪ লক্ষের উপরে হবে জন সংখ্যা। ভারতের সংবিধান অনুসারে যেখানে তাদেরকে ১০ বছরের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দারিদ্র সীমার উপরে তুলে আনার কথা সেখানে ৪১ বছর হয়ে গেছে এই এস, সি, এবং এস, টিদের জন্য কি করা হয়েছে? ফলে ওরা যখন দাবি-দাওয়া করে তখন ওদেরকে দাবি-দাওয়া না দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। আর এটার সুযোগ নিচ্ছে কায়েমী স্বার্থবাজরা, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে। এই অবস্থার মধ্যে কেরালা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ গত ১০ বছরে এমন কিছু পরিকল্পনা নিয়েছিল যাতে এসব না হতে পারে। ত্রিপুরাতে তফসিলি জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১ কোটি টাকার উপর বণ্টন করে ১২ হাজার তফসিলী পরিবারকে অন্ন

দিনের মধ্যে দিয়ে দারিদ্র সীমার উপরে তুলে এনেছে। কাজেই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই কর্পোরেশনের কাজ চালু হবে কিনা? এপেক্সের কথা বলছেন, সিড্যুল কাষ্টের মধ্যে মৎস্য জীবিরা হচ্ছে আরেকটা বিরাট অংশ। তাদের জন্য এই এপেক্স ফিশারিজ কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। ৬০ হাজার মৎস্য-জীবির জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে জলাশয়গুলি করেছিলেন আজকে আপনারা এসে কি করছেন? সে সমস্ত জলাশয়গুলি বন্ধ করে দিচ্ছেন। সেগুলিকে অচল করে দিচ্ছেন। আজকে লক্ষ লক্ষ মৎস্য-জীবির জীবন জীবিকা বিপন্ন। এই রাজ্যের মৎস্য-জীবিদের কথা যেমন চিন্তা করতে হবে তেমনি আবার আমাদের রাজ্যের মাছের যে চাহিদা তার কথাও চিন্তা করা দরকার। আগে যেখানে বাজারে আমরা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সিদল প্রতি কে, জি, ৩৫ টাকা দরে এবং লইট্যা মাছের কে, জি, শুটকী কে, জি, ২২ টাকা দরে বিক্রি করেছিলাম। সেখানে আজকে সেই কো-অপারেটিভগুলি ভেঙ্গে দেবার ফলে রাজারে সিদল ৬০ টাকা ৭০ টাকা দরে এবং লইট্যা মাছের শুটকী ৪৫ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে। এই কো-অপারেটিভগুলি ভেঙ্গে দেবার ফলে আজকে বাজারে কালোবাজারীদের হাতে সমস্ত সুযোগ তোলে দেওয়া হয়েছে। আজকে লক্ষ লক্ষ মৎস্য-জীবি মানুষের জীবন-জীবিকার সংস্থানকে তাদের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে কাজেই এই যে বাজেট এই বাজেটকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এই সভায় মাননীয় সদস্য এমন সব লোকের নাম বলেছেন যারা এই সভায় নেই। সুতরাং এদের নাম এই সভার কার্য্য বিবরণী থেকে এক্স পাঞ্জড্ করা হোক।

**মিঃ স্পীকার** :— এখানে কোন জায়গা থেকে এক্স পাঞ্জড্ করতে হবে সেটা উল্লেখ করুন।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে অর্জুন দাসের নাম উল্লেখ করেছেন সেই অর্জুন দাস এই সভাতে নেই সুতরাং তার নাম এক্সপাঞ্জড করা হোক।

**মিঃ স্পীকার** :— ঠিক আছে, দ্যা নেম অব্ শ্রীঅর্জুন দাস ইজ টু বি এক্সপাঞ্জড্ ফ্রম দ্যা প্রসিডিংস্

**শ্রীনকুল দাস** :— স্যার, এখানে কথা প্রসঙ্গে বাইরের কোন ব্যক্তির নাম আসতে পারে।

সেই জন্যই তার নাম উল্লেখ করেছিলাম। যাইহোক, এস, সি,-দের পুনরবাসন, চর্মশিল্পীদের পুনরবাসন, ধোবাদের পুনরবাসন, বাস্তুকর যারা বিভিন্ন যন্ত্র বাজায় তাদের পুনরবাসনের জন্য পেশা ভিত্তিক পুনর-বাসনের, কোন সংস্থান এই বাজেটে নেই। সেই কারণে এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। আজকে এস, সি, পুনরবাসন হবে কি ভাবে আজকে বি, ডি, সি, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত নাই কাজেই স্যার, এই সমস্ত পুনরবাসনের কাজগুলি কে করবে তাই বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই বাজেটে আজকে এস, সি, রাই সবচাইতে বঞ্চিত বেশী। স্যার যে নিউক্লিয়াস ফাণ্ড রয়েছে এস, সি, রোগীদের সাহায্য দেবার জন্যে সেই ফাণ্ড থেকে কোন এস, সি, রোগীকে সাহায্য দেওয়া হয় না। অথচ মাননীয় মন্ত্রীরা যে রাজ্যের বাইরে যাচ্ছে তাদের সাঙ্গ পাঙ্গরাও তাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। তাদের খরচের বিল মেটাতে অফিসাররা বাধ্য হয়ে এই নিউক্লিয়াস ফাণ্ড থেকেই মিটিয়ে দিয়ে থাকেন। এইভাবে মন্ত্রী এবং তাদের সাঙ্গ পাঙ্গরা গরীব তপশিলী জাতির রোগীদের জন্য রাখা ফাণ্ড থেকে নিজেদের ভ্রমণ ব্যয় মিটাচ্ছেন। কাজেই স্যার, এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

তারপর চাকরীর বেলাও আজকে এস, সি,-রা বঞ্চিত। এই রাজ্য কেন সারা ভারতবর্ষের কোথাও বা এই রোষ্টার মেইনটেন করা হয়? আজকে এখানে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও দেখা গেছে যে, তিন থেকে চার হাজার লোকের চাকরী হয়েছে। কোথাও কি এই রোষ্টার মানা হয়েছে? রেভিনিউ বিভাগে নেওয়া হয়েছে ১৪৩ জন, টি, আর, টি, সি, তে নেওয়া হয়েছে ২২ জন, মিউনিসিপালীটিতে নেওয়া হয়েছে ২৩ জন। এরমধ্যে কোথাও কোথাও কি এই এস, সি, রোষ্টার মানা হয়েছে? ১৯৭৫ সাল পর্যন্তই এস, সি, এবং এস, টি, রোষ্টার মেইনটেইন করা হয়নি। স্যার, ১৯৭৬ সালে এইটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। ইট ওয়াজ ইমপ্লিমেন্টেড ফ্রম ১৯৭৮ বাট হুইচ ওয়াজ স্টারটেড ফ্রম ১৯৭৬। আমরা যখন এইটা তদন্ত করে দেখি তখন আমরা দেখলাম কিভাবে এইটা করা যায় এবং আমরা তখন সেই রোষ্টার মেইনটেইন করে চলি। গত দশ বছরে আমরা যেভাবে এই রোষ্টার মেইনটেইন করেছি গোটা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যেও এটা করা হয়নি।
—কাজেই মিঃ স্পীকার, স্যার, এই অবস্থার মধ্যে হরিজনদের উপর অত্যাচার যেটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে হয়, আমরা গর্বিত ছিলাম যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে হরিজনদের উপর এট্রসিটিতো ছিল না— কংগ্রেস আমলেও না, বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও না। আর গত ৫ মাসের মধ্যে রামলাল ধানুক, উদয় হরিজন, তাদের উপর অত্যাচার হল, আসাম রাইফেলস দিয়েও অত্যাচার হল, নতুন একটা সংযোজন হচ্ছে এই ত্রিপুরায়। দিস ইজ নিউ দি হিস্ট্রি অ্যাণ্ড নিউ একস্পারিয়েন্স। ক্যান আই সাপোর্ট দিস বাজেট?

মিঃ স্পীকার, স্যার, ভদ্রমহোদয়রা অনেক কথা বলেছেন। গণতন্ত্র, প্রগতি আরও কি একটা আছে বাজেটে। গণতন্ত্র কোথায়? ভারতবর্ষের সংবিধানতো এরাই সৃষ্টি করেছিলেন। সব পার্টি মিছিল করতে পারবে, সব পার্টি মিটিং করতে পারবে। বাট ইট ইজ সীন ইন ত্রিপুরা ত্তাট দি ফাণ্ডামেন্টাল

রাইট ইজ ভায়লেটেড এভরিহোয়ার ইচ অ্যাণ্ড এভরি ডে। কেন এটা হচ্ছে? শত শত গণসংগঠনের কর্মীরা আজকে ঘর ছাড়া, শত শত গণসংগঠনের অফিস সীল করে দেওয়া হয়েছে। আমরা মিটিং করতে পারছি না। আর আমার বন্ধুরা বলেন এইসব কথা হাউসে বলবেন না, বাইরে গিয়ে বলুন। সবাই যাতে মিটিং করতে পারে, মিছিল করতে পারে সেই অধিকার সৃষ্টি করার দায়িত্ব হচ্ছে ওদের। অথচ তারাই সেটা কেড়ে নিচ্ছে। আমরা মিছিল করতে পারছি না। ক্যান আই সাপোর্ট দিস বাজেট?

মিঃ স্পীকার, স্যার, ফটিকরায়ের ঘটনা—সেটা তো দেখেছি ১৯৫২ সন থেকে এ' সীটে বার বার আমর'ই জিতে এসেছি। শুধু দুবার আমরা পরাজিত হই যখন আমাদের পার্টি ডিভিশান হয়ে যায়। কংগ্রেস কোন সময় সেখানে জিততে পাবে নি। আমি জিজ্ঞাসা করি, ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন কি যে কোন কংগ্রেস ক্যানডিডেট ৮ হাজার ভোটে জিতেছে?···· বামফ্রণ্টের কর্মীদের ধরে তাদের সূর্য্যের দিকে মুখ করে রেখে দেওয়া হয়। তারপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তাদের আঘাত করা হত। সেখানে পুলিশের সব অফিসার সমস্ত প্রশাসনকে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে সেখানে নির্বাচনের নামে প্রহসন করা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে আমরা গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে এসেছি। আমাদের অধিকার আছে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করা, এটাই হচ্ছে একমাত্র রাস্তা। এই রাস্তা ধরেই আপনাদের চলতে হবে নইলে কানমলা খেতে হবে ভারতের বুকে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা বেশী দিন চলবে না, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর মানুষেরা লড়াই করতে হবে এবং সেজন্য আগামী দিনেও ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাব। কারণ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য রাজীব গান্ধী চেষ্টা করছেন। রাজীব গান্ধী যদি না থাকে তাহলে আপনাদের এই সব কতদিন চলবে? সব কিছুরই শেষ আছে, শেষেরও শেষ আছে। আজকে ভারতবর্ষের মানুষের চোখে আগুন জ্বলছে সেই আগুনেই আপনাদের বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা ধুলিস্যাত হয়ে যাবে। এই ভাবে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা হবে, এইখানে বিবেকের প্রতিষ্ঠা হবে, এইখানে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবে। জনগণই শেষ কথা বলবে। এইখানে যে বাজেট আনা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ॥

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া শ্রীমতী বিভা নাথ।

**শ্রীমতী বিভা রাণী নাথ** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— অনারেব'ল স্পীকার, স্যার, গত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন এই বাজেটকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। অনারেব'ল স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি তথা সর্বস্তরের জনগণের আশীর্বাদ ও বিপুল সমর্থনে কংগ্রেস-উপজাতি যুব সমিতির জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে।

এই সরকার জাতি-উপজাতির সম্প্রীতির প্রতীক, শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতীক। বর্ত্তমান সরকার রাজ্যের খুন-ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি বন্ধ করে একটা শান্তির পরিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে খুন-হত্যা, নারী ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি এক একটা শিল্পের আকার ধারণ করেছিল। ১০ বছর ত্রিপুরায় কোন বিচার ছিল না। অনারেবল স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলের উপনেতা এবং অন্যান্য সদস্যরা চারদিন ধরে ( আজ নিয়ে ) উজানময়দান সম্পর্কে বলাবলি করেছেন। মহিলাদের উপর কলংক দেওয়া সত্যি দুঃখজনক। কিন্তু, উজান ময়দানের ঐ মহিলাদের সাথে আমি কথা বলেছি। ওদের বক্তব্য আমি শুনেছি। কিন্তু তাদের বক্তব্যের সঙ্গে এখানে বিরোধীদের দেওয়া বক্তব্যের কোন মিল নেই। অবশ্য ঘটনা না ঘটলে তো মিল থাকবেই না। থাকতে পারে না। স্পীকার, স্যার, বিগত সরকারের সময়ে স্কুলের ছাত্রী রীতা চৌধুরীকে ধর্ষণ করে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। জেলের ভেতরে অসহায় অঞ্জলি সরকারকে ধর্ষিতা হতে হয়েছিল। অনারেবল স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বিগত সরকারে যারা ছিলেন তাঁদের জবাব চাই। বর্ত্তমান সরকারের সময়ে পাঁচ মাসের মধ্যে এই ধরনেব পাশবিক অত্যাচার কিংবা, কোন মায়ের কোল কি শূণ্য হচ্ছে ? তা হচ্ছে না বলেই, বিরোধী পক্ষের বক্তব্য সুধীর বাবুর সরকারের পক্ষে অনুকূল হচ্ছে না। আমাদের দেশের গৌরব সৈনিকদের মিথ্যা ঘটনায় জড়িয়ে ত্রিপুরার শান্তি নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন জনগণ থেকে প্রত্যাখ্যাত এক শ্রেণীর রাজনীতি নেতৃবৃন্দ। তাঁরা ত্রিপুরাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন। মাননীয় বিরোধী উপনেতা বলেছেন, ধর্ষিতা অঞ্জলি কর্মকারকে তাঁরা চাকুরী দিয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীর সভ্য জগতের ইতিহাসে এমন কথা নেই যে, নারীর ইজ্জতের মুল্য একটি চাকুরী। গতকাল বিরোধী দলের উপ-নেতা তাঁর ভাষণে বলেছেন, ওরা শিক্ষিত-বুদ্ধিমান। একথাও বলেছেন, অশিক্ষিত নির্বোধদের বুঝান যায় না। তা অবশ্য সত্যি, তাঁদের শিক্ষিতের ডেফিনেশন হচ্ছে, নারীর ইজ্জতের মূল্য একটি চাকুরী। মাননীয় সদস্য সুবোধ দাস তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে নির্বাচন হয়েছিল তা তিনি জানেন। মাননীয় সদস্য এখন উপস্থিত নেই। তিনি জানেন বলেই আমি বলছি, জনগণও জানে বলেই এই নির্বাচনে তাঁদের বিসর্জন দিয়েছে। বিরোধী সদস্য সমর বাবু বলেছেন, এই বাজেটে শ্রমিকদের কথার কোন উল্লেখ নেই। সত্যি উনার শ্রমিক দরদী মন দেখে আমি আনন্দিত। এই দরদী মনকে আমার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছে। আপনারাতো শ্রমিকদের ব্যবহার করেছেন, শ্লোগান দেওয়ার জন্য আর মিছিলের জন্য।

এই ১০ বৎসর আপনারা কি করেছিলেন যে আজকে কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন ? গতকাল বিরোধী দলের উপনেতা, শ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য দশরথ দেব বলেছিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আর কোন রাজনীতি থাকে না। একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাতিজীর জামাই রামনগর পাকসের ম্যানেজার। উক্ত মন্ত্রী ইলেক্‌শানের আগে তাকে চাউল বিক্রি করার সুবিধা দিয়ে ৯৮ হাজার টাকা করেছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ সেই মন্ত্রী তাঁর কৃতকর্মের জন্য বিধানসভায় আর আসতে পারেন নি। মাননীয় সদস্য

সুবোধ দাস বলেছিলেন, ত্রিপুরার মানুষ বোকা নয়। ঠিক কথা। উনার সঙ্গে আমিও একমত। ত্রিপুরার মানুষ যদি বোকা হত তাহলে তাঁরা আজকে ঐ বিরোধী আসনে বসতেন না। ২রা ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরার বুদ্ধিমান জনগণ রায় দিয়েছেন। স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলেছেন পুলিশকে নাকি এই সরকার নোংরা কাজে ব্যবহার করছে। উনি ভুল বলেছেন। পুলিশকে নোংরা কাজে ব্যবহার করেছেন উনারা। ১৯৮৩ইং সালে ডিসেম্বর মাস, বুধবার, আমার গ্রামে একজন কংগ্রেস কর্মী দিবাকর চক্রবর্ত্তী আমার সাথে আমার বাড়ীতে বসে মিটিং করে এবং পরের শুক্রবার দিন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় তাঁর বাড়ীতে মিটিং করার কথা। কিন্তু সেই শুক্রবার তাঁর জীবনে আর আসেনি এবং আসবেও না। সি, পি, এম-এর ঘাতক বাহিনী সেই দিনই ( বুধবার ) রাতে তাকে হত্যা করে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ষ্টেশানের দূরত্ব মাত্র দেড় কি, মি,। এই দেড় কি, মি আসতে তাদের সময় লেগেছিল ৭ ঘণ্টা। খুনীদের আড়াল করতেই তাদের এই চক্রান্ত। শংকর, জয়ন্ত, খুনীদের কোন বিচার হয়নি। মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহোদয় বলেছেন, এখন কোন গণতন্ত্র নেই। আমি উনাকে জিজ্ঞেস করছি বিগত ১০ বৎসর কোন গণতন্ত্র ছিল? উনিতো খুব নাটক করে গণতন্ত্র নেই নেই বলে চীৎকার করছিলেন। বিগত ১০ বৎসর তো গণতন্ত্র আপনাদের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন। বিগত সরকারের আমলে নিজেদের দলীয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত সাব-কমিটির মাধ্যমে বিরোধী দলীয় পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন। স্যার, যারা রাজ্যবাসীকে নিরাপত্তা দিতে পারে নি, গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করে রেখেছিল তাদের বিচার ২রা ফেব্রুয়ারী হয়ে গেছে। উনারা এখানে বসে চীৎকার করছেন মিলিটারীর সাহায্য নিয়ে নাকি ভোট হয়েছে। ক্ষমতা হারিয়ে, বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে উনারা নানা কথা বলছেন। বিগত ১০ বৎসর ধরে যারা ত্রিপুরাবাসীকে খুন আর নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারেননি, তারা সেই গণতন্ত্র-প্রেমী মানুষদের রায় মেনে নেবেনই বা কেমন করে? স্যার, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী কতজন বেকারের চাকুরীর বয়স-সীমা পার হয়ে গেছে সেই হিসাব একটা ৫ মাস বয়স সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন। ওদের কি কোন লজ্জা নেই? সেই হিসাবতো আপনাদের কাছেই আছে। বিগত ১০ বৎসর ধরে যে জঞ্জাল আপনারা জমিয়ে গিয়েছেন, তা সাফ করতে কতদিন যে আমাদের লাগবে তা কিছুই বুঝতে পারছি না। অন্যারাবল স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের কাছে আবেদন করবো আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে আসুন। ১০ বছর যে পাপ করেছিলেন সেই পাপ থেকে সম্পুর্ণ মুক্তি পাবেন না, কিন্তু এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে উনারা যেন আংশিক মুক্তি লাভ করেন। অনারাবল স্পীকার স্যার, একটা প্রবাদ আছে "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা"। তাই আমি এই সরকারের কাছে অনুরোধ রাখবো প্রথম অফার যেন ওদের দেওয়া হয়, কারণ আমরা ভাল কাজ করলেও উনারা বলবেন খারাপ কাজ করছি। তাই আমি আবেদন

রাখবো এক একটা অফার যেন ওদের জন্য প্রথম ছাড়া হয়। আমার বক্তব্য আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না, আমি ওদের কাছে এই বাজেটকে সমর্থন জানাবার আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

( মাননীয় সদস্য কক্‌বরক্ ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন )

**শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ( জোলাইবাড়ী ) ঃ—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আং অব' সানা নাইঅ এই যে, উন্নয়ণ কমিটি অর্থাৎ বরকনি লুটপাট কমিটি আর. ব্লক অফিস, থাংগাই সব সময় চুয়াক নাংগাই আন'সে মা রীমাই, আন'সে মারীনাই হীনাই তংলাইঅ। তীমা আংখা জুন মাস' ২০/২২ তারিখ' তিনিণি মাননীয় সদস্য গৌরীশংকর রিয়াং চিনি পশ্চিম মনু জুমটেপাথ হা তানরীমানি এক হাজার বেশী। উন্নয়ন কমিটি বরক ২৮ জনা। নগ' আংগাই ১৪ টাকা খালাই মান' সামুংগ থাংখানেইন'। তাইব'তংগ চিনি পাহাড়ী বীরাইগ লেখা পড়া গীনাং কেউ মাধ্যমিক ফেইল অজ্ঞ্যাং চীরাইসে কোদাল তীয়াই সামুং মা তাংগ। উন্নয়ন কমিটি হীনাই তংনাই লেখাপড়া রীংয়া রগসে। চিনি বামফ্রন্টনি নিয়ম আংখা আর' বেকাররগ মাষ্টাররুপ, সামুং মাননাই রাং পুইসা মানথাং কিছু তাবুক হাইয়া। তাম আংখা তাই ৭৫ লেবার কীরাইখা উয়ালাইবাইখা-রাং চানানি। সেক্রেটারী রাংনি হিসাব রীই মানলিয়া তিনি মাননীয় সদস্য. গৌরীবাবু গাড়ীবাই থাংগাই নাইখা। চিন্তা খালাই নাইদি। তিনি উপজাতি স্বার্থদি বাগাই যারা উপজাতি মন্ত্রীরগ তংনাইংরগ বা M L.A. তংনাইরগ বরখ বুখুক মুথুপজাক। আং সাই মান চিনি মনু এলাকাঅ বগাফা এলাকাঅ মাননীয় সদস্য গৌরীবাবু তংগ সাংদি পাহাড়ী এলাকাঅ সামুং তাংমা বীসাক ৬ টাকা ৭ টাকা দিন মজুর। বাংগালী ৮/৯ টাকা মান'। কোয়াইফাংগ' চিনি পাহারী কোন কোন কাজ ফান বীরাই ইয়াতন না থাংগ। তান বীনাই উপজাতি স্বার্থ হীনাইরগ বা তিনি বথুক বুথুক্সাক, কক সালিয়া আংলাং? বাজেট চিন্তা খালাইদি আং স'ই মান। তিনি TUJS কংগ্রেস মন্ত্রীরগনি টিফিন চামানি খরচ দেড় লক্ষ টাকা। রাং লুট পাট। যেমন বামফ্রন্টনি-নিয়ম খালাইমানি কেবনি খরচ পাঁচ হাজারনি বেশী অংখে আ নিজিসি পকেটনি সিমি না রীনাই। আনি বেশী কেব মাচায়া। তাবুক উপজাতিরকনি রাং কীমাখা। চিনি মন্ত্রীরগ তেব উয়ানসগদি উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, উআনসগদি তামখে নক বুথুক মুথুপ তংখা। তাছাড়া নাইদি ১৯৬৯ ইং চিনি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তংগ ড্রাউ তংগ, হরিনাথ তংগ ট্রাইবেল কমিশনার কাইফুহরু বরক District Council সানমা হীনখে তাবুক মানলাহা। কক-বরক আংখা। তাবুকলে কক-বরকসে সালিয়া। মন্ত্রীবাই কক-সালাইনা থাইমালে কক-বরক তা সাদি অসুবিধা আংগ চানাইসে ছাত্রনাংগ বাংলা ভাষা বাই সাদি। আখাদে? তবে কংগ্রেস মন্ত্রী আংথাং, উপজাতি মন্ত্রী আং থাং চাংন' তা

সীংদি যারা গরীবণ' সীংদি। সামুং কীরীই রীদি। তিনি খাদ্যমন্ত্রী পাঁচসিকা খীলাই মাইরুং রীখা। সীবানি স্বার্থে রী ? যারা পাই মানয়া বারকনি বীগীই। তাংমংগীই পয়সা মানয়া ? সামুং, কীরীই, মাননা জাগা কীরীই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, SREP NREP নি সামুং কীরীই কাজেই গণতন্ত্র কীরীই। মুখ্যমন্ত্রী চাথাই রীয়া। যে রাজীবগান্ধী নির্বাচননি সময় রেল হীনাই হীনীই সামানি তাবুক নির্বাচনানি পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজীব গান্ধীন'। রেল রীদি হীনীই সাদি। সাই মাননা, এই গণতন্ত্র কীরীই। চীং নুস চিনি মাননীয় মন্ত্রীয়গ তংগ তাবুক তাম সাই সানয়া ? চীং ৪০ হাজার ৬০ হাজার বরক ফুনুকখা। তাম হীনীই বুখুক খাজাকবাইখা খিতুং আঁং তংমানি। শুধু আসীক-বাই আঁংয়াখু। গদি সকমাবাই আঁংয়াখু। জাতি রক্ষা ৫ মাস, পাইলাহা। চিন্তা কীরীইখা, খাদ্যমন্ত্রী সাঅ TUJS রগনি খুনবাই তিনি জনতা রায় রীলিয়া। পাশাপাশি ঢুনিয়ার পাহাড়ী এক হও। আশীনি দাঙ্গা ১৪শ খুন আঁংখা। দশ হাজার গ্রাম ধ্বংস আঁংখা। উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেস (আই) আমরা বাঙালী। ঢুনিয়ায় বাঙালী এক হও।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :— মান গীনাঙ আদং, নিনি সময় পাইলাহা মীথাকসিদি।

**শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া** :— এই তিনি সালাইখা TNV, বাহাইখে তৈরার আঁংখা চিনি কৃষিমন্ত্রী বনমন্ত্রী সাই মান' উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সাইমান'। তবে জণগন বুচিনাই।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :— সময় পাইলাহা, মীথাকসিদি।

**শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া** :— এই কারণে বাজেটন সমর্থন কীলীই মানয়া। দেশ অত্যাচার, অনাচার সন্ত্রাস আঁংমান' নরকনি ক্ষমতা তংগ মীথাকদি। অতিরিক্ত সীমা লাই থাংখা। আজ বাজেটন, বিরোধিতা খীলাই আনি কক পাইরীখা।

**বঙ্গানুবাদ**

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বলতে চাই, এই যে উন্নয়ণ কমিটি অর্থাৎ ওদের লুটপাট কমিটি সেখানে সব সময় ব্লক অফিসে গিয়ে মদ খেয়ে বলে আমাকে দিতে হবে আমাকে দিতে হবে। তা কি হলো গত জুন মাসে ২০/২২ তারিখে আজকের মাননীয় সদস্য গৌরীশংকর রিয়াংও আছেন মনু জুমঢেপা এলাকায় এক হাজার বেশী। উন্নয়ণ কমিটি ওরা ২৮ জন। বাড়ীতে বসে ১৪ টাকা করে পায়। কাজে যেতে হয় না। আরো আছে, আজকে পাহাড়ী ছেলেরা যারা লেখাপড়া জানে, কেউ মাধ্যমিক পাশ এবং ফেল ওদের কোদাল নিয়ে কাজ করতে হয়। আর যারা উন্নয়ণ কমিটি

লোক তারা কেউ লেখা পড়া জানে না। আমাদের বামফ্রন্ট-এর নিয়ম ছিলো শিক্ষিত উপজাতি বেকারদের মাষ্টাররূপে কাজ দিতে হবে। এখন তা নয়। তা কি হলো আর ৭৫ লেবার নেই, ঝগড়া হয়েছে ওদের মধ্যে। টাকা যাবার জন্য। সেক্রেটারী টাকার হিসাব দিতে পারলেন না। মাননীয় সদস্য গৌরীবাবু গাড়ীতে করে গিয়ে দেখে এসেছেন। ভেবে দেখুন। আজকে উপজাতি স্বার্থের জন্য যারা মন্ত্রী হয়েছেন, MLA হয়েছেন তারা কেন চুপ? আমি জানি আমাদের মনু-বগাফা এলাকায় মাননীয়, সদস্য গৌরীবাবু জানেন, পাহাড়ী অঞ্চলে কেন কাজ নেই জিগ্যেস করে দেখুন। ৬৷৭ টাকা দিন মজুর। বাঙ্গালীরা ৮৷৯ টাকা করে পায়। কোয়াইফাং আমাদের পাহাড়ী এলাকায় কোন কাজ নাই। এক কাজের জন্য চারদিন যেতে হয়। কোন উপজাতি দরদীরা আজকে মুখ বন্ধ করে আছেন। কথা বলছেন না কেন? কাজেই চিন্তা করে দেখুন। আমি জানি আজকে যুব সমিতি কংগ্রেস মন্ত্রীদের টিফিন খরচ দেড় লক্ষ টাকা। টাকা লুট পাট। আমাদের বামফ্রন্ট-এর সময় নিয়ম ছিলো কারোর যদি ৫ হাজার টাকার বেশী হয় তাহলে তাকে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে, বেশী খেতে পারবেন না। এখন উপজাতিদের টাকা লুট হচ্ছে। আমাদের মন্ত্রীরা ভেবে দেখুন, কৃষিমন্ত্রী, বনমন্ত্রী, উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী এখন চুপ করে আছেন। তাছাড়া দেখুন ১৯৬৯ সালে আজকে কৃষিমন্ত্রী আছেন, দ্রাউ আছেন, হরিয়ানায় আছেন, ট্রাইবেল কমিশনারের কাছে District Council চেয়েছিলেন, District Council পেয়েছেন: ককবরক হয়েছে। কিন্তু আজকে তারাই ককবরক বলছেন না। আমি সচিবালয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তারা বলেন ককবরক বলবেন না। বাংলা ভাষায় বলুন। এটা হলো? তবে কংগ্রেসমন্ত্রী হোক উপজাতি মন্ত্রী হোক আমাদের বলবেন না, সাধারণ গরীব মানুষদের জিজ্ঞাসা করুন। যেখানে কাজ নেই, কাজ দিন। আজকে খাদ্য মন্ত্রীকে পাঁচসিকায় চাল দিতে হচ্ছে। কেন হচ্ছে? টাকা নেই, টাকা রোজগারের কোন কাজ নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, SREP-NREP-র কাজ নেই। গণতন্ত্র নেই। মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য দিতে পারছেন না। যে রাজীব গান্ধী নির্বাচনের আগে রেল দেবেন বলে বলেছিলেন আজকে নির্বাচনের পরে আপনারা রাজীব গান্ধীকে রেল দিতে বলুন। ওরা বলতে পারেন না। গণতন্ত্র নেই। আমাদের মন্ত্রীরা কেন বলতে পারছেন না?

আমরা ৪০ হাজার ৬০ হাজার লোক জড়ো করেছি। কেন ওদের মুখ বন্ধ। লেজুড় হয়ে আছেন বলে। এতেই শুধু হবে না। গদিতে গেলেই সব হয় না। জাতি রক্ষার প্রতিষ্ঠা এই ৫ মাসেই শেষ হয়ে গেছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন TUJS-এর খুনের জনতা সমর্থন করেনি। পাশাপাশি দুনিয়ার পাহাড়ী এক হও। আশীর দাঙ্গা। ১৪শ খুন। দশ হাজার গ্রাম ধ্বংস। উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেস (আই) আমরা বাঙালী—

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ। আপনি শেষ করুন।

**শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :—** আজকে বলা হচ্ছে T. N. V কিভাবে তৈরী হয়েছে আমাদের কৃষিমন্ত্রী বনমন্ত্রী সকলেই জানেন। তবে আসন বসবে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** সময় শেষ আপনি শেষ করুন।

**শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :—** এই কারণে বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারি না। দেশে অত্যাচার অনাচার সন্ত্রাস চলেছে, আপনাদের ক্ষমতা আছে বন্ধ করুন। অতিরিক্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে। আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** অনারেবল ষ্ট্যাট মিনিষ্টার শ্রীরতন চক্রবর্তী।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— অনারেবল ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত কয়েকদিন যাবৎ বাজেট বিতর্কে আমরা এমন একটা পরিবেশ ফিরে পেয়েছি যা ৫ মাস আগে ফেলে এসেছিলাম। নির্বাচনের সময়ে এ ধরণের নরম গরম বক্তৃতা আমরা শুনেছি এবং বেশ সময় কেটেছে। কিন্তু রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে যে ধরণের গুরু দায়িত্ব কাঁধে পড়ে তাতে এই ধরণের ছেলেমানুষি কথাবার্তা আমার মনে হয় মোটেই একটা রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারেনা। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী পরিস্কারভাবে ত্রিপুরার রূপরেখা দিয়েছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক সুযোগ নিয়ে বিরোধী বন্ধুরা এখানে মেঠো বক্তৃতা দিলেন। তাতে আগামী দিনে তারা গণতন্ত্রকে কোথায় নিয়ে যাবেন সেটা বোধগম্য হচ্ছেনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী পরিস্কারভাবে এস, সি, এস, টি শিক্ষা জলসেচ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি খাতের চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তারা যেভাবে কিছু পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু পরিসংখ্যান দিতে হচ্ছে। ওনারা বলেছেন যে, তাদের সময়কার বাজেট ব্যয় বরাদ্দের সঙ্গে এখনকার বাজেট ব্যয় বরাদ্দ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমার কাছে ২টা বাজেট আছে। ১টা হচ্ছে ১৯৮৭-৮৮ সালের আরেকটা হচ্ছে ১৯৮৮-৮৯ সালের। তাতে দেখা যায় ১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেটে ৩১টা ডিপার্টমেণ্ট দেখান হয়েছে আর ১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেটে ৩৩টা ডিপার্টমেণ্ট দেখান হয়েছে। কেন ২টা ডিপার্টমেণ্ট বেশী দেখান হয়েছে সে সম্পর্কে এখন আমি যাচ্ছিনা পরে বলব। এখানে ১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেটে যে পার্সেণ্টেইজ দেখান হয়েছে তাতে দেখা যায়, এডুকেশনের জন্য ধরা হয়েছে ৮৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৪ হাজার, আর ওদের বাজেটে তখন ধরা হয়েছিল ৬৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। আমি কিছু মেইন মেইন ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে বলছি। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টে ধরা হয়েছে

২৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা আরও ওদের সময়ে ধরা হয়েছিল ২২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, পঞ্চায়েত রাজ দপ্তরের জন্য ধরা হয়েছে ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা আর তখন ধরা হয়েছিল ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। ট্রাইবেল রিহেবিলাইটেশন প্রিমিটিভ গ্রুপের জন্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা আর ওরা ধরেছিলেন ৯৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।

ইরিগেসন এণ্ড ফ্লাড কনট্রোল-এর জন্য আমরা দিয়েছি ৩১, ৮২, ২১, ০০০ টাকা আর এরা দিয়েছিলেন ২২, ৭২. ২১, ০০০ টাকা। রুর‍্যাল ডেভেলাফমেণ্ট আমরা দিয়েছি ১৪, ২৪, ৩১, ০০০ টাকা আর ওরা দিয়েছিলেন ১৩, ১২, ৯৪, ০০০ টাকা। এগ্রিকালচারের জন্য আমরা দিয়েছি ১৭, ৭১, ৪৫, ০০০ টাকা আর ওরা দিয়েছিলেন ১৫, ২৭, ৬১, ০০০ টাকা। ইণ্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টের জন্য আমরা দিয়েছি ১৩, ৫৫, ৩২, ০০০, টাকা আর ওরা দিয়েছিলেন ৯, ৬২, ২৭, ০০০ টাকা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য আমরা দিয়েছি ১৩, ০৯, ৩৩, ০০০ টাকা আর ওরা দিয়েছিলেন ১০, ৯৬, ৯৫. ০০০ টাকা। পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের জন্য আমরা দিয়েছি ৫৫, ৩০, ০৪, ০০০ টাকা আর এরা দিয়েছিলেন ৫১, ১৪, ৯১, ০০০ টাকা। ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের জন্য আমরা দিয়েছি ৪২, ৭১, ৫০, ০০০ টাকা আর ওরা দিযেছিলেন ২৭, ৭৩, ৩০, ০০০ টাকা।

এই বরাদ্দ দেখলে পরে দেখা যাবে যে আমরা অর্থের দিক থেকে অনেক বেশী বরাদ্দ করেছি। তবে পারসেন্টেজের কথা যা ওরা বলেন, আরেকটা জিনিস তাদের সময় যেভাবে পারসেন্টেজে কারচুপি করা হয়েছে সেই ধরনের কারচুপি আমাদের মধ্যে নেই। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমরা অনেক বেশী ব্যয় বরাদ্ধ করেছি। আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে তাদের কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, প্রোডাকটিভ এবং নন্-প্রোডাকটিভ কথাটা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যেভাবে প্রোডাকটিভের খাতের টাকা নন্ প্রোডাকটিভ করা হয়েছে এবং যেভাবে কর্মহীন লোককে কর্মের নামে বিভিন্ন ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে, একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আমাদের জুট মিলের কথাই ধরুন যেখানে তিনটে শিফটে দু' হাজার শ্রমিক লাগার কথা সেখানে ওরা একটি শিফটেই দু হাজার শ্রমিক নিয়োগ করেছেন। সরকার ইট ভাটা যেখানে বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে শত শত লোককে ওরা কর্ম দিয়েছেন। এই টাকা কোথা থেকে আসবে? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা না ভেবে আমাদের উপর একটা প্রশাসনিক দায়িত্ব ওরা চাপিয়ে দিয়ে গেছেন যেটাকে অস্বীকার করার কোন রাস্তা নেই। কাজেই তাদের যে সমস্ত কার্য্যকলাপ সে সমস্ত কিছুই আমাদের বহন করতে হবে এবং আমাদের এই সব বহন করেই ত্রিপুরা রাজ্যের পরিচর্য্যা করতে হবে। এই সহজ সত্যটা ওরা দশ বছর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ওরা কি করে এটা ভুলে গেলেন এখানে বসে বসে আমি সে কথাটাই ভাবছি। কারন ওরা দীর্ঘদিন রাজ্য

চালিয়েছিলেন। কাজেই বক্তৃতা করার সময় তারা কি করেছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই তাদের স্মরন করা দরকার।

যাই হোক এই কমিটেড এক্সপেণ্ডিচারগুলি আমাদের বহন করতেই হবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা ভেবে। এবং শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মেসিনারী ওরা একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে গেছেন। সেটাকে চাঙ্গা করতে হলে সেই প্রশাসনকে গণমুখী করে তোলতে হলে এই যে ব্যয় এই ব্যয়কে আমাদের বহন করতে হবে। এরা কি চাইছেন আমি জানিনা। এই ব্যয় ভার বহন না করে আজকে এই মেসিনারীকে পঙ্গু অবস্থায় থাকুক এইটা তাদের রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে। কিন্তু এই রাজনৈতিক কৌশলকে উৎসাহিত করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমাদের এইখানে পাঠাননি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে কথা ওরা এইখানে দাঁড়িয়ে বলছেন-যে তদন্তের কথা বলছেন, কমিশনের কথা বলছেন, উজান ময়দানের কথা বলছেন, আমি শুধু একটু পেছনের দিকে তাদের নিয়ে যেতে চাই। এরা যখন বর্মন কমিশন বসিয়েছিলেন তখন তথাকথিত অপরাধীদের কি শাস্তি দেওয়া হলো তা ত্রিপুরার মানুষ আজো জানতে পারেনি, অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগার থেকে খরচ করা হলো। তারপর ছড়ুয়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে রাজনৈতিক ব্যাভিচার করা হয়েছে। কয়েকটি তরুন তাজা প্রানের বিনিময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস একটি কলংকজনক অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। তারপর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তদন্ত কমিশন বসালেন কিন্তু তার রিপের্টে এ যখন সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হলো তখন তারা সেটাকে চাপা দিয়ে দিলেন। আর আজকে এই বিধানসভায় এই বিরুদ্ধে বাজেটের বর্ক্তৃতার নামে এমন একটা অবস্থার দিকে আমাদের টেনে নিয় যেতে চাইছেন যেখানে একটা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হোক এবং সেই অরাজক অবস্থার সুযোগ তারা রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে চাইছেন। ত্রিপুরাজ্যের মানুষের ভোটের পারসেন্টেজ এর কথা ওরা বলেন, যদি তারা সত্যিই সে পারসেন্টেজ মানুষের ভোট পেয়ে থাকেন তাহলে তাদের কথা আপনারা একটু ভাবুন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা একটু ভাবুন। সেই দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে রয়েছে। আজকে আপনারা এই বাজেটের বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা করছেন সেটা বাজেটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা? আপনারা গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে হয়তো বলছেন যে, আইন শৃংখলার প্রশ্ন নিয়ে সব নাম ধাম দিয়ে আমাদের এই সব বলছেন। আসলে এই বিধানসভায় বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমাদের কি স্ট্যাণ্ডে সমালোচনা করতে হবে সেই সম্পর্কে একটু ভাবা দরকার। কারন বিধানসভা ছেলে খেলার জায়গা নয়। এইটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে এসে আমাদের নীতি নির্ধারন করতে হয়, নীতি প্রনয়ন করতে হয় এবং এ রাজ্যে সরকারকে সমালোচনাও সহ্য করতে হবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এরা বঞ্চনার কথা বলছেন। কিছুক্ষন আগে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুলদাস এই বিধানসভায় থেকে আমাদের বেরিয়ে যাবার জন্য তিনি হাত দেখিয়ে বলেছেন। আমি শুধু জানতে চাই. কারণ এসেম্‌ব্লির নিয়ম কানুন সম্পর্কে জানতে আমার এখনো অনেক সময় লগেবে। আমি শুধু মাননীয় সদস্যদের কাছে জানতে চাই যে, একজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সেদিন ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে অসত্য ভাষণ দিয়েছিলেন তার কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছে? উনি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সেদিন বলেছেন যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের আর এক কিস্তিও ডি, এ পাওনা নেই। অথচ আমরা ক্ষমতায় এসে এখন পর্য্যন্ত তাদের সাত কিস্তি ডি, এ দিয়েছি কি করে? ১৯৮২ সাল থেকে যে কর্মচারীদের বঞ্চনার ফাঁদে ফেলা হয়েছিল সেই কর্মচারীদের এই বঞ্চনার ফাঁদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আজকে এই ত্রিপুরা সরকার, এই জোট সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন আজকে তার প্রতি তাদের সাধুবাদ জানাবার কোন উপায় নেই। কর্মচারী বন্ধুদের নিয়ে এবং কিছু কো-অর্ডিনেশন নেতাদের দিয়ে বিগত দশ বছর শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়েছেন এরা এবং এই সঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক মুনাফা লাভের জন্য একদিকে কর্মচারীদের দিয়ে আন্দোলন করিয়েছেন, মিছিল মিটিং করেছেন, আর অন্যদিকে বিধানসভায় দাড়িয়ে তাদের নিজেদের অধিকারকে চাপিয়ে রেখে অসত্য কথা বলে বিধানসভার পবিত্রতাকে ক্ষুন্ন করেছেন।

আজকে এটা প্রমাণিত সত্য যে সেদিন তাদের পাওনা ছিল এবং তার বিরুদ্ধে অসত্য কথা বলেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়ে হল যে, এই ৭ কিস্তি দেওয়ার পরেও আজকে তারা বলছেন যে আরও ১১ কিস্তি পাওনা আছে। তারা চিৎকার করে বলছেন যে তারা শতকরা ৫০ ভাগ ভোট পেয়েছেন। সেখানে তো আপনাদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার কথা দায়িত্বশীল হয়ে মানুষের জন্য চিন্তা করুন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার. ওরা উপজাতিদের প্রতি বঞ্চনার কথা বলছেন. বেকারদের প্রতি বঞ্চনার কথা বলছেন। বেকারদের জন্য এখানে সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, আপনারা যেভাবে সরকারী দপ্তরগুলি গড়ে রেখেছেন, কর্মসংস্থানের নামে যেভাবে কাজ করেছেন সেগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা বেকারদের কর্মসংস্থানের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু হাজার হাজার হাজার যুবকের যৌবনকে যেভাবে আপনারা পিষ্ট করে রেখেছেন, যেভাবে অর্থনীতিকে আপনারা পঙ্গু করে রেখেছেন. সেই পঙ্গু অর্থনীতি নিয়েই আমাদের চলতে হচ্ছে। বাজেটের পৃষ্ঠা উল্টালে পরিস্কার দেখবেন যে বেকারদের কথা বলা আছে। 'সরকারী চাকুরীর সুযোগ ও সীমিত'। তারপর বলেছেন, 'সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও

সরকার একটি নতুন নিয়োগনীতি প্রনয়ণ করেছেন, যাতে সমস্ত স্তরের বেকার যুবক যুবতীর ন্যায্য দাবীর কথা স্মরণে রাখা হয়েছে। 'এর অর্থ কি বেকারদের বিরোধিতা করা? দারিদ্র সীমার নীচে যারা আছে তাদের কথা বলা হয়েছে। তার মানে কি দরিদ্রদের বিরোধিতা করা?

একটা কথা খুবই দুঃখের সংগে বলতে হয়। মাননীয় দশরথবাবু পণ্ডিত লোক। তিনি এখানে নেই। একটা সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়ছে "উপদেশ হি মুর্খানায় প্রকোপায় ন শান্তয়ে" 'কাজেই তাদের উপদেশ দিয়ে কিছু হবে না।। তাদের পার্টির ভিতরের কথা একরকম, আর তাদের পার্টির বাইরের কথা আর একরকম। সেই বিবৃতিটা দেখুন। পৃষ্ঠা ৪। ওরা বলেছেন' কালো-বাজারী' মজুতদারী, মুনাফাখোরদের কার্যকলাপ গত দশ বছরে ছিল অবাধ। 'এটা হচ্ছে ওদের পার্টি দলিল। ওরা এটা স্বীকার করুন যে, ওরা এটা বলেন নি। আজকে মানুষকে রিলিফ দেবেন কোথায় সেই চিন্তা নেই। ওদের একই দলিলে বলা হয়েছে যে, সবকিছু ছিল পুরোপুরি মুখ্যমন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। কোথায় আপনাদের গণতন্ত্র, কোথায় মার্কসিজম, কোথায় লেনিনিজম? আমাদের মধ্যে এটা নেই যে পুরোপুরি একজনে উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে।

সবচেয়ে ভুল আমার মনে হয় এখানেই, আমার শ্রদ্ধেয় নৃপেনবাবু এবং দশরথ বাবুরা করেছেন-আজকে যে কথা আমার শ্রদ্ধেয় অনিল বাবু, যে জার্মানীতে-আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি হিটলারের আমলের নেতাদের কথা-একটা জায়গায় উক্তি হয়ত ভুল করেছেন সেই সম্পর্কে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। লেনিনের সময় যখন রাশিয়ার সংগে জার্মানীর চুক্তি হয় তখন রাশিয়ার একটা অংশ জার্মানীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তখন তার পার্টির ভিতরেই প্রচণ্ড সমালোচনা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে তখন তাঁর একটাই উক্তি ছিল "পিস ফর দি পিপল" মানুষের জন্য শান্তি চাই। তারজন্য আমরাও সমস্ত সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করি। লেনিন একটাই স্মরনীয় উক্তি করেছিলেন "রাশিয়ান পিপল ওয়ান্টস পিস অ্যাট এনি কষ্ট"। নৃপেন বাবুরা সেদিন নির্বাচনের আগে একটু ভুল করেছিলেন। তিনটা নাটক উনারা করেছিলেন। আজকে টি, এন, ভি,র সংগে আমাদের জড়াতে চাইছেন তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি এখানে একটি ঘটনার কথা বলতে চাই কাঞ্চনপুরে যখন দশমনি রিয়াংকে গ্রেপ্তার করা হল টি, এন, ভি,র চাঁদার বই সহ তখন ত্রিপুরার সাংবাদিকেরা গনমুক্তি পরিষদের নেতা হিসাবে দশরথ বাবুকে প্রশ্ন করলেন, সে তো আপনাদের লোক, সেতো গনমুক্তি পরিসদের কর্মী। তখন দশরথ বাবু, বললেন যে তাই নাকি? তাহলে ব্যাপারটা আমাকে একটু দেখতে হবে। আজ '৮৮ইং সি, পি এম, র মত একটা অর্গেনাইজড দল যারা বলেন যে আমাদের দলের মধ্যে শৃঙ্খলা আছে, তারা বলে যে, আমরা নিয়ম কানুন মেনে চলি সেই দলের শাখা সংগঠন গনমুক্তি পরিষদের রেজিস্টারী খুলে

দশরথবাবু এখন পর্য্যন্ত দেখে নিয়ে বলতে পারলেন না সেই দশমনি রিয়াং কে? এর অর্থ কি? এর অর্থ এটাই যে নিজেদের আড়াল করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সেটাই সেদিন তারা সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে করেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে নারীদের ইজ্জত নিয়ে সেটাকে রাজনৈতিক পণ্য করে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে, তারজন্য সারা ভারতবর্ষ ধিক্কার জানাচ্ছে আমাদের। কিন্তু সেই ধিক্কারের জন্য দায়ী কে? ত্রিপুরার রাজ্যের মানুষ হিসাবে এই লজ্জার দায়িত্ব আমাদেরও আপনাদের সংগে বহন করতে হবে। এটাই সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে, আপনাদের সংগে আমাদের এই দায়িত্ব বণ্টন করে নিতে হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি রমনীদের রাজনৈতিক পণ্য বানিয়ে আজকে যারা সারা ভারতবর্ষে প্রচার করছেন বাইরে থেকে লোক আনিয়ে আজকে এর প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত উপজাতি মহিলাদের ইজ্জত নেই। তারা গনভাবে ধর্ষিতা হয়েছেন। আজকে যদি আমি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে কোন জায়গায় উপজাতি মহিলারা অপমানিতা হয়েছেন তাহলেও কি কোন সভ্য দেশের কোন সভ্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সেটাকে মূলধন করে রাজনীতি করার অধিকার থাকে? এর মধ্যে কি কোন নৈতিকতার প্রশ্ন নেই? নিজের ঘরে যদি এত রকম একটা ঘটনা ঘটত তাহলে কি আমরা নিজের ঘরের মা বোনদের এই ঘটনা নিয়ে তেরংগা ঝাণ্ডা নিয়ে রাস্তায় লাফালাফি করতাম? দুঃখের বিষয় এই যে এই আসাম রাইফেলস ত্রিপুরা রাজ্যে নৃপেন বাবুরাই এনেছিলেন। উনি বলেছিলেন, আসাম রাইফেলস জঙ্গল যুদ্ধে পারদর্শি, আমাদের আসাম রাইফেলস বাহিনী চাই। এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে এই আসাম রাইফেলস বাহিনীই পারবে এই টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদের দমন করে ত্রিপুরায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে।

আর এই নৃপেন বাবুদের সংগেই জয়েন্ট কমাণ্ডারের সংগে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল— ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ এবং জানুয়ারীর ৪ তারিখ বুটা সিংহের সঙ্গে যে মিটিং হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি হিসাবেই মিলিটারী নামান হয়েছিল ১৫ কিলোমিটার—বর্ডারের ভিতর থেকে ভিতর পর্য্যন্ত। শেষের দিকে কি হয়েছিল?— যদি খারাপ কিছু করে থাকেন রাজীব গান্ধীকে আপনারাই করেছেন। খারাপ যদি কিছু করে থাকেন সেটা আপনারাই করেছেন। এবং আপনাদের সেই রাজনৈতিক অপরিনামদর্শিতার জন্য আমাদের কিছু রাজনৈতিক সুবিধা হয়েছে সেটা আমরা অস্বীকার করব না। নির্দেশ ছিল ১৫ কিলোমিটার—১৫ কিলোমিটার দেওয়ার পরেও দেখা গেল ত্রিপুরার মির্জাবনাড়ি এলাকার শান্তি হল না। তাহলে এই মিলিটারী নামানের ব্যাপারে আপনাদের সংগে নীতিগত ভাবে কোন তফাত ছিল না। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, নীতিগত ভাবে আপনাদের সংগে কোন তফাত ছিল না। আপানারাই বলেছিলেন ১৫ কিলোমিটারের কথা।

সেই ১৫ কিলোমিটারের পর আরও কিছু এলাকা বাড়ান হয়েছিল মাত্র ত্রিপুরায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য। হিসাবটা আপনারাই করে দেখুন মিলিটারী নামানোর পক্ষে আপনারা ছিলেন কি না। আসাম রাইফেলস নামানোর বিপক্ষে আপনারা ছিলেন না। রাজনৈতিক লাফালাফির জন্য নির্বাচনের আগে এক কথা বললেন আর নির্বাচনের ফলাফলের পর বললেন অন্য কথা। আর পশ্চিমবংগে গিয়ে কলিকাতার বুকে "ত্রিপুরা দিবস" করে সেখানে বললেন আবার অন্য কথা। তারপর নৃপেনবাবু ত্রিপুরায় ফিরে এসে বললেন যে, ত্রিপুরার বুকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাংগা হতে পারে। বার বার বুর্জোয়া গনতন্ত্রের কথা বলেন আর এই বুর্জোয়া গনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করেই আপনারা এই বিধানসভার ক্ষমতায় এসেছিলেন। আমি প্রথম আমার বিধানসভায় আসার সুযোগে যে আহ্বান আপনাদের কাছে রেখেছিলাম, হয় গণতন্ত্রকে পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়ে গ্রহণ করুন, না হলে যদি এটা বুর্জোয়া গণতন্ত্র হয়, বুর্জোয়া ব্যবস্থাপনার গণতন্ত্র হয়, তাহলে এটা ছুড়ে ফেলে দিন। কিন্তু আপনাদের গণতান্ত্রিক মর্য্যাদাবোধ নেই বলেই এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করতে পেরেছেন, আর বড় বড় কথা মুখে বলছেন। বন্ধুগণ, এটাই দুঃখের। তবে মনে পড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতা—'ক্ষুধিত পাষাণ'। যে ক্ষুধিত পাষাণের পাগলা মেহের আলী বার বার চিৎকার করে বলেছে, এ সব ঝুটা হ্যায়।

আমরা যা করেছি সব ভুল, সব মিথ্যে হয়েছে। নির্বাচনের আগেও মিথ্যে হয়েছে, নির্বাচনের পরেও মিথ্যে হয়েছে। আমরা যখন ধীরে ধীরে গদী নেওয়ার চেষ্টা করছি, তখন মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গীকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য এইভাবে ঘৃণ্য রাজনীতির ষড়যন্ত্র করে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎকে নষ্ট করার চেষ্টা করছিলেন। সারা ভারতবর্ষে যদি কোন দিন জোয়ার আসে আমাদের রাজনীতি যদি ভুল হয়, আমরা সরে যাবো। গণতান্ত্রিক অবস্থায় এটা সত্যি কথা। এর জন্যে চিৎকার করে লাভ নেই। তার জন্য তো আপনারা সারা ভারতবর্ষে পায়তারা করছেন। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আপনারা বিভিন্ন ভাবে সংযোগ রাখছেন কি করে দিল্লীর মসনদ দখল করা যায় সে চেষ্টা করছেন। অতীতেও করেছেন, আজও করছেন, এতে অবাক হবার কিছু নেই। গণতন্ত্রে সে সুযোগ আপনাদের দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই ভাবে বাজেট বক্তৃতার নামে, এইভাবে নির্বাচনী বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে ভুল বুঝাতে চাইছেন। এটাই অদ্ভুত লাগে আমার কাছে। আপনাদের আহ্বান জানাতে হবে এই বাজেটকে সমর্থন করার জন্য। নিয়ম মাফিক আপনারা বাজেটকে সমর্থন করুন। কেন জানেন? সেটাও রবীন্দ্রনাথের জন্য। যে রবীন্দ্রনাথকে একদিন বুর্জোয়া কবি বলেছেন, যাকে আজকে মাথায় নিয়ে তুলে রেখেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারান পাপ'। আজকে বক্তৃতা

শেষ করার আগে আমাকে বিশ্বাস নিয়ে যেতে হবে, মানুষের উপর বিশ্বাস হারান পাপ বলে আমরা আপনাদের উপর বিশ্বাস হারাতে পারি না। বিরোধী হিসাবে আরো বেশী মর্যাদার হয়ে উঠবেন এই বিশ্বাস নিশ্চয়ই করতে পারি। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের উপযুক্ত ব্যবহার, আপনাদের উপযুক্ত সমালোচনা সাহায্য করবে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রকে আরো পরিপুষ্ট করতে, যদি আপনারা তা চান সত্যিকারের। কারণ একটা জিনিস আপনারা বুকে হাত দিয়ে, ভাবুন তো, ত্রিপুরা রাজ্যের মিলিটারীর বিরুদ্ধে আপনারা তো এত কথা বললেন কিন্তু কেন নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি রিপোর্টও দিলেন না। উপজাতি রমণীকে সংঘবদ্ধ ভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে বলেছেন, কিন্তু কেন একবারও আদালতে গেলেন না ? বিচার ব্যবস্থা আছে। আপনাদের জন্য অভিযোগ করার জায়গা রাখা হয়েছে। শুধু মাত্র বিধানসভায় চিৎকার না করে আরো অনেক ব্যবস্থা আছে—আপনাদের জন্য। কিন্তু একবারও সেখানে গেলেন না। আপনারা শুধু এইখানে এসে চিৎকার করছেন। কিন্তু আমরা এখানে এসে আপনাদের ১০ বছরের জঞ্জাল সরানোর কাজে দায়িত্ব পালন করতে চাই, আমাদের সময় দিন জঞ্জাল সরানোর। আপনাদের কৃত-কর্মের জন্য যে কুফল আজকে ত্রিপুরার রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাঁধে চেপেছে, সেই কুফল থেকে রক্ষা করার সুযোগ আমাদের দিন। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনাদের বোধদয় হবে। আপনারা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবেন আগামী দিনে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে সত্যিকারের ভাল পরিবেশ গড়ে তোলা যায়।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সংক্ষেপ করুন।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :—আমাকে আরো দু' মিনিট সময় দিন স্যার। যাই হউক, আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। শুধু এই আবেদন রাখছি, এই বাজেট যা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের পথে বিরাট সহায়ক ভূমিকা নেবে নতুন করে সম্পদ সৃষ্টি করতে, নতুন করে উন্নয়নের চাকাকে গতিশীল করতে, সেটাকে আপনারা সমর্থন করুন। আপনাদের রাজনীতির কচকচানির কথা আর নতুন করে বলতে চাই না। ক্ষমতায় যখন ছিলেন না তখন উৎপাদন নষ্ট করে ঐ সব কারখানায় ক্লোজার করে, লক-আউট করে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে সরকার চাপে পড়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। আর যখন আপনারা ক্ষমতায় এলেন, তখন এমন একটা পলিটিক্যাল ইনফ্রা-স্ট্রাকচার করলেন; যেখানে ডেভলাপমেন্ট ইনফ্রা-স্ট্রাকচার গড়ে উঠল না। কর্মচারীদের সুরসুরি দিয়ে তাঁদের বঞ্চনার মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন। আজকে আমরা যখন কর্মচারীদের সুযোগ দিলাম, তখন নিম্ন আয়ের সাধারণ লোকদের ক্ষেপাবার চেষ্টা করবেন এটা জানা কথা। হয়ত গ্রামে গঞ্জে গিয়ে বলবেন, এই সরকার শুধু শ্রমিক-কর্মচারীদের, গরীব লোকদের জন্য নয়। যাই হউক, ঐ সেই রবীন্দ্রনাথের কথা ফিরে যাচ্ছি। মানুষের উপর বিশ্বাস হারান

পাপ বলেই আপনাদের উপর বিশ্বাস না হারিয়ে এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করবেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে প্রগতির পথে ফিরিয়ে নেবেন এই আবেদন রেখে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :**— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৮ই জুলাই কংগ্রেস ( আই ) এবং উপজাতি যুব সমিতি জনপ্রিয় সরকারের পক্ষ হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এই কয়েক দিন ধরে যারা বাজেটে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমার আশা ছিল যে, গত ১০ বৎসরে যারা সরকারে ছিলেন এবং আজকে বিরোধী দলে আছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, সুষ্ঠ পরিচলানার জন্য আমাদের এই সরকারকে সাহায্য করবেন, পক্ষান্তরে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষকে। কিন্তু দেখলাম তার বিপরীত। বিরোধী দলের যে ২৭ জন সদস্য আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এই কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, সরকার বেশী দিন টিকবে না, তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আছে, এই সব কথা বলে সময় কাটিয়ে গেলেন। এমন কোন তথ্য দিতে পারলেন না যা এই সরকারকে সাহায্য করতে পারে। গত ৫ বৎসর আমি এই বিরোধী দলে ছিলাম তখন তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের কাছে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছিলাম যে, এই জায়গা-গুলিতে খাদ্য নেই, খাদ্য পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু আপনারা সেই দিকে দৃষ্টি দেননি। আজকে আপনারা ২৭ জন বিরোধী সদস্য আছেন আপনারা বলুন তো দেখি এই ৫ মাস সরকারের কাছে কোন তথ্য পৌঁছে দিয়েছেন? এমন কোন উদাহরণ আপনারা দিতে পারবেন না এই অধিবেশন ছাড়া। আমি শুনেছি পত্রিকায়ও দেখেছি যে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন চক্রবর্তী আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন ডেপুটেশন দিতে। উনি বলে এসেছেন অনুপ-যুক্ত মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী দলের একজন দায়িত্বশীল নেতা এই কথা বলতে পারেন এটাতো আমরা আশা করতে পারিনি উনার কাছে। উনি বলেছেন অনুপযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী। তখন মনে মনে ভেবে দেখলাম হ্যাঁ, উনি ঠিকই বলেছেন অনুপযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী। আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করতে অনুপযুক্ত, মায়ের কোলের শিশুকে কেড়ে নিতে অনুপযুক্ত। এগুলি আমরা শিখি নাই, আমরা মন্ত্রী হয়ে গেছি। কিন্তু ওদের দলের মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রী হতে গেলে আগে খুন করা শিখতে হবে, মায়ের বুকের তাজা শিশুকে কেড়ে আনতে হবে। তার জন্যই উনি বলেছেন অনুপযুক্ত মন্ত্রী। কারণ, ১৯৪৯ ইং সালে পশ্চিমবঙ্গে ৫১ জনকে খুন করে আমার জ্যাঠামহাশয়ের

বাড়ীতে এসে উনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমার জ্যাঠামহাশয়ের নাম দেওয়ান সর্দার। উনার কাছেই নৃপেন বাবু উনার কৃত খুনের কাহিনী বলেছিলেন এবং আমার জ্যাঠামহাশয়ের কাছে থেকেই আমি এই কাহিনী শুনেছি। সেই খুনের অভিজ্ঞতা তো আমাদের নেই। আমি কাউকে খুন করতে শিখি নাই, কাউকে মিথ্যা বলতে শিখি নাই। এই তো আমাদের অপরাধ। স্যার, বিরোধী দলের কোন কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন, এই বাজেট কার্বণ কপি। কার্বন কপি যদি হয়, তাহলে আপনারা সমর্থন করলেন না কেন? আবার কেউ কেউ বলছেন এই বাজেটকে সমর্থন করা যায় না কেননা এই বাজেট নাকি জনস্বার্থ বিরোধী। আমি যখন বিরোধী ছিলাম তখন বাজেট আলোচনার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হত, তখন সারা রাত্রি জেগে বাজেট বই দেখতাম কোন খাতে কতটাকা ধরা হয়েছে। স্যার, গত বৎসর, ১৯৮৭-৮৮ ইং সালে বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৪৩২ কোটি ৫১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। আর, এই বার আমরা বাজেটে বরাদ্দ রেখেছি ৫৪৪ কোটি ২৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। বিরাট অংক। তার জন্যই হয়তো উনারা বলেছেন এই বাজেট সমর্থন করা যায় না।

আজকে সারা ত্রিপুরার দিকে তাকিয়ে দেখলে কি দেখি? এই বিগত ১০টি বছরের প্রতিটি উদাহরণ রেখে গেছে আজকে সেটা স্মৃতি হয়ে রয়েছে মানুষের কাছে, ২৪ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি এতে কেড়েছে। সেই বটতলায় আমরা দেখেছি সাধারণ পার্টি অফিস থেকে মেলার মাঠে জায়গা কিনে দুতালা বাড়ী করেছেন। গরীব মেহনতি মানুষের যাদের কান্না চোখের জলে সমুদ্র হয়ে গেছে তাদের পার্টি অফিস আজকে স্বর্ণ মন্দিরের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে, সেই স্বর্ণ মন্দির করার জন্য আমরা এই বাজেটে টাকা রাখিনি, আমরা তাদের পার্টি অফিস দালান করার জন্য বাজেটে টাকা রাখিনি, কেন সমর্থন করবেন? কারন আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা খুন করতে পারে তাদের জন্য এখানে টাকা রাখিনি যে একজন খুন করলে তাকে টাকা দিতে হবে। নির্বাচনের ৫ দিন আগেও বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সেই মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের কথাগুলি উনি ঘুরে বলে বেড়িয়েছেন যে এখন থেকে রাজনৈতিক ক্ল্যাশ তুললেও টাকা পাওয়া যাবে ঐ টাকা কি বাজেটের টাকা ছিল না? তাহলে খুন করা থেকে রাজনৈতিক ক্ল্যাশ অর্থাৎ ঝগড়াঝাটিতে পর্যন্ত টাকা পাওয়া যাবে, এইভাবে এনকারেইজ করেছেন। এটা কি উন্নতির জন্য টাকা ব্যয় করা? কেউ যদি রাজনৈতিক ঝগড়া করে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয় তাহলে কি রাজ্যের উন্নতি হবে? মিঃ স্পীকার স্যার, অবাক হয়ে যাচ্ছি। আর আজকে ওরা কি বলছেন যে, এখানে কংগ্রেস আর যুব সমিতির সরকার জন-দরদী নয়, আমি বলবো ২৪ লক্ষ মানুষের দিকে দৃষ্টি রেখে, গরীবের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে এবং এতে সারা ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবে দারিদ্র-সীমা রেখার নীচে যারা

বসবাস করে তাদের। আর উনারা বলছেন উপজাতিদের নিয়ে। আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস চেষ্টা করেছিলাম সি. পি. এমের সেই জন শিক্ষা কল্যাণ সমিতি ১৯৪৫ সালে জন্ম নিয়েছিল হেমন্ত দেববর্মা প্রতিষ্ঠিত করলেন। যখন ত্রিপুরা রাজ্যের জন শিক্ষা কল্যাণ সমিতি গঠন করে আন্দোলন করেছিলেন তখন থেকে তাদের চিঠি-পত্রগুলি একটু পড়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং চেষ্টাও করেছি। সেখান থেকে দেখে এসেছি ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের পুঁজি করে সি, পি. এম, রাজনৈতিক হাতিয়ার করে সর্বদাই ওরা আন্দোলন করতে চান, পার্টি করতে চান। আজকে তাই দেখছি এতদিন পরে ১০ বছর তাদের দলে কুন্দন ছিল না, যখন পার্টি হেরে গেল তখন দেখা গেল ভানু ঘোষ সি, পি. এমের সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু তার কার্যকলাপ এখন নাকি ভাল নয়, তাই তাকে সরিয়ে দিতে হবে। কাকে আনতে হবে? কেন দশরথবাবু সেই জন্ম সূত্র থেকে উপজাতিদের মুকুট বিহীন রাজা ছিলেন দেবতা, টুটে জগন্নাথ। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি জানি সি, পি; এম, যখনই বিপদে পড়ে যায় তখন উপজাতিদের সামনে ঠেলে দিয়ে তার ভিতর দিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। এখানে মনে পড়ে যায়, আমরা বার্মিজদের একটা কথা গল্প পড়েছিলাম যে, সেই বার্মাদেশে নাকি একটা বিরাট বুদ্ধ মন্দিরের মধ্যে নাকি একটা বিরাট বুদ্ধ মূর্তি ছিল। সেই বুদ্ধ মূর্তি যদি একক কেউ যায় তাহলে কথা বলেন সকলে অবাক এবং সেই মূর্তিকে গিয়ে কোন প্রশ্ন করলে বা কেহ সন্তান প্রার্থনা করলে বা কেহ বর প্রার্থনা করলে সেই বুদ্ধ মূর্তি বলে দেন, তোমার মনোবাসন পূর্ণ হবে। যখন লণ্ডন থেকে ইংরাজরা এসে গবেষনা করলেন সেই মূর্তি কি করে কথা বলে তখন দেখা গেল ঐ বুদ্ধ মূর্তির মন্দিরের পিছন দিকে মাটির নীচ দিয়ে সুরঙ্গ খুড়ে ঐ বুদ্ধ মূর্তির ভিতরে একজন বসে থাকে এবং যখন মানুষ যায় তখন নাকি বলে হ্যাঁ. তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

সেই রকম দশরথ বাবুর পেটের ভিতরে নৃপেনবাবু বসে বসে কথা বলছেন। আর এখন উপজাতিদের জন্য দশরথবাবু ভগবান হয়ে যাচ্ছেন। স্যার, আমি একটা ইঙ্গিত পেয়েছিলাম তারা খোয়াইতে একটা কাণ্ড কীর্ত্তি করবে। গত মে মাসের ২২ তারিখে আমি খোয়াইতে যাই। রাজনগরে ১৯৭৪ সনে সেই সুখময় দেববর্মা, আমার দাদা যিনি খুন হয়েছেন দাঙ্গার সময়, উনি সহ দ্রাউকুমার রিয়াং মাননীয় মন্ত্রী যিনি এখানে আছে এবং আমি নিজে আমাদের একটি জনসভার মধ্যে সি. পি. এ, এমের তারা আক্রমন করেছিল লাঠি পেটা নিয়ে। তখন ত আমরা গণতন্ত্র নিয়ে বক্তৃতা করছিলাম। ওরা আবার গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চীৎকার করে। তারপর আমি মন্ত্রী হয়ে রাজনগরে মে মাসের ২২ তারিখে যাই। ৫০০-এর মত লোক এসেছিল। তখনই বুঝতে পেরেছি যে খোয়াইতে এই সি, পি, আই, ( এম )-রা এমন একটা কাণ্ড করবে। উপজাতিদের

দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য তারা এমন একটা কিছু সৃষ্টি করবে। আমি ২৮ তারিখে ইম্ফলে এই ব্যাপারে রাজ্যপালের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। রাজ্যপাল এখানে ফিরে এসে আমাকে বললেন যে, ইউর ইনফরমেশান ইজ কারেক্ট। তাই হল। উজান ময়দান। উজান ময়দান নিয়ে সারা ভারতবর্ষে, প্রতিটি জায়গায় এমন কি ওরা বি, বি, সিতে পর্য্যন্ত এই খবর প্রচার করিয়েছে। মিথ্যার কত প্রচার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজকে এখানে চ্যালেঞ্জ জানাই, জানিনা তাদের বলার কতটুকু আছে, এইভাবে রাজনীতি করা বন্ধ করুন। আমি চ্যালেঞ্জ জানাই আপনারা বিরোধী দলের ২৭ জন বিধায়ক আছেন একজন বিধায়কও সেই উজান ময়দানে যাননি। আপনারা যদি কেউ গিয়ে থাকেন তাহলে আমি মন্ত্রীত্বের পদ ছেড়ে দেব।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** :- ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) আমার কাছে টেপ আছে। দরকার হলে শুনিয়ে দেব।

( গণ্ডগোল )

**মি: স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য আপনি শান্তভাবে কথা বলুন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( কাম্যমুখ ):– স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে বলেছেনে বিরোধী দলের কেউ যায়নি। প্রমান করতে পারলে উনি পদত্যাগ করবেন। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি আপনি বিধানসভা থেকে একটি কমিটি গঠন করে তদন্ত করে একটাকে অনুসন্ধান করুন সত্য কিনা ? এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রমান চাই। আর তা না হলে মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা অ্যাক্সপানজ করতে হবে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীবাদল চৌধুরী** :— আমি যাই নাই, কিন্তু বিরোধী দলের সদস্য গিয়েছে। এইটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিচ্ছি।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** :— লেট হিম কনটিনিউ।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, আমি এখানে বলছি এখানে চ্যালেঞ্জ করুক আর যাই করুক উনাদের বক্তব্য থাকলে পরে বলবেন। উনাদের বক্তব্যের সময় উনি জবাব দেবেন।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— আমাকে শেষ করতে দিন। স্যার, উজান ময়দান এমন একটা জায়গা সকলে মনে করে উজান ময়দান। সেই হাতীমারা গেলেও উজান ময়দান, রবীচরন পাড়া গেলেও উজান ময়দান, চাম্পাহাউরে গেলেও উজান ময়দান। স্যার, সেখানে ৪৪টা পরিবার থাকে উজান ময়দানের এরিয়া হচ্ছে ১৫-২০ কিলোমিটার।

কেউ যদি চাম্পা হাউরে গিয়ে বলে যে আমি উজান ময়দানে গেছি তাহলে সেটাতো মানা যায় না। আমি স্বীকার করব একজন গিয়েছিলেন সুরেন্দ্র রিয়াং তিনি সি, পি, এম, এর লোক, কিন্তু এম, এল, এ-দের মধ্যেকেউ যায় নি। আমি অবাক হলাম সেখানকার যিনি বিধায়ক তিনি সেখানে যাননি, তিনি এখানে থাকলে আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারতাম। চার জন সাংবাদিক সেখানে গিয়েছিল। সেখানকার জনসাধারণ কর্তৃক যে টেপ ওনাদের যেমন আছে আমাদেরও তেমনি আছে, ওনাদের যেমন ফটো তুলা আজ আমাদেরও তেমনি ফটো তোলা আছে। কাজেই চাম্পাহাউরে গিয়ে কেউ যদি বলে যে আমরা উজান ময়দানে গেছি তাহলে আমার কিছু করার নাই।

**মিঃ স্পীকার** : মিঃ মিনিষ্টার ইউর টাইম ইজ ওভারদেন।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) : স্যার, একটু সময় দিতে হবে। আমি বলছি যে এইভাবে উপজাতিদের নামে অপ-প্রচার দিয়ে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে একটা উষকানী দেওয়াটা মনে হয় ঠিক না। আপনারা এইটা করতে যাবেন না। ওনারা আবার বলেন, উপজাতিদের টাকা দিয়ে নাকি কিছু করেন না। আমি আজকে প্রমাণ দিতে চাই, সেই উপজাতি দপ্তরের টাকা দিয়ে যতনবাড়ীতে একটা সার্কিট হাউস তারা করেছেন। আমি জানি না, সেখানে কতজন উপজাতি গিয়ে থাকেন। আর আজকে বলছেন যে, আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন এইটা আমাদের আশা, আমরা আপনাদের সাহায্য করেছিলাম যেভাবে। আজকে বলছেন উপজাতি এরিয়াতে খাদ্যের কথা অনাহারের কথা, সারা ভারতবর্ষের কোন জায়গায় ১.২৫ পয়সার চাউল পাওয়া যায় বলুন তো দেখি। আপনাদের দশ বছরে যারা এস, আর, ই, পি, এন আর ই পির কাজ করে তাদের জন্য আপনারা দশটা পয়সা ভরতুকি দিয়েছিলেন। আপনাদের ফেলে যাওয়া কোষাগার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমরা ২৪০ টাকা করে স্টাইপেণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন আবার বলবেন যে, কেন বাড়িয়ে দিয়েছে, তার জন্য আমার সরকার আজকে অপরাধের কাঠ পোড়ায়। আজকে হঠাৎ একটা কলিং

এটেনশান দেখলাম যে "দৈনিক সংবাদে" কি উঠেছে তার জন্য কলিং এটেনশান এনেছেন, খুব ভাল কথা আজকে আপনারা "দৈনিক সংবাদের" পূজারী হয়ে গেছেন, যারা গত দশ বছর মিছিল মিটিং করে প্রতিবাদে এই বিধানসভা পর্যন্ত ধিকার আনতে কুণ্ঠাবোধ করেননি এবং সংবাদ পত্রের সেই দিন ওনারা কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন, এই সভায় প্রস্তাব এনেছিলেন, আর আজ কলিং এটেনশান এনেছেন, ধন্যবাদ জানাই আপনাদের। আমি বলব বিরোধীতার জন্য যদি বিরোধীতা হয় তাহলে আমাদের বলার কিছু থাকবে না, তারপর মন্ত্রীর নামে বহু কথা বলছেন অথচ মন্ত্রীদের ঘরে এখনও জল পরে। তাদের দশ বছরে কিছু হয়নি। আজকে আপনারা বলছেন উপজাতিরা অর্ধাহারে আছে, তাই যদি হয় তাহলে তার জন্য দায়ী হবে আপনাদের সরকার, তৎকালীন সরকার।

১০ বছর যদি কিছু করে থাকেন তাহলে ৪ মাসে তারা গরীব হয়ে যেতে পারেনা। ৫ই ফেব্রুযারী সরকার গঠিত হয়েছে আর ৬ই ফেব্রুযারী থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা ঘরে ঘরে অনাহারে আছে এটা কেমন কথা? ৩০ বছর কংগ্রেস ধরলাম কিছুই করে নাই কিন্তু গত ১০ বছরত বামফ্রণ্ট কিছু করেছে তাহলে ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে তারা কি করে গরীব হয়ে গেল? তাই বলছি বিরোধী দলের, মাননীয় সদস্যরা যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাহলে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ লোকের স্বার্থে বিরোধিতার পথ পরিহার করে এই ব্যাজেটকে সমর্থন করা উচিত। এই বলে এই বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :-** মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** ( কল্যাণপুর ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেটাকে আমি পূর্ণাঙ্গরূপে বিরোধিতা করি। এই বাজেট গণতন্ত্রের হত্যা করার বাজেট আর স্বৈরতন্ত্রকে রক্ষা করার বাজেট। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের উপর রাহু কবলিত বাজেট হবে। ৫ মাসের তাদের সরকারের শাসনের মধ্যে সেটা ফুটে উঠেছে। ৩ দিন যাবৎ এটা যে কিভাবে রাহু কবলিত বাজেট সেটা আমরা বলেছি। আজকে জনগণ ক্ষুধার জ্বালায় হাহাকার করছে। আইনের শাসন পাচ্ছেনা। নারীরা ধর্ষিত হচ্ছেন। গণতন্ত্র বিঘ্নিত হচ্ছে। এগুলি কোন কোন মন্ত্রীর আলোচনার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এখানে তারা বক্তব্য রেখেছেন যে বিরোধিদের ঘা'ড়ে ধরে, কানে ধরে, কণ্ঠরোধ করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনারা সরকার গঠন করেছেন ভাল কথা কিন্তু এভাবে ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন? আজকে তাদের ভাষণের মধ্যে এটা ফুঠে উঠেছে যে তাদের ইতিহাস কি?

এইটা ঠিক যে, আজকে এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই উজান ময়দানের ঘটনাটা বার বার আলোচিত হচ্ছে। আজকে স্যার, আমি একটা চেলেঞ্জ জানাতে পারি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয়কে। এই একটু আগে তিনি এত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যে তথ্য দিলেন সেটা আমি চেলেঞ্জ জানাতে পারি।

ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে :— তাহলে কি আপনি পদত্যাগ করতে পারবেন ?

নিশ্চয়ই, যদি সেটা প্রমান করতে না পারি আমি এম, এল, এ, পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারি।

স্যার, গত ৮ই জুন আমরা এই সম্মুত খবর পাবার পর, পত্রিকায় খবর পাবার পর ৮ই জুন উজান ময়দানে যাই। আমাদের সঙ্গে ছিলেন এম, পি, শ্রীঅজয় বিশ্বাস, এম, পি, শ্রীবাজুবন রিয়াং, এম, এল, এ, শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা, এবং আমি শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী এবং এ, ডি, সি, র সদস্য শ্রীরনজিৎ দেববর্মা। আমরা যে যাব তার আগে থেকেই আই, জি, পিকে, কে জানি জানিয়ে দিয়েছে বোধ হয়, আই, জি, র নির্দেশে খোয়াই থানার ও, সি, আমাদের কাছে এসে বললেন যে, আপনারাতো উজান ময়দান যাবেন আমরা আপনাদের এসকর্ট দেব। তার সেই ও, সি,—সহ আমার যখন হাতিমারা যাই যেখানে আসাম রাইফেলস্ এর ক্যাম্প রয়েছে। সেখানকার আসাম রাইফেলস্ এর কমাণ্ডার আমাদের বললেন যে, তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন। তিনিও আসাম রাইফেলস্—এর কয়েকজন জোয়ানদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গী হন। তারপর আমরা হাটতে হাটতে হাতিমারা থেকে ভাটি ময়দানে গিয়ে ৬ কিমি পথ হেটে গিয়ে পৌছাই। তারপর সেখান থেকে আঠারোমুড়া পাহাড়ের মধ্যে উচু নিচু পাহাড় পেরিয়ে ৯ কিমি, পথ হেটে যাই এবং উজান ময়দান গিয়ে পৌছি—তখন বেলা প্রায় ৩·৩০ টা। এবং সেখানে আরো চারজন ছেলে, তাদের নাম আমি বলতে পারি, তাদের একজনের নাম হচ্ছে শ্রীবিজয় দেববর্মা এবং স্তার সঙ্গী আরো তিন জন মোট চারজন। তারা বলল যে, তারা জুনিয়র ডাক্তার এসোসিয়েশন-এর সদস্য। তারা এসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে সেখানে গিয়েছেন। বেলা প্রায় চারটা কি সাড়ে চারটার সময় আসাম রাইফেলস্ এর কমাণ্ডার যিনি তেলিয়ামুড়া থেকে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আলোচনা হয়। সেই কমাণ্ডরা ককবরক ভাষা জানেন এবং এই সব কথাবর্তার টেপ ও করানো হয়। তিনি তাদের ককবরক ভাষায় আমাদের কথা বুঝিয়ে বলেন।

কাজেই স্যার, এত বড় মিথ্যা কথাটা মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা বলতে পারলেন এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এবং আমি এইটা আপনার মাধ্যমে চেলেঞ্জ জানালাম। আপনাকে আমি

সমস্ত কিছু প্রমান করে দিতে পারি। এবং এইটা যদি সত্যি হয় তাহলে তিনি এই মন্ত্রীসভা এবং বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। আর যদি আমি প্রমাণ করতে না পারি তাহলে আমি এই বিধানসভার সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করব। এই ঘটনায় স্যার, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বড় বড় সাংবাদিক সম্মেলন হয়, সেখানে বিভিন্ন মন্ত্রী বিভিন্নভাবে ভাষন রাখছেন, অট্ট হাসি হাসছেন? স্যার, আমি বলতে পারি এই ঘটনা সম্পর্কে, এইটা তো পরিস্কার আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। এই উজান ময়দানের ঘটনা সম্পর্কে তিনটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিগুলি তাদের রিপোর্টে বলেছেন যে, একটি মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন এবং তিন জনের শ্লীনতা হানি করা হয়েছে। এই সব কথার মধ্যে স্যার, অনেক রহস্য রয়েছে। আজকে আপনারা এই সব ঘটনায় অট্ট হাসি হাসছেন, কিন্তু ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না। আমরা দেখেছি সেই সতী নারী সীতাকে হরন করার জন্য রাবনকে শেষ পর্য্যন্ত প্রান দিতে হয়েছিল।

সেই মহাভারতের পালাতে আমরা দেখেছিলাম কপট পাশা খেলার মধ্যে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করেছিলেন তখন দুর্যোধন অট্টহাসি হেসেছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ করে। সেই ইতিহাস রচনা হচ্ছে।

আজকে এই গণতন্ত্র হরণকারী বাজেট কি বলছে? এই যে বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ ১০ বছর ধরে গণতান্ত্রিক শক্তির সহায়তায় এসেছিলেন, আমরা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে উপজাতিদের সংবিধানের রক্ষাকবচ, তাঁর ককবরক ভাষা, তাদের ডিস্‌ট্রিক্ট কাউন্‌সিল-এর দাবী রূপায়িত করেছিলাম। তখন কংগ্রেস নামক বিষবৃক্ষ এই বিধানসভায় ছিল না। আমরা ৫৬ জন ছিলাম। আমরা উপজাতিদের রক্ষা কবচের দাবী, ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তু, ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর তাদের যেভাবে শোষণ করা হত সেই শোষণ থেকে আমরা মুক্তি দিলাম। আমরা শিক্ষার সুযোগ দিলাম। যেখানে ৫ম শ্রেণী পড়ার বাইরে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যেতনা, আমরা সেই শিক্ষার সুযোগ দিলাম। আজকে খোয়াইয়ের লোক শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। তিনি বলুন আমরা শিক্ষার সুযোগ খোয়াইতে বাড়িয়েছিলাম কিনা? আমরা বার্ধক্য ভাতা, বয়স্ক ভাতা ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি করেছিলাম। আজকে সেই সব রাহু কবলিত। তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার আমাদের উদ্বাস্তুদের তো ছিন্নমূল করে রেখেছিল। তখন কে দিত আমাদের পরচা? সেই শচীন্দ্র সিং কালোনীতে কি হয়েছিল? কেন আমাদের পৈতৃক ভিটা ছেড়ে আসতে হল? কে সেজন্য দায়ী ছিল? আজকে আমরা ভূমিহীন।

সেই অভিশাপ আমাদের কে দিয়েছিল? আমরা সেই সব উদ্বাস্তুদের বাস্তুহীন, গৃহহীন ভূমিহীন যারা তাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে পুর্ণবাসন দেওয়ার কিছু কিছু ব্যবস্থা করে-

ছিলেন। এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে আমরা প্রায় দেড় লক্ষ ভূমিহীনকে পুর্ণবাসন দিয়েছিলাম। স্যার, আমরা এই বাজেট পড়ে দেখেছি কোথাও ভূমিহীন এই শব্দটি দেখতে পেলাম না। তাহলে সেই সব ভূমিহীনদের পুর্ণবাসনের ব্যবস্থা কোথায়? স্যার, আমরা কৃষকদের যে গ্যারান্টী দিয়েছিলাম তাদের সেই সব গ্যারান্টীগুলি আজ কোথায়? বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে কৃষকদের জন্য শষ্য বিমার ব্যবস্থা করেছিলেন, কোথায় সেই শষ্য বিমার কথা? এই যে ত্রিপুরাতে এত বড় বন্যা গেল এত ফসল নষ্ট হল, কোথায় তাদের সেই সব গ্যারান্টী? তাছাড়া এতদিন কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ফসলের নায্য মূল্য পাচ্ছিল না, আমরা তাদের জন্য নায্য মূল্য দিয়ে তাদের ফসল কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা কে, জি, দাম দিয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা আলু কিনে নিয়েছি। আর তাছাড়া আমরা ত্রিপুরার পাট চাষীদেরও সাহায্য করেছি।

**মিঃ স্পীকার** :— অনারেবল মেম্বার, প্লীজ কনক্লুড ইউর লেকচার।

**শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী** :— আজকে সেই ভাবে তাদের ধ্বংস করে শেষপর্য্যন্ত তাদের ভাতে মারার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই উন্নয়ন কমিটিগুলি করে। স্যার, এইগুলি উন্নয়ন কমিটি নয় এইগুলি হচ্ছে লুঠপাটের কমিটি। ত্রিপুরার গড়ার জন্য আমরা যে গনতন্ত্রের হাতিয়ারগুলি করেছিলাম সেই পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে দিয়ে সেগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। স্যার, এই উন্নয়ন কমিটিগুলি করার পর পশ্চিম কুঞ্জবন, তেলিয়ামুড়া ব্লক, সেখানে এস, টি, দের জন্য যে সব ফলের চারা বিতরন করার কথা ছিল সেগুলি এস, টি, দের না দিয়ে সেই চারাগুলি সেই উন্নয়ন-কমিটির চেয়ারমেন তার নিজস্ব লোকদের মধ্যে বিতরন করে দিয়েছে। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

তারা মিছিল মিটিংয়ে যাচ্ছেনা, সেজন্য তাদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না আমার কাছে ২১টা নাম আছে—স্যার, আমি সেই নামগুলি আপনার কাছে পেশ করছি-আপনি উপযুক্ত তদন্ত করে যাতে তারা কাজ পেতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা নেবেন। স্যার, এইভাবে গ্রামের গরীব মানুষদের ভাতে মারার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সেইজন্য এই বাজেটকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৮ই জুলাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে, এই বাজেট উন্নয়নমুখী, সুদূর প্রসারী এই বাজেটকে স্বার্থক বাজেট বলা যায়। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের নেতা তিনি এই বাজেটের বিরোধীতা করেছেন।— তিনি বিরোধীতা করতে গিয়ে এই বাজেটকে কায়েমী স্বার্থের পক্ষে আশীর্বাদ এবং গরীব মানুষের পক্ষে অভিশাপ বলেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে,... আজকে এই বাজেটে যে সমস্ত এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, কো-অপারেটিভ, কৃষি খাতে, বিদ্যালয়, খাতে শিক্ষার খাতে, চিকিৎসার খাতে ইত্যাদি ইত্যাদি খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলি কার স্বার্থে ? এস, আর, ই, পি, ধনীদের জন্য নয়, এন, আর, ই, পি, ধনীদের জন্যে নয়, কো-অপারেটিভ ধনীদের জন্য নয়, শিক্ষার খাতে ধনীদের জন্যে নয়। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এই বাজেট সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলনেতার আর একটি অভিযোগ, আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে যুদ্ধ করে টাকা আনতে পারি নি বলে বাজেটের আয়তন খুব কম হয়েছে। কিন্তু এই বাজেট কি বিরোধী দলনেতা পড়েছেন ? যদি পড়তেন এই বাজেট, তাহলে এই অভিযোগ কখনো তুলতেন না। এইবারের বাজেটে ৬৬ কোটি টাকা বেশী গতবারের বাজেটের তুলনায়। শুধু মাত্র প্ল্যান খাতে ৪০ কোটির উপর। আর নন-প্ল্যান খাতে ৮২ কোটি টাকার উপর গতবারের তুলনায় বেশী। মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা কেন হল ? কারণ, আমাদের এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জনগণের রায়ে। সেই জনগণ কারা ? এখানে গরীব অংশের মানুষের সংখ্যা কত ? ৮০ পারসেন্ট। আমরা কি ক্ষমতায় এলাম ২০ পারসেন্ট লোকের সমর্থনে ? আমরা অধিকাংশ রাজ্যবাসীর সমর্থন পেয়েই এখানে এসেছি। যদি আজকে শুধু ধনীদের সমর্থন পেতাম, তাহলে আজকে আমরা বিরোধী আসনেই বসতাম। আপনারা বলছেন, এ সরকার ধনীদের সরকার, বুর্জোয়াদের সরকার। মিঃ স্পীকার, স্যার, এইখানে বাজেট যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। উনারা বলেছেন, নূতন কোন পরিকল্পনা এই বাজেটে নেই। যদি পরিকল্পনা নাই থাকত, তবে ৪২ কোটি টাকার মত প্ল্যান বাজেট কি করে বাড়ল ? নূতন নূতন পরিকল্পনা কোথায় কোথায় আছে তা বাজেট ভাল করে পড়লেই দেখতে পাবেন। বাজেট শুধু এইখানকার অংকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বাইরে আছে ঋণ মেলার টাকা। হিসাব করে দেখুন, তাহলে কত হয়। তারপরে আছে ব্যাঙ্কের স্কীম, আছে কেন্দ্রের বিভিন্ন স্কীম। গত ৩০ বছরের মধ্যে এই ধরনের বৈপ্লবিক বাজেট আর হয়নি। মিঃ স্পীকার, স্যার, এ, ডি, সি, এর কথা বলেছেন দশরথবাবু যে, এটা সংবিধানের সন্তান। ত্রিপুরা সরকারের সন্তান নয়। না, এটা কারো সন্তান নয়। উপজাতি যুব সমিতি যদি আন্দোলন না করত, আর কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার উপজাতিদের সমস্যা উপলব্ধি না করে পদক্ষেপ না নিতেন, তাহলে ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্ম হত না, সংবিধানেরও জন্ম হত না।

মিঃ স্পীকার স্যার, ৬ষ্ঠ তপশীলের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, এই সরকার ৬ষ্ঠ তপশীলের বঞ্চনা করেছে। কিন্তু তা নয়।

আপনারা বাজেট পড়ে দেখেছেন? গতবার এ, ডি, সি বাজেটে ছিল ৩৫ কোটি টাকা, এইবার আমরা ৩৭ কোটী টাকার উপর বাজেটে বরাদ্দ রেখেছি। তাহলে এই বাজেট কি করে এ, ডি, সি, বিরোধী হয়ে গেল? আর, এল. ই. জি, পি তে অনেক টাকা বাড়ানো হয়েছে। তাহলে কি করে এই বাজেট গরীব বিরোধী হল? স্যার, উনারা শাসক দল থেকে যে বিরোধী দলে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তার পেছনের ইতিহাসটা কি? একমাত্র গরীবদের বঞ্চনার জন্যই নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং এই গরীবদের দ্বারাই বিগত ১০ বৎসর ধরে আমরা দেখেছি এই মন্ত্রী, এম, এল, এ-দেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল দুর্নীতিবাজ, সুবিধাবাদী আর খুনী। এদের বাইরে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন যন্ত্রনার করুন কান্না আপনাদের কানে পৌঁছায় নি। মাননীয় সদস্য নকুল দাস বলেছেন, মৎস্যচাষীদেরকে আমরা গলা টিপে হত্যা করছি। মাননীয় সদস্য একবার আমার কাছে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন আপনারা এটা কি করছেন? আমাদের আমলে আমরা এ্যাপেকস ফিসারী ডম্বুরের মাছ ১৫-১৬ টাকা কে, জি কিনে নিয়ে শিলচরে ১০০ টাকা কে. জি দামে বিক্রি করতাম। আপনারা এটা বন্ধ করে দিলেন? এখন উপায় থাকবে কি, আপনারা তো মৎস্য জীবিদের গলা টিপে মারছেন। স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে ডম্বুরের মাছ খেতে পারছে। যেখানে বাজারে ৬০ টাকা কে. জি, সেখানে আমরা বিক্রি করছি ২৫ টাকা কে. জি, বামফ্রন্টের আমলে এই জনদরদীরা কোথায় ছিলেন। এই মাছ শিলচরে ১০০ টাকা কে. জি, বিক্রি হত, আর এই লক্ষ লক্ষ টাকা কারা আত্মসাৎ করেছে? উনারা বলছেন এই সরকার মৎস্যচাষীদের বিরোধী। আমি আপনাদের জানাচ্ছি শুধু ডম্বুর না, সমস্ত জলাশয়গুলি আমরা ফিশারী ডিপার্টমেন্টের আওতায় নিয়ে আসব এবং এগুলির মাছ সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা হবে। আপনারা যে মৎস্য চাষীদের কথা বলেছেন তারা নামে মাত্র কয়েক জন। সুরেশ দাস, অর্জুন দাস, এদেরকে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে বলে যে আপনারা বলছেন, একটা জলাশয়ও তাদের হাতে যায় নি। স্যার, যারা প্রকৃত মৎস্য জীবি তাদেরকে আমরা কাজে নিয়োজিত করেছি। তাদেরকে সারা বৎসর কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। আপনারাও দিতে পারেন নি। এটা কোন সরকারই দিতে পারবেন না। যখন মাছ ধরার সময় হবে তখনই তাদের কাজে লাগানো হবে। আমরা তাদের মুজুরী বৃদ্ধি করেছি। আপনারা তাদের যে মুজুরী দিতেন, তা মৎস্যজীবিদের নির্যাতন ছাড়া আর কিছু না। এটা শোষণ ছাড়া আর কিছু

ছিল না। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, যারা প্রকৃত মৎস্যজীবি তাদেরকেই এখন কাজে লাগানো হচ্ছে। আপনারা যাদেরকে কাজ দিতেন তারা মৎস্যজীবি ছিল না। বিগত ১০ বৎসর ধরে আপনারা মৎস্যজীবিদের শোষন করেছেন। এই সরকার তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের মাননীয় উপনেতা বারবার বলেছেন যে, এই সরকার উপজাতি স্বার্থ বিরোধী, গরীব মানুষদের বিরোধী।

আমি তাদের গুরুত্ব দিয়ে প্রমান করতে আবেদন করছি এবং এইবারের বাজেট থেকে ত্রিপুরা রাজ্য একটা নূতন জিনিষ তৈরী করতে যাচ্ছে যে, উপজাতি এলাকায় নূতন একটা আধুনিক প্রথায় কৃষি ব্যবস্থা চালু করা হবে, এটা পরিকল্পনা। মিঃ স্পীকার স্যার, উপজাতি জুমিয়ারা তারা জুম চাষ করছে, জঙ্গল নষ্ট করছে, ভূমি ক্ষয় আরও বেশী এফেক্ট করছে। অতএব জুমিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর। যারা জুমিয়া জীবনে অভ্যস্ত তাদের যদি আমরা জুমিয়া থেকে বিকল্প একটা জীবিকার মধ্যে তাদের না আনতে পারি তাহলে আমরা কি বলবো তাঁরা অপরাধী? আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। মিঃ স্পীকার স্যার, যারা হাজার বছর ধরে জুম চাষ করছে তারা জুমিয়া। মিঃ স্পীকার স্যার, যারা হাজার বছর ধরে জুমিয়া জীবন ধারায় অভ্যস্ত তাদেরকে নূতন জীবনে পুনর্ব্বসন না দিয়ে হঠাৎ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো এটা করতে পারিনা। এইবার আমরা ১৮ শত জুমিয়াকে ৩০ হাজার টাকা করে পুনর্ব্বাসন দিয়েছি, এর পর বর্ডার এরিয়া ডেভলাপমেণ্ট ওখানে আরও বেশী টাকা। মিঃ স্পীকার স্যার, এছাড়া আর একটা ঐতি-হাসিক বিবর্ত্তন উপজাতি জীবনে আমরা গুরুত্ব দিয়ে সমীক্ষা করছি। এই উপজাতিরা প্রথমে ছিল শিপটিং কালটিভেটার অর্থাৎ যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত ছিল, কিছু অংশ পরে সমতল জমিতে থেকে যায় জুমিয়া জীবন থেকে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী আপনার বক্তব্য কনক্লুড্ করুন।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—** এই স্থায়ী চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করার পর দেখা গেল এটা হচ্ছে পুরানো কায়দা। এখনও আধুনিক চাষ প্রথায় তারা অভ্যস্ত হতে পারিনি, সেই কারনেই তাদের যে আধুনিক প্রথায় চাষ, হাই ইলডিং বীজ দিয়ে এবং পাওয়ার টিলা দিয়ে এখন তাদের চাষ করানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। ট্রাইবেল কখনও পাওয়ারটিলা দেখেনি অথচ বামফ্রণ্টের আমলে ৩০০ পাওয়ারটিলার ছিল, কিন্তু ট্রাইবেল এলাকায় ছিল না। আমরা প্রায় ৪০ টার মতো উপজাতি এলাকায় দিচ্ছি, ভাবতে পারেন?

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই এই বাজেট এইটা উপজাতিদের স্বার্থবিরোধী নয়, কোন জাতির বিরোধী নয়, এইটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর একটা নতুন ত্রিপুরা গড়ার পক্ষে। ত্রিপুরার মানুষ, এই সরকার সকলের সহযোগিতা চায়। আমরা একটা বৈপ্লবিক কাজ সমাধান করতে যাচ্ছি। কাজেই আমি আশা করছি বিরোধী দলের সদস্যরাও এই বাজেট সমর্থন করবেন এবং সরকারের যে ভূমিকা, যে ভূমিকা সেটা সংশোধন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৮ই জুলাই ১৯৮৮-৮৯ সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উৎথাপন করেছেন আমি তাকে সার্বিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। বিরোধী দলনেতা থেকে শুরু করে তাদের অন্যান্য নেতৃবর্গ এই বাজেটের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য না রেখে ব্যক্তিগত আক্রমন করেছেন বিভিন্ন দপ্তরের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে তারা বলেছেন। এর জন্য আমি এদের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ এই কারনে, বর্তমান সরকার এসে দুষ্টের দমন করতে পেরেছে, যার জন্য তাদের ত্রাহি ত্রাহি রব। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এইটা সভার দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি যে, এই সরকার ক্ষমতায় এসে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। গত ১০ বৎসরে হাজার হাজার মানুষ মরেছেন। যারা বিগত দিনে রামদা বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্রের কারখানা স্থাপন করেছেন তাদের আজকে নাভিশ্বাস উঠে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত সরকারের গঙ্গা যাত্রার আগে ওরা যে বাজেট পেশ করেছিলেন সেই বাজেটের শেষ দিনে তারা ৩৭৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা খরচ করতে পেরেছেন। আমাদের বাজেট ৪৫২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৮০ কোটি টাকার বেশী। ১০ বৎসরে বিগত সরকারের ক্ষমতায় কুলোয়নী ত্রিপুরার জনগণের কাছে উদ্বৃত্ত বাজেট ওরা দিতে পারে। ১০ বৎসরের বাজেটে ওরা দিতে পারে নাই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নতুন কর না বসিয়ে রাজস্ব খাতে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব বহির্ভূত খাতে ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা আয়ের বেশী সংস্থান দেখিয়েছেন। বাজেট ভাষণে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার গরীব জনসাধারনের স্বার্থে আর্থিক চাপ থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে বিক্রয় কর প্রত্যাহার করে নেবেন। আজকেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই হাউসে বলছেন ঔষধ থেকে, বেবীফুড থেকে বিক্রয় কর প্রত্যাহার করে নেবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই বিগত দশ বছর এরা কোথায় ছিল যারা কোটি কোটি টাকা গরীবের কাছ থেকে চুষে নিয়েছে, তাদের মাথায়তো এইটা আসেনি, ওনারা প্রত্যেকটা জিনিষের উপর বিক্রয় কর আরোপ করেছেন। আর এই সরকার ক্ষমতায় এসে বাজেটের আগে ত্রিপুরার গরীব জনগণের জন্য পেশা কর বাতিল করেছেন, এই সরকার গরীব জনগণকে করের বোঝা লাঘব করার জন্য বিক্রয় কর বাতিল করেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য এই বাজেট এনেছেন, আমি এক কথায় বলতে পারি এই বাজেট বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক বাজেট হয়েছে। এইটা ত্রিপুরার জনসাধারণ বিচার করে দেখবেন। স্যার. উজান ময়দান নিয়ে এই বিরোধী দলগুলি কি জঘন্য চক্রান্ত করেছিলেন এবং সেটা করেছিলেন উপজাতি জননীদের হিতৈষী হিসাবে নয়। কারণ রাজা দশরথের দল কিছু দিন পরেই গনমুক্তি পরিষদ থেকে চিঠি দিয়েছিলেন, টি, ইউ, জে, এস- এর বিধায়কদের তারা আহ্বান জানিয়েছিলেন যে ক্ষমতা থেকে আপনারা চলে আসুন, নূতন করে সরকার গঠন করা যাবে, আমরা সরকার গঠন করব। তাহলে আজকে ত্রিপুরার জনসাধারনের এইটা চিন্তা করার বিষয় যে আজকে উপজাতি মহিলাদের শ্লীতাহানীর নাম করে তারা সারা ভারতবর্ষে প্রমান করল যে উপজাতি মহিলাদের কোন চরিত্র বলে কোন জিনিষ নাই। এইটা করার সময় গনমুক্তি পরিষদের নেতা রাজা দশরথের দ্বিতীয়বার চিন্তা করার সুযোগ হয়নি। উজান ময়দানের এই ঘটনার পর আমরা বলেছিলাম যে, আমরা মেজিষ্ট্রেট পর্য্যায়ে তদন্ত করব। আমরা কেইস ফাইনডিং কমিটি করেছি. আমরা বলেছিলাম দশ দিনের মধ্যে আমরা এই রিপোর্ট বের করব এবং আমরা তা করেছি। আমরা জনসাধারনের কাছে কোন কিছুই লুকিয়ে রাখিনি, যেটা মাখন বাবু একটু আগে বলেছেন। আমরা বলেছি উজান ময়দানের রিপোর্টে যা পাওয়া গেছে তা সত্য, দুই একটা ক্ষেত্রে হতেও পারে, দুই একটা ক্ষেত্রে শ্লীতাহানী হতেও পারে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেডিও মারফত পত্রিকা মারফত বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তার পরেও যদি কারও কোথায়ও কিছু অভিযোগ থাকে, আপনারা পুলিশের কাছে জানান. কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেউ এগিয়ে আসেনি। অথচ গত দশ বছরে বামফ্রণ্ট সরকারের নৃপেনবাবু ৮২ কোটি টাকার লটারী কেলেংকারী করলেন, ৮০র জুনের দাঙ্গায় হাজার হাজার লোক মারা গেল। কিন্তু নৃপেন বাবুর তদন্ত কমিশন করার সময় হয়নি। ঘরোয়া কমিটির নামে প্রহসন হল।

কমিশনের রিপোর্ট যখন নৃপেনবাবুর হাতে দেওয়া হল তখন তিনি সেই আমলা পুলিশ অফিসারকে প্রমোশন দিয়ে দিলেন। সেই পুলিশ অফিসার সান্যাল ত নৃপেনবাবুর পোষ্যপুত্র ছিল।

এই নৃপেনবাবুরা ত্রিপুরাতে এই সরকার আসার পরেও দাঙ্গা লাগানোর জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষের বিশ্বাস আছে এই সরকারের প্রতি, তাই তাদের পক্ষে সম্ভব হলনা। গত ১লা জুলাই সেটা দেখিয়ে দিয়েছে ত্রিপুরার মানুষ আগরতলার বুকে। বামফ্রন্ট ত্রিপুরাতে বহু অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল। ১৯৮০ সালের দাঙ্গার সময় ত তারা বহু কথা বলেছিল, কিন্তু তারপরে কি কতজন পাহাড়ী বা বাঙালী খুন হয়েছে তার কোন হিসাব দিয়েছে ? তারা ত উপজাতিদের সেল্‌ফ স্টাইল গার্জিয়ান বলে কিন্তু দাঙ্গায় কতজন উপজাতি খুন হল তার কোন হিসাব তারা দিয়েছে ? বরং এই কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, উপজাতিদের স্বার্থ বিরোধী নয়, তাদের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষাকারী। আমরা তাদের কৃষ্টি, তাদের ধর্ম গ্রহণ করেছি। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছি। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী ও মাননীয় বিধায়ক শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা তার প্রমাণ। ওনারা বলতে পারবেন এমন নজির তাদের আছে। নৃপেনবাবু বা দশরথবাবু তাদের পরিবারে এমন নজির সৃষ্টি করতে পেরেছেন ? তাই আমরা বলতে পারি, যে, আমরাই একমাত্র পাহাড়ী-বাঙালীর মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করতে পারি। তাই আমরা পাহাড়ীদের কৃষ্টি রক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছি।

আমরা তাদের জাতীয় ধর্ম-খার্চিপূজাকে গ্রহন করেছি, আমরা তাদের কৃষ্টিকে গ্রহন করেছি। এইটা শুধু মাথকের কথা নয়, ৫০০০ বৎসর আগের ইতিহাস। মহারাজাদের আমলে দেখেছি যখন রায়পুরাতে দাঙ্গা হয় তখন এই ত্রিপুরার মহারাজা বাঙ্গালীদের জন্যে এই ত্রিপুরার দরজা খোলা রেখে দিয়েছিলেন। তারপর কংগ্রেস ক্ষমতায় এলো। শচীনবাবু এবং সুখময়বাবুর আমলে পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের মধ্যে কখনো কোন দাঙ্গার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ওরা যখন ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় এল এই বিভীষনের দল, তখন তারা টি, এন, ভি, নামে তাদের জারজ সন্তান সৃষ্টি করলো এবং এই টি, এন, ভিকে বাচিয়ে রাখার জন্যে তারা সরকারী অর্থের নয় ছয় করেছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি, এবং এই বিধানসভার যে-সকল মাননীয় সদস্যরা রয়েছেন তাদের জিজ্ঞেস করছি, ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত এই ত্রিপুরায় রাস্তা দিয়ে আমাদের ভদ্রঘরের মা-বোনেরা চলাফেরা করতে পারেননি। অথচ ১৯৭৭ সালের আগেও এই অবস্থা ছিল না। তারপর এবার ১৯৮৭-৮৮ সালে যখন কংগ্রেস টি, ই.উ, জে, এস, সরকার ক্ষমতায় এলো এরপর আজকে রাস্তা দিয়ে আমাদের মা বোনেরা নিরাপদে চলাফেরা করছেন। আর ১৯৭৭ থেকে ৮৭ সাল পর্য্যন্ত ওরা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ওরা স্থানে স্থানে ইণ্ডাস্ট্রি বসিয়েছে, মানুষ খুন করার অস্ত্র বানাবার জন্য, দাদাও ইত্যাদি বানাবার জন্যে ইণ্ডাস্ট্রি স্থাপন করেছে। মাননীয়

উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮০ এর জুন মাসে যখন এই ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হচ্ছে তখন টি, ইউ, জে, এস. —এর মাননীয় শ্রীশ্যামাবাবু, শ্রীনগেনবাবু এবং রবীন্দ্রবাবু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে ত্রিপুরার এই গণহত্যা বন্ধ করার আবেদন জানান। তখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাদের সামনেই ভারতের হোম মিনিষ্টারকে ত্রিপুরায় এই গণহত্যা বন্ধ করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহন করার নির্দেশ দেন। কাজেই ত্রিপুরায় কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, উভয়েই মিলে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছে। আর ওরা কি করেছে? মা বোনদের জোর করে ঘরের বাইরে এনে মিছিল করিয়ে শুধু স্লোগান দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হবার পর সামরিক বাহিনীর সম্পর্কে নানা রকমের অপপ্রচার শুধু করেছে। যে সেনা বাহিনীর নামে ভারতের বাইরের দেশে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, নেপাল, বাংলাদেশ আজকে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। বাংলাদেশ অপারেশন হলো ১৯৭১ সালে তখন ভারতীয় সেনা বাহিনী প্রধান ভূমিকা গ্রহন করেছিল, সেই সেনা বাহিনীর নামে আজকে বামফ্রন্ট অপপ্রচার শুরু করেছে। ওরা ওদের পত্রিকায় সেনা বাহিনীকে বলেছে কেন্দ্রিয় গুণ্ডা বাহিনী। এইভাবে ওরা ভারতীয় সেনা বাহিনীর নামে অপপ্রচার শুরু করেছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই সেনা বাহিনী ত্রিপুরা থেকে চলে গেলে তারা আবার ত্রিপুরায় দাঙ্গা বাধাতে পারে।

স্যার, এরা বলেছেন সেনাবাহিনীকে ত্রিপুরা থেকে তোলে নেবার জন্যে। আমি তাদের জিজ্ঞ্যেস করতে চাই যে, তাদের যে পিতৃভূমি সোভিয়েত রাশিয়া সেখানকার কাজাখাস্তান, আজার বাইজান, আর্মোনিয়া প্রভৃতি প্রদেশে বিগত আড়াই বৎসর ধরে সেনাবাহিনীর শাসন চলছে, এমন কি সিভিল প্রশাসন পর্য্যন্ত সেনা বাহিনীর কর্তৃত্বে রয়েছে। ওদের পিতৃভূমি সম্পর্কে এই সব খবর ওরা জানে কি না জিজ্ঞ্যেস করতে চাই।

তারপর এরা এমনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল কে ত্রিপুরায় এনে তদন্ত করাতে বলছে। এই এমনেস্টি ইন্টারনেশন্যাল-এর সদর দপ্তর হচ্ছে লণ্ডনে। এরা সি, আই, এ,-এর চর। এদের কাজ হচ্ছে যেখানে সামরিক শাসন চলছে সেখানে গিয়ে আর্থিক সাহায্য দিয়ে সামরিক বাহিনীকে উচ্ছেদ করা। কাজেই এই এমনেস্ট ইন্টারনেশন্যাল-এর আনার কথা যারা বলতে পারে তাদের দেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রয়েছে, দেশের প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য রয়েছে, দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য রয়েছে কিনা, সেটা বিচার করবেন আমাদের ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ।

দশরথবাবু, নৃপেনবাবু বলেন যে টি, এম, ভি,-এর সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন। আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই যখন নৃপেনবাবু দশরথবাবু বাঙ্গাল খেদাও আন্দোলন করতে গিয়ে খোয়াই অঞ্চলে ১৯৪৮ সালে প্যারালাল গভর্ণমেণ্ট গঠন করেছিলেন তখন কি ওদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধান হয়েছিল? আজ ওরাই বলছেন টি, এন, ভি,-এর সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধান করতে। টি, এন, ভি, এর সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধান করা আর একটা লুঠেরা ডাকাত খুনী বাহিনীর সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধান করা একই প্রশ্ন। আপনারা বলছেন এম, এন, এফ,-এর কথা। এম, এন, এফ,-এর প্রতি মিজোরামের জনগণের সমর্থন ছিল। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্য্যন্ত এতগুলি নির্বাচন হয়ে গেল। ত্রিপুরার পাহাড়ী আদিবাসী ভায়েরা শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেয়। ওদের সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস আছে। সেটা আমরা প্রমাণ করেছি। ওদের দ্বারাই নির্বাচিত ট, ইউ, জে, এ,-এর বিধায়কেরা কিংবা আমরা এখানে এসেছি কাজেই আজকে কোন রাজনৈতিক সমাধান টি, এন, ভি,-এর সঙ্গে হতে পারে না। কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার এটা মেনে নিতে পারে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলেছেন যে টি, এন, ভি, যদি তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে, টি, এন, ভি, যদি ভারতের সংবিধান মেনে চলে তাহলে তাদের আমরা পুর্নবাসন দেব। তারা যাতে বাঁচতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করব। তার অর্থ এই নয় যে আর একটা রাজনৈতিক থিসিস সৃষ্টি করতে হবে। কারণ টি, এন, ভি, ওদের তৈরী।

মাননীয় বাদলবাবু এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা আইন শৃঙ্খলার কথা বলেছেন। আমি শুধু বিরোধী দলের বিধায়কদের একটা অনুরোধ করব ওদের ১০ বছরের শাসনে আমাদের কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকারের পাঁচ মাসের সঙ্গে ওদের যে কোন পাঁচ মাস মিলিয়ে দেখুন যে শাসন ব্যবস্থা কোথায় আছে। ওদের উপর দায়িত্ব দিলাম। এবং তুলনামূলক বিচার করে সেটা মাননীয় স্পীকারের কাছে দাখিল করুন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বাজেট ভাষণ শেষ করার আগে একটা কথা ওদের বলে দিতে চাই যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা নির্বাচিত হয়েছি, আমরা শাসন করব। আমাদের শাসন করার ক্ষমতা আছে। এই পাঁচ বছর আমাদের শাসনে ওদের থাকতে হবে। দেশের আইন কানুন মেনে ওদের চলতে হবে। আর বাইরে থেকে যদি ওরা কোন উৎপাত

কমাতে চায় তাহলে কংগ্রেস টি, ইউ, জে. এস সরকার এটা সহ্য করবে না। কতগুলি দোর্দণ্ড প্রতাপ গুণ্ডাকে আমরা হাজতে পুরেছি। যে ১১ জনের কথা বলেছেন, ওরা এখনও হাজতে আছে। ওদের ক্ষমতা থাকে ওরা প্রমাণ করুক একটা নির্দোষ মানুষকে ধরা হয়েছে। এখানে এসে চীৎকার করার জায়গা নয়। ওরা বাইরে গিয়ে যত খুশী চীৎকার করুক।

বিরোধী দল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর দিল্লীতে যে আচরণ করেছেন তার প্রতি আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।

সেজন্য আমি তাদের ধিক্কার জানাচ্ছি। আমি পারতাম আমার দলের কর্মী, এবং সমর্থক-দের দিয়ে নৃপেনবাবু এবং দশরথ বাবুদের কাছা খোলে রাস্তায় ঘুরাতে। কিন্তু আমরা সেটা করিনি, কারন আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সেজন্য আমরা সেটা করিনি। আমি সেজন্য উনাদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই তারা যেন এই ধরনের কাজ করা বিরত থাকেন। এই কথা বলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :-** অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ( ইন্টারাপশান ) মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, উনি ত্রিপুরার বিধায়কদেরএইভাবে অপমান করবেন ( ইন্টারাপশান )

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :—** মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করেছেন আপনাদের মত দুষ্টের দমনের জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম, নারী সমিতির নাম করে কতগুলি রাস্তার ভাড়াটিয়া মেয়ে এনে যে আমাদের মন্ত্রীদের অপমান করেছে এটা অত্যন্ত অন্যায় সেজন্য আমি তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই ( ইন্টারাপশান )

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নামে ( ইন্টারাপশান ) উনি গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নামে এই ধরনের কথা বিধানসভায় বলতে পারেন কিনা ( ইন্টারাপশান ) এই ভাবে চলতে পারে না আমরা আপনার রুলিং চাই ( ইন্টারাপশান )

**মিঃ স্পীকার :—** হি হ্যাজ কনক্ল্যুডেড হিজ লেকচার ( ইন্টারাপশান ) [ বিরোধী সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ ] মাননীয় সদস্য আপনি যে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছেন দ্যাট হ্যাজ নট টেকেন ইন টাইম—আপনি পয়েন্ট অব অর্ডার দেরীতে তুলেছেন, সেজন্য আপনার পয়েন্ট অর্ডার ডিসএলাউড হয়েছে।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :**—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সর্বপ্রথমে এই হাউসে বক্তব্য রাখার জন্য কিছু সময় বাড়াবার জন্য প্রস্তাব করছি। এই সভাকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বাড়ান হউক।

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হাউসের আধা ঘণ্টা সময় বাড়াবার জন্য প্রস্তাব করেছেন এই ব্যাপারে আমি হাউসের অভিমত জানতে চাইছি। (প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভায় গৃহীত হয়)।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :**—মিঃ স্পীকার স্যার, বাজেট পেশ করার পর এই সভায় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ এবং ট্রেজারী ব্যাঙ্কের সদস্য এবং মাননীয় মন্ত্রীগণ তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। আমি আশা করেছিলাম যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বাজেট সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখবেন তাতে কোথায় কোথায় ত্রুটি রয়েছে সেগুলি বলবেন। কিন্তু সেই সমস্ত কথায় তাঁরা যাননি। তা না করে তাঁরা শুধু কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি করেছেন। বাজেট বক্তব্য এবং কাঁদা ছোঁড়াছোঁড়ি এক নয়। বাজেট সম্পর্কে তাঁরা দুই একটা কথা বলেছেন—যেমন এস, আর, ই, পি. বরাদ্দ কম করা হয়েছে আমার এখানে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২'৭৪ কোটি টাকা। আর ১৯৮৭-৮৮ সালে উদের ওরিজিন্যাল বাজেটে ছিল ২ কোটী টাকা আর সেটাকে সাপ্লিমেন্টারীতে বাড়িয়ে ৩'৬০ কোটি টাকা করা হয়েছে। ১'৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ঠিক নির্বাচনের আগে। আমি জানি না সেই টাকা নির্বাচনে ব্যয় করা হয়েছে কিনা। সেই টাকাটা প্রকৃতই গরীবদের কাজে লেগেছে কিনা ?

সেই টাকা প্রকৃত গরীবের কাজে লাগেনি। স্যার, কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস. জোট সরকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবার পর আমি দুইটি জিনিস দেখেছি। একটি হচ্ছে, গত ১০ বছরে কি হয়েছে, আর গত ৫ মাসে আমরা কি করেছি। যেটুকু টাকা আমরা সংস্থান করতে পেরেছি তার প্রতিটি পাই আমরা জনগণের জন্য খরচা করে গেছি। আমি ১/২টি হিসাব দিচ্ছি। প্রথমে আমি বলেছি, রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্টের কথা। আমরা আই, আর, ডি, পি. তে ২ কোটি টাকা পেয়েছি। এই টাকা আমরা পেয়েছি ফেব্রুয়ারী মাসে। খরচ করতে হবে, ৩১শে মার্চের মধ্যে। আমাদের আই, আর, ডি, পি, দপ্তর যোগ্যতা দেখিয়েছেন। তারা সেই টাকা সেই পিরিয়ডের মধ্যে খরচ করেছেন।

প্রায় ১৮ হাজার বেনিফিসিয়ারীকে আই, আর, ডি, পি, এর আওতায় আনা হয়েছে। আমরা বলেছিলাম ঋণ মেলা করব গরীব মানুষের জন্য। ঋণ মেলা নিয়ে, ইতিহাস হয়ে গেছে। আমরা আর এটা বলতে চাই না। ত্রিপুরার মানুষ তা জানে। আমি বলতে চাই, আমরা সেদিন কথা দিয়েছিলাম, গরীব মানুষ যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং এ জন্য ব্যাঙ্কের ঋণ গরীব মানুষ পেত না, সেটা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেব। আমরা এজন্য কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। এটা একদিনের জন্য নয়। দীর্ঘ দিনের জন্য। আমাদের কর্ম-সূচীতে রয়েছে গরীব যারা, যারা দারিদ্র-সীমার নীচে রয়েছে তাদেরকে আই, আর, ডি, পি, এন, আর ই, পি, এস, আর, ই, পি, ঋণ মেলা, সেলফ অ্যামপ্ল-যমেন্টের মাধ্যমে দারিদ্র-সীমার উপরে তুলে আনার চেষ্টা করা হবে। এজন্য আমরা কর্ম-সূচী হাতে নিয়েছি এবং আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যে আরো ১ লাখ লোককে ঋণ মেলা দেব। আমরা ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, মানুষকে আইনের শাসন দেব। আমরা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। ওরা বলেছেন, তাঁদের স্বাধীনতা নেই। হ্যাঁ নেই। গুণ্ডাদের নেই। গত ১০ বছর ধরে যারা এই রাজ্যে খুন খারাপি করেছে, যারা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে কথা বলে গেছেন, তারা ঘরে যেতে পারছেনা তা ঠিক। তবে কারা সেই ব্যক্তি? তারা কাদের ভয়ে যেতে পারছেন না। ১০ বছর ধরে যারা খুন খারাপি করেছে, অপরাধ করেছে, কোন মানুষকে হয়রানি করেছে, সেই সমস্ত ব্যক্তি ঘরে যেতে পারছে না। কংগ্রেসের ভয়ে নয়, টি, ইউ, জে, এস, এর ভয়ে নয়। যেতে পারছে না, আইনের ভয়ে। তাঁরা এখানে অনেকগুলি নাম দিয়েছেন। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তারা এক একজন রত্ন। এই রত্নদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণা রয়েছে। সেই রত্নদের কথা এখানে বলা হয়েছে।

আজকে একজনের নামে কত মামলা পড়ে আছে। তাই আজকে তারা এখানে থাকতে পারছেন না। ওরা কি বলতে পারবেন যে আমাদের লোকেরা একটা ঘটনা ঘটিয়েছে? উনারা ১০ বৎসর ধরে যা করেছেন সেগুলির প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা আমাদের কর্মীদের নেই। যদি আমাদের লোকেরা যারা ভিকটিমাইজড, তারা যদি প্রতিশোধাত্মক মূলক আচরণ করত তাহলে আমাদের পক্ষে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ত। আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস কর্মী, যারা নির্যাতনের বলী হয়েছিলেন, তারা আজকে শান্ত রয়েছেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন। নির্বাচনের পরে এবং আগে যারা নিহত হয়েছে তারা বেশীর ভাগই আমাদের কর্মী। খয়েরপুরে নৃপেন পালকে খুন করা হয়েছিল আমরা ক্ষমতায় আসার পর। সে কংগ্রেস

কর্মী। উনারাই তো তাঁকে খুন করেছেন। যদি আমাদের লোকেরা পাল্টা খুন করত তাহলে কি সেখানে উনারা থাকতে পারতেন। অপর এক কংগ্রেস কর্মী বিশু সাহা, যিনি উদয়পুর বিজিত প্রার্থী রনজিৎ সিংহ রায়ের ভাগ্নে ছিলেন, তাঁকে খুন করেছে সি, পি, আই. (এম) সমর্থকরা। বাধারঘাটে খুন করা হচ্ছে কংগ্রেস কর্মী সুনীল ভট্টাচার্য্যকে। গত নির্বাচনে সে কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করেছিল বলে তাকে খুন করা হোল। স্যার, যারা খুন করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছি। স্যার, চিত্তমারার নিতাই দেবনাথকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিন জেলার পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি যে নিতাই দেবনাথকে জীবিতই হোক আর মৃতই হোক খুঁজে বেড় করে আনতে হবে। পুলিশ তাকে বের করেছে। আমরা সেই সমস্ত আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন প্রতিট কেইসে অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমান রয়েছে এবং প্রতিট কেইস আজকে প্রমাণিত হচ্ছে। আজকে আসামীরা কেউ রেহাই পাবেনা। কেননা, এখানে আইনের শাসন রয়েছে। স্যার, আমরা নাকি ক্ষমতায় এসেছি পুলিশ এবং মিলিটারীর সাহায্যে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রাই একথা বলেছেন। কিন্তু নির্বাচনতো আমরা পরিচালনা করিনি, নির্বাচন মেশীনারীতো উনাদের হাতেই ছিল। তারপরও তাঁরা কেন এই সমস্ত কথা বলছেন, আমি বুঝতে পারছিনা। বরং আমরা বলতে পারি, যদি এই রাজ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন হত তাহলে আমরা বিপুল আসনে জয় লাভ করতাম গত নির্বাচনের সময় দক্ষিন ত্রিপুরায় আমাদের কর্মীদের উপর উনারা কি ভাবে নির্যাতন করেছিলেন, আমাদের নেতাদের উপর কি রকম নির্যাতন করেছিলেন, সেই সমস্ত ঘটনা আজকে উনাদের মনে নেই, ত্রিপুরাবাসী সে কথা ভুলেন নি। আজকে ফটিকরায়ের কথা উনারা বলছেন। সেখানে কারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল? পশ্চিমবঙ্গ থেকে এম, পি, আনা হয়েছিল। আমাদের সরকার তাঁদের সিকিউরিটি দিয়ে তাঁদের সেখানে পাঠানো হয়েছিল। সেই সিকিউরিটি কাভারেই তারা আমাদের কর্মীদের, আমাদের বিধায়কদের আমাদের মন্ত্রীদের উপর চড়াও হয়েছিল। মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় মহোদয়ের উপর আক্রমণ হয়েছিল, মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ ডি, সি, রাংখল-এর উপর আক্রমন সংঘটিত করা হয়েছিল। সেই সমস্ত মামলা আজও আছে। সবচেয়ে জঘন্য কাজ যেটা হয়েছে যে একজন বিধায়ক গুলি করেছেন আমাদের একজন কর্মীকে যাকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে।

বহু কষ্ট করে তাকে বাঁচাতে হয়েছে। আজকে ওরা বলছেন আমরা রিগিং করেছি, ফটিকরায়ের মানুষ যখন ঘৃনায় ক্রোধে তাদের এই সমস্ত কীর্তির জন্য যখন দেখলেন একটা ভোটও মিলবে না যেলা

এক ঘটিকার সময় যখন প্রায় ৬০ শতাংশ ভোট হয়ে গেছে তখন উনারা বললেন, না আমরা আর নির্বাচনে দাঁড়াবো না এবং তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে আসেন। তবুও অবাধ নির্বাচন হয়েছে। যদি তা না হতো তাহলে ৪ হাজার ভোট কি করে ওরা পেলেন? কারন ওরা সবাই তো একটার সময় চলে গেছেন। আমরা যদি রিগিং করতাম তাহলে সেই চার হাজার ভোট কি করে পেলেন? যেখানে ৩৩টা বুথ ছিল, তার মধ্যে তিনটা বুথে ওরা জয়লাভ করেছেন, আমরা হেরেছি। কি করে সম্ভব হলো? তাহলে তো সবগুলি বুথে আমরা জয়লাভ করতাম। স্যার, এই হচ্ছে ফটিকরায়ের খবর। আর্মি সম্পর্কে বলছি, এখানে আর্মি এসেছে, এখানে উপক্রুত অঞ্চল ছিল। মহারাণী এখানে বলেছেন, তখন নৃপেনবাবুর সঙ্গে যুক্তি করে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৫ কিলোমিটার পর্য্যন্ত বর্ডার থেকে উপক্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার কথা তিনি মেনে নিলেন, কিন্তু এই রাজ্যের জনগণের চাপে তাকে মানতে হয়েছে। কিন্তু সেদিন কি অবস্থা ছিল? আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এসেছিলেন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ তার কাছে কি আবেদন করেছিল? তারপর কমলপুরে তিনি যখন গেলেন কমলপুরের সেই মেছরিয়াতে সেদিন ৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এই অবস্থায় কোন প্রধানমন্ত্রী নীরবে থাকতে পারেন? কিন্তু তাই বলেকি উপক্রুত অঞ্চল ঘোষনা করা, আর্মি কি নির্বাচনের সময় ছিল? না কোন বুথে আর্মি ছিল না, বলুন কোন বুথে আর্মি ছিল? আমরা দেখেছি সেদিন নির্বাচনে তাদের সন্ত্রাস সেই সমস্ত সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে এই রাজ্যে আমরা ক্ষমতায় এসেছি। স্যার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যখন নির্বাচন হয়েছিল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছিলেন? জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেই সমস্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখেছেন নির্বাচন অবাধ হয়েছে, সুষ্ঠু হয়েছে, সেই কথা ৪ তারিখ পর্য্যন্ত বলা হয়েছে কিন্তু যখন দেখলেন ৫ তারিখ তখন আর্মির বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রিগিং-এর কথা বলা হয়েছে। এই রাজ্যে তো তিনি বলতে পারেননি, পশ্চিমবঙ্গে বলেছেন রিগিং হয়েছে। আমি এখনও বলছি সেই সময় অবাধ নির্বাচন যদি না হতো তাহলে চেহারা এই রকম হতো না, সেটাকে আমরা জনগণের রায় বলে মেনে নিয়েছি কিন্তু উনারা নিতে পারছেন না। স্যার, গত ১০ বছর কি হয়েছিল? একটার পর একটা বাজেট পেশ হয়েছে, সে টাকা কোথায় গেল?

আমি বিরোধী দলের নেতা ছিলাম। আমি অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম স্যার। যে সমস্ত স্কীমের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই টাকাগুলি খরচ করা হয়েছে কি? সেই কাজ সিদ্ধ হয়েছে কি? আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইরিগেশান স্কীম। ৬টা ইরিগেশান স্কীম চালু ছিল। সেই মহারানী ব্যারেজ গোমতী নদীর উপর, চাকমা ঘাট খোয়াই নদীর উপর,

সেই নালকাটা ব্যারেজ মনু নদীর উপর। ১০ বৎসরে সেই স্কীমগুলি কি কার্য্যকরী করা হয়েছে? ১০ বৎসরে ১ ফোটা জল পেয়েছে স্যার? টাকা খরচ হয়েছে কত? বৎসরের পর বৎসর সেই বাজেটের টাকা ধরা হয়েছে। কি বলা হয়েছিল? কৃষকদের জল দেওয়া হবে। একফোটা জল দেওয়া হয়েছে? যে সমস্ত ডিপ-টিউবওয়েল ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের ডিপ-টিউবওয়েল থেকে এক ফোটা জল দেওয়া হয়েছে? কৃষির জন্য যে টাকা দেওযা হয়েছে কৃষি উৎপাদন কি বেড়েছিল? স্যার, বীজ দেওয়ার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে, উন্নতমানের যন্ত্র কেনার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেগুলি কি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে? সেখানে কি একফোটা কৃষি উৎপাদন বেড়েছে? স্যার, আমি ২১টা উদাহরণ আপনার কাছে দিচ্ছি। শিল্প ক্ষেত্রে বহুবার এই হাউসে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বক্তৃতায় আমরা বলেছি যে, যে জুট মিল যার ২৫ টন উৎপাদন করার কথা ছিল, কিন্তু কি উৎপাদন হয়েছে? আজকে আমরা সেই মেশিন দিয়েই শুরু করলাম, আমরা ৪ টন থেকে ১৯ টন করেছি। সেটা হল কি করে? একই ত জিনিষ রয়েছে। টি, আর, টি, সির কথা বলেন, যে সমস্ত শিল্পের তথ্য তিনি দিলেন স্যার, এই হাউসে আগামী সেশানে সমস্ত তথ্য পেশ করতে পারব বলে আশা করি। যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছিল, নন পারফরমেন্স সমস্ত তথ্য আমরা দেব। কি হয়েছিল গত ১০ বৎসরে? বাজেটের টাকা, জনগণের টাকা, সেই জনগনের টাকা জনগনের কাছে পৌঁছায়নি। জনগণের কোন উপকারে লাগেনি। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন সম্পদ বৃদ্ধি হয়নি। রাস্তাঘাট যেখানে ছিল সেখানেই আছে। আজকে স্যার, আমাদের কি করতে হবে, আমরা কি করতে পারতাম, আমরা থাকি বা অন্য যে সরকারই থাকুক কি করতে পারত, যা কিছু উন্নত হত তার থেকে অগ্রসর হওয়া যেত। আজকে আমাদের কি করতে হচ্ছে, আমাদের সমস্ত অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে হচ্ছে। সেচ প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করতে হচ্ছে, রাস্তাঘাটগুলি যেগুলি অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। যেসমস্ত অকেজো ছিল সেই সমস্ত স্কীম আমাকে সম্পূর্ণ করতে হচ্ছে, সমস্ত মন্ত্রীদের। স্যার, এই অবস্থার মধ্যে আমরা এই রাজ্যে বাজেট এনেছি। আমরা এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি জনগণের সহায়তায় এই বাজেট-এর প্রতিটা পাই অর্থ জনগণের কাজে লাগবে, আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি বিগত দিনের সমস্ত দুর্নীতি আমরা অবসান করব, আমরা ত্রিপুরায় একটা স্বচ্ছ গণমুখী প্রশাসন কায়েম করতে পারব। এই বাজেটে তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। স্যার, শিক্ষাক্ষেত্রে যে নয়া শিক্ষা নীতি আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন, ওরা যদিও বাধা দিয়েছেন, তার বিরোধিতা করেছেন কিন্তু বলেছেন সেটা করবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চালু করার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেননি।

শুধু কতগুলি জায়গা সিলেক্ট করে রেখেছেন, তার জন্য কোন উদ্যোগ তারা নেননি। আজকে আমরা বলছি যে, এই বৎসর আমরা এই স্কীমটা চালু করব এবং তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। স্যার, যে-সমস্ত শিল্প ক্ষেত্রে আমরা যে-সমস্ত শিল্প মুখ থুবরে পড়ে ছিল ওরা অবশ্য বলেছেন যে শিল্প আছে, আমি সেই শিল্পগুলির মধ্য থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখানে একটা পলিথিন পাইপের কারখানা করা হয়েছিল, সেখানে যে পাইপগুলি আছে তার কোয়ালিটি আমি নিজে গিয়ে দেখেছি, যেখানে হাতুরী দিয়ে পিটিয়ে একটা পাইপকে ভাঙ্গা যায়না যেখানে শুধু একটা টোকা দিয়ে সেই পাইপগুলিকে ভেঙ্গে ফেলা যায় এমনসব পাইপ কেনা হয়েছে। আমরা কথা দিচ্ছি, এই হাউসে আমি কথা দিচ্ছি, আমার এই রাজ্যে যে-সমস্ত শিল্প গড়ে উঠবে আমার রাজ্য সরকারের যে সমস্ত জিনিষ লাগবে তাতে তার কোয়ালিটি কনট্রোল করে তার রেট কনট্রোল করে আগে যে-সমস্ত জিনিষ এই রাজ্য সরকার দিয়েছেন সেগুলিকে পরিবর্তন করে সেই শিল্পগুলিকে গড়ে তুলতে চাই। তারপর গ্যাস-ভিত্তিক ও অন্যান্ত শিল্পের কথা বলা হয়েছে তারপর রেলের কথা বলা হয়েছে, এইগুলি সম্পর্কে আমি আর বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না। আমি বলছি বিশেষ করে উগ্রপন্থী সম্পর্কে, পাঁচ জন উগ্রপন্থী আমার কাছে আত্মসমর্পন করেছেন। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি, আমরা তাদের পুনর্বাসন দেব। যারা উগ্রপন্থী তারা যদি সেই সমস্ত পথ ছেড়ে দিয়ে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাদের প্রতি আমাদের নমনীয় মনোভাব গ্রহন করব এবং পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করব আমরা বার বার এই কথা বলেছি। কিন্তু তাই বলে আমরা এইটা পশ্রয় দেব না যে এই রাজ্যে খুন খারাপী চলবে, আমরা তাদের সেই সুযোগ করে দেব না। যতক্ষন পর্য্যন্ত সেই অবস্থা ফিরে না আসবে আমরা ততক্ষন পর্য্যন্ত আমরা আর্মি এখান থেকে সরাবো না। স্যার, এখানে যদিও আর্মি আছে, উপক্রুত অঞ্চল আছে, কিন্তু স্বাভাবিক আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় আর্মির হস্তক্ষেপ আমরা হতে দিচ্ছি না। সেই সমস্ত আইন শৃঙ্খলার দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের। আমরা সেই আর্মিদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ তারা এই রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে এবং সেখানে যে-সমস্ত জাতি-উপজাতির মানুষ রয়েছেন তাদের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সেখানে সোসিয়েল ওয়ার্কও কিছু কিছু করছেন, মানে কিছু কিছু তাদের সেবা, কার্য্যকরী ট্রিটমেন্ট-এর জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন। এইভাবে সেখানে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে সেখানে আর্মিরা কাজ করছে।

এক দল সাংবাদিক সেখানে গিয়েছিল সেটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। এখানে ৩ ব্রিগেইড আর্মি আছে। তারা কি কোন অবস্থাতেই স্বাভাবিক জীবনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে

পারছে না কেউ টের পাচ্ছে ? তারা সুন্দরভাবে এখানে কাজ করছে। আজকে তাদের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ। উদ্যান ময়দান সম্পর্কে তারা বহু কথা বলেছেন। এই আসাম রাইফেলস্ কারা এনেছিল তা সকলে জানেন। আসাম রাইফেলস্ ত আমরা আনি নাই। সেটা নৃপেনবাবু এনেছেন। আমরা সেদিন বলেছি ইমারজেন্সিকে কাউন্টার করার জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত আর্মি আনার জন্য আমরা বলেছিলাম। এই আসাম রাইফেলস্ ১৯৮৮-র ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তারা ভাল ছিল। সেদিন তারা নারী ধর্ষণ করেনি কিন্তু যেই মাত্র বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হল তখনই এসব করল এবং তারা খারাপ হয়ে গেল। কেন আজকে এসব বলা হচ্ছে তারজন্য একটু গভীরে যেতে হবে। স্যার, পৃথিবীর যেখানে ইমারজেন্সি দেখা দিয়েছে, যেখানে আর্মি নেমেছে সেখানেই আর্মির বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ উঠেছে নারী সংক্রান্ত। অনিল চাকমার ২ মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে খুব সারগোল করা হল. তারপরে যখন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ও মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা গেলেন এবং খবর নিয়ে জানলেন তখন দেখা গেল যে, এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি। স্যার, এটা যে কত বড় জঘন্য কাজ। স্যার, প্রত্যেকের নাম পত্রিকায় দেওয়া হল। তাদের কথা একবার বিবেচনা করেছে যে সমাজে তাদের কি অবস্থা হবে ? তাদের স্ট্যাটাস কত নীচে নেমে যাবে ? কোন মেয়ের বিরুদ্ধে এভাবে মিথ্যা রটনা করা যে কিভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব হল স্যার, বুঝতে পারছিনা। তদ্রূপ উদ্যান ময়দানের ঘটনা। তাদের ডেইলি দেশের কথায় উঠেছে যে ২৫ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন থেকে যখন এস, পি গেলেন, জেলা মেজিস্ট্রেট গেলেন তখন ৭ জন মহিলা কনট্রাডিক্টরি স্ট্যাটমেন্ট দিল। তারপরে এনকোয়ারি কমিশন করেও সেই একই স্ট্যাটমেন্ট মিলল। কোন মহিলা অত্যাচারিত হতে পারে এবং সেই আসাম রাইফেলস্-এর কোন না কোন জোয়ান সেটা করতে পারে। তারজন্য কি সমস্ত আসাম রাইফেলস্কে দায়ী করতে হবে ? সুতরাং এইটা হচ্ছে একটা জঘন্য চক্রান্ত যেখানে আমরা দেখছি তারা দাবী করছে, কি দাবী ? বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। কি দাবি সেনা বাহিনী তোলে নিতে হবে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কখন হয় ? সরকার যদি কোন তথ্য গোপন করে রাখে তখন। কিন্তু আমরাতো তা করছি না। কোন মা বোনদের উপর যদি অত্যাচার হয়ে থাকে এই সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, সে জাতি বা উপজাতি হোক, বিগত দিনে যেটা হয়েছে সেটা আর আমরা হতে দেব না। আমরা আবার বলছি যারা অপরাধী

তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমরা নেব। সেনাবাহিনী বলছে, আসাম রাইফেলস্ বলছে, তারা তদন্তের কাজে পুলিশকে সাহায্য করবে। আমি বলছি যারা ভিকটিমাইজ তারা যেন পুলিশের কাছে তাদের বক্তব্য বলেন, পুলিশ নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। এইভাবে হৈ চৈ করেতো কিছু হবেনা।

স্যার, আমি আবার বলছি আমরা এই অপপ্রচারকে বরদাস্ত করব না। সেনা বাহিনী এই রাজ্যে শান্তি রক্ষার কাজে কাজ করছেন। যারা শান্তির শত্রু, তারা দেশের শত্রু, তারা জাতির শত্রু। এই কথা বলেই এবং এই বাজেট যাতে এই সভার সকল সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :** এই সভা আগামী ১৪ই জুলাই, ১৯৮৮ ইং বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী রইলো।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 9

Name of M. L. A. Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) বিলোনীয়া বিভাগের বড়পাথরীতে ৬ শয্যা বিশিষ্ট চিকিৎসালয় স্থাপন-এর জন্য কোন জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে ?

২) যদি করা হয়ে থাকে তবে উক্ত চিকিৎসালয়টি নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

## ANSWER

## MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

Name of the Minister **Shri Kashiram Reang**

১। বড়পাথরী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্তমান নিজস্ব জায়গাতেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

২) নির্মান কার্য্যের প্রয়োজনীয় নক্সার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এষ্টিমেট পূর্ত দপ্তরের কাছ থেকে পাওয়ার পর নির্মাণ কার্য্যের প্রসাশনিক অনুমোদন দেওয়া হইবে।

Admitted Question No : 50 (STARRED)
Name of Member : **Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Industry Department be pleased to state :

১) বিলোনীয়ার নলুয়াতে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের অন্তর্গত কোন ইটভাট্টা আছে কিনা ?

২) থাকিলে তাহা ( ভাট্টা ) বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং কতজন শ্রমিক ও কর্মচারী উক্ত ইট ভাট্টায় নিযুক্ত আছেন ?

**উত্তর**

১) হ্যাঁ ;

২) বর্তমানে ইটভাট্টাটি অচল অবস্থায় আছে এবং একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী উক্ত ইট-ভাট্টায় নিযুক্ত আছেন।

Admitted Question No 57 ( STARRED ).

Name of Mamber. Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the industry Department be pleased to state :

১। বিলোনীয়ার মির্জাপুর অঞ্চলে কোন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২। থাকিলে কোন্ কোন্ ধরনের শিল্প উক্ত অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে এবং কবে নাগাদ উক্ত শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ হবে।

উত্তর

১) হাঁা;

২। ক) বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলা হবে।

খ) উক্ত শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার কাজ আগামী আর্থিক বৎসরে শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION No : 112

Name of M. L. A. Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and family welfare Department be pleased to state :—

১) খোয়াই মহকুমার বাইজালবাড়ী প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টারটি কবে থেকে বন্ধ হয়ে আছে, এবং বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারন কি ; এবং

২) হেলথ্ সেন্টারটি কবে নাগাদ পুনরায় চালু হবে বলে আশা করা যায়

৩) এই হেলথ্ সেন্টারের যাবতীয় গৃহ অন্তত: প্রধান গৃহটি পাকা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না;

৪) না থাকিলে পাকা গৃহ করার কোন পরিকল্পনা শীঘ্রই গ্রহন করা হবে কিনা ?

Answer

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
Name of the Minister : Shri Kashiram Reang.

১) বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ তারিখে বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বহির্বিভাগ চালু রাখা সম্ভব হয়েছে।

২) সাময়িকভাবে অন্তবিভাগ চালু করার জন্যে খোয়াই ব্লকের মারফতে একটি কাঁচা ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে। বৈদ্যুতিকরনের কাজ শেষ হইলে অন্তবিভাগ চালু করা সম্ভব হইবে।

৩) আছে।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No - 147 ( STARRED )
Name of Member : **Shri Sukumar Barman.**

Will the Hon' ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state

১। ক) গত ১৯৮৭-৮৮ ইং সনে আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে কতজন বেকার, যুবক যুবতীকে শিল্পে স্বনির্ভর প্রকল্পে টি, আই, ডি, সি, কর্তৃক ঋণ দেওয়ার সরকারী লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং কতজনকে এই ( টি, আই, ডি, সি, ) প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

খ) যদি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ?

গ) ইহা কি সত্য যে কোন্ কোন্ ব্লকে ঋণ প্রাপকদের ঋণ মঞ্জুরী পত্র দেওয়ার পর তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ক) ১৯৮৭-৮৮ ইং সনে সারারাজ্যে মোট ৩৩০০ জনকে শিল্প উন্নয়ণ নিগম থেকে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য ছিল এবং এ পর্য্যন্ত কাউকে ঋণ দেয়া হয় নি।

খ) ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম কর্ত্তৃক বাস্তবায়নে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব্‌-ইণ্ডিয়ার আপত্তি থাকায় উক্ত স্কীম বাতিল করা হয়েছে

গ) হ্যাঁ, বগাফা ব্লকের ১৩৮ জনের নামে ( যাহারা Deed Agreement Bond করেছিলেন ) তাদের স্ব স্ব ব্যাঙ্ক একাউণ্টে Withdrawal Restriction সহ মোট তের লক্ষ এক হাজার চারশত পনের টাকা জমা দেয়া হয়েছিল।

Admitted Question. No : 152 ( Starred )

Name of member : Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য বিগত আর্থিক বৎসরে খাদি বোর্ডের অনুমোদিত বিভিন্ন স্কীমে নির্বাচিত গাঁও পঞ্চায়েত ও বি, ডি, সি কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও খাদি বোর্ড কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত প্রায় ১১ লক্ষাধিক টাকার ঋণ্যা করা চেক্ বর্তমান ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ( ই ) ও টি, ইউ, জে, এস কোয়ালিশন সরকার বাতিল করে দিয়েছেন ?

২) সত্য হইলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) সত্য নহে ;

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question. No. : 158 ( Starred )

Name of Member : Shri Rudreswar Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state—

1. If the Govt. recently has received any instruction from the Central Government in regard to creation of job opportunities for the senior unemployed youths.

2) If so, the details there of :

Answer

1. No.

2. Does not arise.

Admitted Starred Question No : 166

Name of M. L. A **Shri Diba Chandra Hrangkhwal.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state .

১) কমলপুর মহকুমার আমবাসা Dispensary কে উন্নীত করে Rural Hospital করার কোন পরিকল্পনা আছে কি;

২) যদি পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department

Name of the Minister : Shri Kashiram Reang.

১) বর্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO: 168

Name of M. L. A. Shri Diba Chandra Rangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to state :—

১) উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমার কাঁঠালছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের ডিসপেনসারীটিকে গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নতি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ কাজটি হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department.

Name of the Minister : Shri Kashiram Reang

১) বর্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Question

Admitted question No : 177 ( Starred )

Name of member : Shri Rudreswar Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be

pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশন তাঁতীদের কাছ থেকে কাপড় জমা নিয়ে প্রচুর টাকার পেমেন্ট বকেয়া ফেলে রাখায় রাজ্যের অনেক তাঁতীর তাঁত বন্ধ হয়ে আছে ?

২) ইহাও সত্য যে সুতার দাম গত কয়েক মাসে অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে তাঁতীদের তৈরী কাপড়ের দাম সামঞ্জস্য পূর্ন না হওয়ার ফলে সুতার দাম কমানোর জন্য তাঁতশিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন একটি দাবী সরকারের নিকট পেশ করেছেন ?

৩) সত্য হইলে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) সত্য নহে ;

২) হাঁ ;

৩) সুতার দাম কমানোর বিষয়টি রাজ্য সরকারের আয়ত্বে নেই সেহেতু তাঁতীদের নিকট থেকে সর্বধরনের কাপড়ের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

Question

Admitted Question No :- 181 ( Starred ).

Name of Member :— Sri **Badal Choudhury.**

Will ther the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state

1 Whether the Cong. ( 1 )—T. U. J. S. Coalition received any communication from the Central Government in regard to setting up of gas base Industries like Urea Fertiliser Factory in Tripura.

2. If so details of that communication ?

Answer

1. Yes.

2. For setting of Methanol project Registration has been issued from the Central Government. proposed project-would be established in Joint Sector. About 1 lakh M. T. Methanol would be produced per year and about Rs. 150 crores would be spent for this project.

## ADMITTED STARRED QUESTION No : 189

Name of M. L. A. Shri **DIBA CHANDRA HRANGKHWAL**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and family welfare Department be pleased to state :—

১) উত্তর ত্রিপুরা কৈলাশহর মহকুমার ধুমাছড়া Dispensary টিকে ১৫ ( পনের ) শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নতি করার কোন পরিকল্পনা সরকারেরআছে কি ?

২) যদি থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ উন্নতি করা হবে বলে আশা করা যায় ?

## ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

Name of the Minister :— **Shri Kashiram Reang**

১) বর্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 198

Name of M. L. A. **Shri Dipak Nag**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare

Department be pleased to state :—

১) ধর্মনগর মহকুমার কদমতলাতে একটি R. H. C. খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি : ;

২) R. H. C. করার পরিকল্পনা থাকলে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় : , এবং

৩) কদমতলা P. H. C. তে বর্তমানে কোন Ambulance আছে কি : ;

৪) থাকিলে ঐ Ambulance টি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

Answer

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
( Name of the Minister ) : **Shri Kashiram Reang.**

১) বর্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) ও ৪) —কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম্বুলেন্সটি বর্তমানে অচলাবস্থায় আছে এবং উক্ত এম্বুলেন্সটিকে কাজের বা ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষনা করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কাজের বা ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত ঘোষিত হইলে নূতন গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই সময়ের জন্য সরকারের অনুমোদিত হারে গাড়ী ভাড়া করার ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No. 204

Asked by Shri **Gopal Ch. Das**, M. L. A. and Shri **Subodh Ch. Das**, M. L. A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য উপজাতি অংশের লোকেরা গত ৯ই এপ্রিল ১৯৮৮ ধর্মনগর মহকুমার খেদাছড়া খাদ্য গুদাম থেকে চাল লুট করে নেয় ?

২। সত্য হলে তার বিবরণ ?

## ANSWER

Replied by Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Deptt.

১ হ্যাঁ।

২। সেখানকার ন্যায্য মূল্যের দোকানের মালিক, খেদাছড়া ল্যাম্পস্, চাউলের ডেলিভারী অর্ডার নিয়ে সময়মত চাউল সরবরাহ না করায় জনসাধারণ ঐ ন্যায্য মূল্যের দোকানের মালিকের উপর বিরক্ত হয় এবং কিছু উদ্দেশ্য প্রনোদিত ব্যক্তির প্ররোচনায় এলাকার কিছু স্ত্রীলোক বলপূর্ব্বক প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য নিয়ে নেয়। পরবর্ত্তী সময়ে তাহারা উক্ত চাউলের মূল্য পরিশোধ করে দেয়।

## Admitted Question No 226 (STARRED).

Name of Mamber. Shri Citta Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :

১) ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার তিন জেলায় তিনটি জেলা হাসপাতাল নির্মানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

২) সত্য হলে দঃ জেলা হাসপাতাল নির্মানের কাজ কবে শুরু হবে;

৩) দঃ জেলা হাসপাতালের জন্য স্থান নির্বাচন হয়েছে কি;

৪) হয়ে থাকলে তাহা কোথায় ?

## Answer

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department

Name of the Minister : Shri Kashiram Reang.

১। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় একটি জেলা হাসপাতাল নির্মানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২। (৩) ও (৪) —প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No : 232 STARRED

Name of Member : **Shri Dhirendra Debnath**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত;

২) বর্তমান আর্থিক বর্ষে মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত কলাগাছিয়ায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৩) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister-in-charce of the Health & Family welfare Department (Name of the Minister ) **Shri** Kashiram Reang.

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৩১৭ এবং ৪৭টি। এরমধ্যে ৮টি শয্যাবিহীন ( First phase ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

২) নাই।

প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No : 235

Name of M. L. A. :— **Shri Dhirendra Debnath.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে Rural Hospital এর সংখ্যা কত ;

২) বর্তমান আর্থিক বর্ষে মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে Rural Hospital করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

৩) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে ?

Answer

Minister-in-Charge of the Health & Eamily Welfare Department
( Name of the Minister ) : **Shri Kashiram Reang**

১) রাজ্যে বর্তমানে ৮টি গ্রামীন হাসপাতাল ( Rural Hospital ) আছে।

২) নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No : 3

**Name of M.L.A : Shri Nakul Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Serviees Department be pleased to state

১। বর্তমানে রাজ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন শ্রেনীতে মোট কতজন কর্মচারী আছেন, ( শ্রেনী ভিত্তিক হিসাব )

২। বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন শ্রেনীতে শূন্যপদের সংখ্যা কত, ( শ্রেনী ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব )

৩। শূন্যপদগুলির মধ্যে তস জাতি, তসঃ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত শূন্য পদের সংখ্যা কত ?

Answer

Minister-in-Charge of Apptt. & services Deptt. — Shri S. R. Majumder, Chief Minister.

১) ২) ৩) সঙ্গীয় তালিকায় যাবতীয় তথ্য দেওয়া হইল।

| Sl. No. | Name of Department | Number of Employees Class I | Class II | Class III | Class IV | Con -tg | Total | No. of vacant posts Class I | Class II | Class III | Class IV | Total | Number of vacancies reserved for Sch. Tribe/ | Sch. Caste. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Jail Department | 1 | 10 | 116 | 223 | 1 | 351 | — | 2 | 21 | 28 | 51 | 23 | 7 |
| 2. | Vigilance Organisation. | 1 | 5 | 21 | — | 3 | 30 | 1 | 3 | 4 | — | 8 | — | 1 |
| 3. | Small Savings Group Insurance etc. Deptt. | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 38 | — | — | — | — | 14 | 6 | 3 |
| 4. | State Planning Machinery. | 1 | 4 | 25 | 11 | — | 41 | 3 | 9 | 5 | — | 17 | 9 | 1 |
| 5. | Printing & Stationery Department. | 1 | 4 | 310 | 84 | 9 | 408 | — | — | 54 | 17 | 71 | 33 | 11 |
| 6. | Directorate of Research. | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 20 | — | — | 2 | 1 | 3 | 1 | — |
| 7. | Rural Engineering Division West. | 1 | 1 | 16 | 2 | — | 20 | — | — | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 8. | Town & Country Pln. Organisation. | — | 1 | 15 | 6 | — | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 9. | Dist. Registrar, West. | — | 1 | 44 | 10 | 2 | 57 | — | — | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 10. | Fire Service Orgn. | 2 | 4 | 71 | 91 | 14 | 828 | 2 | 2 | 164 | 33 | 201 | 80 | 37 |
| 11. | DM & Collector, West. | — | — | 654 | 563 | 4 | 1222 | — | — | 106 | 57 | 163 | 79 | 25 |
| 12. | Civil Defence. | 2 | 1 | 17 | 8 | — | 28 | — | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 1 |
| 13. | Directorate of Higher Education. | 32 | 508 | 526 | 513 | 63 | 7112 | 6 | 97 | 94 | 93 | 270 | 81 | 46 |
| 14. | Commissioner of Taxes. | 2 | 12 | 84 | 38 | 8 | 144 | — | 1 | 13 | 3 | 17 | 7 | 1 |
| 15. | Science & Technology & Environment. | 1 | 1 | 13 | 21 | 13 | 49 | — | 5 | 44 | 20 | 69 | 22 | 13 |
| 16. | Gauhati High Court. Agartala Bench. | 1 | 5 | 19 | 23 | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. | Directorate of Panchayat. | 2 | 9 | 1661 | 64 | — | 1736 | — | 1 | 158 | 4 | 163 | 64 | 25 |
| 18. | Evalution Orgn. | — | 1 | 23 | 5 | — | 29 | — | 2 | 1 | — | 3 | 2 | — |
| 19. | Employment Services Man-Power Planning. | — | 21 | 114 | 28 | 5 | 168 | — | 11 | 17 | — | 28 | 2 | 3 |
| 20. | Food & Civil Supplies | 3 | 21 | 366 | 324 | — | 714 | — | 12 | 64 | 90 | 166 | 53 | 23 |
| 21. | Commissioner of Deptt. Inquiries. | 3 | — | 11 | 4 | 2 | 20 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | — |

Page No.—2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | T. P. S. C. | 1 | 7 | 47 | 21 | — | 76 | 1 | — | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 23. | Rural Engineering Divn. North. | 1 | — | 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 7 | — | 7 | — | — |
| 24. | Controller of weights & Measures | — | 6 | 53 | 29 | — | 88 | — | 2 | 3 | — | 5 | 3 | 1 |
| 25. | T. W. Directorate | — | 14 | 392 | 246 | 8 | 660 | — | 2 | 69 | 29 | 102 | 35 | 12 |
| 26. | Asstt. Transport Comm. | 1 | 2 | 28 | 12 | 2 | 45 | — | 1 | 9 | 2 | 12 | — | — |
| 27. | Rajys Sainik Board. | 1 | 1 | 10 | 3 | — | 14 | — | — | 2 | — | 2 | — | — |
| 28. | Eleclion Department (CEO). | — | 2 | 62 | 21 | — | 84 | — | 1 | 9 | — | 10 | 6 | — |
| 29. | Directorate of Animal Husbandry Department. | 3 | 124 | 840 | 377 | 323 | 1667 | 2 | 83 | 595 | 117 | 797 | 359 | 144 |
| 30. | Directorate of Corpn. | 2 | 28 | 373 | 78 | 4 | 485 | — | 1 | 81 | 16 | 98 | 50 | 17 |
| 31. | Rural Devt. Department. | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 18 | — | — | 4 | 3 | 7 | — | — |
| 32. | Directorate of TRP B PGP. | 2 | 10 | 181 | 129 | 3 | 325 | 1 | 1 | 99 | 11 | 112 | 29 | 15 |
| 33. | L. S. G. Department. | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 34. | Chief Engineer ( Elect ). | 51 | 52 | 2241 | 2145 | — | 4466 | 3 | 10 | 270 | 37 | 319 | 131 | 63 |
| 35. | Judicial Department | — | — | 371 | 262 | 11 | 644 | — | — | 21 | 8 | 29 | 18 | 6 |
| 36. | Law Department. | 26 | 29 | 10 | 7 | 2 | 74 | 5 | 4 | 4 | — | 13 | 2 | — |
| 37. | Dist. Registrar, South. | — | — | 18 | 5 | 1 | 25 | — | — | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 38. | Rural Engineering Division ( South ). | 1 | 1 | 6 | 2 | — | 10 | — | — | 6 | 3 | 9 | — | — |
| 39. | Directorate of Social Welfare & S. Edn. | 2 | 27 | 1549 | 1085 | 4258 | 6946 | 1 | 22 | 104 | 35+ 140 | 932 | 273 | 156 |
| 40. | DM & Collector, North. | — | — | 308 | 224 | — | 532 | — | — | 100 | 53 | 153 | — | — |
| 41. | Labour ,Directorate. | 1 | 5 | 95 | 67 | 1 | 169 | — | — | 27 | 11 | 39 | 13 | 6 |
| 42. | DM & Collector, South. | — | — | 519 | 350 | 4 | 873 | — | — | 55 | 16 | 71 | 25 | 14 |
| 43. | Directerare of Statistics, | 3 | 4 | 163 | 23 | 4 | 197 | — | 7 | 35 | 1 | 43 | 15 | 8 |
| 44. | Factories & Boilers Orgn. | 1 | — | 10 | 8 | 2 | 21 | — | 2 | 7 | 4 | 13 | 6 | — |
| 45. | Deptt. of Fisheries. | 1 | 13 | 459 | 270 | 1 | 744 | — | 14 | 123 | 13 | 150 | 22 | 71 |
| 46. | C. E ( I. F. C. ) | 27 | 85 | 1745 | 574 | 123 | 2554 | 2 | 11 | 353 | 172 | 538 | — | — |
| 47. | C. M. Secretariat | — | — | 5 | 12 | 1 | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48. | Directorate of Land Records Settlement. | 4 | 10 | 755 | 363 | 1 | 1132 | 1 | 5 | 65 | 130 | 201 | 131 | 17 |

Continued Page—3.

## Page No.—3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | Collector of Excise, North. | — | 1 | 6 | 9 | — | 16 | — | — | 4 | 2 | 6 | — | 1 |
| 50. | Forest Department | 25 | 34 | 1611 | 316 | 3 | 1989 | 3 | 7 | 80 | 38 | 126 | 60 | 18 |
| 51. | Relief & Rehav. | — | 1 | 7 | 13 | — | 21 | — | — | 4 | 1 | 5 | 4 | — |
| 52. | Collecter of Excise West. | 1 | 1 | 7 | 13 | — | 21 | 1— | — | 5 | — | —5 | — | — |
| 53. | SA Department Civll Secretariat. | 58 | 74 | 349 | 292 | 37 | 8110 | — | — | 145 | 25 | 170 | 82 | 43 |
| 54. | Collector of Excise, South. | — | — | 5 | 4 | — | 9 | — | — | 6 | 7 | 13 | 5 | |
| 55. | Directorate of School Education. | 3 | 246 | 25872 | 3306 | 6 | 29489 | 2 | 363 | 2690 | 677 | 4045 | 1456 | 576 |
| 56. | Industries Deptt. | 4 | 33 | 6[illegible]4 | 724 | 194 | 1609 | 3 | 19 | 211 | 67 | 300 | 158 | 87 |
| •57. | Director General of Police. | Information is under collection. | | | | | | | | | | | | |
| •58. | Director of Health Services. | | | | | | | | | | | | | |
| •59. | Director of Agarculture. | | | | | | | | | | | | | |
| •60. | Director of Information Cultural Affairs & Tourism. | | | | | | | | | | | | | |
| •61. | C. E. Public Works Department. | | | | | | | | | | | | | |

Admitted Question. NO : 15 (UNSTARRED).
Name of the Member : Shri Samar Choudhury.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state.

১। টি, আই, ডি, পি, সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট স্কীম এ রাজ্যের কোন্ ব্লকে এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি এলাকায় গত ডিসেম্বর ১৯৮৭ তে কত সংখ্যক বেনিফিসারী তালিকাভুক্ত ছিল; (ব্লক ও নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক হিসাব)

২। তাদের মধ্যে কত সংখ্যকের লোন কেস গ্রেন্ট হয়েছিল, (ব্লক ও নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক হিসাব)

৩। গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত তাদের কত সংখ্যক গ্রেন্ট বেনিফিট পেয়েছেন; (ব্লক ও নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক হিসাব)

৪। কত সংখ্যক এখনও তাদের বেনিফিট এর জন্য বা লোন পেমেন্ট এর জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন? (ব্লক ও নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। টি, আই, ডি, পি, সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট স্কীম এ গত ১৯৮৭ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ব্লক ও নোটিফায়েড অথরিটি এলাকায় মোট ১৯৫৪ জন বেনিফিসারী তালিকাভুক্ত ছিল। ব্লক ও নোটিফায়েড অথরিটি এলাকা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেয়া হল :—

| ব্লকের নাম | বেনিফিসারীর সংখ্যা |
|---|---|
| মোহনপুর | ২৪৪ জন |
| মেলাঘর | ১৮৪ ” |
| টাকারজলা | ৩০ ” |
| জম্বুরনগর | ৩০ ” |
| অমরপুর | ৭০ ” |
| বগাফা | ১৫২ ” |
| রাজনগর | ৭০ ” |
| সাতচাঁদ | ১১০ ” |
| মাতাবাড়ী | ২৪৪ ” |
| | ১১৩৪ জন |

| ব্লকের নাম | বেনিফিসারীর সংখ্যা |
|---|---|
| | B.F.—১১৩৪ জন |
| কাঞ্চনপুর | ৮৫ জন |

| | |
|---|---|
| কুমারঘাট | ১৮২ " |
| পানিসাগর | ২৪৪ " |
| ছামনু | ৮৫ " |
| সালেমা | ১৮৪ " |
| মোট— | ১৯১৪ জন |

| নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি এলাকার নাম | বেনিফিসারীর সংখ্যা |
|---|---|
| সোনামুড়া | ২০ জন |
| অমরপুর | ২০ " |
| মোট— | ৪০ জন |
| সর্বমোট— | ১৯৫৪ জন |

তালিকা ভুক্তদের মধ্য থেকে মোট ১,৫৭০—জনকে মঞ্জুরী দেয়া হয়েছিল।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| ব্লকের নাম | বেনিফিসারীর সংখ্যা |
|---|---|
| মোহনপুর | ২৪৪ জন |
| মেলাঘর | ১৮৪ " |
| অমরপুর | ৭০ " |
| বগাফা | ১৫২ " |
| সাতচাঁদ | ১১০ " |
| মাতাবাড়ী | ২৯৪ " |
| কাঞ্চনপুর | ৮৫ " |
| কুমারঘাট | ১৮২ " |
| ছামনু | ৮৫ " |
| সালেমা | ১৮৪ " |
| মোট— | ১,৫৪০ জন |

৩। কার্ডকে কোন গ্রান্ট বেনিফিট দেয়া হয়নি। কারণ উক্ত স্কীম ত্রিপুরা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য IDBI-এর সম্মতি পাওয়া যায়নি।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No :— 17 (UNSTARRED).

Name of the Member :— Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state —:

১) Self Empoloyment Scheme ১৯৮৭—৮৮ সালে কতজনের জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল এবং তার মধ্যে কয়টি Case Sponsoro করা হয়েছিল ও কতজনকে ঋন দেওয়া হয়েছিল ? ( বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক স্কীমের আলাদা আলাদা হিসেব )

২) বর্তমান ১৯৮৮—৮৯ইং আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের স্কীমগুলির কতজনকে এর আওতায় আনার পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা রয়েছে ; ( ব্লক ভিত্তিক হিসেব )

৩) বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন কর্তৃকীর মাধ্যমে তপশিলী জাতি, উপজাতি ও আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য যে Schemeগুলি চালু করেছিলেন বর্তমান আর্থিক বছরে তাদের কতজনকে এই Scheme-গুলির আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ? ( ব্লক ভিত্তিক ও স্কীম ভিত্তিক হিসেব )

উত্তর

১) Self Employment Scheme এ ১৯৮৭—৮৮ ইং সনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পে যত অর্থ বরাদ্দ ছিল, যতটি Case Sponspre করা হয়েছিল এবং যত জনকে ঋণ দেয়া হয়েছিল তার হিসাব নীচে দেয়া হল :—

| | কেন্দ্রীয় প্রকল্পে DIC-র মাধ্যমে | রাজ্য প্রকল্পে সাধারণের জন্য DIC'র | ST/SC র জন্য অংশের মাধ্যমে DIC-র | দুর্বলতর জন্য TIDC-র মাধ্যমে |
|---|---|---|---|---|
| ক) অর্থ বরাদ্দ ছিল | ৬৫০ জনের | ৭০০ জনের | ৪০০ জনের | ৬৩০০ জনের |
| খ) Case Sponsore করা হয়েছিল | ৪২০ ,, | ৩৭৯ ,, | ১৭৩ ,, | — |
| গ) ঋণ দেয়া হয়েছিল | ১৯৯ ,, | ৬৬ ,, | ১৮ ,, | — |

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ব্যাঙ্ক ভিত্তিক সুপারিশ ও ঋণ প্রদানের হিসাব নিম্নরূপ :

| ক্রমিক নং | ব্যাঙ্কের, নাম, | সুপারিশের সংখ্যা | ঋণপ্রদানের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১) | ইউ, বি, আই | ১৬৯ | ৪৬ |
| ২) | এস, বি, আই | ১৫২ | ৭৫ |
| ৩) | ইউ-কো-ব্যাঙ্ক | ৩৫ | ২৭ |
| ৪) | আই, ডি,বি, ব্যাঙ্ক | ১১ | ১১ |
| ৫) | ব্যাঙ্ক অব বরোদা | ৬ | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬) | সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক | ৬ | ৬ |
| ৭) | এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক | ১০ | ১০ |
| ৮) | ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক | ৭ | ৭ |
| ৯) | ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | ৬ | ৬ |
| ১০) | পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক | ৬ | ১ |
| ১১) | বিজয়া ব্যাঙ্ক | ১২ | ১০ |
| | | | ১৩৯ |
| | | ৪২০ | |

রাজ্য প্রকল্পে ব্যাঙ্ক ভিত্তিক সুপারিশ ও ঋণ প্রদানের হিসাব নিম্নরূপ :

( সাধারণ )

| ক্রমিক নং | ব্যাঙ্কের নাম | সুপারিশের সংখ্যা | ঋণ প্রদানের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১) | এস,বি, আই | ৭৫ | ১৫ |
| ২) | ইউ,বি,আই, | ৯৫ | ৩৩ |
| ৩। | ইউ-কো-ব্যাঙ্ক | ২২ | ১৩ |
| ৪) | ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক | ১৮৮ | ৩ |
| | | ৩৭৯ | ৬৪ |

ST.SC

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) | ইউ,বি,আই, | ৫১ | ৭ |
| ২) | এস.বি,আই, | ২১ | ৮ |
| ৩) | ইউ-কো-ব্যাঙ্ক | ৮ | — |
| ৪) | ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক | ৯৩ | ৩ |
| | | ১৭৩ | ১৮ |

২) ব্লক ভিত্তিক Target করা হয় নাই। যে তিনটি জেলা ভিত্তিক Target নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

| জেলা শিল্প কেন্দ্র | রাজ্য | ১৯৮৮—৮৯ রাজ্য ST/SC | | কেন্দ্রীয় SEP |
|---|---|---|---|---|
| ১) | পশ্চিম ত্রিপুরা | ৩৩০ | ১৮০—৯০ | ৪০ |
| ২) | দক্ষিণ ত্রিপুরা | ২৫০ | ১৩৫—৬৫ | ২৩০ |
| ৩) | উত্তর ত্রিপুরা | ২৫০ | ১৩৫—৬৫ | ২৩০ |
| | | ৮৩০ | ৪৫০-২২০ | ৯০০ |

৩) এখনও কোন Target নির্দিষ্ট করা হয়নি।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO: 27

NAME OF M.L.A. SHRI SAMAR CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। গত মার্চ ১৯৮৮ইং থেকে এখন পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন কোন্ গ্রামে পানীয় জল সংক্রমিত কারণে দূষিত জল পান করে আন্ত্রিক রোগে শিশু সহ কতজন নারী পুরুষের মৃত্যু হয়েছে, এবং

২। আন্ত্রিক রোগে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে কোন অঞ্চলে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

AN RWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT (NAME OF THE MINISTER) : SHRI KASHIRAM REANG

১) আন্ত্রিক রোগ সংক্রামনের পানীয় জল অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। খাদ্যবস্তু ইত্যাদির মাধ্যমেও এই রোগ সংক্রমিত হয়। দূষিত পানীয় জল সেবনের মাধ্যমে আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এধরনের পরিসংখ্যান আলাদা রাখা হয় না। এটা নির্ধারন করাও প্রকৃতপক্ষে সহজ নয় যেহেতু এরোগের জীবাণু খাদ্যবস্তু ইত্যাদির মাধ্যমেও দেহে প্রবেশ করে। যাহা হউক গত ১লা মার্চ ১৯৮৮ থেকে ৩১শে মে পর্য্যন্ত আন্ত্রিক রোগে মৃত্যুর হিসাব দেয়া হল—১৮ জন।

কমলপুর অঞ্চলে ২জন, পানিসাগর অঞ্চলে ১জন, ফটিকরায় অঞ্চলে ১জন কুমারঘাট অঞ্চলে ১জন, তিলথৈ অঞ্চলে ১জন, মাকাশিপাড়া অঞ্চলে ১জন, উত্তর মনু অঞ্চলে ২জন এবং কৈলাশহরে ১জন।

দক্ষিন ত্রিপুরা—3 জন।

বিল্লা অঞ্চলে ১ জন, রাজধরনগর-জামজুরি অঞ্চলে ১ জন, রাজাপুর-জকমাছড়া অঞ্চলে ১ জন এবং উত্তর ইচাছড়া-দেবদারু অঞ্চলে ৪ জন।

পশ্চিম ত্রিপুরা—১০ জন।

আগরতলার আশপাশ অঞ্চলে ২ জন, নরেন্দ্রপুর চা বাগান অঞ্চলে ৭ জন এবং কাতলামারা অঞ্চলে ১ জন।

২। প্রতিকারের গৃহীত ব্যবস্থা :—

সাধারনভাবে আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলি এই সময়ে সারা রাজ্য ব্যাপী জোরদার করা হয়। যদি কোন অঞ্চলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে সেই অঞ্চলে মেডিকেল টিম গিয়ে রোগ প্রতিকার এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ব্যবস্থাগুলি হচ্ছে।

ক) এলাকায় এলাকায় চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের এ রোগের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে যেকোন অঞ্চলে এ রোগ প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়ার সাথে সাথে সেই অঞ্চল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়।

খ) গ্রামে গ্রামে কুঁয়া বা পুকুরের জল ব্লিচিং পাউডার বা ক্লোরিন দিয়ে জীবানুমুক্ত করা, পানীয় জল পরিশোধনের জন্য হ্যালোজেন ট্যাবলেট বিতরন ও পানীয় জল ফুটিয়ে নেওয়ার জন্য জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

গ) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে রোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা এবং সজাগ করে তোলা। প্রচারপত্র বিতরন, স্থানীয় ক্লাব বা সেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং রেডিও ও পত্রপত্রিকায় মাধ্যমে প্রচার করা।

ঘ) গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেচ্ছাসেবীদের রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে সাহায্য নেওয়া।

ঙ) যেসব রোগীর হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য আগরতলায় প্রেরন।

চ) জেলান্তরে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্তরে প্রয়োজনীয় ঔষধ পৌছানো।

ছ) সরবতের প্যাকেট বিতরন এবং ঘরে সরবত তৈরীর সহজ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারনকে অবহিত করা।

এইসব ব্যবস্থা জেলাস্তরে দেখাশুনা করেন চীফ মেডিকেল অফিসার এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্তরে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। ইতিমধ্যে কলিকাতার National Insstitute of Cholera & Enteric Disease থেকে ২ জন বিশেষজ্ঞ এ রাজ্যে এসে এই রোগের জীবানুর প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়ে এরোগ প্রতিকারের জন্য কিছু চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। এই সুপারিশগুলিকে কার্য্যকর করার জন্য চীফ মেডিকেল অফিসার, সাবডিভিশনাল মেডিকেল অফিসার এবং গ্রামীণ হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকদের এক সম্মেলন ডাকা হয় এবং তাতে এইসব সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

Admited Un-Starred Question No. 22 asked by Shri Samar Choudhury, M.L.A.

QUESTION

Will the Hou'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department to pleased to state

১। বর্তমানে এফ, সি, আই এর গুদাম থেকে চাল পরিবহনের জন্য কোন্ কোন্ ঠিকেদার দায়িত্বে রয়েছেন তাদের নাম ও ঠিকানা এবং চুক্তির শর্ত সমূহ ;

২। ১৯৮৮ জানুয়ারী থেকে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কোন মাসে কত পরিমান চাল রাজ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল এবং ঠিকেদাররা কে কত পরিমান চাল গোয়াহাটি ও ধর্মনগর থেকে পরিবহন করেছেন তার হিসাব ;

৩। ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৮-৮৯ এ বৎসরের বর্তমান সময় পর্যন্ত চাল পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে কি না, এবং

৪। হয়ে থাকলে কোন কোন তারিখে কত টাকা হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে ?

ANSWER

Replied by Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Deptt.

১। ক) শ্রীজগদীশ চন্দ্র সাহা

সূর্য্যরোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।

খ) প্রেন্টারস্ এবার ওয়েজ, আগরতলা, ত্রিপুরা।

গ) জেনারেল সেক্রেটারী, টি, টি, ও, এস্,

শকুন্তলা রোড, আগরতলা

ঘ) জেনারেল সেক্রেটারী, টি, টি, ও, এ, আগরতলা, ত্রিপুরা

ঙ) শ্রীটিকমচাঁদ যোয়াবাথ, ধর্মনগর, ত্রিপুরা

চ) সেক্রেটারী, ত্রিপুরা রাজ্য দিন মজুর ইউনিয়ন সেন্ট্রালষ্টোর, অরুন্ধুতিনগর, আগরতলা ত্রিপুরা

ছ) শ্রী আর, কে, দত্ত, ধর্মনগর, ত্রিপুরা

জ) শ্রমিক সমিতি রাজবাড়ী রোড, ধর্মনগর ত্রিপুরা,
চুক্তি সর্তসমূহ সম্বলিত 'ক' বিবরনীতে দেওয়া হল

২। ১৯৮৮ জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কোন মাসে কত পরিমান চাউল রাজ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল এবং ঠিকে দাররা কে কত পরিমান চাল গুয়াহাটি এবং ধর্মনগর থেকে পরিবহন করেছেন তাহার হিসাব সম্বলিত তালিকা 'খ' তে দেওয়া হইল।

৩। হ্যাঁ

৪। গুয়াহাটি হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত চালের পরিবহন ভাড়ার হার ১/৪/৮৭ ইং হইতে ১৮/৫/৮৭ইং পর্য্যন্ত Negotiation এর ভিত্তিতে কুইন্টল প্রতি ৫৯/০০ টাকা ধার্য্য হয়। ১৯/৫/৮৭ ইং হইতে ৩১/৫/৮৮ইং পর্য্যন্ত ঐ হার নিম্ন দরপত্র মূলে ঐ ভাড়ার হার হয় কুইন্টল প্রতি ৫৮.২১ টাকা এবং ১৫/৬/৮৮ইং হইতে Negotiation এ তাড়াতাড়ি প্রয়োজনানু সারে ঐ ভাড়ার হার এক মাসের জন্য হয় কুইন্টাল প্রতি ৫৯.৫ টাকা এবং ঐ দরে মাত্র এক গাড়ী চাল আনা হইয়াছে।

ANNEXURE "A"

AGREEMENT

Articles of Agreement made this day of .... ... between the Governor of Tripura here in after referred to as the Government ( which expression shall unless excluded by or repugnant to the Context include his successors and assignees of the one part.

AND

Shri .. .. ... .. ... .. S/O .. ... ... ... ... ... .. ...
of ... ... ... ... . ... P. S. . ... ... .. ... ... District ... ... ..
hereinafter referred to as the CONTRACTOR ( which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his successor and assignees ) of the other part.

WHEREAS, the Contractor has submitted a tender for Transporting and Carrying of such quantity of Government Foodgrains and other goods excluding edible oil ( hereinafter called 'GRAINS' ) as would be authorised by the Director of Food and Civil Supplies, Tripura, Agartala from time to time from F. C. I. depot Gowahati to ... ... ... ... ... ... Government godown during the year 1987-88.

AND WHEREAS, the aforsaid tender dated .. . . ... has been accepted by the Government upon the terms and conditions stated below :—

ANDWHEREAS, the aforsaid tender has been accepted on the specific condition that the Contractor has to furnish Security of a sum of Rs ... ... ... . . ( Rupees ...... ..... ) only in the shape of Band Guarantee Band in the name of Director of Food and Civil Supplies, Tripura, Agartala and same has been furnished vide Band Guarantee Bond No . .. .. . dated . issued from the ... ... ... Bank, Agartala for Rs .. . . ( Rupees .. ... ... ... . ) only abd vida D. A. C./N. S. C./F. D. R /Re-investment certificate/Treast /Sub-Treasury challan No ..- ... dated .. .. ... as Security Deposit for the due and faithfully discharge of the duties of the Contractor during the period of Contract that is to say from ... ... ... ... ... ... till the 31st Marcy, 1988 and performance the duties describes in carrhing of Government Foodgrains and other goods to such extent as the Director of Food and Civil Supplies, Tripura, Agartala would entrurst to the Contractor from time to time from F. C. I depot at Gowahati to ... .. ... .. ... Government godown and also for the fulfill'in and instructions issued from time to time by the Government within the period of contract.

The appointment shall deemed to have commeiced from . . . .. ... ... . 1987 and shall concinue until detarmar as hereinafter provided :—

Now it is hereby agreed oy and between the parties as follows :—

1. Thst the foodgrains from F. C. I. Gowahati are moved by the surface route.

2. That the Contractor shall take delivery of the gains from Food Corporation of Indias despatching station.

3. That the Contractor shall take cent percent weigh men of grains from F. C. I Depot in presence of State Government representives.

4. That the Contractor shall take proper care of grains during transit and take proper steps for the prevention of deterioration, shortage and damage to the grains while in his custody.

5. That the Contractor shall not be resposible for any loss, damage or deterioration etc. of the grains caused due to any act of violance or commumal distur bance or any act of God but in case of loss or damage for want of proper care or negligence on the part of the Contractor, the Government will realise from the Contractor reasonable compensation which will inclued (i) economic price or highest market price of grains prevelent in Tripura at the material time weichever is highest and (ii) cost of bags and incidental eharges as may be legitimately troated as elements of cost.

6. Ordinarily No road transit shortage will be allow by the Government. But in appropriate case the Government may at its discretion allow shortage as it consider reasonable provided it is fully satisfied that the Contrac is in no way responsible for such shortage

7. That the Contractor shall carry him usual despart. Invoices (Procurement Form No. 5 ) duly filled in and signee by the Assistant Director (Technical)/or other officer deputed for this purpose at Gowahati.

8. That the Contractor shall be personally liable for delivery of any lesser quantity of grains in bags than that mentioned in the Despatch Invoice and shall be responsible for

loss of any gunny bags. Value of lesser quantity of grains and gunny bags, if any, shall be recovered from Contractor in case at the rate mentioned at Clause—5.

9. That the Contractor shall be bound to report with his means of transport for carrying of foodgrains at the station at Gowahati and to the officer specified in the work Order for taking delivery of grains with bags and report with grains to the destination godown at Agartala immediately and in case within 10 ( ten ) days from the date of when the work Order is delivered to him subject to carrying of not less than 150 ( one hundred fifty ) M. T. the minimum daily. The time allowed for transport shall be strictly observed by the Contractor and it shall be reckond from the date on which the order to commence work is deliver to him. The work shall throug out the stipulated period of contract be proceeded with all diligence ( time being essence of the contract ). In case of failure to carry and elivery the foodgrains within the stipulated period mentioned in the work order th Contractor shall be liable to pay liquidated damage at the rate 1% ( one percent ) of tota value of the grains covered by that work after the stipulated period in addition to other remedies referred in the Agreement. And further to ensure good progress during carrying of food the Contractor shall be bound to lift one-fourth of the total quantity of grain before one-four of the total quantity of grains before one-half the such time has elaps and three-fourth of the total quantity before threefourth of such time had clapsed. In the event of Contractor failure to comply with these conditions he shall be liable to pay as compensation an amount equal to 1 % ( one percent ) or such smaller amount as the Director of Food & Civii Supplies, Tripura, Agartala shall decide. The Director of Food & Civil Supplies, Tripura. Agartala however, will be competent to extend the stipulated period mentioned in any work order for reasons to be recorded in writing in exceptional circumstances.

10. That the Contractor shall not get any seperate handling charge for transporting of grains.

11. That the Contractos shall see that the grains are bagged in serviceable gunnies before taking delivery of grains for transport from F. C. I. Depot at Gauhati.

12. That at the time of taking delivery of foodgrains at the despatching station the Contractor shall take sample of grains on sealed cover in the presence of the officer authorised for supervision of such despatch and the Contractor shall be bound to delivery to deatination godowns identical quality of grains conforming to such sample.

13. That the Contractor shall submit the bill for payment of the transport cost along with Receipted copy (marked as extra copy) of despatch invoices.

14. That the Contractor snall got Rs. 47' 85 (Rupees forty seven and paise eightyfive) Rs. 74·00 ( Rupees fortyseven ) and Rs 56'00 (Rupees fiftysix) only per quintal including the weight of the containers of grains actually cartied from Gauhati to Central Stores, Arundhutinagar. Agartala Teliamura and Amarpur Govt. godowns respectively incluaive of the charges for 100 % weighment, uns talking, transhipment on way, if any, standardisation of bags, stacking at godown and screeing, salvaging, rebagging sewing etc. of the grains if necessary at both receiving and despatching ends.

15 ( A ) That is the event. the Contractor utilises the services of the labourers of Central Stores, Arundhutinagar, Agartala. Teliamura godown and Amarpur Govt. godown or any other Government Stores, he should make payment of labour charge to the labourers at the rate not below the rate approved by the Government for such work at Central Stores, Arundhutinagar, Agartala, Teliamura Govt. godown and Amarpur Govt. godown.

15. (B) In the event of Contractor engaging the labourers of Central Stores, Arundhutinagar, Agartala, Teliamura Govt. godown and Amarpur Govt. godown or any other Government foodgrains at any place outside the premises of Central Stores, Arundhutinagar, Agartala, Teliamua Govt godown and Amarpur Govt. godown the rate of payment for such work should be settled on negotiation with the Laboures prior to their engagement.

16. That in case of violation or breach of any of the terms and conditions of the contract. the contract may be terminated by the Government at any time without previous notice.

17. That the Contractor has furnished a Bank Guaranee Bond of a sum of Rs. 1, 1. 000/—( Rupees One lakh fifteen thousand ) only issued from the punjab & Sind Bank. Agartala in the name of the Director of Food and Civil Supplies. Tripura, Agartala as a Security Deposit for the due and faithful performance of his duties as a contractor for the due accounting, performing the duties herein before mentioned and also for the fulfilment and compliance with the orders and instructions issued by the Director o Food & Civil Supplies Agartala from time to time

18, That the Contractor also agrees to a 10 % ( Ten percent ) deduction from each running bill being made as an additional Security Deposit for the due andul faithf performance of his duties as Contractor and for the due accounting and performance of the duties hereinbefore mentioned and also for the fulfilment of and compliance with the orders and instructions issued by the Director of Food & Civil Supplies, Tripura, Agartala from time to time.

Alternatively the contractor shall deposit a Bank Guarntee Bond to the extend of Rs. ( Rupees ............ ) only on .............. or any

other Nationalised Bank in lieu of additional Security Deposit referred to above. Accordingly Shri Jagadish Ch. Saha Transport Contractor has deposited the Bank Guarantee Bond for Rs. ..................... only bearing No .................. dated ... ... ... issuod by the .. .......... .. ...

19. In the event of Contractor's to carry the foodgraius to the prescrived destination with the stipulated period the Government shall gave the right to rescind the contract, beside forfeiting the Security Deposit and recovering other damage which may be legally admissible.

20. That this agreement shall be deemed to be an Agreement entered into under the orders of the Government for the performance of the public duty within the meaning of Section 74 of the Indian Contract Act, 1872 and the whole security money shall also be liable to be realised and forfeited to the Government in the event of any breach by the contractor of all or any of the terms and conditions thereof,

21. .That the Government of any Officer having authority in this behalf shall subject to the provisions contained in Clause 22 hereinafter appearing held and retain the Security Deposit so long as the following conditions remain to be fulfilled, that is to say :—

22. (a) That the Contractor shall during the continuance of the contract period aforesaid faithfully, diligently, honestly, discharge all singular duties as laid down and shall not at any time quit or neglet the performance of the said duties or resigg his contracted service.

22. 9. b) That the Contractor shall during the continuance of his contracted service indemnify and save the Government from and against all loss-es, costs, damages and expenses which shall or at any time or times hereinafter be sustained by the Government or any officer of the said Government from, or through the neglect, failure, misconduct, disobedience, commission of insolvency of the contractor or any person

serving under or employed by him or from through the comsuming. wasting, embessling, steeling, mispending, losing, misapplying or otherwise dishonestly or negligently or through oversight or violance making away or parting with any property or parts thereof by any person or persons whomsoever while the contractor shall continue to act any such work contracted by him.

23. In the event of any breach or default of all or any of the conditions herein before mentioned, the Government may take and forfeit to it self the whole amount of the Security Deposit in addition to other panel consequance that may follow under the terms and conditions of this Agreement such forfeiture shall not be called in question in any Court of Law by the Contractor.

Provided that the Government may ins-tead of taking and forfeiting to it self the whole amount of the Security Deposit retain only so much as it may, in its absolute discretion demmed to compendate, reimburse or Indemaity in recpect of the lose or damage or inconveniences sustained by reasons of the breach or deffault committed and neither the contractor nor his lawful heirs, representatives or assigas shall have the right or claim or any such refund.

23. (a) Any sum of money due and payable to the contractor ( including security Deposit returnable to him ) under this contract may be appropriated by the Government and set off against any claim of the Government for payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the Contractor with the Government.

23. (b) The contract may be extended beyond 31st March, 1988 at the sole discretion of the Government by such period or periods as it may deem proper subject to a maximum period of 6 ( six ) months in total and the Contractor shall be bound to do the work upto such extanded time on the same terms and condition.

24. After the faithful discharge of the contract the Security Deposit shall if there have been no breach or default in all or any of the conditions herein before mentioned any if there shall be no claim or demand outstanding against him in favour of the

Government be refunded any paid to the said Contractor or to his lawful heirs, legal representatives or assignor as the case may be.

provided that Government may, in its discretion retain the Security Deposit for a period not cxceeding 6. ( six ) months after the expiry of the contracted period for the purpose of ascertaining itself that there has been no breach or default as aforesaid and that no claim or demand is so outstanding.

25. That the forfeiture or refund as the case may be or Security Deposit shall not in any way affect, time limit or extinguish any remedy or relief to which the Government at any time be lawfully entitled against the Contractor in respect of carrying done or omitted to be done by him as Contractor either before or after such forfeiture or refund and nothing in this Agreement contained shall be deemed to relieve in the Contractor from any suit, prosecution or proceedings to which he may be liable under any law for the time being in force in respect of anything done by him or omitted to be done at any time.

26. In the event of Contractor's failure to transport of foodgrains to the prescribed destinations. the Government will have the right to get the work done through any other Contractor. The difference expenditure i e, extra expenditure involved in such an event shall have to be made good by the Contractor. In case the Security Deposit and any other money due to the Contractor from Government do not suffice to meet the such expenditure, the Government will have the right to recovery the full amount of such expenditure from the contractor.

26 Subject to the other provisions of this Agreement in case of any dispute between the parties to this Agreement arising out of the contract the

same shall be reffered to the sole arbitration of the Governor of Tripura or any Officer not below the rank of a Secretary of a Department as may be author sed by him.

28. Notwlthstanding anything contained in the agreement the termsrg and condition stipulated in the Tender Notice shall from as part of condtion of this agreement.

IN WITNESS WHERE OF THE PARTY MENTIONED ABOVE SET THEIR RESPECTIVE HAND SON THE DATE AND YEAR MENTIONED AGAINST THEIR SIGNATURE.

Witness

1.

2.

3.

Sectetary/Director
Food & Civil Supplies Departmant/
Directorate
Govt. of Tripura, Agartala.

( ANNEXURE "B" )

| Sl. No. | Name of the month | Total Allotment per monson | FOODGRAIN LIFTED | | Quantity lifted. Figure in MT | Name of Transport Contractor. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | From F. C. I Depot at | To State Govt. Godown at. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | January, 1988 | 14,500-MT | Dharmanagar | Dharmanagar | 921-MT | Sramik Samity Rajbari, Dharmanagar. |
| 2. | February, 1988 | 12,500-MT | Dharmanagar | Dharmanagar | 1,943-MT | Tripura Rajya Din Majdur Union. |
| 3. | March, 1988 | 12,500-MT | Dharmanagar | Dharmanagar | 1,22B-MT | —do— |
| 4. | April, 1988 | 12,500-MT | Guahati | Agartala | 189-MT | J. C. Saha. |
| | | | Guahati | Agartala | 1,297-MT | T. T. O. S. |
| | | | Guahati | Dharmanagar | 914-MT | Plenters Airways; |
| 5. | April, 1988 | 12,500-MT | Dharmanagar | Dharmanagar | 1,800-MT | Sramik Sami... Rajbari, Dharmanagar. |
| | | | Guahati | Agartala | 1,133-MT | T. T. O. S. |

Admitted Unstarred Question No, 23,

Name of the Members :– (1) Shri Nakul Ch. Das,

(2) Shri Dhirendra Ch, Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

—: প্রশ্ন :—

১) রাজ্যে ১৯৮৮ ইং সনের ৩১শে মে পর্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যা কত? শিক্ষাগত শ্রেণী বিন্যাস সহ তার বিবরণ,

২) ঐ সকল বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কি কি উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছেন ?

৩) বেকারদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য বর্তমান সরকার কি নীতি গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ।

Hon'ble Minister-in-Charge.
Manpower And Employment Department :— Shri ARUN KAR.

—: উত্তর :—

১। রাজ্যে ১৯৮৮ইং সনের ৩১শে মে পর্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ১,৩০,৬০৯ জন :—
শিক্ষাগত শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ :—

মেট্রিক বা তৎসমতুল্য পাশ— ৫৬, ৮২৫ জন।

স্নাতক — ১২, ২৬০ জন।

স্নাতকোত্তর— ৮৯৩ জন।

মেট্রিক পাশের নীচে— ৫৪, ৬৬৭ জন।

কারিগরী শিক্ষিত— ৫, ৯৬৪ জন।

২। বেকার যুবকদের জন্য সরকার I, R, D, P, S, R, E, P, N, R, E, P, Self Employment Enterpreuuceship ইত্যাদি স্কীমে অধিকতর কর্ম সংস্থানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন। উপযুক্ত কর্ম প্রার্থীদের দ্বারা বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদগুলি যথাশীঘ্র সম্ভব পূরণের জন্য উদ্যোগ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বিগত সরকারের আমলে ত্রিপুরাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে আন্তরিক উদ্যোগ নেন নাই। বর্তমান সরকার ত্রিপুরাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পস্থাপন করে উপযুক্ত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন ও উদ্যোগ নিচ্ছেন। ত্রিপুরার বেকার যুবক যুবতীদের রাজ্যের মধ্যে ও রাজ্যের বাহিরে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে বিভিন্ন ( Non Gazatted ) পদে যথা—Clerk/U.D.Clerk/Stenographer Jr. Accountant/Auditor/ Inspector নিয়োগের জন্য ভারত সরকারের staff Selection Commission এর বিভিন্ন লিখিত পরীক্ষায় উপযুক্ত করে তোলার জন্য আগরতলা womens' College এ কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়।

রাজ্যে উপযুক্ত তফসিলী জাতি ও তপঃ উপজাতিদের Stenographer ও Type 'writing শিক্ষণ 'কেন্দ্র সরকারী খরচে আগরতলায় পরিচালনার ব্যবস্থা করেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীতে সরাসরি ভর্তির জন্য আগরতলাতে একটি স্থায়ী Branch Recruitment Office স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রের নিকট অনুরোধ করেছেন। উপজাতি এলাকাতে বিভিন্ন কৃষি ও ফলচাষ অর্থকরী ভাবে প্রসারের জন্য নূতন নূতন প্রকল্প গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

৩। বেকারদের সরকারী কাজে নিযুক্তির ব্যাপারে একটি নিয়োগ নীতি গত ৮ — ৬ — ৮৮ইং Appointment & Services Department এর No F.I (2) - GA/77 মোতাবেক প্রনয়ণ করেছেন। এই নীতির মুখ্য বিষয় শতকরা ৫০ ভাগ মেধা ভিত্তিক ও শতকরা ৫০ ভাগ প্রয়োজন ভিত্তিক চাকুরী দেওয়া হবে এবং ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষই সমান সুযোগ পাবেন।

Admitted Un-starred ( Question No 24 )

Name of M. L. A. :- Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :

1. Name of the I. P. S, I. A. S, T. P. S, T. C. S. and other Gazetted

**Officers transferred to North District of Tripura during March and April, 1988, with dates of the transfers showing designation of such officers.**

ANSWER

Minister in-charge of the Apptt. & Services Deptt.

( Shri S. R. Majumder )
Chief Minister

Names and designation of the I. P. S, I. A. S. T. P. S. and other Gazetted officers who were transferred to North Tripnra District during March and April' 88 are given in the emclosed statement showing the respective dates etc. of their transfer to North Tripura District.

| Name of the officers transferred to North Tripura District during March & April, 1988 : | Date of transfer |
|---|---|
| 1. Shri K. R. Bhattacherjee, IAS (RCS) | 12-4-88 |
| 2. Shri Salil Kumar Ganguly Inspector of Police | 15-3 88 |
| 3. Shri S. R. Sinha, Addl District & Sessions Judge. | 28-3 88 |
| 4. Shri Durga Das Purkayastha, Addl. District and Sessions Judge. | 28-3-88 |
| 5. Shri Sukdev Roy, District & Sessions Judge | 28-3 88 |
| 6. Shri A. R. Bhattacherjee, Dy. S. P. (SB), TPS | 14-3 88 |
| 7. Shri M. L. Chakraborty, Dy. S. P. (LR), TPS | 14-3-88 |
| 8. Shri S. K. Darlong Asstt. Commandant, TPS | 14-3-88 |
| 9. Shri S. M. Ganguly, Inspector, Vigilance | 14-3-88 |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | Shri S. Bhowmik TCS-Gr. II ( Designation ) | 16-3-88 |
| 11. | Shri Kishore Ambuly, TCS-Gr. II ( Designation ) | 7-3-88 |
| 12. | Shri Mihir Ranjan Sinha, Asstt. Conservator of Forest | 21-3-88 |
| 13. | Shri Subodh Ranjan Das, Supeintendent of Fisheries | 8-4-88 |

Admitted Un-starred Question No : 27

Name of M. L. A. :— **Shri Gopal Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state

১। রাজ্যের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ১৯৮৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কতগুলি শূন্যপদ ছিল ( বিভাগ ভিত্তিক এবং গ্রেড ভিত্তিক হিসাব );

২। ১৯৮৮ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত সেই শূন্য পদের সংখ্যা কত হয়েছে; ( বিভাগ ভিত্তিক ও গ্রেড ভিত্তিক হিসাব )

৩। তার মধ্যে তফ্‌সিলী উপজাতি ও তফ্‌সিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত কতটি পদ রয়েছে ( বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ) ?

Answer

| | |
|---|---|
| Minister-in-charge of the | ( S. R. Majumder ) |
| Apptt. & Services Deptt. | Chief Minister |

১, ২ এবং— ৩ নং যাবতীয় তথ্য সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

| Sl. No. | Name of Department. | Number of vacant post as on 31-1-1988. | | | | No. of vacant post as on 31-5-1988. | | | | No of posts reserved for SC/ST | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Class-I | Class-II | Class-III | Class-IV | Class-I | Class-II | Class-III | Cl.-IV | Sch. Cast | S.T. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Weight & Masures. | — | 2 | 5 | 2 | — | 2 | 3 | — | 3 | 1 | |
| 2. | Employment Services Man Power | 1 | 10 | 21 | — | 1 | 10 | 21 | — | 11 | 2 | |
| 3. | Science T & E | — | 5 | 44 | 20 | — | 5 | 44 | 20 | 17 | 29 | |
| 4. | Printing & S. Deptt. | — | 1 | 53 | 17 | 1 | 1 | 54 | 17 | 12 | 31 | |
| 5. | Vigilance Orgn, | — | 2 | 4 | — | 1 | 3 | 4 | — | 1 | — | |
| 6. | Evaluation Orgn. | — | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | 2 | |
| 7. | Factories & B. Orgn | — | 2 | 7 | 4 | — | 2 | 7 | 4 | — | 6 | |
| 8. | State Level Monitaring Cell (IRDP RDD) | — | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 9. | Dte. of Statistics. | 1 | 7 | 35 | 1 | | 7 | 35 | 1 | 8 | 15 | |
| 10. | T. P. S. C. | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 4 | 2 | — | 6 | |
| 11. | Prison Directorate | | 2 | 21 | 28 | — | 2 | 21 | 28 | 7 | 23 | |
| 12. | Rajya Sainik Board | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 13. | Chief Engineer (Elec,) | 3 | 10 | 270 | 36 | 3 | 13 | 294 | 48 | 143 | 36 | |
| 14. | Dte. of Planning | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | 3 | 11 | |
| 15. | Town & Country Plng | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
| 16. | Small Savings & G. I | — | 1 | 7 | 4 | — | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
| 17. | Civil Defence | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | |
| 18, | Dte. of Research | — | — | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | |
| 19, | Rural Eng. Divn | — | — | 3 | 2 | — | — | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 20, | Asstt, Transport Commr | | | | | | | | | | | |
| 21, | Labour Deptt | — | 1 | 27 | 13 | — | 1 | 32 | 13 | 8 | 17 | |
| 22, | Dte. of S. T. | — | 4 | 68 | 29 | — | 4 | 67 | 29 | 12 | 44 | |
| 23, | T. R. P & P. G. P. | 1 | 1 | 99 | 11 | 1 | 1 | 98 | 11 | 15 | 29 | |
| 24. | Fire Services Dte. | 1 | 2 | 163 | 34 | 2 | 2 | 163 | 34 | 35 | 85 | |
| 25. | Executive Engir. Kught | — | | 7 | — | — | — | 7 | — | note indicated | | |
| 26. | D. R. D. A North | — | 4 | 1 | — | — | 4 | 1 | — | — | — | |
| 27. | District Registrar (S, | — | — | 5 | 4 | — | — | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| 28. | Law Deptt. | 5 | 7 | 4 | — | 5 | 4 | 4 | — | — | 2 | |
| 29. | D. R. D. A West | — | 3 | 1 | — | — | - | — | — | — | — | |
| 30. | Cooperative Deptt, | — | 2 | 81 | 16 | 2 | — | 80 | 16 | 17 | 50 | |

সজীয় তালিকা

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Food & Civil Supplies. | - | 12 | 64 | 90 | - | 12 | 64 | 90 | 23 | 53 | |
| 32. | Relief & Rehtt. | - | — | 4 | 1 | - - | — | 4 | 1 | — | 4 | |
| 33. | Deptt. of Fisheries. | - | 15 | 123 | 13 | — | 14 | 122 | 13 | 72 | 22 | |
| 34. | P. W. Deptt. | 5 | 22 | 406 | 303 | 5 | 22 | 406 | 377 | 79 | 206 | |
| 35. | Dist Registrar ( N ). | - | — | 10 | 3 | — | — | 11 | 3 | - | — | |
| 36 | Animal Husbandry. | 2 | 81 | 607 | 117 | 2 | 81 | 590 | 116 | 134 | 339 | |
| 37 | Dist Session Judge ( S ). | - | — | 1 | — | — | — | 8 | 83 | — | — | |
| 38 | S.A. Deptt. | - | — | 93 | 25 | — | — | 94 | 25 | 40 | 77 | |
| 39 | Collector of Excise (N) | - | — | 3 | 2 | - | - | 4 | 2 | 1 | — | |
| 40 | Land Records Seltt. | 1 | 5 | 64 | 130 | 1 | 5 | 65 | 130 | 17 | 132 | |
| 41 | Social Edn. | 1 | 33 | 122 | 35 | 1 | 33 | 122 | 35 | 16 | 53 | |
| 42 | Djst Session Judge (N) | - | — | 11 | 5 | — | — | 8 | 5 | — | — | |
| 43 | D.R.D.A. South. | - | 4 | 3 | — | — | 4 | 3 | — | — | 2 | |
| 44 | Dist Registrar (W) | - | — | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 45 | Collector of Excise (S) | - | — | 6 | 7 | — | — | 6 | 7 | 1 | 5 | |
| 46 | School Edn. | 1 | 374 | 2826 | 688 | 1 | 374 | 2807 | 683 | 464 | 1482 | |
| | ( Fix pay ) | - | — | 310 | — | — | — | 310 | — | 39 | 68 | |
| 47 | C.E. ( I. F. C. ) | 2 | 7 | 471 | 490 | 2 | 7 | 430 | 352 | 100 | 337 | |
| 48 | Industries Deptt. | 3 | 19 | 208 | 67 | 3 | 19 | 211 | 67 | 87 | 158 | |
| 49 | D.M. & Collector ( W ) | - | — | 102 | 27 | — | — | 106 | 57 | 25 | 71 | |
| 50 | Higher Education. | 6 | 97 | 13 | 93 | 4 | 97 | 67 | 117 | 44 | 86 | |
| 51 | Departmental Ing. | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | |
| 52 | Dist & Session Judge W | - | - - | 33 | 10 | — | — | 21 | 8 | 6 | 18 | |
| 53 | C.E. ( Election. ) | - | 1 | 9 | — | — | 1 | 9 | — | — | 6 | |
| 54 | Dte. off. C.A.T. | 2 | 18 | 156 | 67 | 2 | 17 | 155 | 65 | 17 | 75 | |
| 55 | Panchayat Raj Deptt. | - | 3 | 158 | 4 | — | 1 | 160 | 4 | 22 | 68 | |
| 56 | I.G. Police. | - | 62 | 1176 | 181 | — | 62 | 1176 | 131 | 414 | 591 | |
| | ( State Rifles ) | - | — | 347 | 9 | — | — | 347 | 9 | 78 | 186 | |
| 57 | Appt & Services Deptt. | 18 | 140 | 320 | - | 11 | 137 | 323 | — | 75 | 152 | |
| 58 | D.M. & Collector ( S ) | - | — | 52 | 13 | — | — | 92 | 14 | 6 | 37 | |

## ADMITTED ( UNSTARRED ) QUESTION NO : 33

Name of Member : Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be Pleased to state

১) ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কতগুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে আছে, এবং

২) বন্ধ হয়ে থাকার কারণ ?

উত্তর

১) এবং ( ২ )

১৯৭৮ ইং সন থেকে ১৯৮৭ ইং সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার নিম্নলিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ ছিল। বন্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি নাম সহ কারণ নীচে দেওয়া হল :—

ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের অন্তর্গত :

| ক্রমিক নং | বন্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম | বন্ধের কারণ |
|---|---|---|
| ১। ক) | খাম্মেশ্বরী চিনিকল, শান্তির বাজার, বিলোনীয়া, | ২। ক) ১৯৭৪-৭৫ইং সনে চালু হওয়ার পর থেকে খাম্মেশ্বরী চিনিকলটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় ক্রমাগত লোকসানের জন্য কারখানাটি বন্ধ করে দেয়া হয় |
| ১ (খ) | ইটভাট্টা ২টি বিলোনীয়া মহকুমার নলুয়ায় --১টি এবং শাক্রা মহকুমার হরিণাতে—১টি। | (খ) ১৯৮০-৮১ইং আর্থিক বৎসরে বিলোনীয়া মহকুমার নলুয়াতে ১০'২২ একর জমি লিজ নিয়ে ইটের ভাট্টা খোলা হয় পূর্তবিভাগের জল সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ দপ্তরের |

| ক্রমিক নং | বন্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহ নাম | বন্ধের কারণ সমূহ |
|---|---|---|
| | | প্রস্তাবিত মহামুখ বাঁধের ইটের চাহিদার যোগান দেবার জন্য। কিন্তু পরবর্তী কালে উক্ত দপ্তর কর্তৃক প্রকল্প বাতিল হওয়ায় এবং সরকারের কোন চাহিদা না থাকায় দুই বৎসর উৎপাদন চালু রাখার পর ভাট্টাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। |
| | | সাব্রুমের হরিনাতে ১৯৮১-৮২ইং আর্থিক বৎসরে ১১'৬৫ একর জমি লিজ নিয়ে একটি ইট ভাট্টা খোলা হয় পূর্তদপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উক্ত দপ্তরের চাহিদা যা, তা ভাটায় লাভজনকভাবে চালানোর পক্ষে অনুকূল না হওয়াতে ভাট্টাটি পাকাপাকি ভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। |

উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত

| ক্রমিক নং | বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম | বন্ধের কারণ সমূহ |
|---|---|---|
| ১ (ক) | মেসার্স রামকৃষ্ণ কেইন এণ্ড বেম্বো ইণ্ডাষ্ট্রি, মিশন রোড, ধর্মনগর। | ২ (ক) মালিক নিজে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ায়। |
| (খ) | মেসার্স ধর্মনগর ব্রিক ক্লিন, নতুনবাজার ধর্মনগর। | (খ) পার্টনারগণের মধ্যে মতানৈক্য ও আর্থিক অসুবিধাহেতু। |
| (গ) | মেসার্স ত্রিপুরা ক্যাটল ফিড এবং এলাইড প্রোডাক্টস্। | (গ) বাজারের অভাব। |
| (ঘ) | মেসার্স মুক্তি সূর্য্য প্রেস, ধর্মনগর। | (ঘ) ব্যাঙ্ক থেকে Finance না পাওয়ার জন্য। |
| (ঙ) | মেসার্স সনবিম ইণ্ডাষ্ট্রি, ধর্মনগর। | (ঙ) Financial assistance এর অভাবে। |
| (চ) | মেসার্স সাথী ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রি, কৈলাসহর। | (চ) Financial assistance এর অভাবে বাজারের অভাবে। |
| (ছ) | খোলা বিড়ি ফ্যাক্টরী, কমলপুর। | |

| ক্রমিক নং | বন্ধশিল্পপ্রতিষ্ঠানের নাম | বন্ধের কারণ সমূহ |
|---|---|---|
| জ) | ন্যাশনাল এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী, কুমারঘাট | জ) পাটনারগনের উশৃঙ্খলতার জন্য |
| ঝ) | মেসার্স শিপ্রা ক্যাবিনেট, কৈলাসহর | ঝ) আর্থিক দুর্বলতা হেতু |
| ঞ) | শিল্পশ্রী ক্যাবিনেট, কৈলাসহর। | ঞ) মালিক নিজে অন্যত্র অন্যকাজে নিযুক্ত থাকায়। |
| ট) | রবিসোপ ফ্যাক্টরী, কৈলাসহব | ট) আর্থিক দুর্বলতা হেতু। |

অন্য কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ নেই।

Admitted Unstarred Question No, 39, asked by Shri Samar Choudhury M. L. A. and Shri Jitendra Sarkar. M. L. A.

Questions

will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের জন্য গুজরাট থেকে লবন পরিবহনের জন্য ঠিকেদার সম্প্রতি পরিবর্তন করা হয়েছে?

২। যদি সত্য হয় তবে নতুন ঠিকেদার নির্বাচনের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করে রাজ্যের কোন্ কোন্ পত্র পত্রিকায় কোন তারিখে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। এবং

৩। যে সকল ঠিকেদার দরপত্র জমা দিয়েছিলেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা?

ANSWER

Replied by the inister-in-Charge of Food & Civil Supplies Dptt.

১। না।

২। নতুন ঠিকেদার নিয়োগ করার জন্য দরপত্র আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি রাজ্যের ভিতরের এবং বাইরের বিভিন্ন লবন সংস্থা ও সরবরাহ কারকদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে। দরপত্র গ্রহনের শেষ

তারিখ ১৩/৬/৮৮ইং পর্যান্ত বাড়িয়ে গত ৬/৬/৮৮ইং তারিখে বিজ্ঞপ্তি দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পন পত্রিকায় প্রচারের জন্য দেওয়া হয়েছে

৩। [ক] ত্রিপুরা ফেয়ার প্রাইস মার্কেটিং কো-অপারেটিভ ৪৭নং নেতাজী সুভাষ রোড, আগরতলা ত্রিপুরা।

[খ] তিরুপতি সেলস্ করপোরেশন, আর, কে, গৌর মার্কেট ফেন্সি বাজার ; গৌহাটি।

[গ] কল্পনা সল্ট ওয়ার্কস, গান্ধী ধাম, গুজরাট।

[ঘ] শ্রী টি, সি, ঘোরাবাথ, ডি, এন, ভি, রোড, ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা।

[ঙ] লক্ষ্মী স্টোরস, ২৯ পামথ মার্কেট, গান্ধীধাম, গুজরাট। কেম্প-এন, এস রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।

[চ] শ্রী কৃষ্ণধন পাল, শান্তি পাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা।

[ছ] শ্রী এস, কে, মোদক ভৌমিক, রামনগর রোড নং-৮, আগরতলা, ত্রিপুরা।

[জ] শ্রী এম, এল, মোদক ভৌমিক রামনগর রোড নং – ৮, আগরতলা, ত্রিপুরা।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly meet in the Assembly House, Tripura on Thursday, the 14th July, 1988, at 11.00 A. M.

## PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Speaker, 7 (Seven) Ministers, New Ministers of Members. State and 36 (Therty Six) Members.

## QUESTIONS & ANSWERS

মি: স্পিকার : - আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদসদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস ।

শ্রী নকুল দাস ( রাজনগর ) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০ ।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০ ।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কংগ্রেস (ই)-টি, ইউ, জে এস, জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ৩০/৪/৮৮ ইং পর্যন্ত সমগ্র ত্রিপুরায় মোট কয়টি টি. এন. ভি. আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে;

২। এর মধ্যে কয়জন টি. এন. ভি. উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে, এবং

৩। উক্ত টি, এন, ভি. উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার কোন রকম পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে কংগ্রেস (ই)—টি, ইউ, জে,এস, সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর টি, এন, ভি, আক্রমনের কোন ঘটনা এখন পর্যন্ত সংঘটিত হয় নি ।

২। উক্ত সময়ের ভিতর কোন উগ্রপন্থী ধরা পড়ে নাই। তবে ৭৯ জনকে টি, এন,ভি, সহযোগী সন্দেহে টাস্ক ফোর্স আটক করেছে ।

৩। সরকার টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সামরিক বাহিনীর অধীনে একটি টাস্ক ফোর্স বাহিনী নিযুক্ত করেছেন এবং এই বাহিনী এ সমস্যা মোকাবিলায় সম্পূর্ণ সমর্থ ।

**শ্রী নকুল দাস** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কোন ঘটনা ঘটে নি। আমরা দেখছি এই কাঞ্চলামারা ( সদরে ) শিক্ষকদের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছে। খোয়াইয়ে শিক্ষক কর্মচারীদের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছে। ৭০/৮০ বৎসরের বৃদ্ধ তাদের আক্রমণে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়ে দীর্ঘদিন পরে ফিরে গেছেন। কুপিলংগে টি, এন, ভি, এর আক্রমণে দিলীপ কলই আহত হয়েছে। হাজার হাজার টাকা লুঠ করা সত্বেও টি, এন, ভি,—কে ধরা হচ্ছে না। কেন ধরা হচ্ছে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী )** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা ছিল টি, এন, ভি. আক্রমণের কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা। আমি বলেছি কোন ঘটনা ঘটে নি। আর চাঁদা সংক্রান্ত যে কথা বলেছেন এটা সেপারেট কোয়েশ্চান করলে উত্তর দেওয়া হবে।

**শ্রী নকুল দাস** :— উনারা বলছেন টি, এন, ভি,—এর ঘটনা ঘটে নি, রাজ্যে শান্তি আছে। শান্তি যদি ঠিক থাকে তাহলে এই উপদ্রুত এলাকা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে কিনা ? কাজেই টি, এন, ভি. সমস্যা আছে যদি বলেন তাহলে তাদের ধরা হবে কিনা এবং যদি বলেন, নাই, তাহলে উপদ্রুত এলাকা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে কিনা ? কোনটা করবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

**মিঃ স্পিকার** :— এটা সাপ্লীমেণ্টারী হতে পারে না।

**শ্রী নকুল দাস** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, টি. এন. ভি.-র আক্রমনের কতটি ঘটনা ঘটেছে এটা জানা আছে কিনা ?

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন** :— ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি— টি. এন. ভি.-র আক্রমনের ঘটনা বলতে তিনি কি বুঝাতে চাইছেন সেটা উনি পরিস্কার করে বলুন।

**শ্রী দীপক নাগ ( মজলিসপুর )** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রাজ্যে সি. পি. এম. দল টি, এন, ভি, কে মদত দিচ্ছে, কাজেই সি, পি, এম, দলকে বে-আইনী ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা ?

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী )** মিঃ স্পীকার স্যার, টি. এন. ভি.-র মদতদাতাদের প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা সরকারের হাতে আছে আমরা সেগুলি দেখছি— আর কোন রাজনৈতিক দলকে ব্যান করার ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে নাই।

**শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ( প্রমোদ নগর )** :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অম্পিতে শ্রী কৃষ্ণমোহন দেববর্মাকে টি. এন. ভি-র লোকেরা প্রচণ্ড ভাবে মারধর করে এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করান যায় নাই, তারপর পুলিশকে অনুরোধ করে পুলিশের সহায়তায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়— এই ঘটনা জানা আছে কিনা ? যদি জানা থাকে তাহলে কার দ্বারা এই ঘটনা হয়েছিল সেই সম্পর্কে কোন তদন্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করেছেন কিনা ?

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :—** মি: স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

**শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—** আমি এখানে প্রশ্ন করেছি এখানেই জবাব দিতে হবে।

**মি: স্পীকার :—** আপনার কোয়েশ্চানটা সেপারেট আপনি এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং।

**শ্রী গৌরি শঙ্কর রিয়াং—** কোয়েশ্চান নং ১৪।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ( পশুপালন মন্ত্রী ) :—** মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৪, অ্যানিমেল হাসবেনড্রি ডিপার্টমেন্ট।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) বিলোনীয়া মহকুমাস্থিত লাচি ক্যাম্পের নিকটে সমবায় সমিতির মাধ্যমে মোরগ চাষের কোন পরিকল্পনা সরকারের নিকট আছে কিনা? | ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর — বিলোনীয়া মহকুমার লাচি ক্যাম্পের নিকট বীর চন্দ্র মনুতে বীরচন্দ্র মনু মোরগ পালন সমবায় সমিতি লি: নামে একটি সমবায় সমিতি ১৯৮৪ সালে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মনজুরীকৃত টাকায় স্থাপন করা হইয়াছে। মি: স্পীকার স্যার, ১৯৮৪ সালে লাচি ক্যাম্পের নিকট সমবায় সমিতি রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। এ, ডি, সি এই সমিতিকে অর্থ মঞ্জুরী করে থাকে এবং ইহা ষ্টেট কো-অপারেটিভ শান্তির বাজার ব্রাঞ্চের অধীনে আছে। এই সমিতির প্রেসিডেন্ট যিনি তিনি হলেন শ্রী লাল মোহন দেবনাথ, উনি কোন স্কীম নিয়ে আসেন নি, এই জন্য এই কাজটা আপাততঃ বন্ধ আছে। |
| ২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তথায় উক্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? | |

**শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সমিতির ব্যাংক থেকে কিছু টাকা তুলেন কিন্তু বিগত সরকারের আমলে এবং তাদের মদতে ন্যস্ত হয়ে যায়। আমি ইনভেষ্টিগেশন করেছি, একটা কুড়ে ঘর মনে হয় তার খরচ ৫০০ টাকার উপর হবে না। কিন্তু প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যাংক থেকে তোলা হয়েছিল, সে টাকার কি হল সরকার তদন্ত করে দেখবেন কি না?

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ( পশুপালন মন্ত্রী ) :—** আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যায় যে ৯ হাজার টাকা তোলা হয়েছিল, কিন্তু এই টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে তারা হিসাব দিতে পারে নি, সেই জন্য বাকী টাকা তুলতে দেওয়া হয়নি।

শ্রী নকুল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কত টাকা ব্যাংক থেকে তোলা হয়েছে এবং কত টাকা বাকী আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— ( পশুপালন মন্ত্রী ) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, ৯ হাজার টাকা তোলা হয়েছে, বাকী টাকা ব্যাংকে আছে।

শ্রী গৌরি শঙ্কর রিয়াং ( শান্তির বাজার ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৯ হাজার টাকা তোলা হয়েছে। কিন্তু যে কাজ হয়েছে তাতে খরচ হবে ৫০০ টাকার মত। বাকী টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ( পশুপালন মন্ত্রী ) :— স্যার, এই সমিতি এ,ডি,সির অধীনে আছে। সপেসিফিক কেইস পেলে আমরা সেটা এ ডি,সির অফিসে পাঠিয়ে দেব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী ( কল্যমুখ ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭; ল-ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন ( আইন মন্ত্রী ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৭,

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) রাজ্যে আলাদা হাইকোর্ট স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে কি ? | (১) এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। |
| ২) পেয়ে থাকলে আলাদা হাইকোর্ট স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ? | (২) এক নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না। |

শ্রী বাদল চৌধুরী :— এই প্রশ্নটি নিয়ে বার বার আলোচনা হয়েছে। এর আগে যখন মিজো চুক্তি হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মিজোরাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যে আলাদা হাইকোর্ট হবে। তখন পার্লামেণ্টে তদানীন্তন আইন মন্ত্রী অশোক সেন সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আলাদা আলাদা হাইকোর্ট স্থাপন করা হবে। এছাড়া, গত নির্বাচনের আগে কংগ্রেস যখন নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়, তখন এই আলাদা হাইকোর্ট করা হবে বলে তারা তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে সুস্পষ্ট ভাবে লিখেছিলেন, এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়ে সুস্পষ্ট ভাবেই এই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এই আলাদা হাই কোর্ট করার জন্য ফাউণ্ডেশন করেছেন গৌহাটি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। কাজে কাজেই, এই আলাদা হাই কোর্ট কবে ত্রিপুরায় স্থাপিত হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন ( আইনমন্ত্রী ) :— ত্রিপুরা রাজ্যে আলাদা হাইকোর্ট স্থাপন করার জন্য গত ৮-৭-৮৮ ইং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীকে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন। তাছাড়াও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৩০শে মে, ১৯৮৮ ইং কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের জয়েণ্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে আলাপ আলো-

চনা করেছেন। কাজেই রাজ্য সরকার থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যাতে তাড়াতাড়ি করা যায়।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— তবু হচ্ছে না কেন? এটা কি ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতারনা নয়? গৌহাটি যেতে গেলে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়। যা ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই অহেতুক বিলম্ব করার কারণ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের বক্তব্য কি?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (আইন মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতারনার কোন প্রশ্ন নই। আমরা আমাদের ইলেকশন ইস্তাহারে পরিস্কার ভাবেই এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমরা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আলাদা হাই কোর্ট ত্রিপুরা রাজ্যে করবই। কাজেই প্রতারনার প্রশ্ন নয়। তবে, যদি কেহ প্রতারনা করে থাকেন, তাহলে আপনারাই প্রতারনা করেছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজেই আমি এখানে বলতে চাই, মাননীয় আইন মন্ত্রী অবগত আছেন কি, আমরা ইলেকশনের ব্যাপারে ৮টি কেইস করেছি? এর মধ্যে ৩টি কেস্ হয়েছে রুলিং পার্টি হিসাবে এবং বাকী ৫টি কেস্ করেছি বিরোধী হিসাবে। ইলেকসন কেসের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, আর একবার ইলেকশন হয়ে যায়, তবু কেসের রায় বের হয় না হাইকোর্টের। এর মধ্যে একজন আবেদনকারী আইনমন্ত্রীও ছিলেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন গ্যারান্টি দিতে পারবেন কি? যাতে এই সমস্ত কেসের রায় ৬ মাসের মধ্যে বের করা যায় অর্থাৎ, ৬ মাসের মধ্যে এক একটি কেসের বিচার করা হবে সেটার গ্যারান্টি দিতে পারবেন কি? অথবা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে যতদিন আলাদা হাই কোর্ট স্থাপিত না হবে, ততদিনের জন্য একটি স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করার জন্য ব্যবস্থা করতে পারবেন কি? ইলেকশন কমিশন আমাদের বলেছেন, আরো বিচারক দেওয়ার জন্য। সেটার ব্যবস্থা কি করতে পারবেন? আমরা জানি, গৌহাটির পরে সবচেয়ে বেশী কেস্ হয় ত্রিপুরায়। এটা যদি করা না যায়, তাহলে ত্রিপুরার মানুষের খুবই দুর্ভোগ হচ্ছে।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (আইন মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দল নেতা যে প্রশ্ন রেখেছেন তার উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৮.৭.৮৮ ইং আলাদা হাই কোর্ট স্থাপন করার জন্য, পার্মানেন্ট বেঞ্চ স্থাপন করার জন্য, নতুন বিচারপতি নিয়োগ করার জন্য কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীকে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন। নির্বাচনী কেইসগুলি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কিছু বলতে পারেন না। কারন রাজ্য সরকার কমিটেড জুডিশীয়ারিতে বিশ্বাসী নন। যদি আমরা বামফ্রন্ট সরকারের মত কমিটেড জুডিশীয়ারিতে বিশ্বাসী হতাম তাহলে বলতে পারতাম বিচার বিভাগ কেইসগুলি ত্বরান্বিত করবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিশালগড়) :— কোয়েশ্চান নং ৪৪ স্যার।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষিমন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ৪৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) বাইখোরা বাজারে পশ্চিম চরকবাই গাঁও পঞ্চায়েতে কৃষকদের জন্য কোন বাজার সেড্ আছে কিনা,

২ ) থাকিলে বন্টন করা হইয়াছে কিনা, এবং

৩) হয়ে থাকলে কি নিয়মনীতির ভিত্তিতে বন্টন করা হয়েছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১) হাঁ্যা,

২) না, বন্টন করা হয় নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দূর দূরান্ত থেকে আসা কৃষকরা যাতে তাদের নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করতে পারেন তার জন্য কৃষি দপ্তর থেকে এই স্টলগুলি নির্মান করা হয়েছে। সেই স্টলগুলি বামফ্রন্টের ক্যাডাররা বে-আইনী ভাবে কৃষকদের বঞ্চিত করে দখল করে বাম-ফ্রন্ট সরকারের আমলে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ( কৃষি মন্ত্রী ) :— স্যার, বাইখোরা বাজারে দুটো গাঁও পঞ্চায়েত আছে। একটা হলো—পূর্ব্ব চরকবাই এবং অপরটি পশ্চিম চরকবাই গাঁও সভা। পশ্চিম চরকবাই গাঁও পঞ্চা-য়েতে একটা মাত্র স্টল আছে, সেটা এখনও বন্টন করা হয় নি। কাজেই মাননীয় সদস্য মহোদয়ের এই অভিযোগ আসে না।

শ্রী অমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যারা বে-আইনী ভাবে এই স্টলগুলি দখল করে আছে, তাদের উচ্ছেদ করে সেই স্টলগুলি কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানা-বেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ( কৃষি মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি বলেছি যে পশ্চিম চরকবাই-এ এখনও স্টল বন্টন করা নি। তবে পূর্ব্ব চরকবাই-এ ৩ টা স্টল আছে সেগুলি বন্টন করা হয়েছে। স্টল গুলি কৃষি বিভাগ পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেয়, পঞ্চায়েত যাদেরকে সিলেকশান করবে তারাই সেগুলি দখল করতে পারবেন। এই আইন এখনও চালু আছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বাইখোড়া বাজারটি পুড়ে যাওয়ার ফলে ছোট ছোট ব্যব-সায়ীরা ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কিছু স্টল এখনও বিলি করার বাকী আছে। যে-সমস্ত ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সেখানে স্থায়ী দোকান ছিল স্টল বিলি করার ক্ষেত্রে তাদে-রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ( কৃষি মন্ত্রী ) :— স্যার, কৃষি দপ্তর স্টল নির্মান করে দেয়, স্টলগুলি বিলি করে পঞ্চায়েতগুলি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বিত্তা চন্দ্র দেববর্মা ।

শ্রীবিত্তা চন্দ্র দেববর্মা ( আশারাম বাড়ী ) :— কোয়েশ্চান নং ৬৭ স্যার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ( কৃষি মন্ত্রী ) :—কোয়েশ্চান নং ৬৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) চাম্পাহাওর বাজার সম্প্রসারণের জমি ক্রয় করতে চাম্পাহাওর বাজার কমিটি এবং স্থানীয় গাঁও সভার পক্ষ থেকে ১৯৮৭-৮৮ সালে সরকারের নিকট কোন আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়েছিল কিনা,

২) যদি চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) ১৯৮৭-৮৮ সালে চাম্পাহাওর বাজার সম্প্রসারনের জন্য জমি ক্রয় করতে সরকারের নিকট কোন আর্থিক সাহাযা চাওয়া হয় নাই ।

২) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ।

( মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত )

মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ( কল্যানপুর ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪ ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪ ।

১। ( প্রশ্ন )— ইহা কি সত্য যে, ১০ই মে ফটিকরায়ে "ডেইলী দেশের কথা" গ্রাহকদের বিলি করার সময় হকার শ্রীসনৎ দাসকে জিল্লার রহমান নামক এক ব্যক্তি আক্রমন করে তাকে গলা টিপে ধরে এবং ঐ এলাকায় "ডেইলী দেশের কথা" বিক্রি করা চলবে না বলে হুমকি দেয়।

১। ( উত্তর ) প্রথম প্রশ্নের উত্তর ইহা সত্য নহে ।

২। ( প্রশ্ন ) সত্য হলে আক্রমনকারী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

২ ( উত্তর )— প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সত্য নহে। অনুরূপ ভাবে গত ৩রা মে এবং ২৪শে মে সেই জোলাই বাড়ীতে টি.আর.টি.সি, বাস থামিয়ে সাব্রুম এবং সাঁতচাদ টি.আর.টি.সি বাসে "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকাগুলি একজন কংগ্রেস কর্মী সেই পত্রিকা-গুলি নামিয়ে সব ছিড়ে ফেলে এবং বাস ড্রাইভার এবং কনডাক্টরকে হুমকি দিয়ে বলে এই "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকা এখানে আনা চলবে না এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এবং গত ৯ই মে "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকা বিলির সময় হকারের হাত থেকে পত্রিকা ছিনিয়ে নিয়ে মারধোর করা হয় এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য জানাবেন কি ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী** :— স্যার, এই প্রশ্নটার সঙ্গে রিলেটেড। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা যে গত ৩রা মে শান্তির বাজারে প্রগতি সাহিত্য কেন্দ্র থেকে একদল কংগ্রেস কর্মী "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকার এজেন্ট তরুন দাস এবং অরুন সুরকে এই পত্রিকা যাতে আর বিক্রি না করে তার জন্য হুমকি দেওয়া হয় এবং মারধোর করে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কি ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি আগেই বলছি মাননীয় সদস্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব, তবে উনার সেটিসফ্যাকশ্যানের জন্য বলছি এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছে বলে কোথাও এই সরকারের কাছে এই রকম কোন খবর নেই।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন এই রকম খবর উনার জানা নেই, কিন্তু উনি বিভিন্ন থানায় খোঁজ করে দেখবেন কিনা যে পত্রিকার উপর আক্র-মন করা হয়েছে বিশেষ করে "ডেইলী দেশের কথা", এমন কি "ত্রিপুরা দর্পন" এবং "আজকালের" মত পত্রিকা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে, থানায় নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে, পুলিশের রিপোর্টে রয়েছে, সমস্ত কেইস এই যে পত্রিকার উপর আক্রমন হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে রাজ্য সরকার এই সমস্ত পত্রিকা-গুলি বিক্রি করার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন** ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি আলাদা প্রশ্ন করলে আমি দেখবো এবং এখন পর্যন্ত সরকারের কাছে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছে বলে এখন পর্য্যন্ত কোন খবর নেই।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** :-পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, পুলিশের কাছে দায়ের করা হয়েছে, রিপোর্টেড হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী এখানে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন, ভুল তথ্য দিচ্ছেন।

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন** ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যদি এখনই কেইস নাম্বার দেন তাহলে আমি এখনই তদন্ত করে দেখতে পারি।

**মি: স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

**শ্রীমতিলাল সরকার** ( কমলাসাগর ) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন** ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮।

১। ( প্রশ্ন ) গত ৪ঠা মে ১৯৮৮ইং তারিখের দুপুর থেকে রাত পর্য্যন্ত বিশালগড়ে গাঁও প্রধান সুরেশ রায়ের বাড়ীতে দুর্বৃত্তদের হামলা, লুটপাট, তাঁর পুত্র সহ বাড়ীর লোকজনদের প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছিল কি ?

১। (উত্তর) ইহা সত্য নহে।

২। (প্রশ্ন) হয়ে থাকলে সরকার কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থার বিবরণ ?

( উত্তর) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতি লাল সরকার :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ৪ঠা মে দুপুর থেকে বিশালগড় এলাকায় সন্ত্রাস চলে এবং রাত পর্য্যন্ত চলে । এবং প্রায় ১০০ সমাজ- বিরোধী যারা কংগ্রেস ( আই ) দলের সংগে যুক্ত, তাঁরা সুরেশ রায়ের বাড়ী লুট করে, তার বাড়ীর লোকদের মারধোর করে, তাদের পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। পুলিশের নাগালের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটে। সমস্ত এলাকার লোক তা জানে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলছেন, কিছুই ঘটেনি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সেখানে যান। ডি, এস, পি সেখানে ছিলেন। ডি, এস, পির, সামনে সমস্ত ঘটনার বিবরন সেখানে দেওয়া হয় এবং ডি, এস, পি, বলেছিলেন তার বাড়ীতে পুলিশ পিকেটের ব্যবস্থা করবেন এবং এখন পর্য্যন্ত কোনরকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সেখানে গৃহীত হয়নি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী এই সব তথ্য সম্পর্কে কিছু বলবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সি, পি, এম প্রধান সুরেশ রায় তার ছেলে খোকন রায় একজন ডি, ওয়াই, এফ, আই এর সদস্য। তার বিরুদ্ধে গত ৪-৫-৮৮ইং বেলা ১১টার সময় জনৈক জ্যোৎস্না বেগমকে ডেগার সংহকারে শ্লীলতাহানীর অভিযোগে বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫-৩২৪ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। তবে ঘটনার তদন্তে জানা যায় জ্যোৎস্না বেগমের উপর শ্রী খোকন রায় শ্লীলতাহানির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু গ্রামবাসী দলবদ্ধ হয় এবং ঐদিন রাতে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি খোকন রায়ের বাড়ী যায়, এবং এইসময় বাড়ীতে কেউ ছিলনা। তদন্তে প্রমানিত হয় যে সুরেশ রায়ের ছেলে দুস্কর্মের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই সমস্ত অভিযোগ এনেছেন।

মতিলাল সরকার : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। কারন খোকন রায় যখন আক্রান্ত জুলফু মিঞাকে বাঁচানোর জন্য খোকন রায় গিয়েছিলেন, তখন খোকন রায়ের উপর আক্রমন হয়, হামলা করা হয়, তিনি প্রানে বাঁচবার জন্য জ্যোৎস্না বেগমের বাড়ীতে যান এবং জ্যোৎস্না বেগম নিজেও বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসেন তখন কংগ্রেস (আই ) দুস্কৃতকারীদের হাতে আহত হন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি খোকন রায় সেখানে শ্লীলতাহানি করতে যায়। সেই শ্লীলতাহানির কেইস বিশালগড় থানায় দায়ের করা আছে। একজন মাইনরিটির কমিউনিটির মেয়েকে শ্লীলতাহানি করতে গিয়ে ধরা পড়ে।

শ্রী মতিলাল সরকার :— সম্পূর্ন অসত্য, সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য। জ্যোৎস্না বেগম নিজেও আহত হয়েছেন, তার বাড়ীতেও লুট পাট করা হয়েছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাবেন কি যে, রায় তার দুটো বাড়ী, দুটো বাড়ীই আক্রান্ত হয়েছে। আগের বাড়ীতে অগ্নিদগ্ধ করা হয়, কংগ্রেস ( আই ) সমাজদ্রোহীরা করে। আমি যখন যাই, তখন ডি, এস, পি পরাগ দত্ত সহ তার বাড়ীতে বসে আমরা ঠিক করি এই বাড়ীতে পুলিশ পিকেট বসালে এই বাড়ীতে ফ্যামিলিটা চলে আসতে পারে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা দেওয়া হয়নি।

একজন বনিক তার বাড়ী জবর দখল করা হয়েছে। টিনগুলি খোলা বাকী। তাকে আগরতলায় বস-বাস করতে হয়, সে বাড়ীতে যেতে পারে না, সে প্রতিদিন আমার কাছে আসে এবং বলে যে আমার টিনগুলি রক্ষা পাবে কি না। স্যার, বিশালগড়-এর প্রতিনিধি হচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিশালগড় ও চরিলামের সমস্ত এলাকায় সংখ্যা লঘু মুসলীম রা প্রচণ্ড আক্রমনের সম্মুখীন, আমি গিয়েছিলাম সংখ্যা লঘুদের বাড়ীতে, কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছে, তারা বাড়ী ঘর করতে পারবে না। পরাগ দত্তবাবু বলেছিলেন যে, সবাই মিলে যাতে তারা বাড়ীতে ফিরে আসতে পারে এবং বাড়ীতে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা করা হয়নি, এর পরেও আইনের শাসন আছে ?

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে ওনার দুইটা বাড়ী এইটা ঠিক আছে, একটি মেয়েকে ভাগিয়ে এনে সুরেশ সাহা অজিত সাহার বাড়ীতে রেখেছেন, আর ওনার আর এক বোন থাকেন অন্য বাড়ীতে। যদিও বাড়ীগুলির টিন খুলে নেওয়া হয়নি এবং অগ্নিদগ্ধ করা হয়নি। আর সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের উপর উৎপাত হচ্ছে এইটা ঠিক মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলেছেন, তবে সুরেশ সাহার ছেলে ও ভুপেন রায়ের মত ডি ওয়াই এফ ও এস এফ আই এর নেতা এই সমস্ত ছেলেরা বিশালগড় ও চড়িলাম এরিয়ার সংখ্যা লঘু মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করছেন এবং তার পেণ্ডিং কেইস সেখানে আছে ।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : —** মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন তা তাদের মন্ত্রীদের মধ্যে কারোর যদি দুইটা স্ত্রী থাকে তাহলে তার বাড়ী আক্রান্ত হবে কি না, আমি নাম করে বলতে পারি ।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ঃ—** ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) আমার উত্তরতো এইটা ছিল না। আমি বলেছি দুইটা বাড়ী বলেছেন দুইটা বাড়ী ঠিক আছে এবং দুইটা বাড়ীতে দুইটা বোন থাকেন এবং কোন বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হয়নি ।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া ।

**শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৪ ।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ( পশুপালন মন্ত্রী ):** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৪ ।

—: প্রশ্ন :—

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস আটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউনসীল এলাকার সকল ষ্টকম্যান সেন্টার, ভি এফ এ সি এবং পশুপালন সাব-সেন্টার সমূহ স্বশাসিত জেলা পরিষদের নিকট রাজ্য সরকার থেকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে,

২) ইহা কি সত্য যে এই সকল প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য পশুপালন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভি এ এস এবং অন্যান্য তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ও রাজ্য সরকার টি টি এ এ ডি সিতে ট্রেন্সফার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই ট্রেন্সফারের কাজ কবে পর্যন্ত কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

—: উত্তর :—

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য। ২) হ্যাঁ, ইহাও সত্য। ৩) পশু চিকিৎসক, জুনিয়র এবং সিনিয়র এনিম্যাল হাসবেণ্ড্রি এসিস্টেন্ট এবং অন্যান্য ডি শ্রেণী ভুক্ত কর্মচারীদের কেন্দ্রগুলির সাথেই বদলী করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক ডি এ এস এবং করনিক বদলীও সরকারের বিবেচনাধীন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিরাম দেববর্মা।

শ্রী রসিরাম দেববর্মা ( মান্দাই বাজার ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ১০৮।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার — ১০৮।

—: প্রশ্ন :—

১) গত ১১ই এপ্রিল সদর বিভাগের বেলবাড়ী গাঁও পঞ্চায়েতের নিজ বেলবাড়ী নামক পাড়া থেকে শুকরায় দেববর্মা, সুবল দেববর্মা এবং বিশু কুমার দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিলেন কি না.

২) যদি গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে তবে তাদের কোন অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ?

—: উত্তর :—

১ ও ২। শুকরায় দেববর্মা, সুবল দেববর্মা, ও বিশু কুমার দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছিলেম, কারণ সংঘবদ্ধভাবে মদমত্ত অবস্থায় জনৈক কাইরাই দেববর্মার পিতা বামরাই দেববর্মার উপর আক্রমন করে শারিরীক জখম করিলে উক্ত ব্যক্তির লিখিত অভিযোগমূলে চম্পকনগর আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত এ এস আই শ্রী ব্রজেন্দ্র দেববর্মা তদন্ত করে ঘটনায় গুরতর অবনতিরোধে ঐ তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জিরানীয়া প্রাইমারী হাসপাতালের ডাক্তার জে এল দাস পরীক্ষাক্রমে উক্ত তিন ব্যক্তিকে মদমত্ত বলে রিপোর্ট দেন, পরে তাহারা জামিনে খালাস পান।

শ্রী রসিরাম দেববর্মা :— এই লোকগুলিকে থানায় নিয়ে আসে যখন তার আগে থেকেই টি. ইউ. জে. এসের. পরাজিত প্রার্থী শ্রী চন্দ্রোদয় রুপিনী সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর সামনে তাদেরকে অমানুষিক ভাবে মারধোর করে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ঘটনার দিন চন্দ্রোদয় রুপিনী জিরানিয়াতেই ছিলেন না। সেদিন তিনি দক্ষিণ ত্রিপুরায় ছিলেন। কাজেই এই প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী তরনী দেববর্মা ( টাকারজলা ) :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, গত ১১ই এপ্রিল সুখরাই দেববর্মা, সুবল দেববর্মা ও শ্রী বিশুকুমার দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জিরানীয়া থানাতে নিয়ে যায়। তাদেরকে যখন থানাতে নিয়ে যাওয়া হল তখন দেখা গেল রাত ১২-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত টি. ইউ. জে এসের. পরাজিত প্রার্থী শ্রী চন্দ্রোদয় রুপিনী থানাতে বসে পত্রিকা পড়ছিল এবং তার সামনে পুলিশ তাদেরকে মারধোর করে এবং রাত ২-৩০ মিঃ-এর সময় আহত ৩ জনকে রাস্তায় পুলিশের গাড়ী দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয় আর

শ্রী রুপিনীকে ঐ পুলিশের গাড়ী দিয়ে তার বাড়ীর সামনে নামিয়ে দেওয়া হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ঐদিন শ্রী চন্দ্রোদয় রুপিনী জিরানীয়াতে ছিলনা। অতএব এই প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীমুকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্য। তাদেরকে মারধর করে বলা হয়েছে যে সি. পি. এম. ছাড়তে হবে এবং সেটা ৩ বার মাটিতে নাকে খত দিয়ে তাদেরকে বলতে হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি? যদি জানা না থাকে তাহলে তদন্ত করে দেখা হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি। কাজেই তদন্তের কোন প্রশ্নই উঠেনা।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী কি করে জানলেন যে চন্দ্রোদয় রুপিনি তখন দক্ষিণ ত্রিপুরায় ছিলেন ? দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস ও টি. ইউ. জে. এস. রাজনৈতিক দলের লোকেরা কমিউনিষ্ট পার্টির লোকদেরকে থানায় এনে মারধোর করছে এটা কোন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারকে দিয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তদন্ত করাবেন কিনা।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ঘটনাটি তদন্ত করে আদালতে পাঠান হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চন্দ্রোদয় রুপিনির নাম এখানে বলেছেন কিন্তু প্রশ্নের কোথায়ও তার নাম ছিল না, তাহলে এই নাম তিনি কোথায় পেলেন জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ওনার জন্যই এখানে আছি। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তদন্ত হয়েছে এবং তদন্তের ভিত্তিতে আমি বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহা।

মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মন ( নলছড় ) :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৪৪।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ( কৃষিমন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৪।

## প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মেলাঘর ব্লকের অন্তর্গত খাস চৌমুহনী গাঁও সভায় একটি নূতন বাজার স্থাপনের জন্য কৃষিদপ্তর কর্তৃক মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং গাঁও সভার জনগণ কর্তৃক ৯ গণ্ডা জমি জনসাধারণ কৃষি দপ্তরকে দান করা হয়েছিল,

২। ইহাও কি সত্য যে, আমতলীতে প্রস্তাবিত বাজার হওয়ার ক্ষেত্রে এলাকায় কিছু লোকের বাঁধা দানের ফলে বর্তমানে বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থানে সেড্ নির্মানের কাজ বন্ধ হয়ে আছে,

(৩) সত্য হলে, আমতলীতে প্রস্তাবিত বাজারের সেড্ নির্মাণের কাজ আবার আরম্ভ করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি না?

উত্তর

১। প্রথম অংশ : ইহা আংশিক সত্য।

দ্বিতীয় অংশ : জনৈক শ্রী আব্দুল হালিম কর্তৃক ১০ গণ্ডা (বিশ শতক) জমি পঞ্চায়েতের নামে দান করা হয়।

২। হ্যাঁ সত্যি, তদানীন্তন সরকার খাস চৌমুহনীর পরিবর্তে আমতলিতে বাজার সেড্ নির্মানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু কিছু লোকের বাঁধা দানের ফলে কাজ অনেকদিন বন্ধ ছিল।

৩। বর্তমান সরকার স্থানীয় জনসাধারণের আবেদনক্রমে আবার খাসচৌমুহনী বাজারে শেড্ নির্মান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তদানুযায়ী শেডের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

শ্রী সুকুমার বর্মন :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই আমতলী বাজারে বাজার শেড্ নির্মানের জন্য কনট্রাকটার মালপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন এবং শেড্ নির্মানের কাজও শুরু করেছিলেন। এমন সময় কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেখানকার গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্য জিতেন দাস আমতলীতে শেডের কাজ শুরু করতে বাধা দেন, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষিমন্ত্রী) ঃ- স্যার, এইটা সত্য নয় যে যারা আপত্তি জানিয়েছিল তারা সকলেই কংগ্রেস- টি, ইউ, জে, এস,- এর সমর্থক। তবে আপত্তি ঠিকই ছিল এবং সেটা আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখেছি যে খাস চৌমুহনীতেই এইটা পুরানো বাজার ছিল এবং জনগনের পক্ষে সুবিধাজনক এবং জনস্বার্থের কথা চিন্তা করেই খাস চৌমুহনীতে শেড্ নির্মানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রী সুকুমার বর্মন :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পুরাতন বাজার আর নতুন বাজার বলেছেন। কিন্তু সেখানে কোন বাজার বসে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষি মন্ত্রী) ঃ- সেখানে পুরানো বাজার ছিল এবং কিছু কিছু শেড্ও সেখানে ছিল। কিন্তু গত বামফ্রন্ট সরকার এইটাকে আমতলীতে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করেন। পরবর্তী সময়ে আমরা যখন এলাম তখন স্থানীয় জনসাধারন এই বাজারকে আমতলী থেকে খাস চৌমুহনীতে নিয়ে যাবার জন্যে আবেদন করেন। এবং আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখেছি যে, খাস চৌমুহনীতে বাজার হলে জনসাধারনের অনেক সুবিধা হবে সেই কারনে আমরা সেখানে বাজার শেড নির্মানের কাজ হাতে নিয়েছি।

**শ্রীরসিক লাল রায় (সোনামুড়া) :**— পার্লামেন্টারী স্যার, সর্ব্বপ্রথমে বামফ্রন্ট সরকার পরিকল্পিত এই খাস চৌমুহনীর পুরান বাজারে শেড্ নির্মানের কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিছু কাজ করার পরে সেই খাস চৌমুহনী ময়দানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী এবং উনাদের স্থানীয় কিছু নেতৃবর্গের চাপের ফলে সেখানে বাজার শেড্ নির্মানের কাজ বন্ধ রাখা হয় এবং পরে সেটিকে আমতলীতে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। এবং সেই কারনে পূর্বের কনট্রাকটরকে কাজ করতে না দিয়ে আরেকজন নতুন কনট্রাকটরকে দিয়ে কাজ করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পূর্বের কনট্রাকটর তার মালামাল পারের জন্য ক্ষতিপূরন দাবী করা সত্বেও তাকে বঞ্চিত করা হয়। এরপর আমতলীতে কিছু লোক এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করায় সেখানে কাজ বন্ধ ছিল। পরে কংগ্রেস- টি, ইউ, জে, এস, সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই খাস চৌমুহনীতে বাজার শেড নির্মানের কাজ শুরু করা হয়। এই বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ? এবং নব নির্বাচিত সরকার আসার পরে সম্পূর্ণ বিচার বিবেচনা করে পূর্বতন নির্ধারিত দামে সেই কাজ সুরু করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

**শ্রী নগেনন্দ্র জমাতিয়া (কৃষিমন্ত্রী) :**- আমি আগেই বলেছি প্রথম খাস চৌমুহিনীতে এই পরিকল্পনা ছিল এবং সেখানে বাজারও ছিল। কিন্তু পরে বামফ্রনটের আমলে আমতলীতে নিয়ে আসার জন্য দরবার চলে। সেটার পেছনে রাজনীতি থাকুক আর নাই থাকুক জনস্বার্থে সেটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নি। এই সরকার আসার পরে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজার পুনরায় খাস চৌমুহিনীতে এনেছেন।

**মিঃ স্পীকার:**- মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন সরকার।

**শ্রী জিতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া ):**—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

## প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ৮ই এপ্রিল তেলিয়ামুড়ার ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসটি একদল দুষ্কৃতকারী বে-আইনীভাবে দখল করে নিয়েছে : এবং ২। সত্য হলে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুনরায় শ্রমিক ইউনিয়নের হাতে অফিস ঘরটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না ?

## উত্তর

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর — গত ৮. ৪. ৮৮ইং অনুমান ১১ টার সময় ৪০/৫০ জনমোটর কর্মী অফিস ঘরটির ভিতর প্রবেশ করে এবং অফিস ঘরটির দখল নেয়। এই সম্পর্কে মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীসুধাংশু রায়ের অভিযোগ মূলে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়:- (১) শ্রী হরিপদ দেবনাথ

(২) শ্রী মধুসূদন দেবনাথ (৩) শ্রী অ'শীষ দেবনাথ (৪) শ্রী অজিত রায়, (৫) শ্রী খোকন বণিক (৬) শ্রীঅমরেশ দেবনাথ এবং (৭) শ্রী অতুল রায়।

**শ্রী জীতেন্দ্র সরকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৪০/৫০ জন মোটর শ্রমিক অফিস ঘরটি দখল করে নিয়েছে। এটা সর্বৈব মিথ্যা, ঠিক নয়। যারা ধৃত হয়েছেন বলছেন তারা বাড়ীতে থেকেই জামিন পেয়েছে এবং তাদের নেতৃত্বে আশীষ দেবনাথ, উনি মনীন্দ্র দেবনাথের ছেলে, অজিত রায় নিজে, যারা যারা ধৃত হয়েছে তারা কেউই মোটর শ্রমিক সমিতির সংঙ্গে যুক্ত নয়। রাজদূত ক্লাব তারা করে এবং রাজদূত ক্লাবের সদস্যরা এই অফিস ঘরটাকে জোর করে সি, আর, পি, এফ, এবং পুলিশের এস, আই, শান্তি ভুঁইয়া, উনার সামনেই এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীরা, ওরা কংগ্রেস করে এবং ওদের অতীত ইতিহাসও কলঙ্কজনক, মার্ডার করেছে অনেককে, একজন কর্মচারী নেতাকে মেরেছে, একজন ডি, ওয়াই, এফ—এর ছেলেকে খুন করেছে, কাজেই ওদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই অফিস ঘরটি আবার ফেরত দেওয়া হবে কিনা?

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) —** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা শ্রমিক ইউনিয়নের ঘর দখল করেছে তারা সবাই শ্রমিক। রাজদূত ক্লাবের কোনে সদস্য এতে জড়িত নয়। সি, আর, পি, এফ পুলিশ —কেউ জড়িত নয় এবং এই ব্যাপারে একটা মোকদ্দমা ইতিমধ্যেই দায়ের করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হল মোটর কর্মী ইউনিয়নের যে সমস্ত সদস্য, তারা পূর্বে আমাদের সমিতিতে ছিল। ১৯৭৮ সনে কর্মী সমিতির সদস্য পদ ত্যাগ করে কর্মী ইউনিয়নের ফ্ল্যাগ তুলে। এবার সরকার বদল হবার পর যারা ১৯৭৮ সালে কর্মী সমিতি থেকে কর্মী ইউনিয়নে গিয়েছিল তারাই ঘরে কর্মী সমিতির ফ্ল্যাগ তুলেন, কর্মী ইউনিয়নের ফ্ল্যাগ নামিয়ে দেন। যাই হোক এই ব্যাপারে একটি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

**শ্রী দীপক নাগ :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে ..

**শ্রীদশরথ দেব ( রামচন্দ্র ঘাট ) :—** অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, সাধারন বিধানসভার কনভেনশান হল যিনি প্রশ্ন কর্তা তাকে অন্তত ৩টা না হউক ২টা সাপ্লীমেন্টারী করার চান্স দেওয়া হয় যাতে টাইম ওভার না হয়ে যায়।

**মিঃ স্পিকার :—** মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতাকে জানাচ্ছি যে, বিষয়টি আমার জানা আছে এবং আমি উনাকে সুযোগ দেব।

**শ্রী দীপক নাগ :—** যে প্রশ্ন এনেছেন যে সেই ঘরটি দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা দখল করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, উনি নিজেই দুষ্কৃতিকারী কিনা। উনার নামে খুনের কেইস আছে কিনা? আর দ্বিতীয়ত এই ঘর যাদের দখলে আছে তারা সবাই মোটর শ্রমিক তারা কেউই দুষ্কৃতকারী নয় এটা সম্পুর্ণ অসত্য। তারা সবাই আই, এন, টি, ইউ, সির সদস্য। বামফ্রন্ট ৭৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি কি মন্ত্রী হয়ে এখানে ভাষণ রাখছেন এটাতে ভাষণ হয়ে যাচ্ছে ( ইন্টারাপশান )

শ্রীদীপক নাগ :— শ্রী প্রাণগোপাল চক্রবর্তী নামে একজন দুষ্কৃতকারী তার স্ত্রীকে চাকরী দেওয়া হবে এই সর্তে তাকে লেলিয়ে দিয়ে ঘরটি দখল করে নেয়। এবং তারপর তার স্ত্রীকে চাকরী দেওয়া হয়। দখল নেওয়ার দিন আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেদিন তারা নিজেরাই পতাকা নামিয়ে নেয় এবং এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা নিজেরাই স্বাধীন ভাবে তাদের পতাকা নামিয়ে নেয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মি: স্পীকার স্যার, অফিসটি মোটর কর্মীদেরই, ছিল। ১৯৭৮ সালে সেই ইউনিয়নের লোকেরাই সেখানে পতাকা তুলে সেখানে বাইরের কোন লোক ছিল না, কাজেই এখানে যে-সব কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি ঠিক নয়।

শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে দুইটি মোটর শ্রমিকের আলাদা আলাদা অফিস ঘর আছে মাননীয় মন্ত্রী যদি দেখতে চান তাহলে আমার সংগে চলুন দেখবেন যে, সেখানে আলাদা অফিস আছে। এবং এই অফিসটি দখল করার সময় সুবোধ দাস নামে একজন শ্রমিককে মারধর করা হয়। তারপর আমরা যখন থানায় গিয়ে থানার ও.সি.কে জানালাম, তখন ও.সি. আমাদের বললেন যে শ্রমিকদের ঘর শ্রমিকেরা দখল করেছে, আমাদের কিছু করার নাই। কিন্তু আমি জানাচ্ছি যে, সেখানে শ্রমিকদের ঘরটি রাজদূত ক্লাবের সদস্যদের দিয়ে দখল করান হয়েছে পুলিশের সহায়তায়। এবং এখন সেখানে পুলিশ পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে চেলেঞ্জ জানিয়ে বলছি, সেই ঘরটি কোন শ্রমিক নয় সেই ঘরটি বাইরের লোকেরা দখল করে রেখেছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মি: স্পীকার স্যার, প্রথমত, আমি জানাচ্ছি যে সেই ঘরটি সেই শ্রমিকদেরই দখলে আছে, দ্বিতীয়ত সেখানে কোন পুলিশ দিয়ে দখল রাখা হয় নাই, আর তৃতীয়ত সেখানে রাজদূত ক্লাবের কোন সদস্য নাই।

মি: স্পীকার :— কোয়েশ্চন আওয়ার ইজ অভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নের উত্তর পর সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES "A" & "B")

## REFERENCE PERIOD

মি: স্পীকার :— আজ আমি একটা উল্লেখ্য বিষয়ের উপর মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে পেয়েছি এবং পরীক্ষা নিরিক্ষা করে হাউসে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটা এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস। আমি উনাকে উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) :— মি: স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয় বস্তু হল "গত ২রা জুলাই কমলপুর থানার অন্তর্গত সেতরাই গ্রামে টি.এন.ভি উগ্রপন্থী কর্তৃক শ্রীবিমলাদ দেববর্মাকে গুলি করে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জনা। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্ত্তী তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ২১শে জুলাই তারিখে এই দৃষ্টি আর্কষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১-৭-৮৮ ইং তারিখ বিবৃতি দেবেন।

আরেকটি নোটিশ আমি পরীক্ষা নিরিক্ষা করে হাউসে উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। সেই নোটিশ এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার। তিনি দেখছি হাউসে নেই। ইট কলস্ থ্রু। আমি আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। আমি নোটিশটি পরিক্ষা নিরিক্ষা করে হাউসে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে নোটিশটি হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনকুল দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—"গত ১০ ই এপ্রিল বিলোনীয়ার বিধায়ক শ্রী অমল মল্লিকের উপর আক্রমণের ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পিকার :— আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে এই নোটিশটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্ত্তী একটি তারিখ দিতে পারেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :— (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২১-৭-৮৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১-৭-৮৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন।

আজকের কার্যাসূচিতে একটা রেফারেন্স আছে যে গত ১১-৭-৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—"গত ১৫ ই মে সি. পি. আই (এম) নেতা ও প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীদুর্গাদাস শিকদারকে চড়িলাম থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার পথে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক বাস থেকে জোর পূর্বক ঠেলে নামিয়ে হত্যার উদ্দেশ্য আক্রমণ করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :- স্যার "গত ১৫ ই মে সি.পি.আই. (এম) নেতা ও প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী দুর্গাদাস শিকদারকে চড়িলাম থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার পথে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক বাস থেকে জোর পূর্ব্বক নামিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন করা সম্পর্কে।"

বিগত ১৫.৫. ৮৮ইং বিশালগড় থানাধীন বিশ্রামগঞ্জ বাজারের মৃত প্রসন্ন শিকদারের পুত্র শ্রীদুর্গাদাস

শিকদার একটি অভিযোগের মাধ্যমে জানান যে গত ১৫.৫. ৮৮ইং বিকাল ৫-৩০ মিনিটের সময় চড়িলাম থেকে "শিবদূর্গা" বাসে করিয়া বিশ্রামগঞ্জ আসিতেছিলেন। চড়িলাম থেকে কিছুদূর আসার পর, চড়িলামের কতিপয় সমাজদ্রোহী যুবক বাসটিকে জোর-পূর্ব্বক থামিয়ে ১০/১২ জন যুবক বাসে উঠে তাহাকে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করে, এবং তাঁহাকে বলপূর্বক বাস হইতে নামানোর চেষ্টা করে এবং কিল, ঘুষি মারিতে থাকে। বাস যাত্রীরা এই কাজের প্রতিবাদ করে এবং তাঁহাকে রক্ষা করে। তাহার মাথায়, ডান চোখে, মুখে চোট লাগে।

উক্ত অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩/৩২৫ ধারার বিধান মতে বিশালগড় থানার ১৮ (৫) ৮৮ নং মোকদ্দমা রুজু করা হয় এবং তদন্তকার্য্য শুরু করা হয়।

তদন্তকালে সাক্ষ্য গ্রহণের সময় উক্ত ঘটনার স্বপক্ষে কোন প্রকার প্রমান পাওয়া যায় নাই, এবং কে বা কাহারা বাদী শ্রীশিকদারকে মারধর করিয়াছে তাহারও কোন প্রকার প্রমান পাওয়া যায় নাই। এই মোকদ্দমায় প্রমানের অভাবে পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

**শ্রীমতিলাল সরকার :—** স্যার, দূর্গাদাস শিকদার একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য বৃটিশ সরকার তাকে আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দী অবস্থায় রেখেছিলেন। এই রকম একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে প্রকাশ্য দিবালোকে চড়িলামে আঘাত করে, শংকর দত্ত, বাবুল দত্ত, সমীর দেব, চিন্টু রায় এবং আরো অনেকে ছিলেন। তারা কংগ্রেস (আই) দলের লোক। তারা শিকদারের উপর ইট ছুড়ে, চড়, কিল, ঘুষি মারে। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। চড়িলাম থেকে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। জি, বি. হাসপাতালে যান।। এই রকম একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী বর্ষিয়ান লোক তাকে আঘাত করা হল তিনি সি. পি. আই. (এম) করেন বলে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছে জানতে চাই, তিনি প্রকৃত ঘটনা তদন্ত করে দেখবেন কি ? দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কি ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কংগ্রেস (আই) এর কোন লোক এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। বাদী শিকদারও কারো নাম বলতে পারেন নি। বাসটিকেও এক্জামিন করা হয়েছিল। তারাও কিছু বলতে পারে নি। প্রশ্ন কর্ত্তা নিজেও ঘটনা স্থলে যান নি। চড়িলাম এলাকায় যান না, আজ ৬ মাস যাবৎ। ঘটনাটি করেছে কিছু সমাজদ্রোহী। এখানে তিনি কিছু কাল্পনিক নাম এই বিধান সভায় উথাপন করে শাস্তির দাবী করেছেন এটা কি করে সম্ভব ?

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদ নগর) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাই, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রশ্নের উত্তর দেবেন কিনা ? এই হাউসে একজন বিধায়ক সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পর্কে প্রশ্ন করার মালিক। প্রশ্ন করতে গেলে তাঁকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হয় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর যদি এই বিধানসভার প্রতি সামান্যতম মর্য্যাদাবোধটুকু থাকত, তাহলে এই সব কুৎসিৎ ইঙ্গিত

করতেন না। এই সব কথা বললে, আমরা কি করে কাজ করব? একজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলছেন, বিধায়ক ঐ জায়গায় যান নি, কাজেই প্রশ্ন করতে পারবেন না। এই শিক্ষা উনি কোথা থেকে পেলেন?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উনার সঙ্গে এককালে ঘর করেছিলাম বলেই এই শিক্ষা উনার কাছে থেকে পেয়েছি।

উনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো, সাক্ষীরা একটি নামও পুলিশকে জানাতে পারে নি যে ঐ ছেলে-গুলি কারা ছিল। সাক্ষীরাও ঐ ছেলেদের নাম বলতে পারে নি। বিশালগড় থানার ও. সি. ২-৩ বার দুর্গাদাস শিকদার বাবুর বাড়ীতে গিয়েছে। তিনি পরিস্কার ভাবে বলেছেন,-আমি ঐ ছেলেদের চিনিনা, জানিনা।

**শ্রীমতিলাল সরকার :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় জবাব দেবেন কি, এই ঘটনার অপরাধীদের আজ পর্য্যন্ত খুঁজে বের করতে পারলো না কেন এই অপদার্থ সরকার?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** স্যার, উনার কথা দিয়েই আমি বলছি, অপদার্থের মতো যদি প্রশ্ন আনা হয় তাহলে উত্তর দেব কি ভাবে? উনারাইতো অপদার্থের মতো প্রশ্ন করছেন। আমি বলেছি যে শিকদার বাবুর কাছে বিশালগড় থানার ও. সি. গিয়েছেন, ডি. এস. পি. গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, —আমি একটি ছেলেকেও চিনি না, আক্রমনকারীরা চড়িলামের ছেলে নয়। তারপরও, মাননীয় বিধায়ক মতিলাল সরকার এবং বিরোধী দলনেতার এই সমস্ত পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান আনার কি অর্থ থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পিকার :—** আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় নিকট থেকে পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সাহা কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—

"গত ২৬শে এপ্রিল, ৮৮ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টায় জনৈক উপেন্দ্র দাসের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সমাজবিরোধী শালগড়ায় আর. এস. পি অফিসে বিধায়ক শ্রী গোপাল দাসকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমন করা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** স্যার, আমি আগামী ২১-৭-৮৮ ইং তারিখে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী

মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"১৬ ই মার্চ ১৯৮৮ ইং বিলোনীয়া মহকুমার বিলোনীয়া থানাধীন কৃষ্ণনগরে জাতীয় পতাকা অবমাননার ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :—** স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ১৬. ৩. ৮৮ ইং বিকাল ৪ ঘটিকার সময় বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর বাজারের জনসাধরেণের নজরে পড়ে যে ১৬১৯ নং গাড়ীটির পেট্রোল পাম্পের মুখটি একটি জাতীয় পতাকা দ্বারা বাঁধা রয়েছে। জাতীয় পতাকার এই রূপ অবমাননার দৃশ্য দেখে জনসাধারণ স্বভাবতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তাহারা গাড়ীটিকে ঘেরাও করেন এবং জাতীয় পতাকার এইরূপ অবমাননার জন্য গাড়ীর ড্রাইভারের সাথে বচসা করতে থাকেন। এই গাড়ীটিতে শ্রীবাদল চৌধুরী এম, এল, এ, ভ্রমন করতে ছিলেন। তিনি জনতার সাথে কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে জনতা জড় হতে হতে প্রায় ১০০ জনের মত জড় হন। জনতা শ্রী চৌধুরীর কথায় কর্ণপাত না করে জাতীয় পতাকার এইরূপ অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।

উক্ত ঘটনার খবর বিলোনীয়া থানায় পৌঁছিলে থানার কর্মীগন, বিলোনীয়ার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, সাব-ট্রেজারী অফিসার-সহ ঘটনার স্থলে উপস্থিত হয়ে ঐ দিন প্রায় রাত্রি ৯-৩০ মিঃ সময় শ্রী বাদল চৌধুরীকে গাড়ী এবং ড্রাইভার সহ বিলোনীয়া নিয়ে আসেন।

নলুয়ার শ্রী বাদল দত্তের অভিযোগ মূলে বিলোনীয়া থানায় শ্রী বাদল চৌধুরী, এম. এল, এ এবং উক্ত গাড়ীর ড্রাইভার শ্রী সমীর দাসের বিরুদ্ধে প্রিভেনশ্যান অব্ ইনসাল্ট টু ন্যাশন্যাল ওনারস্ এ্যাক্ট, ১৯৭১-এর ২ ধারায় ১৫ (৩) ৮৮ নং একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয় এবং ড্রাইভার শ্রী সমীর দাসকে উক্ত মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলায় শ্রী সমীর দাসের বিরুদ্ধে গত ২৫-৪-৮৮ ইং চার্জসীট দাখিল করা হয়।

প্রসঙ্গত: ইহা উল্লেখ করা যায় যে বিলোনীয়া থানায় শ্রী বাদল চৌধুরী, এম. এল, এর একটি অভিযোগ ক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩৪২/৩৭৯ ধারায় নং ১৪ (৩) ৮৮ একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত মামলায় গত ২,৬,৮৮ তারিখ ১৪৩ ( আনলফুল এসেম্বলী ) এবং ৩৪৩ (রংফুল কনফাইনমেণ্ট ) ধারায় ২০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করা হয়।

**শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—** পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই তথ্য জানাবেন কি যে, ১৯৫০ এবং ৬০ এর দশকে যে-সকল ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক দল ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় নাগরিক হয়ে, ভারতীয় নাগরিকের সমস্ত সুযোগসুবিধা নিয়ে ভারতবর্ষের পবিত্রতম জাতীয়

পতাকাকে যারা ভাবে অপমান, অপমান করেছিলেন এবং যারা ১৯৪৭ সালে বহু সংগ্রামে প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে বলেছিলেন "ঝুটা হ্যায়"। সেই সকল ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তিশালী করে দিতে চায়, ভারতের উন্নয়নকে গতিশীল করে দিতে চায় তাদের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে?

**শ্রীসমরী রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে-হেতু ভারতীয় পতাকার অবমাননার ব্যাপারটি তদন্তাধীন আছে তাই আমি এই ব্যাপারে এখন কিছু বলতে চাইছি না।

**শ্রী নকুল দাস ( রাজনগর ) :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, ১৬ই মার্চ বাদল চৌধুরী; ১৫ই মার্চ আগের দিন ভারত বন্ধের ব্যাপারে সেখানে আরতী দেবনাথ নামে এক মহিলা গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সেই মহিলাকে কংগ্রেসের গুণ্ডারা অশালীন আচরন করে, মারধোর করে। এই ভদ্র মহিলাকে দেখার জন্য বাদল চৌধুরী সেখানে যান এবং তিনি যখন যান গাড়ী থেকে নেমে তারপর কতক্ষণ পরে যখন ফিরে আসেন সেই সময় দেখেন যে বাদল দত্ত, সুজিত দে, ধনঞ্জয় মজুমদার সবাই কংগ্রেসের নেতৃ স্থানীয় কর্মী এদের নেতৃত্বে ১০০ থেকে ১৫০ এদের সবারই লোকেশান হচ্ছে নাইন আর টেন কিলোমিটার। এর মধ্যে ওরা আগেই খবর পেয়েছিল যে বাদল চৌধুরী সেখানে যাবেন, তাঁর প্রোগ্রাম আছে কাজেই তাঁকে সেখানে ঘেরাও করতে হবে, তাঁকে হত্যা করতে হবে এই সমস্ত উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ভাবে তাঁর গাড়ী আটকানো হয় এবং সেখানে কংগ্রেসের ছেঁড়া পতাকা দেখানো হয় যে, এই পতাকার আপনি অবমাননা করছেন। স্যার, ট্যাক্সি গাড়ীর পেট্রোলের ট্যাংক হচ্ছে তার নীচে, পেট্রোলের ভিতর যদি কেউ জাতীয় পতাকাকে নিয়ে থাকে বা কোন ড্রাইভার দিয়ে থাকে তাহলে সেটা কি করে দেখা যায়? তারপর সেদিন বাদল চৌধুরী বলেছিলেন, ঠিক আছে আপনারা যদি গাড়ীতে পতাকা পেয়ে থাকেন, গাড়ীখানা ভাড়া করেছি, চলুন আপনারা আমিও সঙ্গে থাকব, তার বিরুদ্ধে কেইস দেওয়া হবে; কিন্তু না; কোন কথা শুনবে না, বাদল চৌধুরীকে ধাকাধাকি করতে শুরু করে, তাকে খুন করার জন্য টানতে শুরু করে। এমন সময় তাঁর সঙ্গে যারা দেহরক্ষী ছিলেন তাঁরা বলেছেন, আমরা দুজন দেহরক্ষী আছি যতক্ষন আমরা আছি ততক্ষণ উনার গাঁয়ে হাত দেওয়া যাবে না, ওরা যখন রুখে দাড়ায় তার জন্য সেখানে সেদিন বাদল চৌধুরীর জীবন রক্ষা হয় এবং খবর পাওয়ার পরে বিলোনীয়া থেকে অফিসার গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে, এই ঘটনা সঠিক কিনা, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :—** স্যার, বাদল চৌধুরীকে হত্যা করার বা অবমাননা করার কোন ঘটনা ঘটে নি বা সে রকম পরিকল্পনা ছিল না।

**শ্রীনকুল দাস :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, বিধায়কদের হত্যার চক্রান্ত যারা করলেন এবং সেই চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি সামনা সামনি যারা দেখলেন নিজের চোখে সেই সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের বাদের মাঝে বিলোনীয়া থানায় মামলা দায়ের করা হলো ঐ সমস্ত খুনী আসামীদের ছেড়ে দিলেন, কাজেই সেখানে বিধায়কদের সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হচ্ছিল।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে আমি অনুরোধ করব উনি যেন আমাকে উনার অতীত ইতিহাস তোলার জন্য বাধ্য না করেন। আমার বাড়ীর বৈঠকখানায় উনি দীর্ঘকাল বৎসরের পর বৎসর বসে উনার খুনের স্বস্তি সমিতির মামলা থেকে রেহাই পেয়ে আসছেন। উনি যেন পুরান ইতিহাস ঘাটাতে আমাকে বাধ্য না করেন।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—** সম্পূর্ণ অসত্য। সম্পূর্ণ অসত্য। কাকদ্বীপে আমার হাতে একটি লোকও খুন হয় নি।

**শ্রীদশরথ দেব —** স্বস্তি সমিতির কোন খুনই হয়নি। কোন রেকর্ডই দেখাতে পারবেননা।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :—** আমি কালকেই দেখাব।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—** আপনি চ্যালেঞ্জ অ্যাক্সেপ্ট করবেন ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :—** আপনার কীর্ত্তি, সুকীর্ত্তি দেখাব। আপনি আপনার পুরানো আলমারী ঘেটেই আপনি দশরথ বাবুকে হোম ডিপার্টমেন্টটা দেননি। দশরথ বাবুকে অ্যাডুকে-শান ডিপার্টমেন্টটা দিয়ে উনাকে ঠুটো জগন্নাথ করে রেখেছেন।

**শ্রী অমল মল্লিক:—** পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে কৃষ্ণনগরের ঘটনার কথা বলা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা কৃষ্ণনগর সি, পি, এমের একটা দুর্গ। ১৯৭৮ সনে বিলোনীয়া মহকুমার ১হাজারের উপর সাইকেল মিছিল এন, এস, ইউ, আই—এর কর্মীরা সাইকেল মিছিল করতে গিয়ে পার্লামেন্টের প্রচার করতে গিয়ে, তাদের উপর আক্রান্ত করে ১ হাজার সাইকেল ছিনতাই করা হয়েছিল এবং সমস্ত কংগ্রেস (আই) অর্থাৎ এন, এস, ইউ, আইয়ের কর্মীদের কাছ থেকে আংটি, ঘড়ি এমনকি পরনের প্যান্ট পর্য্যন্ত খুলে রাখা হয়েছিল। সেই জায়গাটা সি, পি, এমের দুর্গ হিসাবে ছিল। সেই জায়গার মধ্যে সারাদিন মাননীয় বিধায়ক টি, আর, এ ১৬১৯ গাড়ী করে সারা এলাকার ঘোরার পর সারাদিন গাড়ী করে, বিকাল বেলা কিছু জনসাধারন ২০১ জন জনসাধারন দেখল ভারতের জাতীয় পতাকা পেট্রোল ট্যাংকের মুখে। ট্যাংকের নীচে বলা হয়নি, ট্যাংকের মুখে। মুখটা উপরে থাকে। উনি বহুদিন ব্যবহার করেছেন ট্যাক্সি, উনি বোধহয় ট্যাক্সি দেখেননি, ছড়াটাই সবচেয়ে বেশি মনে করে-ছিলেন। যার জন্য ট্যাংকের মুখ কোথায় থাকে, উনার সেটা খেয়াল নেই। আমি ট্যাংকর মুখের কথা বলেছি, তলার কথা বলিনি। কাজেই তলা কোথায় থাকে, মুখ কোথায় থাকে উনার সেটা ধারনা থাকা ভাল। কাজেই ট্যাংকের মুখের মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা বেড়ানো, যে জায়গার মধ্যে কিছু লোক তার প্রতিবাদ করলেন। মাননীয় বিধায়ককে জিজ্ঞাসা যখন করা হল, আপনি যে গাড়ীটা করে ঘুরেছেন সেই গাড়ীটার ট্যাংকের মুখে জাতীয় পতাকা বেড়ানো তাতে আপনার বক্তব্য কি ? উনি সরাসরি বলে দিলেন, এইটা আমার দেখার বিষয় না। যার জন্য জনগন সেখানে বিলোনীয় থানায়, বি, এস, এফ ক্যাম্পে গিয়ে খবর দেয় মাননীয় বিধায়ককে একটি কথাও বলেনি। কোন অপমানকর ঘটনা ঘটেনি সেখানে।

বিকেল ৪টা থেকে ৯টা পর্যন্ত এলাকায় লোক বি, এস, এফ ক্যাম্পে খবর দিল। বিলোনীয়া থানাতে আসল। থানা থেকে অ্যাডিশন্যাল এস. ডি. ও. এস: ডি. ও, পুলিশ অফিসার যাওয়ার পর উনাকে নিয়ে আসা হল, উনাকে নিয়ে আসার পর দেখা গেল উনি রহস্যজনকভাবে উপস্থিত যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে সে জায়গার কোন ঘটনার কথা না বলে বিলোনীয়া থানায় গিয়ে একটা এজাহার দায়ের করে দিলেন, আমাকে মারতে এসেছে। একটা জায়গায় কিছু বাস্ত লোক জমায়েত হয়ে থাকে রাত্রি নটা পর্যন্ত, কোন ঘটনা ঘটেনি, এইটা চিন্তা করার মত কোন ঘটনা ঘটেনি, কোন অবমাননাকর ঘটনা ঘটেনি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ঘটনাটা তদন্তাধীন আছে এই জন্য আমি এই বিষয়ে বিস্তারীত কিছু বলব না।

"ডিসকাশান্ দি ডিমাণ্ডস্ ফর গ্র্যান্টস ফর" দি ইয়ার ১৯৮৮-৮৯

**মিঃ স্পীকার :—** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহন।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১২ ( বারটি ) ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো'র উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট, বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও ( কাটমোশন ) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত যে-সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব ( কাটমোশন ) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর ( কাটমোশন ) উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ( কাটমোশন ) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। অনুপস্থিত সদস্যগনের ছাটাই প্রস্তাব উৎথাপিত বলে গণ্য হবে না।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে-সকল অংশ গ্রহন করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য।

**শ্রীনকুল দাস :—** ( রাজনগর ): স্যার, টাইমটা ঠিক করে দিন।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সেটা দিচ্ছি, আগে নামের তালিকা পাই। মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

**শ্রী নকুল দাস ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে- সমস্ত বিষয়ে গ্র্যান্ট চেয়েছেন এই গ্র্যান্টের মঞ্জুরের পক্ষে আমি আমার মত দিতে পারছি না। কারণ রাজ্যের সমবায় আন্দোলনকে তারা গত ৫ বাসের মধ্যে প্রায় শেষ করে দিয়েছেন, বিশেষ করে সেই দিন আমাদের বিরোধী দল নেতা বলেছেন যে, আমাদের দুইটা পা, একটা হচ্ছে পঞ্চায়েত আর একটা হচ্ছে সমবায়, আমরা

দেখলাম সমস্ত কিছু নির্বাসিত ল্যাম্পস, প্যাকস, মৎস্যজীবি, সমবায়, তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি, কনষ্ট্রাকশন্স সোসাইটি, আইতরমা প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের সমবায় সমিতি। একদিকে কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিলি বন্টন করে বিশেষ করে ল্যাম্পসগুলি সেই উপজাতিদের জন জীবন-এ সেই মহাজনী শোষণ থেকে মুক্ত করে

সে জন্য সেখানে সমবায় আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের ১০ বছরে। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই সমবায় সমিতিগুলিকে ক্ষমতা-হীন করা হয়েছে। সেখানে নির্বাচন করার জন্য দপ্তর থেকে কোন অফিসার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের সাবসিডি দেওয়া হচ্ছেনা। আজকে সেসব সমবায় সমিতিগুলিকে, এপেক্স ফিসারিজ, এপেক্স উইভার্স প্রভৃতিগুলিকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মুষ্টিমেয় কিছু লোককে পাইযে দেওয়ার জন্য। এইজন্য আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারিনা। স্যার, এখানে আমি একটা চিঠির বয়ান পড়ছি যে কিভাবে পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই সরকার চেষ্টা করছে।

No.F4-14/GL/RCS/86/Pad file
GOVERNMENT OF TRIPURA
DEPARTMENT OF CO-OPERATION

Dt. Agt. 11-3-1988.

To
The Secretary
to the Govt. of Tripura,
Department of Education,
Agartala.

Sub :— Supply of sports goods by Co-Operative Societies to the Educational Institutions.

Sir,

I would like to infrom you that a Co-operative Society under the name & title "Suppliers Co-operative Society Ltd., Central Road Extension, Town Pratapgarh, Agartala, West Tripura District has been registered under the Cooperative Societies Act, 1974 since 13-7-1987.The objective of the Society is to deal in all kinds of sports goods, institutional equipments and all other materials portaining to educational activities in the school and Colleges. The Society has met the Chief Minister for petronage. The Hon' ble Chief Minister has directed that all the Schools and Colleges may be advised

to purchase the sports and other educational materials and equipments from the above Society. This decision is in the all fitness of the things.

You are, therefore, requested to issue immediate instructions to all Principals/Headmasters/Headmistress to place their orders for supply of sports goods and other materials with the aforesaid Society.

Yours faithfully,
Sd/ - K. Arya,
Commissioner-cum-Secretary,
Govt. of Tripura.

স্যার, এই কো-অপারেটিভটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীরবাবুর এলাকা। তারা তাঁর নির্বাচনে কাজ করেছিল তাই তাদেরকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য উনি এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। এভাবে একটা কো-অপারেটিভকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যের সমস্ত কো-অপারেটিভকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে স্যার। স্যার, চিঠিটা আমি আপনার কাছে সাবমিট করছি। আজকে সারা রাজ্যে যে কিভাবে দুর্নীতি চলছে তা বুঝানোর জন্য এই চিঠিটা দিলাম। আজকে আমরা দেখছি হাজার হাজার কো-অপারেটিভকে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। স্যার, এপেক্স ফিসারিজ কো-অপারেটিভের ২১-জন কর্মচারী ফেব্রুয়ারী থেকে তাদের বেতন পাচ্ছেন না। তাদেরকে বেতনও দেওয়া হচ্ছেনা আবার ডিসমিসও করা হচ্ছে না। আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, কোন্ আইনে তাদের বেতন আটকিয়ে রাখতে পারেন? এখানে উইভারস্ কো-অপারেটিভস্, ফিসারিজ্ কো-অপারেটিভস্-এর নামে যে টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে এখন সেই কো-পারেটিভসগুলি তাদের গচ্ছিত টাকা তোলতে পারছেন না। ব্যাংকে গেলে তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, সরকারী নির্দেশ আছে। কিন্তু সরকারী নির্দেশ কোথায় সেটা দেখতে চাইলে সেটা দেখানো হচ্ছেনা, অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটা মৌখিক ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে সোসাইটিকে একটিও টাকা পয়সা দিয়ে তাদের কাজকর্মকে একেবারে ডিফাংকট্ করে রাখা হয়েছে।

এই অবস্থার ফলে আজকে বাজারে মাছের দাম ক্রমশঃ বাড়ছে, আজকে বাজারে মাছের দাম ৬০ টাকা থেকে ৭০ টাকা কেজি। আগে আমরা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যেখানে সিদল এবং লইট্যা সুটকি ৩৫ টাকা এবং ২২টাকা দরে বিক্রি করতোম সেখানে এই মৎস্য সমবায় সমিতি ভেঙ্গে দেবার ফলে আজকে বাজারে সিদল ৭০ টাকা এবং লইট্যা সুটকি ৪৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এইভাবে আমাদের বিশেষ করে ট্রাইবেলদের একটি প্রধান খাদ্য এই সিদল, সুটকি এই সিদল সুটকি আজকে তাদের নাগালের বাইরে। আজকে এই সমবায় সমিতিগুলি ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে আপনাদের পুরানো বন্ধু জোতদার, মহাজনদের বসানো হয়েছে। আর যে চা বাগান আমাদের বামফ্রন্ট সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা শ্রমিকদের দিয়ে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে শুরু করেছিলেন আজকে সেখানে সেই কো-অপারে-

টিভগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদের পুরানো বন্ধুদের বসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে । আজকে সারা রাজ্যে কো-অপারেটিভগুলির মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । আবার অন্যদিকে লেডিজ ট্যালেন্ট কো-অপারেটিভ কে লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের সেলস্ টেকস্ মুকুব করে দিয়েছেন । এই সমস্ত কাজকর্ম যেখানে চলছে । সেখানে আমরা এই বাজেট ডিমাণ্ডকে কোন ভাবেই সমর্থন করতে পারি না। আমি অনুরোধ করছি আপনারা অতি সত্বর এই সমবায় সমিতিগুলির সুষ্ঠু নির্বাচন করে তাদের গণতান্ত্রিক ভাবে কাজ করতে সুযোগ দিন। এইভাবে আপনাদের জঙ্গলের রাজত্ব আর চালাবেন না. আমি এই আবেদন রাখতে চাই ।

মিঃ স্পীকার স্যার, আরেকটা হচ্ছে এই যে. টি, আর টি, সি, বাস সার্ভিস-এইটা কি হচ্ছে ? মাননীয় মন্ত্রী মশাইরা তো আর বাসে চড়েন না। এই সব ভদ্রলোকরাই আগে যখন এই আসনে বসতেন তখন তারা নানা কথা বলতেন । আর আজকে টি, আর টি, সির চেয়ারম্যানের বেতন কত ? ৩০০১ টাকা । আর ভাইস চেয়ারম্যানের বেতন-অবশ্য সেটা আমি এখন বলতে পারছি না । কাজেই স্যার, সেখানে সেই প্রাইভেট মালিক যারা রয়েছে তাদের নিয়ে পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ বে-আইনী ।

আমি একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করতে চাই। বড় পাথারিতে একটা বিরাট মাঠ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বন্যার জলটা মূল যে নদীটা ছিল সেটাতে না নেমে, তার একটা চ্যানেল হয়ে গেছে. সেই চ্যানেল দিয়ে নামছে। তাতে অনেক জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই কাজটার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই কাজটাতে যেন হাত দেওয়া হয়। এই সমস্ত কাজের কথা তারা উল্লেখ করেন নি। সেজন্য আমি টাকা মঞ্জুরী দিতে পারছি না এবং এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :—** মিঃ ডেঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয় একটা কাট মোশন এনেছেন এবং উনার বক্তব্য শুনে আমি অবাক হলাম এই কারনে যে, যিনি সমবায় সমিতির মধ্যে গত ৫টা বৎসর সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন এবং সমবায় কিসারী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিযোগ যার বিরুদ্ধে ছিল উনিই আজ এখানে বলেন যে, এই সরকার ৫ মাসে এসে অনেক নয় ছয় করেছেন ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে উনি বলেছেন যে সমবায়গুলিকে আমরা অকেজো করে রেখেছি—মৎস্য সমবায় সমিতিগুলিকে। এটা সত্যি নয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি যেগুলি আছে সেগুলি আছে, সেগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও এক্সটেনশান দিয়ে বে-আইনীভাবে তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে দীর্ঘদিন একটা দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত

করে রেখেছিলেন ।

ডুম্বুর জলাশয় থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ আসে । কিন্তু আগরতলার লোকেরা মাছ পায় না। কিন্তু এপেক্সের যে টাকা ফিসারী ডিপার্টমেন্ট থেকে সমবায় সমিতিগুলিকে লোন দেওয়া হয় সেটা দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এই ভাবে একটা অচল অবস্থার মধ্যে সেই সমবায় সমিতিগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সরকার আসার পর চিন্তা করলেন যে এই ভাবে চলতে দেওয়া যায় না এবং যেগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে সেগুলিতে পুনর্নির্বাচনের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটার বসিয়েছেন। আইনসঙ্গতভাবে সবকিছুই করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে যে রিপ্লাই নেওয়ার কথা সেই রিপ্লাইও নিয়েছি এবং সেইভাবে যে অ্যাকশান নেওয়ার কথা সেই অ্যাকশানও নিয়েছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলির বিরুদ্ধে যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, আমরা সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি। এবং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই যে, বিগত সরকারের আমলে ত্রিপুরার জনগনকে বঞ্চিত রেখে এখানকার মানুষের মাছের যোগান দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল সেজন্য বিগত সরকারের কোন উদ্যোগ ছিল না, সেটা আমরা তুলে ধরতে চাই। স্যার, এখন আমি ডম্বুরের মাছের কথা বলব। আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেখানে একটা মাছের ওজন ৬০/৭০ কেজি. হত। আমরা আরও দেখেছি আগে যখন ফিসারী ছিল তখন কালেকশানের মধ্যে অনেক দুর্বলতা ছিল। তার ফলে প্রায় ৭ লক্ষ টাকার মাছকে কবর দিতে হয়েছিল। এরপর আমরা আরও দেখেছি যে, বাজারে মাছের দাম ৩০ টাকা ৪০ টাকা কে.জি. আরও দেখেছি যে যারা জলাশয়ের কাছাকাছি বাস করে প্রকৃত মাছের চাষী যারা তাদের লাইসেন্স না দিয়ে যারা জুম চাষ করে তাদের মাছের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। আর তাদের মারফতে যে সব মাছ কালেকশান করা হত সেগুলি ত্রিপুরার মানুষের জন্য নয় সেগুলিকে ঐ জগবন্ধুপাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে আসামে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেই সব আমরা জানতে পেরে এই সরকার সেগুলিকে বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আমরা যারা প্রকৃত মৎস্যজীবি তাদেরকে চাংগা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি স্যার, বিগত দিনে যারা রাজনীতির সংগে যুক্ত ছিল না সেই সব কো-অপারেটিভদের কোন ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আমরা এখন সেগুলিকে সজীব করার জন্য সরকার থেকে পরিকল্পনা নিয়েছি। সেজন্য আক্রোশ বশে মাননীয় সদস্য এই কাট মোশান এনেছেন। কাজেই আমি অনুরোধ করছি উনি যেন কাটমোশান গুলি প্রত্যাহার করে নেন। এখানে রাজ্যের লেম্পস, প্যাক্স সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাস করতে চাই, বিগত সরকারের আমলের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং এখানকার বিরুধী দলনেতাকে জিজ্ঞাস করেছি যে, মহারানীপুর উনার এলাকা প্রমোদনগরের ল্যাম্পস্‌টিতে ৮১ সালে নির্বাচন করা হয়েছিল। স্যার, আইনে আছে লেম্পস্ এর মেয়াদ ২ বছর আর প্যাক্সের মেয়াদ ৩ বছর। ১৯৮১ সালে নির্বাচন করে জনৈক চিত্ত বাবুকে চেয়ারম্যান করা হয়েছিল আজকেও তিনিই চেয়ারম্যান আছেন আমি নিজে

সেখানে গিয়েছিলাম, যখন শুনলাম এই অবস্থা চলছে তখন আমি উনাকে বললাম যে, এটা বেআইনী। স্যার, '৮১ সালে চেয়ারম্যান করা হয়েছিল আর আজকে' ৮৮ সাল এই সব বেআইনী ব্যবস্থাই চালান হয়েছিলে এইগুলি চলতে দেওয়া যেতে পারে না, তারা নিজেরাই চালানো নিজেদের আইন অমান্য করেছে। এইগুলি আমরা তুলে ধরতে চাই। ১৯৭৮ সালে তেলিয়ামুড়া প্যাক্সের এডমিনিষ্টার নির্বাচিত হয়েছিল। প্যাক্সের মেয়াদ ৩ বছর আজকেও তার পরিবর্তন করা হয় নাই। আমরা সেগুলিকে ভেঙ্গে দেই নাই, আমরা সেই রুগ্ন অবস্থা থেকে সুস্থ করার জন্য চেষ্টা করছি। সারা রাজ্যে ২১২টি লেম্পস আর ৫৫টি প্যাকস আছে, তার মধ্যে প্রায় সবগুলিই রুগ্ন।

মিঃ স্পীকার স্যার, যে ল্যাম্পস প্যাক্স হারিয়ে গেছে, খাতায় পত্রে রয়ে গেছে সেগুলিকে আমরা পুনর্জীবিত করব। তবে এইভাবে নয়। নির্বাচনের ভিত্তিতে করা হবে। বামফ্রন্ট সরকার যে ভাবে নির্বাচন করতো সেইভাবে নয়। যেমন গোমতী ল্যাম্পস এবং গণ্ডাছড়া ল্যাম্পস। গোমতী ল্যাম্পসের যে মেম্বার সে গণ্ডাছড়া ল্যাম্পসেরও মেম্বার এবং ইলেকশনে দুটো জায়গাতেই ভোট দিত। দুটো জায়গারই ভোটার। তার কোন আইডেনটিটি ছিল না। উভয় জায়গাতেই ভোটার লিষ্টে নাম তোলা হত। এখন আর সেটা সম্ভব হবে না। নূতনভাবে ভোটার লিষ্ট তৈরী করা হবে। আমরা অনেকগুলি ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের ব্যাপারে তদন্ত করছি। গোমতী ল্যাম্পসে ৩ লক্ষ টাকা নয় ছয় করা হয়েছে। আমরা সেই ম্যানাজারকে সাসপেণ্ড করেছি। মনুবন্ক ল ল্যাম্পসের ম্যানাজারকেও সাসপেণ্ড করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য অপ্ত্মগ উনার অভিযোগের ভিত্তিতে এটা করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দল থেকে বলা হয়েছে যে, তারা অনেক লোন দিয়েছেন। তারা কি লোন দিয়েছেন? প্রয়াত সমবায় মন্ত্রী অভিরাম দেববর্মার ছেলেকে খুমপুই ল্যাম্পস থেকে লোন দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় বিধায়ক বিদ্যা বাবুর ছেলেকে লোন দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত লোন দেওয়া হয়েছে গাড়ী কেনার জন্য। কমিশনার রামনগর, তাকে ইটের ভাট্টার জন্য লোন দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা লোন দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে ৩৯ লক্ষ টাকা লোন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রিকভারী হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাকে বলা হল যে ইটের ভিত্তিতে লোন দেওয়া হয়েছে। একটা গাছ, তার সিকিউরিটি কি? ফল। ফল সিকিউরিটি হতে পারে? আইন অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোর্ট থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে অভিরাম বাবুর ছেলেকে জুলাই মাস থেকে প্রতি মাসে আট হাজার টাকা করে দিতে হবে। বিশ হাজার টাকা জমা দিয়েছে। কোর্ট থেকে রায় দিয়েছে। এক মাস না দিতে পারলে গাড়ী ক্রোক করা হবে। আমরা যেগুলি রুগ্ন ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স আছে এগুলিকে সচল করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। বিগত সরকারের আমলে ফুল ঝাড়ু বিক্রী করে ৬ লক্ষ টাকা তাদের লস হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পর ফুল ঝাড়ু বিক্রী করে আমাদের ৬ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। কাজেই দুর্নিতীর কথা বলে কাট মোশন আনার কোন অর্থ নেই। আইন অনুযায়ী সমস্ত ল্যাম্পস্ প্যাক্সেই নির্বাচন করা হবে।

আমি মনে করি, কাট মোশন আনার কোন অর্থ নেই। আইন অনুযায়ী আমরা সমস্ত ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। নির্বাচনও করব। সমস্ত কিছুই করব। আমি আশা করছি, সমবায়ের পক্ষে যে-সমস্ত কাট মোশন আনা হয়েছে এগুলি উইথড্র করে নেবেন ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের স্বার্থে আপনারা সবাই এগিয়ে আসবেন এই আশা রেখে শেষ করছি। ধন্যবাদ ।।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

## AFTER PECESS AT 2.00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— শ্রী জিতেন্দ্র লাল সরকার।

শ্রী জিতেন্দ্র সরকার : ( তেলিয়ামুড়া ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে ডিমাণ্ড গুলির উপর যতগুলি কাটমোশান এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করছি। আমার নিজের একটা কাটমোশান আছে, সেই কাটমোশানের সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখছি। স্যার, বিদ্যুতের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। সারা রাজ্যের মানুষের কল্যানে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে তার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। গতকাল এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গন এবং বিধায়কগন তাঁদের বাড়ী। ঘর সাজাবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র কিনছেন সঙ্গে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করছেন। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার যে-সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের খুটি বসিয়েছিল, আজকে পাঁচ মাস হয়েছে এই সরকার, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজ পর্য্যন্ত তাঁরা এই সমস্ত এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারেনি। অথচ, দেখা যাচ্ছে, মন্ত্রী বিধায়কদের বাড়ীতে ঠিকই আলো জ্বলছে। জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁরা নয়ছয় করছে। স্যার, আমি সুস্পষ্ট ভাবে বলতে পারি উত্তর ঘিলাতলী, দক্ষিন মহারাণী, খাসিয়া মঙ্গল থেকে হরিনাম পাড়ায় বিদ্যুতের খুটি বসানো হয়েছে, লাইন টানা হয়েছে। কিন্তু সেখানে আজ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ জ্বলছে না। সেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে এই সরকারের কোন উদ্যোগ নেই স্যার। রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান করপোরেশান থেকে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে বিদ্যুতায়ন করার জন্য ২০ কোটি টাকার উপর এনেছিলেন এবং পরিকল্পনামত বিদ্যুতায়নও করছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে যেভাবেই হোক, দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে এই সরকারের জন্ম লাভ করেছে। গনতান্ত্রিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে তারা এখানে আসেন নি। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাদয়কে আর.ই.সি থেকে কত টাকা এনেছেন? স্যার, উনার বাড়ী প্রত্যন্ত অঞ্চলে, উত্তর মহারাণীতে, উনার বাড়ীতে আজকে বিদ্যুৎ জ্বলছে। অথচ, বলরাম কবরায় একটা হাইস্কুল আছে। স্যার, কল্পনাও করা যায় না ১০ বছর আগে বামফ্রন্টের আমলে সেখানে বিদ্যুৎ গিয়েছে। আপনাদের ৩০ বছর কংগ্রেসের শাসনকালে সেই জায়গায় বিদ্যুৎ যাওয়া কল্পনাতীত ছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম বলরামপুর স্কুলে ফ্যান চলছে, বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে, উনার বাড়ীতে বিদ্যুৎ আছে। স্যার, মন্ত্রী মহাশয় উনার বাড়ীতেও বিদ্যুৎ জ্বলছে না এটা দুঃখের বিষয়। সেই পথ দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ মহারাণীপুর, তেলি-

য়ামুড়া, নেতাজী নগর ইত্যাদি জায়গায় বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। স্যার, আমি একজন কৃষকের ছেলে এবং এই হাউসের অনেকে দাবী করেন কৃষকের ছেলে আছেন। স্যার, কৃষি কাজের এই সময়ের মধ্যে জমি তৈরী করতে হলে জল দরকার, যদি জল না দেওয়া হয় তাহলে জমি তৈরী করা যায় না। দুর্দিন যদি বর্ষা না থাকে আমি তো কৃষকের ছেলে জানি তার সঙ্গে যুক্ত আছি, যদি বৃষ্টি না থাকে তাহলে দুদিনে জমি শুকিয়ে যায়। আপনাদের জানা উচিত সেখানে ইরিগেশ্যান সিষ্টেম থাকা সত্বেও যদি বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে কি করে সেই অপারেট করবে। স্যার, আমার পাশাপাশি এলাকা আছে আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি ত্রিশাবাড়ী, চালিতাবাড়ী, ঘিলাতলী এই সমস্ত এলাকায় ইরিগেশ্যান ফ্যাসিলিটির অভাবে সেই জায়গার কৃষকরা জমিতে চাষ করতে পারছেন না। এদিকে নজর দেওয়া উচিত এই মন্ত্রী সভার। আমি আবেদন রাখছি, আপনারা অতি সত্বর সেই ব্যবস্থা গ্রহন করুন। স্যার, এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে, সমবায় দপ্তরের সম্পর্কে একটা কাট মোশান আমার বন্ধু এনেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অনেক বক্তব্য রেখেছেন, গালভরা বক্তব্য রেখেছেন, আমার ধারনা উনি বাজার থেকে জিনিস কেনেন না। স্যার, জিনিস পত্রের ভীষণ দাম বাজারে। এক্ষন "দৈনিক সংবাদ" দেখেছি ডাক্তাররা পরামর্শ দিচ্ছেন মাছ বা ডিম এইগুলি খাওয়ার দরকার নেই আকাশ ছোঁয়া দাম। কাজেই সেই প্রোটিন কার্বহাইড্রেড সেটার পরিপূরক ডাল ভাত দিয়ে সেগুলি পূরন করতে হবে। স্যার,আমরা তো সবাই মাছ, মাংস, ডিম,শুটকি ইত্যাদি খাই। শুটকির কে.জি ৭০ টাকা কেন স্যার? বিদেশ থেকে বাইরে থেকে আনতে পারছেন না? আমাদের কো-অপারেটিগুলি আপনারা তছনছ করে দিয়েছেন কিন্তু ঐ কো-অপারেটিভের মাধ্যমে আমরা অনেক জিনিষ দিয়েছি। নূন্যতম চাহিদা অনুযায়ী সবাই যা খাই এই রাজ্যের মানুষ জাতি-উপজাতি মানুষ বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ট্রাইবেল বন্ধুরা এক মাসে দুদিন বাজার করেন, তাঁরা একবার বাজারে এসে ১৫ দিনের খোরাক নিয়ে যান, তাদের শেষ সম্বল থাকে শুটকিই। এখন স্যার, আপনারা সেইটুকুও দিতে পারছেন না। ৭০ টাকা আকাশ ছোঁয়া দাম। মাছ ৭০।৮০ টাকা কে.জি "দৈনিক সংবাদে" দেখুন কি উঠেছে। আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে পারে ডিম এটা খুব ভাল খাবার। স্যার, আজকে সেই ডিমের দাম ৭।৮ টাকা হালি। কোথায় ছিল?

বামফ্রন্টের আমলে ত আইতরমার মধ্য দিয়ে ৩টাকা ৮০ পয়সা করে ডিমের হালি দেওয়া হয়েছে। আপনারাও পেয়েছেন। আপনারাও খেয়েছেন। অস্বীকার করতে পারবেন? দরকার হলে বিমানে করে ডিম এনে খাওয়াতে পাবেন। আপনাদের যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে পারুন। এখন ডিমের হালি ৭টাকা, ৮টাকা। ডম্বুরের কথা বলেছেন, বিরাট জলাশয়। মাননীয় মন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা ডম্বুর বলছেন বিরাট জলাশয়। ঐখানে ৮০ কেজি, ১০০ কেজি মাছ উৎপাদন হয়। মাছগুলি যায় কোথায়? আগরতলার মানুষ এর কাছে এটা স্বপ্ন। ত্রিপুরার মানুষ, আগরতলার মানুষ কত কেজি মাছ পেয়েছেন তার হিসাব দিতে পারবেন? বামফ্রন্টের আমলে ডম্বুরের মাছ এনে কম

দামে সরবরাহ করা হত। সেই মাছ আপনারাও খেয়েছেন। সেটা কি অস্বীকার করতে পারবেন? আপনারা কত কেজি মাছ আগরতলা শহরে এবং বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন তার হিসাব দিতে পারবেন? কাজেই এই যে টাকাগুলি বন্টন করা হচ্ছে বিভিন্ন খাতে দেখানো হচ্ছে, এইখানে বিধান সভায় প্রশ্ন উঠেছে আপনারা কি করে উন্নয়ন কমিটি করেছেন গণতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কিভাবে টাকা নয় ছয় করেছেন। আমরা দেখেছি সামাজিক বনায়নের নামে কত টাকা অফিস টিলায় গ্রামের মধ্যে, আমি বলছি সাহস থাকে ত আনকোয়ারী করুন, আনকোয়ারী করে বিধান সভায় পেশ করুন। একটি গাছও সেখানে লাগানো হয়নি। সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা হয়েছে বলে সেখানে হাজার হাজার টাকা বিলি করে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস ক্যাডারদের। মাননীয় সদস্য এস, আর, ইউ, পি,র কাজের কথা বলেছিলেন, ৩১৪ মেনডেইজের মধ্যে ৬২ মেইনডেইজ আগেই রেখে দিয়েছে। সেখানে একটি বাড়ী শৈলেন ভট্টাচার্য্য, শশাংক ভট্টাচার্য্য, সুকুমার ভট্টাচার্য্য, একই বাড়ীর ৬জন ৬ বস্তা চাউল নিয়ে নিয়েছে, একদিনও কাজের গোড়ায় যায়নি। সিজন্যাল বাঁধের কথা বলা হয়েছে, চৈত্র মাসে বৃষ্টি নেই। ৩০০ এর উপর ৩৫০ মেনডেইজ সেখানে কাজ দিয়েছে,-২৫ মেইনডেইজ কাজ দিয়ে সেখানে বাকী টাকাগুলি সেখানে উন্নয়ন কমিটির লোকগুলি শেয়ার করে মেরে দিয়েছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে বলছি, সেই মাইগঙ্গাছড়া সেখানে সিজন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, আপনার যদি সাহস থাকে ত দেখে আসুন, উন্নয়ন কমিটির সদস্য মনজিৎ দত্ত, সাধন রায় তারা টাকাগুলি মেরে দিয়েছে। কাজেই স্যার, এইভাবে টাকাগুলি লুটপাট হয়ে যাচ্ছে কাজেই আমার বিরোধী পক্ষে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে তার পূর্ন সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় মন্ত্রী সুবজিৎ দত্ত।

সুবজিৎ দত্ত :— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিধানসভায় বিধায়ক নকুল দাস যে কাট-মোশান এনেছেন তার বিষয়বস্তু হল "বিলোনীয়া মহকুমার বড়পাথারী বাজারের উত্তরাংশে অভয়াছড়ার উপর বাঁধ নির্ম্মান করে বন্যা নিয়ন্ত্রন করে কৃষকদের জমি রক্ষা করা সম্পর্কে।" মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয় ১৮ নং দাবী ভুক্তিতে ২৭১১ বন্যা নিয়ন্ত্রন খাতে- ইংরেজী ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর উপরিউক্ত কাজ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ছাটাই প্রস্তাব পেশ করেছেন। আলোচ্য ব্যয় বরাদ্দ খাতে কেবল মাত্র সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত কাজের রক্ষনাবেক্ষনের নিমিত্ত ব্যয় সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন নুতন প্রকল্পের ব্যয় এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা নির্বাহিত হয়না। উল্লেখ থাকে যে, আলোচ্য খাতে প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ সম্পুর্ণভাবেই পরিকল্পনা বহির্ভূত। এই খাতের অন্তর্গত নির্দিষ্ট রক্ষনা-বেক্ষন উপখাতে ৫২.১৪ লক্ষ টাকা এবং অপর একটি উপখাতে অর্থাৎ প্রশাসনিক ও কার্য্য-নির্বাহী উপখাতে ২৫.৯৬ লক্ষ টাকা, মোট ৭৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যাহা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় কম বলা চলে। যেহেতু পরিকল্পনা বহির্ভূত রাজস্ব খাতে রাজ্যের আর্থিক

সম্পত্তি ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা আছে তাই প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ ও সীমাবদ্ধতার দৃষ্টিকোন থেকে করা হয়েছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন, সেখানে এই ছাঁটাই প্রস্তাব গ্রহন বা সমর্থন যোগ্য নয়। মিঃ স্পীকার স্যার, নকুল দাস মহাশয় খুব বুদ্ধিমান ও বিবেচনা করার মত ব্যক্তি কিন্তু তিনি যতগুলি প্রস্তাব এনেছেন এবং কালকে বাজেটের উপর যে ভাষণ রেখেছেন তার যুক্তিকতা কিছু নাই। তিনি বলেছেন কিছু মন্ত্রী বা এম এল এদের বাড়ীতে নাকি অনেক কিছু করা হয়েছে, এই সব তথ্য তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, এইসব ভৌতিক তথ্য-এর তিনি যদি প্রমান করতে পারেন আমি পুর্তমন্ত্রী হিসাবে বলছি যে, আমি এই পবিত্র বিধান সভার মধ্যে পদত্যাগ পত্র পেশ করব। আমার নামে বলা হয়েছে গার্ড রুমের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৫০০ টাকা। স্যার, আমি এখানে আপনার সামনে দাবী করে যাচ্ছি এবং বক্তব্য পেশ করছি যে, আমার বাড়ীতে ১৩ হাজার ৫৭৫ টাকায় একটা বাঁশের ঘর উঠেছে, সর্বমোট খরচ নিয়ে আরও ৭ হাজার টাকার মত খরচ হবে। আর তিনি দিয়েছেন ১লক্ষ ৪০ হাজার ৫০০ টাকা। ওনারা বলছে গনতন্ত্রের পুজারী, আমি বলব গনতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য আমার মনে হয় এখানে ওনারা এসেছেন। বিগত দশ বছর গনতন্ত্রকে যেভাবে ওনারা ধ্বংস ও অপমান করেছেন তার ধিক্কার জানিয়ে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোক আমাদের ভোট দিয়ে ওনাদের উচ্ছেদ করে আমাদের জয়ী করে এই বিধানসভায় এনেছেন। তারপর দীলিপ সরকার এম এল এ ওনার নামে বলেছেন সরকারী খরচে তিনি ইলেকট্রিফিকেশান করেছেন বাড়ীতে, সম্পুর্ন মিথ্যা। তিনি নিজের পয়সায় করেছেন, ওনার ভাইরা কিছু করে দিয়েছেন, আর দুইটা ফেন আছে ওনার বাড়ীতে সেটাও জুটমিল থেকে দেওয়া হয়েছে ওনাকে, উনি জুট মিলের চেয়ারম্যান বলে। রতন চক্রবর্তীর নামে যতখানি ব্যয় দেখিয়েছেন, সব মিথ্যা। সমীর রঞ্জন বর্মনের নামে যতখানি ব্যয় দেখিয়েছেন সব মিথ্যা। এখানে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আছেন, বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয়, উনি আমার পিতৃতুল্য, আমি এই কথা বলে ওনাকে লজ্জা দিতে চাই না, অশ্রদ্ধা জানাতেও চাই না ওনাকে। মন্ত্রিত্বকালে তিনি যে ঘরটায় ছিলেন সেই ঘরে এখন আমি থাকি সেটা এয়ারকণ্ডিশান ঘর, কিন্তু এই কথা কি বিগত দিনে আমাদের কোন এম এল এ এই বিধানসভায় তুলেছিলেন, অশ্রদ্ধা জানানোর জন্য মিথ্যা বিবৃতি পেশ করেছিলেন। তাই আপনার কাছে আমি বক্তব্য রাখব, যে কাট মোশান এনেছেন, বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি মিথ্যা, তথ্য সংগ্রহ করে নয়। এই বিধানসভায় স্পীকারের সামনে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই যে গনতন্ত্রকে জীবিত রাখুন তাকে ধ্বংস করবেন না, মুক্ত থাকুন এই সব থেকে না হলে মুছে যাবেন, আপনারা চলে যাবেন নর্দমায় —'নমস্কার'।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

**শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ( খুরমা ) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিরোধী দল থেকে দেওয়া

সমস্ত কাট-মোশানগুলিকে সমর্থন জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে আমি ১৪ নং ডিমাণ্ডের উপর আনা আমার কাট-মোশনের উপর বক্তব্য রাখছি। পি. ডাবলিও. দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কাট-মোশনের উপর আমাদের বক্তব্য রাখার আগেই ওনার বক্তব্য রেখেছেন। তবে উনি ওনার দপ্তরের কাজ-কর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। শুধু একটা কথাই বলেছেন যে দপ্তরের কাজ-কর্ম করতে গিয়ে টাকার অভাব হচ্ছে। কিছুদিন আগে মাননীয় মন্ত্রী সাব্রুমে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দলীয় কর্মীদের কাছে শুনলেন যে, শান্তির বাজারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নাকি সি.পি. এম এর লোকদেরকে কাজ দিচ্ছে। এ কথা শুনে ত তিনি রেগে গেলেন এবং তক্ষুনি তিনি ঐ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়কে ধরে নিয়ে আসার জন্য গাড়ী পাঠালেন। ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন ওদেরকে কাজ দিচ্ছেন না। আপনাকে কাজ দিতে হবে। তখন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় মাননীয় মন্ত্রীকে বললেন কাইগুলি লিখে দিন। এ কথা শুনে ত মন্ত্রী আরও রেগে গেলেন এবং বললেন, এত বড় আস্পর্দা, আজকে স্যার, সারা রাজ্যের অফিসাররা অসহায় বোধ করছেন। আজকে যদি তদন্ত করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে তারা কত অসহায়। আমি আমার কমলপুর সাব-ডিভিশনের আমবাসার কথা বলতে পারি যে, সেখানকার, পি.ডাবলিও. অফিসগুলি কি কংগ্রেস অফিস হয়ে গেছে না, পি.ডাবলিও. অফিস রয়েছে বুঝা মুস্কিল। বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন সময়ে সমাজের গরীব অংশের মানুষের জন্য যারা পেছনে পড়ে আছে, যারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না তাদের জন্য ফর্ম ১১-এ ৫-১০ হাজার টাকার কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেস ও টি. ইউ. জে. এস. সরকার সেটা বাতিল করে দিয়েছেন। আজকে পি.ডাবলিও.ডি.র. এস.ডি.ও. অফিসগুলিতে, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসগুলিতে যারা নামকরা কনট্রাকটার তাদেরকে শুধু কাজ দেওয়া হচ্ছে। সে অফিসগুলিতে কংগ্রেসের ও টি.ইউ.জে. এসের লোকেরা বসে নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ-বাটোয়ারা করেন। তারাই ঠিক করে যে এই এলাকার কাজ তারা পাবে আর ঐ এলাকার কাজ ওরা পাবে। কমলপুর সাব-ডিভিশনে তদন্ত করে দেখুন সেখানে কি হচ্ছে। সেখানে মানিক চক্রবর্তী, যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর খুব কাছের লোক, তিনি কি করছেন? সেখানে গিয়ে কিছু ভাগ বাটোয়ারা করেন। গত ২৫শে জুন সারা রাত প্রবল বৃষ্টিপাতের পর ২৬ তারিখ কমলপুরে প্রচণ্ড বন্যা দেখা দেয়। এই বন্যা ১৯৮৩-৮৪ সালের বন্যার চেয়ে কম নয়। সেখানে গলিছড়ার রাখালতলীর যে ব্রিজটা ছিল সেটা ওয়াশ আউট করে নিয়ে গেল। তারপর চালওয়াবাজারের দক্ষিনে যে ছোট ছড়া তার উপরে যে ব্রিজ ছিল সেটাও নড়বড়ে হয়ে গেল এবং তার এপ্রোচটা ভেঙ্গে যায়। ফলে এই সমস্ত যানবাহন যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়, এবং মাল সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় তড়িঘড়ি করে বেলি ব্রিজ করা হয়েছে। এই ইমারজেন্সীর কথা চিন্তা করে সেখানে এই ব্রিজটা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ছড়ার অবস্থাটা অত্যন্ত খারাপ এবং এই ছড়ার উপর তড়িঘড়ি করে লক্ষ টাকা ব্যয় করে ব্রিজ করলে সেটা ভাল হবে না, শুধু টাকা নষ্ট করা হবে। কিন্তু কিছু লোককে

টাকা পাইয়ে দেবার জন্যে গত ২৮ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে এই তিনদিনের মধ্যে ব্রিজ করে দেবার জন্য কংগ্রেসের মানিক চক্রবর্ত্তী, নৃপেন্দ্র কুমার দে, এবং মিহির লাল ঘোষ তাদেরকে কাজের দায়িত্ব দেন সেখানকার এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। পরে তাদেরকে সময় আরো দুইদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ব্রিজটি তৈরী করাব জন্য ১,৮০,০০০ টাকার এষ্টিমেট দেওয়া হয়। কিন্তু এরপর ৫ তারিখ পর্য্যন্ত কোন গাড়ী পাশ দেওয়া হয়নি। ফলে সমস্ত কমলপুর শহরে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, জীবনযাত্রা বিকল হয়ে পড়লো এবং জিনিসের দাম হু হু করে বেড়ে গেল।

তারপর স্যার, এই ব্রিজটা করতে গিয়ে যে স্পেসিফিকেসান ছিল ১০ থেকে ১০ এর শাল খুঁটি দেবার কিন্তু সেই স্বনামধন্য কনট্রাকটার বাবুরা সালেমার ১৯৬৪-৬৫ সালের যে প্লেনটেশন-এব যে শাল গাছ ইমূমে'টউর শাল গাছ সেই শাল গাছ দিয়ে ব্রিজ করা হলো। আর কয়োই কাঠের গন্ধও আছে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ফলে যে ব্রিজটা তৈরী করা হয়েছে সেটা এতই নড়বড়ে যে মাল বোঝাই একটি গাড়ী তার উপর উঠলে ব্রিজটি কাঁপতে আরম্ভ করে। এই হলো পি.ডাবলিও.ডি.-এর অবস্থা।

স্যার, আমি যে কথাটি বলতে চাই, এইটা এখন লুটের রাজত্ব চলছে। মাননীয় পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এইটা তদন্ত করে দেখুন সেখানে কমলপুর মরাছড়া-আমবাসা রাস্তার কাজ পি,ডবলিউ, ডি,র স্পেসিফিকেসান ছিল যে রুলার দেবার পর সাড়ে চার ইঞ্চি গ্যাপ থাকবে। কিন্তু সেখানে দেখা গেছে যে দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি গ্যাপ হয়েছে। এবং সেখানে তিন নং ম্যাটেলিং অর্থাৎ তিন নং ইট দিয়ে মেটেলিং করা হয়েছে। এই রাস্তাটা তাহলে কতদিন চলবে? কাজেই আজকে এখানে লুটের রাজত্ব চলছে। ভাবটা এই যে, কয়দিন আছি ঠিক ঠিকানা নেই, যে যা পার গুটাইয়া নাও। আখের গুছাইয়া নাও।

আমি সেই জন্যই দুইটা কাট মোশন এনেছি। আমার এই কাট মোশন এবং বিরোধীদের কর্তৃক আনীত সমস্ত কাট মোশাগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায়।

শ্রীরসিক লাল রায় ( সোনামুড়া ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নব-নির্বাচিত সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এস্টিমেটস এখানে উত্থাপন করেছেন তার বিরোধিতা করতে গিয়ে বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা ১২টি ডিমাণ্ডের মধ্যে সাতটি ডিমাণ্ডের উপর বিরোধীতা করে কাট মোশান এনেছেন। আমি এই প্রসঙ্গে মাননীয় বিরোধী বেঞ্চের সদস্যদের অনুরোধ করতে চাই যে, দেশের সার্বিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে এখানে যে জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং এই সরকারের যে জনকল্যানমুখী বাজেট তাকে সমর্থন করুন এর বিরোধীতা করে ত্রিপুরা রাজ্যের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবেন না।

ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে আজও বিরোধী বেঞ্চ থেকে চীৎকার

উঠে এখানে নাকি অনাহারে লোক মারা যায়। তাহলে এটা তাদের স্বীকার করতে হবে যে গত ১০ বছরে দারিদ্র্য সীমার নীচে কত পারসেন্ট বাড়িয়েছেন? যখন উনারা সরকারের ছিলেন তখন দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল ৮৪ শতাংশ। আর এখন উনারা সরে যেতেই এটা হয়ে গেল ৬৭ শতাংশ। ওরা দশ বছরে কত গরীব বাড়িয়েছেন। সেজন্যই আপনাদের বর্জন করে আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে মানুষ। কংগ্রেস—টি. ইউ. জে. এস. কে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সুতরাং এই কাট মোশান তুলে নিন। এই কাট মোশন দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি দিনের ইতিহাসকে আর ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।

কাট মোশন এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩ এর উপর—মেজর হেড ২৪২৫। এখানে ধরা হয়েছে ৩,৩০,৬৭০০০ টাকা। কো-অপারেটিভের উপর কাট মোশন আনার অর্থই হল উনাদের যে দুর্বলতা ছিল, উনারা যে ভেবেছিলেন বর্তমান সরকার তাদের এই দুর্বলতা ধরতে পারবেন না। আপনাদের দলীয় লোকদের দিয়ে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ল্যাম্পস প্যাক্স-এর মাধ্যমে অর্থ লুঠ করিয়েছিলেন। আমরা ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে ঘোষণা দিতে পারি আমরা সেই দুর্বলতা থেকে দূরে থাকব। আমরা গ্রামে গঞ্জের মানুষকে এই দুর্বলতা থেকে মুক্তি দিতে চাই। আমি আশা করব ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩ মেজর হেড ২৪২৫—এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করবেন।

কাট মোশন এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭—এ। এটাতে ধরা আছে ১১, ৭৬, ০০০ টাকা। মেজর হেড ২৮০১ এ ইলেকট্রিসিটি। কাটমোশন আনার কারণ আছে। বামফ্রন্টের রাজনৈতিক চক্রান্তে ত্রিপুরা রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টে যে অর্থ খরচ হয়েছে সেটা কি সঠিকভাবে হয়েছে?

আমি বিরোধী দলে থাকার সময় আপনাদের বলেছিলাম সেই সব দুর্নীতির কথা। একটি কেডারের বাড়ীতে ইলেকট্রিক লাইন দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার জনগনকে ফাঁকি দিয়ে ৩১টি পোষ্ট বসান হয়েছিল এই নির্বাচনের আগ মুহূর্তে। আর নির্বাচনের পর যখন দেখা গেল যে, বামফ্রন্ট হেরেছে তখন তিন দিনের মধ্যে সেই সব পোষ্টগুলি উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সেই গর্তের মধ্যে একটি বাচ্চা পড়ে গিয়ে মারা যায়। এরপর আপনারা আজকে সেই ইলেট্রিক ডিমানডের উপর কাট মোশান এনেছেন একটু লজ্জা থাকা উচিত। আপনারা সেই ১০ বছরে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আবার এখানে চীফ মিনিষ্টারের সেক্রেটারীয়েটের ২ নং ডিমানডের উপর কাট মোশান এনেছেন। সেই সেক্রেটারীয়েটের অর্থ যদি না থাকে তাহালে ত্রিপুরা রাজ্যে আপনাদের কোথায় স্থান হবে? এই প্রসংগে আমাদের মাননীয় সদস্য নকুল দাস এবং বাদল চৌধুরী এখানে অনেক ইতিহাস পরিবেশন করেছেন। আমি বলতে চাই, আমরা যখন প্রথমে ক্ষমতায় এসেছি তখন আপনারাই বলেছিলেন আমাদের জন্য ভাল কোয়ার্টারের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কেন আপনারাতো বিলাস চান না। আমাদের মাননীয় রাষ্ট্র মনত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে নৃপেন বাবুর জন্য এয়ার কনডিশান রুম আছে, পশ্চিমবংগে জ্যোতি বাবুর বাথ রুমটিও এয়ার কনডিশানড করা। লজ্জা করে না এই সব কথা বলতে এখানে আবার চিৎকার করা হচ্ছে, দেখে আসুন। আপনারা কোনটার বিরোধীতা না

করছেন। ভারতবর্ষের দু'টা রাজ্যে আপনারা ছিলেন ত্রিপুরায় আর পশ্চিমবংগে। ত্রিপুরায় আপনাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। আর পশ্চিমবংগেও আপনাদের স্থান হবে না—চীনে গিয়েও আপনাদের স্থান হবে না আপনাদের স্থান হবে ঐ বংগোপসাগরে।

মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল সরকার, উনি একজন খুনী। উনার কত বড় সাহস। এখানে হাউসে এসে বড় বড় কথা বলছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবু কোর্টের কেস্ থেকে রেহাই দিয়েছেন উনাকে ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছেন। গত উপনির্বাচনে নৃপেন বাবু জোর করে জিতেন্দ্র বাবুকে প্রার্থী করে জিতিয়ে আনেন এবং কোর্টের কেস্ উইদড্র করেন। এই ঘটনা মাননীয় সদস্যরাও জানেন। আপনারা জানেন না কি করে খুনীদেরকে নিয়ে ঘর করছেন। আপনারা এই সমস্ত দুষ্ট চক্রের সংগে থাকবেন না। আপনারা চলে আসুন, আমরা জায়গা দেব। মিঃ স্পীকার স্যার, পি, ডবলিউ, ডিমানড নং ১৪, মেজর হেড ৩০৫৭ কাট মোশন এনেছেন। আমরা যদি রাস্তা না করি, আমরা যদি ব্রীজ না করি তাহলে আপনারা কোনদিন হাঁটতে পারবেন না। এই কাট মোশানকে স্বীকার করতে হবে? মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত দশ বছর ওরা কি কাজ করেছে? কাজে বাধাঁর সৃষ্টি করেছে। কিছুই করেনি। বিধানসভা একটা পবিত্র স্থান, এখানে এসে চিৎকার করবেন না। আপনাদের কি অ্যাকটিভিটিজ সেই সম্বন্ধে ত্রিপুরার মানুষ সজাগ আছে। আমি আশা করব, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা এই বিষয়ে সচেতন থাকবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমানড নং ১৮, মেজর হেড ২৭১১, কাট মোশন এনেছেন। ফ্লাড কনট্রোল। আপনারা কি ফ্লাডের মধ্যে বাস করেন? আপনারা কি চান যে ১৯৮২ সালে যে অবস্থা ছিল সেটা আবার ফিরে আসুক? আমি বৈদ্যনাথ বাবু এবং তখনকার চীফ মিনিস্টারকে বলেছিলাম যে, আপনারা হস্তক্ষেপ করুন। তখন কিন্তু তারা কর্ণপাত করেন নি। পবিত্র জায়গা কালি বাড়ী সেখানে দোকান পাট খোলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সেই দোকান পাট নিয়ে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন সেটা আজকে আর নেই। কংগ্রেস-টি ইউ, জে, এস, সরকার এটা ভেঙ্গে ফেলেছে। এটা চিন্তা করে দেখতে হবে, মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, ১৯৮২ সাল থেকে তাঁরা শুধু চিৎকারই করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না বলে। কিন্তু আমরা জানি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা এসেছে। বাঁধের জন্য কোটি কোটি টাকা এসেছে। স্যার, মেলাঘরে একটি বাঁধ নির্মানের জন্য ৭৫ হাজার টাকার স্যাংশান হয়েছিল। নদী থেকে মাটি তুলে বাঁধ করেছে। আমরা বার বার আপত্তি করেছি। কিন্তু শোনা হয় নাই। সেই বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। ৭৫ হাজার টাকাই নষ্ট হয়েছে। বিধানসভায় বসে চিৎকার করেছেন শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর বিনিময়ে পেয়ে গেছেন কোটি কোটি টাকা। কোন কোন কাজ আপনারা দেশের জন্য করেছেন? আপনারা দেখাতে পারবেন, কোন কাজ আপনারা করেছেন? এতবড় অপদার্থ সরকার এই ত্রিপুরার বুকে ছিল এর পর আর বলার কিছু ছিল না। আপনারা কত টাকা

খরচ করেছেন ত্রিপুরার উন্নতির জন্য ? আপনারা তো শুধু ক্যাডারদের জন্য মারিং করেছেন। হাজার হাজার টাকার ফসল যখন চুরি হচ্ছিল, রেশনের চাউল পাচার হবার সময় পুলিশের হস্তে তুলে দেওয়া হয়েছিল, তারপরও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। আর সব দোষ দিয়ে গেছেন কেন্দ্রের উপর। কেন্দ্র চাউল দেয় না, কেন্দ্র টাকা দেয় না বলে। আপনারা খুব পবিত্র ছিলেন বলেই, গত নির্বাচনে আপনাদের বিসর্জন দিয়েছে। কোথায় ছিলেন আপনারা ট্রেজারী বেঞ্চে আর আজ কোথায় বিরোধী আসনে। আমি এখনও বলছি, আপনারা যে কাটমোশান এনেছেন তা উইথড্র করে নিন। নয়ত এখন যে ২৬ জন বসে আছেন তারপরে আর ৬ জন ও থাকবেন না। আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না, উশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য। আমাদের নব নির্বাচিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তা সানন্দে গ্রহণ করুন, ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে। আপনারা এর বিরোধিতা করলে আগামী দিনে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবে। আর যাতে এটা করতে না পারে সে জন্যই বলছি, বিরোধীতা করবেন না। কেন না, বিরোধী দল দেশে না থাকলে দেশের উন্নতি হয় না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীরসিক লাল রায় :— মেজর হেড ২২১৫, ওয়াটার সাপ্লাই। স্যার, ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে কাটমোশান এনে উনারা বিরোধীতা করেছেন। কথাটা স্বাভাবিক। বিগত ১০ বৎসর ধরে আপনারা যারা সরকারে ছিলেন ওয়াটারসাপ্লাই দুর্নীতি সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। ওয়াটার সাপ্লাইয়ের একটা টিউব-ওয়েল যখন বসানো হত আপনাদের আমলে, যে ভাবে প্ল্যান করা হত, যে ভাবে এষ্টিমেট করা হত, সে ভাবে কাজ করা হত না। একটা কংগ্রেসী বাড়ী সামনে যদি হাইড্রেন থাকে, তাহলে সেটাকে উঠিয়ে নেওয়ার আদেশ মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বিধায়করা পর্যান্ত দিয়েছিলেন। এই ভাবে ওয়াটার সাপ্লাই পর্য্যন্ত নিয়ে আপনারা দলবাজী করছেন। এটা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না। যদি একটা হাইড্রেন করার পর ১৫-২০ হাত দূরে একজন সি,পি,আই (এম) এর বাড়ী থাকে সেখানেও আপনারা আবার একটা হাইড্রেন করেছেন, কনট্রাক্টর অযথা টাকা নিয়েছে। আপনারা আবার আশা করছেন ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবেন। আপনাদের সাহসের বলিহারি। আগামী সিমনার নির্বাচনে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় পশ্চিমবঙ্গেও আপনাদের স্থান থাকবে না। ভারতবর্ষেও আপনাদের স্থান থাকবে না, চীনেও আপনারা জায়গা পাবেন না। বঙ্গোপসাগরে আপনাদেরকে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে। স্যার, আজকে যে-সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি হাউসে উত্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীসুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মন(নলছড়) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী বেঞ্চ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান

আজকে হাউসে আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন ক'রে আমার কাটমোশানের উপর আলোচনা শুরু করছি। স্যার আমার কাটমোশানটি হলো-"রাজ্যের ল্যাম্পস, প্যাক্স, মৎসজীবি সমবায় সমিতি, তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদিতে অন্যায় ভাবে শেয়ার ক্যাপিটেল বন্ধ করা সম্পর্কে"। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে গরীব মানুষদের উন্নতিকল্পে প্যাক্স, ল্যাম্পস্ এবং মংস্য-জীবি সমবায় সমিতিগুলিকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং এগুলিকে রক্ষা করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সমস্ত ল্যাম্পস্, প্যাক্স, মৎসজীবি এবং তাঁতশিল্প সমবায় সমিতিগুলিকে শেয়ার ক্যাপিটেল দিচ্ছেন না। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মৎসজীবিদের হাতে বিভিন্ন জলাশয়গুলি তুলে দিয়েছিলেন যাতে রাজ্যের মৎসজীবিরা মৎস চাষ করে বাঁচতে পারে। তার জন্য তাদের মাছের চারা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও বামফ্রন্ট সরকার তাদের দিয়েছিলেন।

আর আজকে এখানে কংগ্রেস এবং টি.ইউ.জি.এসের জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তাদের হাত থেকে এই সমস্ত জলাশয়গুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাহলে পরে এই সমস্ত জলাশয়গুলি নিয়ে যাদের জন্য কো-অপারেটিভ সৃষ্টি করা হয়েছিল তারা কি নিয়ে বেঁচে থাকবে ? তারা তো এমনিতেই মরে যাবে। আমরা লক্ষ্য করছি যে এই সরকার গরীব মানুষ যারা আছে তাদের হাত থেকে ভাত কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় রসিক বাবু কিছুক্ষণ আগে খুব অভিনয় করে বক্তব্য রাখলেন। উনি যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এবং আমি যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছি দুই কেন্দ্র মিলে রুদ্র-সাগর কো-অপারেটিভ যেখানে সৃষ্টি হয়েছে মৎস্যজীবি এবং জলাশয়ের মধ্যে এটা সবচেয়ে বড় কো-অপারেটিভ। ত্রিপুরা রাজ্যে আপনাদের কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় এসে কত লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে গায়েব করে দিয়েছেন, তার হিসাব কি আপনারা নিয়েছেন, সেখানে টাকা মেরে দেওয়া হচ্ছে, লীজ দেওয়া হচ্ছে তার খোঁজ খবর আপনি রাখেন ? আপনি তো প্রায় দিনই সপ্তাহে গাড়ী হাঁকিয়ে এসকোর্ট নিয়ে সোনামুড়া যান, আপনার নাকের ডগার উপরদিয়ে এই সব হচ্ছে আপনি খোঁজ খবর রাখেন ? আপনার প্রিয় শিষ্য সেই সম্পাদক সুনীল দাস, চন্দ্র মোহন কত টাকা সেখানে দেখিয়েছে, মনোরঞ্জন ঘোষের ঘরে সেখানে মিষ্টির ভাণ্ডার ১২ শত টাকা তার খোঁজ খবর কি আপনি নিয়েছেন ? সেখানে বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন সময়ে একটা তদন্ত হয়েছিল সেই তদন্তে কি হয়েছে তার তদন্ত সাপেক্ষে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? স্যার, এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত সেখানে তার কোন প্রতিকার করা হচ্ছে না, উপরন্তু এই কো-অপারেটিভের সদস্যরা এক-জিকিউটিভ বডি সেখানে ২২ জন কর্মচারীকে ছাটাই করছেন যাদেরকে সেখানে কাজ দেওয়া হয়েছিল। অথচ সেখানে উনারা বলছেন যে গরীবদের পেটে ভাত দেবার জন্য উনারা ক্ষমতায় এসেছেন, কিন্তু আমরা দেখছি তাদের পেটে সেখানে লাথি মারা হচ্ছে। এই ভাবে কি উনারা জনদরদী সাজতে চান ? আমরা মনে করি এই সরকার সেখানে গরীব মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করতে পারেন নি। আজকে

তাঁতীরা সেই তাঁত সমবায়ের মধ্য দিয়ে তাদের সেই ফিরে পাওয়া পুরানো দিনের তাঁত যেটার উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্ব্বাহ করছে সেই তাঁতীরা আবার মিল মালিকদের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই তাঁতীদের সেখানে সুতা দিয়ে তাদের কো-অপারেটিভগুলিকে সেখানে শেয়ার ক্যাপিটেল দিয়ে যারা নিঃস্ব উপজাতি তাদের কাপড় কো-অপারেটিভের মধ্য দিয়ে কেনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আজকে এখানে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা দেখেছি, তাঁতীদের সেখানে শেয়ার ক্যাপিটেল দেওয়া হচ্ছে না। তাই তারা আবার সেখানে পুরানো দিনের তাঁতটাকে উঠিয়ে রাখার জন্য ব্যবস্থা করছে, কারন তাদের কাপড় আর কো-অপাটিভের মধ্যে বিক্রি হচ্ছে না। তাহলে তারা স্বাভাবিক ভাবেই বেকার হয়ে পড়বে। কাজেই তাদের কর্ম সংস্থানের কি ব্যবস্থা করেছেন এই জিনিষটা তো বাজেটে ধরা হয় নি, তাহলে আমরা কি করে এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি? তার জন্যই আমরা কাট মোশান এনেছি। আমরা লক্ষ্য করছি এইটু আগে উনি বিদ্যুৎ সম্পর্কে বলছেন, আমি বলতে চাই যে, এই বিদ্যুৎ সম্পর্কে যে কাট মোশান এখানে আনা হয়েছে এটা সঠিক এবং নির্ভুল। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জোলাই বাড়িতে দক্ষিণ ইচাছড়া, জোয়া ইচাজা বামফ্রন্ট সরকার থেকে খুঁটি বসিয়েছিলেন এবং তার সমস্ত কিছু টাঙ্গানো হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেন দক্ষিণ ইচাছড়ায় এই সরকার আসার পর সেখানে বাতি জ্বলছে না, বিদ্যুৎ মন্ত্রী সেখানে খোঁজ খবর নিয়ে দেখছেন কি?

আমরা ত দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিদ্যুতের জন্য কংগ্রেসী বন্ধুরা হারিকেন মিছিল করেছেন, নৃপেন বাবুকে গালি গালাজ করেছেন। আজকে বিদ্যুৎ থাকছেনা কেন? আজকে কোথায় আমাদের মিছিল? তার জন্য আজকে কাটমোশান আনা হয়েছে। সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে আমরা রাজ্যের বহু গরীব মানুষ যারা ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর, যারা জুমিয়া তারা যাতে সুযোগ সুবিধা পায় তার জন্য সমবায় সমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল। যাদের জমি নেই, যারা ভূমিহীন, ব্যাংকের কাছে তারা ঋন পেতে পারেনা, তারা ল্যামপস্ এবং প্যাক্সের মধ্য দিয়ে ঋন পায়। সেই ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার করেছিল। আজকে কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এইসমস্ত ল্যাম্প্স এবং প্যাক্স কোপারেটিভগুলি নষ্ট করার জন্য চক্রান্ত সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য নকুল দাস মাননীয় স্পীকারের কাছে একটি কপি দিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে কোপারেটিভগুলিকে নিজের দলীয় লোকদের দিয়ে কিভাবে ব্যবহার করছেন। মেলাঘর প্রাইমারী কোপারেটিভ সোসাইটি আছে, যে সোসাইটি সোনামুড়ার বিভিন্ন ভাবে জিনিসপত্র সাপ্লাই দেওয়া হয়। সেখানে দপ্তরের ইচ্ছা অনুসারে প্রাইভেট মালিকানাধীন যে সমস্ত গুলি আছে সেগুলি থেকে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। তার কি উদ্দেশ্য? টাকা পয়সা কি করে হাতড়ানো যায় তার জন্য এই কাজগুলি করা হচ্ছে। আজকে সরকারী কোপারেটিভগুলির কি হচ্ছে? এই কোপারেটিভগুলি বামফ্রন্টের আমলে গরীব মানুষের উন্নতির জন্য, গরীব

মানুষের কল্যাণের জন্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু আজকে এগুলিকে নষ্ট করার জন্য চেষ্টা চলছে কাজেই গরীব মানুষ যে সুযোগ-সুবিধা পেত, এই কোপারেটিভ গুলির মাধ্যমে সেই সুযোগ-সুবিধাগুলি যাতে পায় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। এই বলে যে কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে এইসমস্ত কাটমোশানগুলিকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

**শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :**— (মোহনপুর) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের এই বাজেটের ডিমাণ্ডের উপর বিরোধী বেঞ্চ থেকে যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে বিগত ১০টি বৎসরে অপদার্থ সরকারের যে অপদার্থতা আজকে তাকে ধামা চাপা দেওয়ার জনাই এই ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। এই রাজ্যের জনগনকে আমাদের মার্কসবাদীর নেতৃত্বে যে কমাণ্ডার ছিলেন আজকে যিনি অপোজিশান লিডার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, উনি সেই জনগনকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করে ছিলেন, ওদের নায়ক ছিলেন আমাদের মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে কাটমোশান এনেছেন তাখতে লজ্জা হয় স্যার, আপনার মাধ্যমে স্মরন করিয়ে দিতে চাই, এই ১০টি বৎসর এই রাজ্যে যে বাজেট জনগনকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করেছিল আজকে উনারা ভুল বুঝেছেন। ৮৩ সনের নির্বাচনের পর বিধানসভায় মধ্যে বলেছিলাম, আপনাদের আর বেশিদিন সময় নাই।

আপনাদের যা চরিত্র তা ত্যাগ করুন। ৫ বৎসরের মধ্যে আপনাদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, আজকে আবার কাট মোশান এনেছেন, আমার মনে হয় আগামী ৫ বছরের মধ্যে আপনারা ৫জন থাকবেন কিনা সন্দেহ। স্যার, মাননীয় সদস্য জীতেন্দ্র সরকার মহাশয় ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭, মেজরহেড ২৮০১ নাম্বারের উপর কাট মোশান এনেছেন, অথচ সেদিন আমরা এই বিধানসভায় চিৎকার করেছিলাম, তাঁতীদের নিয়ে সেদিন মুনাফা লুটের চেষ্টা করা হয়েছিল তাকে বন্ধ করার জন্য। বিশেষ করে একটা উদাহরন দিচ্ছি মোহনপুরে আমাদের তারানগর গাঁওসভার কয়েকশত তাঁতী পরিবার তপশীলিভুক্ত ছিল সেখানে কারেন্ট দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম, আবার সেখানে না কি তাদের একটা কো-অপারেটিভ খুলেছেন; তাঁত সম্প্রদায় সমিতিগুলিকে টাকা দিয়ে শুধু রাজনীতি করেছিলেন। স্যার, আজকে আপনার মাধ্যমে আমি বলে দিতে চাই যে, আজকে এই সরকারের যে মেয়াদ মাত্র ৫ মাস, এরমধ্যে চুরি করার সময়টা কোথায়। আপনাদের সরকারের যে কতগুলি পোষা দালাল এই অফিসের মধ্যে পুরে রেখেছেন সেই দালালদের পরিবর্তন না করে আমাদের সরকারের উন্নয়ন-মূলক কাজগুলি করা সম্ভব না। আজকের এই সরকার পাঁচ মাসের মধ্যে আমাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনার মাধ্যমে যে, ওনার পুত্রপুত্রদের অফিসে অফিসে যে ঢুকিয়ে রেখেছেন সেই আবর্জনাতো এখন পর্যন্ত পরিষ্কার হয়নি, চুরির সময়টা কোথায়? স্যার, আপনার মাধ্যমে ওদের বলতে চাই, সারা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ লোক জানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর লটারী কেলেংকারীর কথা, যেদিন আমরা চিৎকার করেছিলাম এই বিধানসভায়। সেদিন তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর কাছে, এই ৮২

কোটি টাকা কে আত্মসাৎ করেছিল, তার নায়ক কে? সেদিন আমরা তদন্ত কমিশনের জন্য আবেদন করেছিলাম কিন্তু তা করা হয়নি। আমাদের আর একজন সদস্য ল্যাম্পস এর উপর কাটমোশান এনেছেন। অথচ গত দিনে এই ল্যাম্পস্ ও প্যাকসের ব্যাপারে আপনারা কি করেছেন, আমার মনে হয় আজকে আপনারা বিধানসভা থেকে বের হলে জনগন আপনাদের আর ডাকবে না। এই ল্যাম্পস্ ও প্যাকসের মধ্য দিয়ে আপনারা শুধু নির্বাচনী বৈতরনী পার হয়েছিলেন, কিন্তু আজ আর আপনাদের চরিত্রকে ঢেকে রাখতে পারবেন না। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন যে, সেদিন কো-অপারেটিভ থেকে আমরা ৬০০বস্তা চাউল ধরেছিলাম, স্মরন করিয়ে দেই স্যার আপনার মাধ্যমে।

স্যার, আজকে ওনারা বলছেন যে রেশনের চাল নাকি বাজারে বিক্রী হয়ে যায়, মানুষ রেশনে পায় না স্যার, এটা তাদের আমলে হত। সেদিন ত তাদের দোষ তারা বলতে পারেননি, তাই আজকে কৌশলে আমাদের সরকারের দোষ দিয়ে তাদের আমলের কথাটা বলে মনকে হালকা করলেন। আবার সে কথা বলার জন্য কাট-মোশনও, এনেছেন। স্যার, আমরা আমাদের মোহনপুর কো-অপারেটিভের চাল যখন পাচার হচ্ছিল তখন হাতেনাতে ধরেছিলাম কিন্তু নৃপেনবাবুর দূত নৃপেনবাবুকে এই খবরটা দেওয়ার পর ও.সি.কে শাসানো হল কেন এই চাল ধরা হল, কেন ফিরিয়ে দেওয়া হলনা। তারপরে যা তারা করতে পারে তাই করল। এই হল তাদের চরিত্র। আজরে আবার বানিয়ে বানিয়ে আমাদেরকে দোষ দিচ্ছেন। তারা স্যার, যা মনে ধরে তাই বলতে পারে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার যেসব টাকা দিয়েছিল এস.আর.ই.পি. ও এন.আর.ই.পির জন্য সেসব টাকা তারা নির্বাচনের সময় খরচ করেছে। গরীব মানুষের টাকা ওরা যেভাবে নষ্ট করেছে তারজন্য জনগণ তাদেরকে আর ছাড়বেনা। তারা যদি আরও বেশী চীৎকার করে তাহলে তাদেরকে আগরতলার এই হাওড়া নদীতেই ফেলে দেবে। সেহেতু আমাদের এখানে সাগর নাই, বড় নদী নাই সেহেতু এই হাওড়াতেই তাদেরকে এবার জনগণ ফেলে দেবে। ত্রিপুরার জনগণ এবার সচেতন হয়েছে। আপনারা আর একটু সময় অপেক্ষা করুন তাহলে দেখবেন যে, জ্যোতিবাবুর অবস্থা কি হয়। ওনারও যাওয়ার সময় হয়েছে। নৃপেনবাবু কতগুলি ফড়িং পালতেন সেগুলি এখন ধরা পড়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার হাতেনাতে ধরে সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। ফড়িং পালাবার আর উপায় নাই। স্যার, আপনার মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যারা দারিদ্র সীমার নীচে আছে তাদেরকে এই সরকার ঋণমেলার মাধ্যমে ঋণ দিচ্ছে। স্যার, এই ঋণমেলা যখন তাদের আমলে করতে চাওয়া হয়েছিল তখন তারা নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ করেছিল। সেদিন তারা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন, রিজার্ভ ব্যাংকের নাকি এই রাজ্যে আইন শৃংখলার অভাব রয়েছে। আজকে কোথায় সেই আইন শৃংখলা? ভাবতেও লজ্জা হয়। এখন আপনাদের সেই গুণ্ডা বাহিনী কোথায়? সেই গুণ্ডাবাহিনী আজকে সাধু হয়ে গেছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে ওদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এরা একদিন

কর্মচারী ভাইদের নিয়ে রাজনৈতিক খেলা খেলেছিলেন, এখন তাদের সে খেলা বন্ধ হয়েছে গেছে। এখন তারা হাওড়া নদীতে পড়ে যাচ্ছেন। ( গণ্ডগোল )

**শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ( আশারাম বাড়ী ) :—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এইভাবে ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা না করে উনি অন্য বিষয়ের উপর বর্ক্তৃতা রাখছেন, কাজেই এটাকে একস্ পাঞ্জড করা হোক।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** একটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না।

**শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনার চরিত্র আমার জানা আছে সেই ১৯৫০ ইং থেকে। উনি একটি খুনের নায়ক ছিলেন। ( গণ্ডগোল )

**শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে আক্রমন করছেন অসত্য ভাষণ দিয়ে, সুতরাং উনার এই অসত্য ভ'ষণকে একস্ পাঞ্জড্ করা হোক।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য এইটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না। আপনি বসুন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ( প্রমোদ নগর ) :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আশা করেছিলাম যে মাননীয় সদস্য যে পয়েন্ট অব্ আর্ডা'র তুলেছিলেন সেটা ন্যায্য এবং আপনি সেটা গ্রহন করবেন, কিন্তু আপনি সেটা করেন নি। এইভাবে একজন সদস্যকে ব্যক্তিগত ভাবে অসত্য বক্তব্য রেখে তাকে আক্রমন করা হবে এটা হতে পারে না। এই বিধানসভা তামাশার জায়গা নয়। তাই এর প্রতিবাদ করে আমরা ওয়াক আউট করতে বাধ্য হলাম। ( গণ্ডগোল )

( অতঃপর বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াক-আউট করেন )

**শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে, গণ মুক্তি পরিষদ সেই পরিষদকে তারাই সৃষ্টি করেছিলেন, এরাই হচ্ছেন এর নায়ক। দীর্ঘ দশ বৎসর তারা আগুন নিয়ে খেলা করেছেন। আর আজকে মনের দুঃখে তারা বিধানসভা থেকে আউট হয়ে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় কোনদিন তারা ত্রিপুরার মাটি থেকেও আউট হয়ে যাবেন।

তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এরা আমাদের তফসিল ভাইদের সম্পর্কে বলেছেন। এই ফিসারী ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলাম ১৯৮২-৮৩ সালে নির্বাচনে জিতে এসে। সেদিন আমাদের এ. ডি. সি. তে, আমাদের নৃপেন বাবুর পুষ্যপুত্র তিনি আমাদের মোহনপুর ব্লকের একজন গ্রাম প্রধান। এই মোহনপুর ব্লকের বিভিন্ন পুষ্করিনীতে মাছের পোনা ফেলার জন্য ৮০ হাজার মাছের পোনা দেওয়া হয়েছিল। উনি সব পোনা নিজের পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন। আমি এই অভিযোগ যখন আনলাম তখন যেইমাত্র তদন্ত অর্ডার বেরুলো সঙ্গে সঙ্গে নৃপেনবাবু তার গুণ্ডা বাহিনীকে দিয়ে বললেন যে, না তদন্ত বন্ধ হোক। আর আজকে উনারা হৈল্লা করছেন, আমাদের নব-নির্বাচিত সরকার জনগনের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে রাজ্যে প্রথমেই শান্তি এবং প্রগতি ফিরিয়ে আনবেন।

সেটা করা হয়েছে। আর প্রগতির কাজ শুরু হয়ে গেছে এই পবিত্র বিধানসভায় ২৪ লক্ষ মানুষের কল্যানের জন্য বাজেট পেশের মাধ্যমে। আর সেই বাজেটের বিরোধিতা ওরা করছেন এবং কাট মোশান এনেছেন। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সকল কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

**শ্রীঅমল মল্লিক ( বিলোনীয়া ) :—** মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সমস্ত ডিমাণ্ড পেশ করেছেন সেইসমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দল থেকে যেসমস্ত কাট মোশন এনেছেন সেইসবগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে অনেক ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে। তার মধ্যে দেখা যায় ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩—মেজর হেড ২৪২৫, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮—মেজর হেড ২৭১১, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪—এইভাবে ৭টা ডিমাণ্ডের উপর উনারা কাট মোশন এনেছেন। এতে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে বর্তমান সরকার জনগণের উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা করছেন এটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সমর্থন করতে পারছেন না, যার ফলে এইসমস্ত ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশন এনেছেন।

আজকে একটা জিনিষ আমরা দেখছি হাউসের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এক বছরের হিসাব নিকাশের জন্য বাজেটের ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা চলছে এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা হঠাত করে হৈ চৈ করে বেড়িয়ে গেলেন। উনারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ভবিষ্যতের জন্য আলাপ আলোচনা চান না। সমবায় আন্দোলনের যারা চিন্তা করেছিলেন, সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের গরীব মানুষের উপকার করা যাবে, যে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে পাঞ্জাবে, গুজরাটে, হরিয়ানায় আজকে অনেক উন্নত হয়ে গেছে সেই আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক পিছিয়ে আছে। আমরা ১৯৭২-৭৩ সনে দেখেছিলাম বিলোনীয়ার মতোই প্যাক্সে তিন লক্ষ টাকা মূলধন ছিল এবং গরীব জনসাধারণ সেখান থেকে সাহায্য পেতেন। সেই প্যাক্স বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাত করে ঘোষণা করা হল, একটা ইট ভাঁটা তৈরী হবে। গরীবেরা পাকা বাড়ী তৈরী করতে পারে না। সুতরাং তারা পাকা বাড়ী বানাতে পারবেন। তারপর লেনিন ইট ভাঁটা তৈরী হয়ে গেল। তারপর কোথায় গেল ইট ভাঁটা, কোথায় গেল টাকা। তারপর সোনাইছড়ি ল্যাম্পস্-এর মাধ্যমে একটা ইট ভাঁটা করা হয়। সেটা প্রধানের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হল। ল্যাম্পস্ প্যাক্সগুলিতে যেভাবে সমবায় আন্দোলনের নামে মেম্বার হয়ে—কেউ কেউ ৩/৪টা প্যাক্সের মেম্বার হয়ে, কেউ নিচ্ছে আই, আর, ডি, পি, কেউ নিচ্ছেন এগ্রিকালচারাল লোন, ইত্যাদি বিভিন্ন লোন এইভাবে সমবায় সমিতিগুলিকে দলীয় আখড়ায় পরিণত করেছেন।

আমরা দেখেছি বিলোনীয়ায় ইন্সপেক্টরেটের জন্য কিছু মালের টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল সমবায়ের মাধ্যমে। সেখানে দেখা গেল যে ১০ টাকার জিনিষের জন্য আরও ১০ টাকা কমিশন দিতে হত।

কারন সমবায়ের কোন নিজস্ব ফ্যাক্টরী ছিল না, সেজন্য একজন ক্যাডারের মারফত করান হত। এই ভাবে সি,পি,এম, রাজ্যের গরীব মানুষের টাকা দিয়ে ক্যাডার পোষণ করা হয়েছিল বিগত দিনগুলিতে। ঠিক এই ভাবে আমরা দেখছি ফিসারীর ক্ষেত্রেতে। বিলোনীয়াতে একটা সাইনবোর্ড আছে তাতে লিখা বিলোনীয়া ফিসারী সমবায় সমিতি। সেই সমিতি হওয়ার পর গত ৫ বছর সেখানে কোন মৎস্যজীবির কোন লোক দেখা যায় নাই। কিছু ছেলে বসে থাকত, তারা সেখানে বসে বসে যাস সিণ্ডিকেটের টিকিট বিক্রী করত। তারপর সেখানে আরও বলা হয় যে সেই সমবায়ের মাধ্যমে ১২ টাকা দরে মাছ বিক্রী করা হলে মানুষতো শুনে খুব খুশী ১২ টাকায় মাছ পাবে। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও মানুষ আর সেখান থেকে ১২ টাকা দরে কোন দিন মাছ পায়নি। তারপর একদিন দেখা গেল সেখানে একটি পুকুর আছে সেখানে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলা হল, মানুষ খুব খুশী সস্তায় মাছ পাওয়া যাবে। মানুষ সেখানে গিয়ে শুনল যে, না কোন মাছ বিক্রী করা হবে না, এখানে মন্ত্রী আসবেন সম্মেলন হবে এখানে। সেই মাছগুলি সেই সম্মেলনে নিয়ে যাওয়া হল। এই ভাবে সমবায়-এর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে কিন্তু সেই টাকার কোন হিসাব তারা কোন দিন দেন নাই, কোন দিন দেবেনও না। আজকে সেই ভাবে উনারা টাকা নিয়ে তাদের ক্যাডার পোষণ করতে পারছেন না বলেই তাদের আজকে এই আক্রোশ, সেজন্যই তারা আজকে এই ভাবে কাট মোশান এনেছেন। বিগত দিনগুলিতে টাকা ব্যয় করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই টাকাগুলির সঠিক ভাবে ব্যবহার করা হয়নি। সঠিক ভাবে ব্যয় করার জন্য তাদের কোন পরিকল্পনাও ছিল না। তাদের শুধু লক্ষ্য ছিল কিভাবে তাদের ক্যাডারের হাতে টাকা পৌঁছে দেওয়া যায়। তারপর আমাদের মাননীয় সদস্য নকুল বাবু অভয়ছড়ার সম্পর্কে অনেক কথা বলে গেছেন। সেই ছড়াটি এই ভাবে হয় নাই, একটা রাস্তা দুই কিলোমিটার ভেঙ্গে গিয়ে একটা নালার সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সেটাকে বাঁধ দিয়ে রক্ষা করার জন্য গ্রামের জনসাধারন অনেক আবেদন করেছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। কিছু দিন পর দেখা গেল সেখানে কিছু বাঁশের খুঁটি পোতা হচ্ছে মাটি দিয়ে ভরাট করা হবে। এই ভাবে এক লক্ষ্য টাকা খরচা করা হয়েছে তারপর বর্ষার পর দেখা গেল যে, সেই সব খুঁটির একটিও আর সেখানে নাই। এই ভাবে সরকারী টাকা তারা কামধেনুর মত শুষে শুষে নিয়ে তাদের ক্যাডার পোষণ করেছে। তারপর এখানে বিদ্যুতের সম্পর্কে অনেক কথা মাননীয় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিগত দিনগুলিতে তারা অনেক কিছু করেছেন ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমি শুধু এই কথাটি জানিয়ে দিতে চাই যে, ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার যে কর্মসূচী এটা প্রয়াত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০ দফা কর্মসূচীর অঙ্গ। কারন বিদ্যুৎ এমন একটা জিনিষ এর মাধ্যমে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ব্যবধান কমে যায়। কিন্তু সেই বিদ্যুতের নামেও চলছে তাদের সেই ক্যাডার পোষন নীতি। সেখানে দেখা গেছে যে, গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছে দেবার নামে তাদের কোন ক্যাডার বা কোন প্রধানের বাড়ীতে বিদ্যুত পৌঁছে দেবার নামে ১ মাইল রাস্তা পোষ্ট দিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সেদিন একজন লোক

জিজ্ঞাস করলে যে আমাদের প্রধানের বাড়ী কোন রাস্তা দিয়ে যাব। তখন তাকে বলা হল যে তুমি ইলেকট্রিকের খুঁটি দেখে দেখে রাস্তা দিয়ে চলে যাও যেখানে গিয়ে দেখবে যে বাড়ীতে গিয়ে খুঁটি শেষ হয়েছে সেই বাড়ীটি হচ্ছে প্রধানের বাড়ী। ঠিক এই ভাবেই চলছিল ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছে দেওয়ার কাজ। সেখানে কৃষকের স্বার্থে শেলো টিউব-ওয়েল ডিপ টিউব-ওয়েল-এর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করা হয়েছে কিন্তু কৃষকের কোন উপকারে আসে নাই। আমরা আরও দেখেছি, সেই সব শেলো এবং ডিপ টিউব ওয়েলের জন্য যে-সব মোটর কেনা হয়েছিল সেই মোটরগুলি বিলোনীয়ার বিভিন্ন ক্যাডারের বাড়ীতে বসান হয়েছে। এই ভাবে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছে দেবার নামে সেই টাকা নিজেদের দলীয় কেডারদের স্বার্থে ব্যয় করা হয়েছে। ঠিক এই ভাবে আমরা দেখছি যে উপজাতি এলাকাতেও টাকার নয় ছয় করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় ট্রাইবেল নেতাদের খুশী করার জন্য বলা হয়েছে যে, তোমার গ্রামে বিদ্যুত-এর লাইন দেওয়া হবে, তারপর তার বাড়ীতে লাইন বসান হল মিটার বসান হল। কিছুদিন গেল তারপর আর বিদ্যুত আর আসছে না। এদিকে দেখা গেল যে লাইন খসে পড়ছে ঝড়ে পড়ছে মিটার বক্স।

আমাদের সরকার এখনও কোন যন্ত্রাংশ কিনেন নি। কাজেই লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয়ের প্রশ্নও উঠেনা। বিরোধী দল থেকে বলা হয়েছে যে বিলোনীয়ার পি.ডবলিউ, অফিস নাকি কংগ্রেসের অফিসে পরিণত হয়েছে। দুই বৎসর আগে এখানকার কম্যুনিষ্ট অফিসে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরী করা হয়েছে। পি.ডবলিউ, অফিসে খবর নিয়ে জানা যেতো যে এস.ডি.ও, অভারসীয়ার সবাই কম্যুনিষ্ট অফিসে তদারকি করতে গেছে। আর এখন তারা বদনাম দিচ্ছেন যে পি.ডবলিউ, অফিস নাকি কংগ্রেস অফিস। মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস উনি মনে হয় দুঃখিত কারণ উনি কোন কিছু করার আগেই কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে গেছে। তবে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকবে। কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে চলে যাবে এরকম চিন্ত ভাবনা কারোর নেই। কাজেই যে সমস্ত কাট মোশন এসেছে সেগুলিকে বিরোধীতা করে এবং ডিমানডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রনজন মজুমদার।

**শ্রীসুধীর রনজন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় আমার দপ্তরের যে কয়টা ডিমানড এসেছে সেগুলিকে সমসর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে আনীত কাট মোশনগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি এবং আমার ডিমানডগুলি হাউস গ্রহণ করবেন এই আবেদন রাখছি। আমার দুই নং ডিমানড-এর উপর একটা কাট মোশন এনেছেন মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস। মেজর হেড ২০১৩ এবং সেখানে উনি বলেছেন যে, মন্ত্রীদের বিলাসব্যসনের জন্য সরকারী অর্থের অপব্যহার করার নীতি সম্পর্কে। আমি বুঝতে পারি না এটা হচ্ছে মন্ত্রীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি। আমরা নূতন কিছু করেনি। মন্ত্রীদের জন্য নূতন করে কোন বিল আমরা আনিনি, যেটা পূর্ববর্তী সরকার করে গেছে সেটাই আমরা এখানে পেশ করেছি। বিলাস ব্যসনের যদি কোন

কিছু থাকে তাহলে উনারাই করেছেন। এখানে যা আনা হয়েছে সেটা আইন মাফিক এখানে রয়েছে। আসল কথাটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য নকুল দাস এখানে কতকগুলি তথ্য দিয়েছেন যে, মন্ত্রীদের সিকিউরিটির জন্য মন্ত্রীদের বাড়ীতে না কি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু আইন মাফিক মন্ত্রীদের সিকিউরিটি নিতে হয় সেটা সরকারকে করতে হবে। দুটি কারণে—একটা হচ্ছে উনারা বলেছিলেন যে এই মন্ত্রীসভার কিছু মন্ত্রীদেরকে বা কিছু বিধায়ককে যদি শেষ করতে পারা যায় তাহলে তারা মাইনরিটি হয়ে যাবে। আমরা মেজরিটি হয়ে যাব। সুতরাং সরকার খুব উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন এই কারনে শুধু তাদের জন্যই নয়, তাদের পারিবারিক কারনেও। বিধায়ক সম্পর্কে বলছেন। কোন বিধায়ককে কিছুই দেওয়া হয় নি। এই ধরনের অতিরঞ্জিত বক্তব্য রাখা ঠিক নয়। স্যার, এই সিকিউরিটির ব্যবস্থা তাঁরাই করেছিলেন, কাজেই সরকারে আসার পর আমাদেরও করতে হয়েছে। যেসব মন্ত্রীরা নিজেদের বাড়ীতে থাকেন, তাঁদেরও সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হয়, সেখানে, এবং যারা কোয়ার্টারে থাকেন, সেখানেও সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হয়,। স্যার, আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমি কোয়াটারও রেখেছি, আবার বাড়ীতে থাকি। এটা অসত্য ভাষণ। সরকারী কোয়াটারের অপ্রতুলতার জন্য আমি আর একজন মন্ত্রীকে কোয়াটার দিয়েছি। তবে ঐখানে একটি অফিস রেখেছি, যোগাযোগ রাখার জন্য। আমি আমার নিজের বাড়ীতেই থাকি, এবং সেখানে সিকিউরিটির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উনারা যদি বলতে পারেন এ সবের বাইরে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমি তা মেনে নেব। তবে, এই অভিযোগের প্রমান করতে হবে। স্যার, ব্যক্তিগতভাবে বাড়ীতে নিয়মমাফিক মেজার দেওয়া হয়। সেটা আমরা মেনে নিয়েছি। তবে যতদিন মন্ত্রীত্ব থাকবে ততদিন তাঁদের এই সম্পত্তি থাকবে। যেদিন মন্ত্রীত্ব চলে যাবে,তখন তা সরকারী সম্পত্তি। সুতরাং এখানে এই সমস্ত কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। স্যার, আমি বলছি, আমরা সরকারের অর্থ দপ্তর থেকে স্যাংকশান দিয়েছি। কণ্ডিশন ছিল বলেই সিকিউরিটি মেজার দেওয়া হয়েছে। স্যার, যারা এখানে আছেন তাঁদের বাড়ী ঘরেও সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে এই কারণে, তাঁরা যে উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তাঁরা যে গুণ্ডা বাহিনী সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তাঁদের হাতে যে-সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে তার কারনেই। কেন না, মন্ত্রীদের পারিবারিক জীবনেরও নিরাপত্তা নেই। এখানে এখন যে সরকার এসেছে তাঁরা সকলের নিরাপত্তা রক্ষা করবে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েই এসেছে। আমার দলের অনেক বিধায়ক আছেন যাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। আমাদের কাছে রিপোর্ট আছেন, জীবন আশংকার। শুধু আমার দলের বিধায়কদের নয়, বিরোধী দলের সদস্যদেরও দেওয়া হয়েছে যারা চেয়েছেন। কারণ, সবার নিরাপত্তা আমরা রক্ষা করতে চাই।

স্যার, জনগনের নিরাপত্তার সঙ্গেও জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা আমাদের দেখতে হবে। এই কারনেই এই সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। আইন মোতাবেক যেটুকু ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সেইটুকুই সরকার নিয়েছেন, এর বাইরে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

সুতরাং যে কাটমোশানটি এখানে আনা হয়েছে সেগুলির কোন যৌক্তিকতা নেই, সেগুলিকে আমরা গ্রহন করতে পারছি না। স্যার, ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে কতগুলি কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ন মোহন ত্রিপুরা, নকুলদাস, সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়। সেখানে উনারা বলেছেন- ১) আগরতলা- শিলাছড়ি টি.আর.টি.সি.বাস সার্ভিসকে ঘোড়াকাপ্পা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার জন্য ও ২) আগরতলা হইতে সাব্রুম মহকুমার আমলী ঘাট পর্যান্ত নতুন করে টি. আর.টি.সি. বাস সার্ভিস চালু করার দাবী, ৩) আগরতলা থেকে বিলোনীয়া বিভাগের গৌরাঙ্গবাজার পর্য্যন্ত টি. আর.টি, সি বাস চালু করা সম্পর্কে, ৪) সাব্রুম মহকুমার বংকুল হইতে মনু ঘাট পর্য্যন্ত বাস সার্ভিসের দাবী। আমরা প্রধানতঃ দুটি কারনে মেনে নিতে পারছি না। প্রথমতঃ- রোড কনডিশান, দ্বিতীয়তঃ- ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশান এ্যাক্ট ১৯৫০—এর ২২ নং ধারায় আছে—ইট শ্যাল বী দা জেনারেল প্রিন্সিপাল অব এ করপোরেশান দ্যাট ইন ক্যারিং অন্ ইটস আণ্ডারটেকিংস ইট শ্যাল এ্যাক্ট অন বিজিনেস প্রিন্সিপাল। বিজনেস প্রিন্সিপাল কথাটার অর্থ হচ্ছে ইট শুড এভয়েড অল লস। সমস্ত প্রকার যে ক্ষতি সেটাকে এভয়েড করতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস—এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে—নো লস নো প্রফিট। হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত করপোরেশানগুলিকে লাভ করতে হয়। সুতরাং টি. আর.টি.সি, বাস সার্ভিস এই সমস্ত রাস্তায় লাভজনক হবে না বলে আমরা চালু করতে পারছি না। তাই কাটমোশানটিকে আমরা গ্রহন করতে পারছি না। কোন প্রাইভেট বাস বা অন্যান্য মীনস অব কমিউনিকেশান যেগুলি রয়েছে সেই সমস্ত মীনস অব কমিউনিকেশান এই সমস্ত জায়গায় বন্দোবস্ত করা যেতে পারে এবং আমরা সেটা করব। টি.আর.টি. সি বাসগুলি সময়মত চলে না এ সম্পর্কে য অভিযোগ আনা হয়েছে এটা ঠিক নয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অনিয়মিত হয়। আপনারা জানেন যে, রাজ্যে বেশ কিছু দিন ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছিল, কোন কোন জায়গা বন্যা কবলিত ছিল, সেই সমস্ত কারনে কিছুদিন টি, আর.টি. সি. বাস অনিয়মিত চলছিল। সব সময় বাস অনিয়মিত চলছে এটা ঠিক নয়। সুতরাং এই কাটমোশানটি আমরা গ্রহন করতে পারছি না। টি.আর.টি,সির অধীনে ত্রিপুরা টাউন আউট এজেন্সী ধর্মনগর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে আগরতলা পর্যান্ত মাল পরিবহন করে এবং আগরতলা হইতে বিভিন্ন মাল ধর্মনগর রেল ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে টি,আর.টি,সি ট্রাক রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য-সামগ্রী পৌঁছাইয়া দেয়।

যে-হেতু টি. আর. টি. সি, যত্ন সহকারে সুচারুরূপে যাত্রী এবং মাল পরিবহন করে। সেইহেতু টি, আর, টি, সির প্রতি সরকারের দৃষ্টি-ভঙ্গি সম্পর্কে কোন সন্দেহ উঠিতে পারে না। যে উদ্দেশ্যে একটি রোড ট্রান্সপোর্ট গঠন করা হয়েছে আইনে বলা হয়েছে। টি, আর, টি, সির সেই উদ্দেশ্য লাভের জন্য সতত চেষ্টা করিতেছে।

সুতরাং মাননীয় সদস্যরা যে-সমস্ত কাট মোশানগুলি এনেছেন সেগুলি গ্রহন করা যায় না। মাননীয় সদস্য ব্রজমোহন জমাতিয়া একটা কাট মোশান এনেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতি-গুলি নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করতে না দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সরকারের গোচরে আসে যে, রাজ্যের অধিকাংশ সমবায় সমিতিগুলিই ত্রিপুরা সমবায় আইনের এবং সমিতির উপবিধি অনুযায়ী যথা নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নি এবং নির্ধারিত কার্যকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আইন বহির্ভূত ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কিছু কিছু সমিতি বছরের পর বছর এভাবে আইনানুগ নির্ধারিত কার্য-কালের সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে সমিতির নির্বাচন করতে ব্যবস্থা গ্রহন করে নি এবং ঐ বর্ধিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বে-আইনী কাজ সংগঠিত করে।

বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সব সমিতির কার্যকাল সম্পর্কে সমবায় আইন অনুযায়ী তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে ঐ সকল সমিতির পরি-চালক মণ্ডলীকে ( বোর্ড অফ ডিরেকটার্স ) কারন দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বিভিন্ন সমবায় উপবিধিতে এবং ত্রিপুরা সমবায় আইনের এবং নিয়মাবলীতে ঐ সব সমিতিগুলি কিভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে তার বিশদ নির্দেশ দেওয়া আছে। কোন সমবায় সমি-তিকে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করতে কোন রকম বাধা নিষেধ দেওয়া হয় নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে-সকল সমিতি আইন বহির্ভূত এবং দুর্নীতি-মূলক কাজে ব্যস্ত ছিল বলে তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে এবং সমিতির পরিচালক মণ্ডলী ( বোর্ড অফ ডিরেকটার্স ) কারণ দর্শানোর নোটিশ উল্লখিত বিষয়ে কোন যুক্তি গ্রাহ্য উত্তর দিতে পারেন নি বা উত্তরই দেয়নি সে-সকল ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সমবায় আইন অনুযায়ী এই সকল পরিচালক মণ্ডলীকে অপসারন করে প্রশাসক ও প্রশাসক মণ্ডলী ( বোর্ড অফ এডমিনিষ্ট্রেটস্ ) নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত কাট মোশন গ্রহণ করা যায় না।

স্যার, এটা সমবায় সমিতির উপর রাজ্যের ল্যাম্পস্ প্যাকস্ সমবায়গুলি অগণতান্ত্রিক ভাবে অচল করে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। স্যার, এই ধরনের অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সমিতিগুলি যাতে গণতান্ত্রিক ভাবে এবং সুষ্ঠু ভাবে আইনা-নুগ অর্থনৈতিক নিয়ম-কানন মেনে চলতে পারে তার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহন করেছে । সমিতিগুলি অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান বহির্ভূত, বিভিন্ন আইন কানুন না মেনে বিভিন্ন বে-আইনী কাজ লিপ্ত ছিল। বর্ত্তমান সরকার সমবায় আইন অনুযায়ী সমিতিগুলির কর্মকর্তাদের অভিযোগের বিভিন্ন তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন এবং আইন অনুযায়ী কারন দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন। যেসকল ক্ষেত্রে যে-সমস্ত উত্তর দেওয়া যায় নাই বা উত্তর দেওয়া হয়েছে যেটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আমরা সেগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার্স নিয়োগ করিতেছি। যেগুলি করা হয় নাই পরে করা হবে। স্যার, সমবায় সম্পর্কে ১—২টি কথা বলছি। কংগ্রেস তার নীতি এবং আদর্শ অনুযায়ী, গরীব

মানুষের তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে এই সমবায়গুলি গঠন করেছি। তার মাধ্যমে গরীব মানুষ যাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিধা পেতে পারে সেজন্য সমবায় সমিতিগুলি গঠন করেছি কংগ্রেস আমলে। আমরা দেখেছি সেই সময় এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে সেই সমস্ত সমবায় সমিতি ল্যামপস, প্যাক্‌সগুলিতে কি হয়েছে? কিসের আড্ডা ছিল? এর থেকে জনগনকে, গরীব মানুষের কোন উপকার হয়েছে? কোন উপকার হয়নি, শুধু দলবাজি হয়েছে, চুরির আড্ডা হয়েছে। স্যার, আমরা এই বিধানসভায় বহু প্রশ্ন এনেছি। আমরা বলেছি, এগুলির, এত দুরাবস্থা কেন? এগুলিকে উন্নতি করার জন্য, গরীব মানুষের কাজে লাগাবার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছেনা কেন? স্যার, আমরা দেখেছি সেই টাকাগুলি গরীব মানুষের কাজে না লাগিয়ে সেখানে যেসমস্ত তাদের ক্যাডার দিয়ে একটা দুর্নীতির আড্ডাখানা গড়ে তুলেছিল, আমি বলব। আমরা দেখেছি কোন সমবায় সমিতিতে চুরি হয়ে গেছে, কোনটাতে আগুন লেগেছে। যারা চুরি করেছে বা আগুন লাগিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। কারন সেই এম, ডি, সি, সেই নাবার্ড সরকারের বিভিন্ন যে কাজ জনগনের উদ্দেশ্যে সেগুলি মানুষের কাজে লাগেনি। স্যার, মাননীয় সদস্য প্রাক্তন মন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রম মন্ত্রী বহু দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন, আমরা দেখেছি একজনের মাথা কেটে, দুই জনের দুই হাত কেটে তাকে মন্ত্রী বানানো হয়েছে। নাহলে উনি গোঁসা করবেন। সমর চৌধুরী উনি এখনও কোপারেটিভের চেয়ারম্যান আছেন। স্যার, সেখানে যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই হিসাব তিনি দিতে পারবেন? মাননীয় সদস্য নকুল দাস, তিনি মৎস্য কোপারেটিভের চেয়ারম্যান, তাকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে জানেন তিনি। সুতরাং এই অবস্থা আজকে। আমরা দৃঢ়তার সংগে বলতে চাই এই কোপারেটিভগুলি গরীব মানুষকে, মেহনতী মানুষের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ; উপজাতি অংশের মানুষ, মৎস্যজীবি এবং সেই তপশিলীভুক্ত জাতি এবং উপজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতি, যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বলতর অংশের মানুষ, যারা পোভারটি লাইনের নীচে আছেন, দারিদ্র-সীমার নীচে বসবাস করেন, তাদের শক্তিশালী করা হচ্ছে। তার জন্য সমস্ত চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্‌ট্রেটার্‌স বসানো হয়েছে। এখানেই সেটা শেষ হবে না।

স্যার, সেগুলিকে উজ্জীবিত, সঞ্জীবিত করা, স্যার, সেখানে যে সমস্ত দুর্নীতি রয়েছে সেই দুর্নীতিকে আবিস্কার করে তদন্ত করে বের করে সেই-গুলিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজকে তার জন্যই তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আজকে এই সমস্ত কাট মোশানগুলি এনেছেন। মাননীয় সদস্য সুকুমার বর্মন একটি কাট মোশান এনেছেন যে, রাজ্যের ল্যাম্পস্‌, প্যাক্স, মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি, তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদিতে অন্যায়ভাবে শেয়ার ক্যাপিটেল দেওয়া বন্ধ করার ব্যাপারে, স্যার, এইটা অসত্য স্টেটমেন্ট, সেটা কখনও হচ্ছে না, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নির্ধারিত যা দেওয়ার সেটা দেওয়া হচ্ছে, কোথাও বন্ধ করা হয়নি। সুতরাং গ্রহন করা হচ্ছে না। স্যার, ১৪ নাম্বারে

বলা হয়েছে, রোড অ্যাণ্ড ব্রীজ, এখানে রাজস্বখাতে ১৪ নং দাবীর অন্তর্গত ৩০৫৪ হেড ১৯৮৮-৮৯ সালে রাস্তা ও সেতু রক্ষনা বেক্ষন ও মেরামতের জন্য ৩৮৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা এবং সেন্ট্রাল রোডের কাজের জন্য ৮.৩০ লক্ষ টাকা, যন্ত্রপাতি কিনার জন্য ১১ লক্ষ টাকা ন্যূনতম বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে, এইটা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগন্য। এইটার জনাও ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন, যে, না রাস্তা না ব্রীজ কোনটাই করা যাবে না, আবার ওনারাই দাবী করছেন যে, না রাস্তা কর, ব্রীজ কর, কাজেই এই সরকার এই দাবী মানতে পারে না, এই সরকার এই রাজ্যের গত দশ বছরের যে-সমস্ত রাস্তা ইনকম্প্লিট রয়েছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ করবে। সেই সমস্ত রোডের জন্য টাকা যেটা ছিল সেটা খরচ হয়ে গেছে, অথচ রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, এই সরকার সেই সমস্ত রাস্তার কাজগুলি সম্পূর্ণ করবেন বলে জনগনের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারপর বিদ্যুৎ দপ্তরের উপর ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭, মেজর হেড ২৮০১ এ জীতেন্দ্র সরকার এই দপ্তরের উপর কাট মোশান কি এনেছেন আর বক্তব্য কি রেখেছেন, ওনারা কাট মোশানের পক্ষে ওনার কোন বক্তব্য নাই। আমরা গ্রামাঞ্চলে এই বছর ১৬০টি গ্রামকে বিদ্যুতের আওতায় এনেছি এবং সেটা আপনারা জানেন, আমার শাসক দলের সদস্য অমল মল্লিক বলেছেন কিভাবে প্রধান ও মন্ত্রীদের বাড়ী চেনা যায়। হয়তো একটু ঘুরিয়ে গেলে শত শত পরিবার উপকৃত হতে পারেন, কিন্তু তা করা হয়নি। আমাদের এই সরকার তা করবে না। গ্রামের বিদ্যুতের জন্য সরকারের যে-সমস্ত পরিকল্পনা রয়েছে সেই রুখিয়াতে দুইটা ১৬, ১ টা ৭৫, বড়মুড়াতে ৬.৭ মেগাওয়াত এর একটা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ডম্বুরে এইটাকে আরও শক্তিশালী করা হবে, ১২ মেগাওয়াটে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হবে এবং আমরা সেইভাবে হিসাব করেছি। আগরতলায় যে দুইটা ১০ মেগাওয়াটের টারবেন রয়েছে বড়মুড়ায় যেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে, প্রেকটিক্যালী আমি বলব স্যার, এইটাকে উদ্দেশ্যে মূলকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। আমরা নির্দেশ দিয়েছি যারা সেবোটেইজ একটি-ভিটিজ করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে। স্যার, আজকে তারা বিদ্যুতের অভাবের কথা বলেছেন, তাদের আমলে সেদিন আমরা কি দেখেছি? আমরা দেখেছি সন্ধ্যের সময়ে আগরতলা শহরে অন্ধকারের রাজত্ব চলত। পরীক্ষার সময়ে বিদ্যুৎ পাওয়া যেতনা। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এটার আপত্তি করেছেন কিন্তু আজকে সে অবস্থা নাই। আমাদের বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর সুদক্ষ পরিচালনায় সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও আমরা বিদ্যুতের উন্নতি করতে পেরেছি। তাই আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। তার ব্যাক্তিগত উদ্যোগে আজকে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তারা তাদের আমলে বিদ্যুৎ পরিস্থিতিকে ধ্বংস করেছে। আজকে সেটা থেকে এই অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছেন তারজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। স্যার, আমরা যে-সমস্ত কর্মসূচী নিয়েছি তারজন্য কিছু সময় লাগবে। সেজন্য আমরা এই কাট-মোশনকে গ্রহণ করতে পারছিনা। ফ্লাড কনট্রোলের উপরে কাট-মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয়। স্যার, ১০ বছর আগে কেউ আগরতলা শহরে ফ্লাড দেখেছে? আজকে আগরতলা শহরে বন্যা হচ্ছে। তাদের আমলের অপদার্থতার জন্য আজকে

এসব হচ্ছে। বিগত বছর গুলিতে এই ফ্লাড কনট্রোলের জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে সে টাকা ফ্লাড কনট্রোল করার জন্য খরচ হয়নি অন্যভাবে তারা খরচ করে ফেলেছে আর নাম দিয়েছে ফ্লাড কনট্রো-লের। কাজেই আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করতে চাই। বড়পাথারিতে একটা বাঁধের ব্যাপারে ওনার কাট-মোশান ছিল, কিন্তু যেটার উপর আনতে হয় সেটার উপরে না এনে উনি রেভেনিউর উপরে এনেছেন। শেষ কাট-মোশন যেটা সেটাও মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় জল সরবরাহের ব্যাপারে এনেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তাদের আমলে কি জল সরবরাহটা সেদিন ছিল? আমি তখন বিরোধী দলের নেতা ছিলাম অথচ আমাকে পর্যন্ত জল দেওয়া হয় নাই, আর অন্যদের কথা কি বলব? মাননীয় সদস্য গীতা চৌধুরী মরে গেছেন, তাই বলে লাভ নাই। আমরা দেখেছি বছরের পর বছর আবেদন করেও জলের লাইন পাওয়া যায়নি। আর সাধারন মানুষের কথা ছেড়ে দিলাম। কি অবস্থা ছিল? সেই অবস্থার হাত থেকে এই সরকার আমরা দেখেছি শুকা মরশুমে হয়তো পাহাড়ে খাবার চাইলে খাবার পাওয়া যাবে, কিন্তু জল চাইলে জল পাওয়া যাইত না। স্যার, জল চুরি হতো। সেটা অবাক তাদের রাজত্বে জল চুরি হতো। একটা সময় ছিল যখন সারা ত্রিপুরায় লালে লাল হয়ে গেছে। উত্তর ত্রিপুরায় জল পাবেন না লাল জল ছাড়া। সাদা জল ছিল না। আজকে এই সরকার ক্ষমতায় এসে টেকনোলজিক্যাল মিশনের মাধ্যমে সেই ওয়াটার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে জলের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা সরকারে এসে উচ্চ পর্যায়ে মিটিং করে সেদিন বলেছিলাম যে, যেখানে জলের অভাব দেখা দেবে সেখানে প্রয়োজন হলে টেংকারে করে গ্রামে গ্রামে জল সরবরাহ করা হোক। এই ব্যবস্থাটা আজো চালু রয়েছে। গ্রামের গরীব মানুষ যাতে জলের অভাবে কষ্ট না পান তার জন্যে আমরা ব্যবস্থা করেছি। কাজেই স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে কাট মোশান এনেছেন সেটাকে আমরা গ্রহন করতে পারি না। কারন আমরা জনগনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছেন যে, ১৯৯০ সালের মধ্যে সে সমস্ত অঞ্চলে জলের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি সেই ব্যবস্থা আমরা করব। এই কথা বলে আজকে এই হাউসে আমার সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করার জন্যে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

## VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1988-89

মিঃ স্পিকার:— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত (১৯৮৮-৮৯) ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর ও ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাটমোশান) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাটমোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No. 1 to vote. The question, before the House is the Demand No. 1 moved by the Hon' ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 75,62,000/—exclusive of charged expenditure of Rs-86,000/— ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation/Vote on Account/Bill, 1988 ), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1989 in respect of Demand No. 1 under the following Major Heads :—

2011—Parliament/ State/ Union Territory/ Legislature. Rs. 68,55,000/—
2071—Pension & other Retirement Benefits. Rs. 7,07,000/—

( The Demand was passed by VOICE VOTE )

**Mr. Speaker :—** Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Rudreswar Das on Demand No. 2—Major Head-2013-

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/—to represent the disapproval of the policy viz—

"মন্ত্রীদের বিলাস-ব্যসনের জন্য সরকারী অর্থের অপব্যবহার করার নীতি সম্পর্কে ।"

( The CUT MOTION was LOST by VOICE VOTE )

Now I am putting the Demand No. 2 to vote.

The question before the House is the Demand No. 2 moved by the Hon' ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs, 31,33,000/—exclusive of charged expenditure of Rs, 21,18,000/— ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( Vote on Account ) Bill, 1988 ). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1989 in respect of Demand No. 2 under the following Major Heads :—

2013—Council of Ministers. Rs. 31, 33, 000/—

( The DEMAND No. 2 was PASSED by VOICE VOTE )

**Mr. Speaker :—** Now, I am putting the Demand No. 7 to Vote. Now, the question before the House is the Demand no, 7 moved by the Cheif Minister,

( The question that a sum not exceeding Rs. 15, 91, 000/-

( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation [ Vote on Account ] Bill, 1988 ), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 7 under the following Head :—

2070-other Administrative Services -Rs, 15, 91, 000/- Hon 'ble Chief Minister the Demand was put and carried by Voice Vote ),

**Mr. Speaker**—Now Demand No. 9.

There is no Cut Motion on this Demand, So I am putting the Demand to vote. The question before the House in the Demand No. 9 moved ( by the Chif Minister, that a sum not exceeding Rs, 2, 58. 23, 000/- ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation [ —Vote on Account ] Bill, 1988 ), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 9 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2052—Secretariat General Services | — | Rs. 2, 23, 68, 000/- |
| 2070—Other Administerative Services | — | Rs. 30, 55, 000/- |
| 3451—Secretariat Economic Services | — | Rs, 4. 00, 000/- |

moved by the Hon'ble Chief Minister on the recomendation of the Demand was put and carried by Voice Vote )

**Mr. Speaker** :— Demand No. 12. There is a Cut Motion on this Demand moved by the Hon'ble Member Shri Purna Mohan Tripura— 'That the amount of the Demand be reduced to Re, 1/- to represent disapproval of the policy viz.—

"ত্রিপুরা সড়ক পরিবহনের বাসগুলির অনিয়মিত সার্ভিস সম্পর্কে "

( The Motion was put and LOST by voice vote ).

There is another Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Nakul Das on Demand No. 12 'that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

"আগরতলা থেকে বিলোনীয়া বিভাগের গৌরাঙ্গ বাজার পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা সম্পর্কে ।"

( The motion was put and LOST by Voice Vote ),

Now, I am putting the Demand No. 12 of vote,

The question that the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Department on the recommendation of the Governor that a sum not exceeding Rs. 1, 65, 25, 000/- ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation [ Vote on Account ] Bill, 1988 ), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2041—Taxes on Vehicles. | Rs, 10, 60, 000/- |
| 3055—Road Transport Services. | Rs, 2, 00, 000/- |
| 3075—Other Transport Services. | Rs, 6, 65, 000/- |
| 5055—Capital Outlay on Road Transport. | Rs, 1, 46, 00, 000/- |

( The Demand was put and carried by Voice Vote ),

**Mr. Speaker** :—Demand No. 13. There are 3 Cut Motions on this Demand,

( 1 ) The question that the Cut Motion moved by Shri Braja Mohan Jamatia on Demand No. 13-2425 "that the amount of the Demand be reduced to Re, 1/— to represent disapproval of the policy viz.— রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলির নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করতে না দেওয়া সম্পর্কে ।"

( The Motian was put and LOST, )

( 2 ) The Question that the Cut Motion moved by Shri Nakul Das on Demand No. 13-2425 "That the amount of the Demand be reduced to Re, 1/— to represent disapproval of the policy viz.—

"রাজ্যের ল্যাম্পস, প্যাক্স মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলি অগণতান্ত্রিকভাবে অচল করে দেওয়া সম্পর্কে ।"

( The Motion was put and LOST )

(3) The question that the Cut Motion moved by the Hon' ble Member Shri Sukumar Barman on the Demand No. 13-4425" that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/—to represent the disapproval of the policy viz.

"রাজ্যের ল্যাম্পস্ প্যাক্স মজুজীবি সমবায় সমিতি, তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদিতে অন্যায়-ভাবে শেয়ার ক্যাপিটেল দেওয়া বন্ধ করা সম্পর্কে।"

( The Motion was put and LOST by Voice. )

**Mr. Speaker :—** Now I am putting Demand No. 13 to vote.

The question before the House that the motion moved by the Hon' ble Minister-in-charge of the Deparment on the recommendation of Governor that a sum not exceeding Rs. 6,45,42, 000/— ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( Vote on Account ) Bill, 1988 ), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2425—Co-operation | Rs. | 3, 37, 67, 000/- |
| 4425—Capital Outlay on Co-operation. | Rs. | 1, 43, 75, 000/- |
| 6425—Loans for Co-operation. | Rs. | 1, 64, 00, 000/- |

( The Demand was put and carried by Voice Vote. )

**Mr. Speaker :—** Now question before the House that Cut motion moved by Shri Rudreswar Das to ventilate his grievances in respect of Demand No, 14 Major Head 3054 "that the amount of the Demand be reduced to Re,1/—to represent disapproval of the police viz, "আমবাসা বিভাগীয় পূর্ত দপ্তরের কাজ কর্মে দলবাজী, স্বজন পোষন ও দুর্নীতি সম্পর্কে।"

( It was put to voice vote and lost ).

Now I am putting the Demand to vote, Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 32,62.10,000/-exclusive of charged expenditure of Rs, 4,00,000/— ( inclusive of the sum specified in columm 3 of the schedule to the appropriat ion ( Vote on Account ) Bill, 1988 ) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2059—Public Works | ... | Rs, | 27,46,27,000/- |
| 2202—General Education | ... | Rs, | 5, 08, 000/- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2205—Art & Culture | ... | Rs. | 1, 35, 000/- |
| 2210—Medical | .. | Rs. | 4, 32, 000/- |
| 2216—Housing | ... | Rs. | 91, 16, 000/- |
| 2235—Social Security & Welfare | .. | Rs. | 21, 000/- |
| 2403—Animal Husbandry | .. | Rs. | 6, 50, 000/- |
| 2851—Village & Small Industries | .. | Rs. | 1, 66, 000/- |
| 3054—Roads & Bridges | ... | Rs. | 4, 05,55, 000/- |

( It was put to voice vote and passed )

**Mr. Speaker** :— Now question before the House that a sum not exceeding Rs, 5, 60, 59, 000/- [ inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( Vote on Account ) Bill, 1988 ] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No, 15 under the following Major Heads :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4059—Capital outlay on public works | — | Rs. | 2, 15, 99, 000/- |
| 4202—Capital outlay on Education, Sports, Arts & culture | — | Rr, | 1, 73 80, 000/- |
| 4210—Capital outlay on Medical & public Health | — | Rs, | 95, 50, 000/- |
| 4211—Capital outlay on Family welfare | — | Rs, | 13, 00, 000/- |
| 4235—Capital outlay on Social Security & welfare | — | Rs, | 16, 80, 000/- |
| 4403—Capital outlay on Animal Husbandry | — | Rs, | 22, 00, 000/- |
| 4404—Capital outlay on Dairy Development | — | Rs | 5, 00, 000/- |
| 4851—Capital outlay on Village & Small Industries | — | Rs, | 18, 50, 000/- |

( It was put to voice vote and passed, )

**Mr. Speaker** :— Now question before the House that a sum not exceeding Rs, 21, 88, 00, 000/- [ inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( Vote on Account ) Bill, 1988 ], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 4216—Capital outlay on Housing | — | Rs, 3, 79, 70, 000/- |
| 4552—Capital outlay on North Eastern Areas | — | Rs, 6, 00, 00, 000/- |
| 5054—Capital outlay on Roads & B.idges | — | Rs, 12, 08. 30, 000/- |

( It was put to voice vote and passed )

**Mr. Speaker** :— Now the question before the House moved by the Shri Jitendra Sarkar on the Demand No. 7. that the amount of the Demand be reduced by Rs, 1/- to represent disapproval of the policy viz—

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারনের কাজ বন্ধ রাখার প্রতিবাদে।"

( The Motion was lost by voice vote ).

**Mr. Speaker** — Now I am putting the demand No. 17 to Vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs, 42, 71, 50,000/- ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation Vote on Account Bill 1988 ) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2045—Other Taxes etc. | Rs. 5, 50, C00/- |
| 2801—Power | Rs, 11, 76, 00, 000/- |
| 4552—Capital outlay on North Eastern Areas | Rs. 8, 35, 00, 000/- |
| 4801—Capital Outlay on Power projects | Rs. 22, 55, 00, 000/- |

( Then the demand was put to voice vote and passed,)

There is a cut motion on the demand No, 18 moved by Shri Nakul Das "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1/-to represent disapproval of the Policy viz—বিলোনীয়া মহকুমায় বড়পাথারী বাজারের উত্তরাংশে অভয়া ছড়ার উপর বাঁধ নির্মান করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে কৃষকদের জমি রক্ষা করার বিষয় সম্পার্কে।"

( Then the cut motion was put to voice vote and lost. )

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 16, 75, 90, 000/- ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation Vote on Account Bill, 1988 ), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 18 under the following Major Heads :-

| | | |
|---|---|---|
| 2215—Water Supply and Sanitation | Rs. | 1, 10, 00, 000/- |
| 2702—Major Irrigation | Rs. | 14, 87. 80, 000/- |
| 2711—Flood Control | Rs. | 78, 10, 000/- |

( Then the demand was put to voice vote and Passed. )

**Mr. Speaker :—** There is a cut motion on the demand No. 19 moved by Shri Nakul Das "that the amount of the demand be reduced by Rs.1/-to represent the disapproval of the policy viz- বাজোর বামফ্রন্ট সরকারের সময় শুরু করা জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাষনের কাজ বর্তমানে বন্ধ করে রাখা সম্পার্কে।"

( Then the cut motion was put to voice vote and lost. )

**Mr. Speaker :—** Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 15, 06, 31. 000/- ( inclusive of the sum specified in columm 3 of the schedule to the Appropriation vote on account bill, 1988 ), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 4215—Capital outlay on Water Supply and Sanitation | Rs. 8, 41, 31, 000/- |
| 4701—Capital outlay on Major and Medium Irrigation. | Rs. 4, 80, 00, 000/- |
| 4705—Capital outlay on Command | |

Area Development. Rs. 5, 00, 000/-

4711—Capital outlay on Flood Control projects. Rs. 1, 80, 00, 000/-

( Then the demand was put to voice vote and passed )

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী কল্য ১৫ই জুলাই বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

ANNEXURE—"A."

Admitted Starred Question No. 16

Name of member :— Shri Badal Choudhury M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agr'culture be pleased to State —

১। উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত কেন্দ্রিয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা রাজ্যে স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন কিনা ;

২। যদি করে থাকেন তাহলে কেন্দ্রিয় সরকার ত্রিপুরায় কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

If so, what measures have been taken by the Central Government to set-up the Agricultural University.

ANSWER

Minister In-Charge of Agriculture ( Shri Nagendra Jamatia )

১। হাঁ।

২। কেন্দ্রিয় সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নি।

Admitted Starred Question No. 26

Name of the Member :— Shri Gouri Sankar Reang, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কতজন টি- এন- ভি উগ্রপন্থী অত্মসমর্পন করেছে ; (বছর ভিত্তিক হিসাব ) ; এবং

২। উক্ত আত্মসমর্পনকারী টি-এন-ভি- উগ্রপন্থীদের মধ্যে কতজন পুনর্বাসন প্রকল্পে সরকারের নিকট থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছে; ( টাকার অঙ্কে বছর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব) ; এবং

৩। বর্তমান কংগ্রেস (ই) যুবসমিতি সরকারের আমলেই বা কতজন টি- এন-ভি উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে ? (নাম ধাম সহ ) হিসাব ?

## ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister Tripura.

১। বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল: —

বৎসর ভিত্তিক হিসাব

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৮৩ | = | ২১ | জন | টি-এন-ভি | | |
| ১৯৮৪ | = | ৮ | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ১৯৮৫ | = | ১২ | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ১৯৮৬ | = | ১০ | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ১৯৮৭ | = | ১৩ | ,, | ,, | ,, | ,, |
| | | ৬৪ | ,, | ,, | ,, | ,, |

২। গৃহ নির্মান সাহায্য বাবদ প্রতি জনকে ৪০০০ টাকা করে ৫৯ জনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

| সন | সংখ্যা | টাকার পরিমান |
|---|---|---|
| ১৯৮৩-৮৪ | ২৪ | ৯৬,০০০/- |
| ১৯৮৪-৮৫ | ৪ | ১৬,০০০/- |
| ১৯৮৫-৮৬ | ১২ | ৪৮,০০০/- |
| ১৯৮৬-৮৭ | ৯ | ৩৬,০০০/- |
| ১৯৮৭-৮৮ | ১০ | ৪০,০০০/- |
| | ৫৯ জন | ২,৩৬,০০০/- |

উপরোক্ত ৫৯ জনের মধ্যে ৫৪ জনকে গৃহ নির্মান বাবদ প্রতিজনকে ৪০০০ টাকা সহ চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং ৫জনকে গৃহনির্মান সাহায্য সহ ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্পে প্রতিজনকে ২০,০০০ টাকা করিয়া অনুদান দেওয়া হয়েছে।

বাকী ৫ জনের পুনর্বাসনের বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৩। ৬ জন সহযোগী সহ মোট ১০ জন টি-এন-ভি আত্মসমর্পন করেছে। তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

টি-এন-ভি

(১) শ্রী সুনীল কলই ওরফে বিশ
পিতা-সদামনি কলই, সাং জাকমিয়া
থানা-অম্পি।

(২) শ্রী মহেন্দ্র দেববর্মা, পিতা রাধাচরন দেববর্মা সাং আশিঘর, থানা-জিরানিয়া।

(৩) শ্রী বিশু দেববর্মা, পিতা-ক্ষিরোদ দেববর্মা সাং রাধানগর, থানা-সিধাই।

(৪) শ্রী সুধাংশু দেববর্মা, পিতা প্রমোদ দেববর্মা সাং কাঁটাছড়া, থানা-সিধাই।

সহযোগী

(১) শ্রী মুকুন্দ দেববর্মা, পিতা-বিশু দেববর্মা সাং ভুবন চন্তাই, থানা-জিরানীয়া।

(২) শ্রী দিলীপ দেববর্মা, পিং-গিরীন্দ্র দেববর্মা সাং চাকমাপাড়া, থানা-জিরানীয়া।

(৩) শ্রী স্বপন দেববর্মা, পিং-গয়াচরন দেববর্মা সাং পাটনীপাড়া, থানা-জিরানিয়া।

(৪) নিত্যকর্ম জমাতিয়া, পিং-নবরতন জমাতিয়া। সাং-পলকু, থানা-তৈদু।

(৫) শ্রী উত্তম দেববর্মা পিং-প্রভুরাম দেববর্মা। সাং-প'হাড়িয়া পাড়া, থানা-সিধাই।

(৬) শ্রী ধীরেন্দ্র দেববর্মা-পিতা-চন্দ্রনাথ দেববর্মা। সাং-কাচাচুয়া,সিধাই।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 28

Name of member :— Gouri Sankar Reang, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Agriculture be pleased to State :—

১। বর্তমান বৎসরে রাজ্য সরকার সরকারী নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের নিকট থেকে আলু ক্রয় না করার কারন কি ;

২। রাজ্য সরকার আলু না কেনার ফলে বহু আলুচাষী ফড়িয়াদের শিকার হয়েছেন। এ খবর সরকারের নিকট আছে কি ?

৩। যদি থেকে থাকে তবে উক্ত ব্যাপারে কোনরূপ ব্যবস্থা না নেওয়ার কারন কি ?

## ANSWER

## MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE
## ( SHRI NAGENDRA JAMATIA )

১। ১৯৮৭-৮৮ সালে আলুর বাজার দর সরকার নির্ধারিত আলুর সহায়ক মূল্য হইতে বেশী থাকায় আলু ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই।

২। এ ধরনের কোন খবর সরকারের জানা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

## Admitted starred question No. 31

Name of the Member :— Sri Nakul Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister, Incharge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

প্রঃ ১। রাজ্যের মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নামে যে সমস্ত সরকারী জলাশয় ইজারা দেওয়া হয়েছিল সেইগুলি বাতিল করে দেওয়ার কারন কি ;

প্রঃ ২। বর্তমানে উক্ত সরকারী জলাশয়গুলি কাদের দখলে আছে ;

প্রঃ ৩। ঐ সব জলাশয়ের ইজারা বাতিল করে দেওয়ার জন্য কতজন মৎস্যজীবি কর্মহীন হয়ে পড়েছে;

প্রঃ ৪। সরকার ঐ সকল মৎস্যজীবিদের বাঁচার জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কিনা ?

উত্তর

উ. ১। যে সমস্ত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি নাম মাত্র হারে ইজারা দেওয়া ইজারার বকেয়া টাকা জমা দেয় না এবং চুক্তিমতে কাজ করে নাই, সেই কারনে সেই সব সমিতির ইজারা বাতিল করা হয়েছে;

উঃ ২। উক্ত জলাশয়গুলি মৎস্যদপ্তরের দখলে আছে ;

উঃ ৩। ইজারা বাতিল করায় কোন মৎস্যজীবি কর্মহীন হয়ে পড়ার খবর নাই;

উঃ ৪। প্রশ্ন উঠে না।

NAME OF THE MEMBER :— SHRI BADAL CHAOUDHURI

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 38

WILL THE HON'BLE MINISTER IN CHARGE OF THE INFORMATION. CULTURAL AFFAIRS AND TOURISM DEPARTMENT BE PLEASED TO STATE :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১। ১৯৮৮ ইং সনের বই মেলাতে রাজ্য সরকারের মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে। | ১। রাজ্য সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমান ১১ লক্ষ ৮২ হাজার ৭ শত ৬২ টাকা। |
| ২। এই মেলায় মোট কত টাকার বই বিক্রি হয়েছে ? | ২। মোট বই বিক্রির পরিমান ৪৯ লক্ষ ৮ হাজার ৮ শত ৯৬ টাকা। |
| ৩। ইহা কি সত্য উক্ত বই মেলায় প্রগতিশীল সাহিত্য প্রকাশকদের ( মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, এর বই বিক্রি করেন ) বুক স্টল খোলার সুযোগ দেওয়া হয়নি ? | ৩। সত্য নহে। |
| ৪। সত্য হইলে তাহার কারন ? | ৪। প্রশ্নই উঠে না। |

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 46

Name of Member :— Shri Amal Mallik, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister for Agriculture be pleased to state that :—

১। বিলোনীয়া মহকুমার বড়পাথারী অঞ্চলের কৃষকদের উন্নয়নের জন্য বড়পাথারী বাজারটির উন্নয়নে সরকারী কোন পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে কিনা ;

২। নেওয়া হইয়া থাকিলে ঐ বাজার উন্নয়নে মোট কতটাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং কবে থেকে উক্ত কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

৩। যদি উক্ত বাজার উন্নয়নের কাজ এখনো আরম্ভ না হয়ে থাকে তবে তার কারন ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE
( SHRI NAGENDRA JAMATIA )

ANSWER :

১। হাঁ।

২। ১৯৮৭-৮৮সনে উক্ত বাজারে ষ্টল নির্মানের জন্য ২, ২৮, ৪০০/- টাকা ( দুইলক্ষ আঠাশ হাজার চারশত টাকা ) ও বাজার উন্নয়নের জন্য ১, ০০, ০০০/= টাকা ( এক লক্ষ টাকা ) আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। উন্নয়নের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায়।

৩। ষ্টল নির্মানের জন্য দুইবার এবং গোদাম, অফিসগৃহ নির্মানের জন্য একবার দরপত্র আহ্বান করা সত্বেও কোন দরপত্র পাওয়া যায় নাই। তাই উন্নয়নের কাজ এখনো আরম্ভ করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 47

Name of the Member :— Shri Amal Mallik, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister Incharge of the Fisheries Department be pleased to State :—

প্র :—১ বিলোনীয়া মহকুমার লাউগাং পাল কলোনীর হরেন্দ্র পালের বাড়ীর নিকট কোন সরকারী ফিসারী Tank আছে কিনা ;

প্র:—২ থাকিলে ঐ Tank নির্মান করিতে কত টাকা খরচ হইয়াছে,

প্র:—৩ বর্তমানে উহা ব্যবহারের উপযুক্ত কিনা এবং

প্র:—৪ না হলে উহা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হবে কিনা ?

উত্তর

বিলোনীয়া মহকুমার লাউগাং পাল কলোনীর হরেন্দ্র পালের বাড়ীর নিকট মৎস্য দপ্তরের কোন Fishery Tank নাই।

প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন উঠে না।

Name of the Member : Sri Nakul Das

Admitted Starred Q. No : 66

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Information. Cultural affairs and Tourism Department be pleased to State :—

| প্রশ্ন | | উত্তর |
|---|---|---|
| ১। ইহা কি সত্য যে, গত ১৯/৬/৮৭ ইং তারিখে তথ্য ও সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরে ৯০টি লোক শিল্পীর পদ সৃষ্টি করা হয় এবং সেই পদে যথারীতি শিল্পী নিয়োগ করা হয়, | :— | প্রথম অংশের উত্তর হ্যাঁ। দ্বিতীয় অংশের উত্তর হ্যাঁ। |
| ২। ইহা কি সত্য যে ইদানীং সেই শিল্পীদের মধ্যে ৮৯ জনকে ছাটাই করা হয়েছে এবং সেই পদগুলিতে লোক শিল্পী নিয়োগ করা হচ্ছে, | :— | সত্য নহে |
| ৩। সত্য হলে কর্মে নিযুক্ত লোক শিল্পীদের ছাটাই করে নুতন করে অন্যদের নিয়োগ করার কারণ কি ? | :— | প্রশ্ন উঠে না। |

Admitted Starred Question No. 73

Name of the Member :— Shri Sunil Chowdhury M L A

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। গত ২২শে এপ্রিল ১৯৮৮ ইং তারিখে যতনবাড়ীর ডি, ওয়াই-এফ-আই সদস্য রতন চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করার কারন কি ;

২। ঐ গ্রেপ্তারকৃত রতন চক্রবর্ত্তীকে কতক্ষন থানায় আটক রাখা হয়েছিল এবং তাকে কবে জামিন দেওয়া হয়েছিল ;

৩। তার বিরুদ্ধে পুলিশ কোন চার্জশীট দাখিল করেছে কিনা ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman
Home Minister, Tripura

১। ইহা সত্য নহে যে শ্রীরতন চক্রবর্ত্তীকে ২২-৪-৮৮ তারিখ গ্রেপ্তার করা হয়েছে ;

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO, 82

By Shri Sunil Kr Choudhury. M L A

Will the Hon'ble Minister in charge of Agriculture Department be pleased to State :—

Question No, 1 :— Is it a fact that a master Casbewnut Scheme for Tripura has been recommended by the NABARD to the world Bank for financing it ?

Question No. 2 :—If so, what is the response from the world Bank in this regard ?

### ANSWER

Minister incharge of Agriculture.

(Sri Nagendra Jamatia)

Admitted Assembly Starred Question No. 82

Answer No. 1 :—No,

Answer No, 2 :— Does not arise,

Admitted Starred Question No. 87

Name of the Member :— Shri Mati Lal Sarkar M L A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

৬ই মে কলসীমুখ রাবার বাগানে শ্রমিকদের উপর হামলাকারী সমাজ বিরোধীদের কোন হামলা হয়েছে কি ;

২। হয়ে থাকলে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

### ANSWER

Name of the Minister :— Shri Ranjan Barman, Home Minister Tripura.

১। গত ৬-৫-৮৮ ইং তারিখ শ্রীঅমলেন্দু ভৌমিক পিতা-মৃত শচীন্দ্র ভৌমিক সাং মহুরীপুর, বাইখোরা থানায় অভিযোগ করে যে ঐ দিন সকাল অনুমান ৮ টার সময় কলসীমুখ দোকানের সামনে রাখাল বর্মন পিতা মৃত মনোরঞ্জন বর্মন সাং মহুরীপুর আর এক এবং ৪ জন সহযোগী আই এন টি ইউ সি সমর্থক শ্রমিক শ্রীনির্মল বিশ্বাস পিতা/সারদা বিশ্বাস সাং মহুরীপুর আর এক কে ভীষনভাবে লাঠি দিয়ে মারধর করে এবং অনান্য আই এন টি ইউ সি সমর্থকদের বাগানে কাজ করলে অসুবিধা হবে বলে হুমকী প্রদর্শন করে।

অপর পক্ষে কান্তি রায় বর্মন পিতা মৃত মনোরঞ্জন রায় বর্মন সাং/মহুরীপুর বাইখোরা থানায়

অভিযোগ করে যে ৬-৫-৮৮ ইং বেলা অনুমান ৭-৩০ মিঃ এর সময় অরুন বিশ্বাস আরও ১৪ জন লোক সহ মিলে ১০০/১২৫ জনের একটি দল তাহার ভাই রাখাল রায় বর্মনকে কলসীমুখ রাবার বাগান হতে রাবার সংগ্রহ করে ফেরার পথে মহুরীপুর আর এক এর নিকট আক্রমন করে আহত করে।

২। উভয় ঘটনা সম্পর্কে বাইখোরা থানায় মামলা রুজু করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

উভয় মামলা তদন্তাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 109

Name of the Member :— Shri Bimal Sinha, M L A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। গত ২রা এপ্রিল আসাম রাইফেল জোয়ানরা কমলপুর বিভাগের রাইপাশা গ্রামে অমৃত দেববর্মার বাড়ীতে ঢুকে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল এই ঘটনা সরকার অবগত আছেন কি ?

২। এই সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

৩। দোষী অপরাধীদের কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura,

১। অত্যাচারের অভিযোগ সত্য নহে।

২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর — বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশের একটি অভিযোগ থানায় দায়ের করা হয়। ঘটনা তদন্তাধীন। যেহেতু অভিযোগকারী কাহাকেও চিহ্নিত করিতে পারেন নাই সেইহেতু কাহাকেও গ্রেপ্তার করার প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 110

Name of the Member :—Shri Sukumar Barman, M L A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য গত ৬ই এপ্রিল সোনামুড়া বিভাগের অন্তর্গত রুখিয়া থার্মাল প্লেন্টের কর্মরত শ্রমিক আব্দুল সামাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তার কারন ?

ANSWER

Home of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura,

১। হ্যাঁ।

২। অতিরিক্ত মদ্যপানে উন্মত্ত অবস্থায় কলমছড়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা Cr.P.C ১৫১ ধারা অনুসারে আব্দুল সামাদকে গ্রেপ্তার করে। ডাক্তারী পরীক্ষায়ও ইহা প্রমানিত হয়। ৭-৪ ৮৮ ইং তাহাকে সোনামুড়া মাননীয় সাব-ডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এর কোর্টে চালান করা হয় এবং কোর্টে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত ১০, টাকা জরিমানা করে।

উক্ত আব্দুল সামাদকে কলমছড়া থানায় আরও ২টি মামলায় যথা—মোকদ্দমা নং ১ (৩) ৮৮ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা এবং মোকদ্দমা নং ৩ (৪)৮৮ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২/৩৯৭/ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ৬ই এপ্রিল ১৯৮৮ তারিখ গ্রেপ্তার করে ৭ই এপ্রিল ১৯৮৮ ইং কোর্টে চালান দেয়। কোর্ট হইতে সে ৮ই এপ্রিল, ১৯৮৮ ইং জামিনে মুক্তি পায়।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 114

Name of the Member :— Shri Keshab Majumder. M L A

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ২৯শে এপ্রিল ১৯৮৮ ইং ডেইলী দেশের কথায় বিধায়ক গোপাল দাসের প্রান নাশের চেষ্টা করা হয়েছে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কি ?

২। এ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে কি ?

৩। হয়ে থাকলে তার বিস্তারিত বিবরন ?

## ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। এই ধরনের কোন তথ্য সরকারের নিকট নাই।

২ নং এবং ৩নং প্রশ্ন উঠেনা।

প্রশ্নের উত্তর

## Admitted Starred Question No. 117

Name of the Member :— ( 1 ) Shri Samar Choudhury, M. L. A.
( 2 ) Shri Subodh Das, M. L. A. &
( 3 ) Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ২৭ শে এপ্রিল ১৯৮৮ ইং অমরপুর মহকুমার ধনলেখা গাঁও সভায় শ্রী খিল রায় দেববর্মাকে

আক্রমন করে গুরুতর ভাবে আহত করার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়েছে কিনা ; এবং

২। গ্রেপ্তার করলে তাদের নাম ও ঠিকানা ; এবং

৩। গত ৩০শে এপ্রিল ৮৮ইং ঐ গাঁও সভায় কুঞ্জ কুমার দেববর্মাকে গুরুতর আহত করার অভিযোগে কাউকে অভিযুক্ত করা হয়েছে কিনা ;

৪। কেউ অভিযুক্ত হয়ে থাকলে তাদের নাম ও ঠিকানা ; এবং

৫। সরকার তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 145

Name of the Member :— Shri Sukumar Barman M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে, গত ২০-৫-৮৮ইং তাং বেলা অনুমান ২-৩০ মি: থেকে ৩টার সময় ধনপুর কেন্দ্রের কং ( ই ) পরাজিত প্রার্থী প্রবীর কুমার পালের নেতৃত্বে বিদ্যুৎ লস্কর, পিতা শ্রী চিত্ত লস্কর, মানিক মিঞা ১০, ১২ জন লোক নিয়ে শ্রীভবতমনি নোয়াতিয়াকে ( পিতা মৃত বুদ্ধ কুমার নোয়াতিয়াকে ) মেলাঘর মোটর ষ্ট্যাণ্ড থেকে জোর করে ধরে ইউনাইটেড ফিজিক্যাল ক্লাবে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মার পিট করে এবং পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

২। সত্য হলে তাহার বিবরণ ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman Home, Minister, Tripura

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর } ইহা সত্য নহে যে গত ২০/৫/৮৮ইং তাং বেলা অনুমান ২-৩০ মি: থেকে ৩টার সময় ধনপুর কেন্দ্রের কং ( ই ) পরাজিত প্রার্থী প্রবীর কুমার পালের নেতৃত্বে বিদ্যুৎ

লস্কর পিতা শ্রী চিত্ত লস্কর, মানিক মিঞা ১০/১২ জন লোক নিয়ে ভরতমনি নোয়াতিয়াকে ( পিতা মৃত বৃদ্ধ কুমার নোয়াতিয়া, মেলাঘর মটর ষ্ট্যাণ্ড থেকে জোর করে ধরে ইউনাইটেড্ ফিজিক্যাল ক্লাবে নিয়ে প্রচণ্ড মারপিট করে।

তবে, মেলাঘর পুলিশ ফাঁড়িতে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে গত ২০/৫/৮৮ইং বেলা ৩-৬ মিঃ সময় যখন শ্রীপ্রবীর পাল, শ্রীবিদ্যা লস্কর, শ্রীসঞ্জীব সরকার এবং শ্রীফুল মিঞা সহযোগে তাহার নিরাপত্তা কর্মী সহ মেলাঘর ব্লকের দিকে যাইতেছিলেন, তখন মোহন ভোগের শ্রীভারত নোয়াতিয়া, পোয়াংবাড়ীর শ্রীবেনু দেবনাথকে সঙ্গে নিয়া সন্দেহ জনকভাবে ঘোরা ফেরা করতে দেখিতে পান।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবেনু দেবনাথ পলাইয়া যায়। উপরে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাজারের অন্যান্য ব্যক্তির সহায়তায় ভারত নোয়াতিয়াকে আটক করে এবং মেলাঘর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ আসিলে শ্রীনোয়াতিয়াকে তাহাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ শ্রীনোয়াতিয়ার নিকট একটি বে-আইনী পিস্তল পান।

## Admitted Starred Question No. 150

Name of the member :— (1) Shri Gopal Ch. Das. M.L.A. &
(2) Shri Samar Choudhury, M, L. A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে ক্ষমতাসীন কং (ই) ও টি ইউ জে এস জোট সরকার হোম গার্ডদের রেশন মানি হিসেবে ১৬৭ টাকা করে প্রতিমাসে তাদের বেতন ও ভাড়ার সঙ্গে অতিরিক্ত দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন ;

২। সত্য হলে কবে থেকে তাহা কার্য্যকরী করা হবে ?

## A N S W E R

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura,

১ নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর — বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 153

Name of the Member :— Sri Gopal Ch Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতজন টি-এন-ভি সদস্য আত্মসমর্পন করেছে ;

২। আত্মসমর্পনের কোন সর্ত আছে কি ;

৩। তাহাদের সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ;

৪। তাহাদের পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Ttipura.

১। ১০ জন ( ছয় জন সহযোগী সহ )।

২। না।

৩ নং ও ৪নং পুনর্বাসনের কাজ প্রথাগত ভাবে চলিতেছে।

প্রশ্নের উত্তর

Admtted Starred Question No. 161

Name of Member :— Shri Diba ch. Hrankhawl.

With the Hon'ble Minister In-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১ নং প্রশ্ন :— উত্তর ত্রিপুরা কুমারঘাট সি, ডি, ব্লকাধীন উনকোটি গাঁও পঞ্চায়েতের ছৈলাপি গ্রামে চাষযোগ্য জমি গুলিতে চাষাবাদের সুবিধার্থে জমি সংরক্ষণ ও জলসেচের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২ নং প্রশ্ন :— যদি না থাকে তাহা হইলে এখানকার জনসাধারনের জীবিকা নির্বাহ করার সুবিধার্থে অনতিবিলম্বে উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকার বিবেচনা করবেন কি ?

ANSWER

Minister incharge of Agriculture ( Sri Nagendra Jamatia )

১ নং প্রশ্নের উত্তর :— হ্যাঁ, আছে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 114

Name of Member :— Shri Anil Sarkar, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। গত ১০ই এপ্রিল রাতে আসাম রাইফেলস্ জোয়ানদের কর্তৃক তেলিয়ামুড়ার অন্তর্গত কালীটিলা

গ্রামবাসীদের নিগৃহীত হওয়া এবং আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ?

২। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কর্মী ও অফিসারগনও উক্ত ঘটনায় গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে গিয়ে আসাম রাইফেলস্ জোয়ানদের আক্রমনে আহত হয়েছে, এবং

৩। সত্য হলে ঐসব উশৃংখল জোয়ানদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

## ANSWER

Name of Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। গত ১০ই এপ্রিল ১৯৮৮ তারিখ সন্ধ্যা বেলায় আসাম রাইফেলস্ এর ২ জন জোয়ান হাবিলদার লামাতাকাম কালাটিলা গ্রামের যে বাড়ীতে থাকেন সেই বাড়ীতে যান। তাহারা দুইজন মদাসক্ত হন এবং উভয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ইহা দেখিয়া হাবিলদারের স্ত্রী সোরগোল করিতে থাকেন এবং ইহাতে প্রতিবেশী অসামরিক নাগরিকগন সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসেন এবং জোয়ানদের শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হাতাহাতি ও শক্তি প্রদর্শনের ফলে ৫ জন সাধারন নাগরিক এবং আসাম রাইফেলস্ এর ১ জন জোয়ান আহত হন।

২। পুলিশ এই সংঘর্ষের খবর পাওয়া মাত্র দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যান এবং সংঘর্ষ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। ইহাতে ত্রিপুরা পুলিশের এ, এস, আই শ্রীগনেশ নাথ সামান্য আহত হন।

৩। স্থানীয় জনসাধারনের অভিযোগমূলে এই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানায় আসাম রাইফেলস্ এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পুলিশ নথিভুক্ত করেন এবং আসাম রাইফেলস্ এর দুই জোয়ানকে গ্রেপ্তার করে পরে জামিনে মুক্তি দেন। মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে।

## ADMITTED STAREED QUESTION NO. 175

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury, M, L, A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। সরকার অবগত আছেন কি যে গত ৩রা মে বেতাসা গাঁও পঞ্চায়েতের সিকা সিং ত্রিপুরার বাড়ীতে গভীর রাতে সেনাবাহিনীর কয়েকজন জোয়ান বলপূর্বক ঢুকে অত্যাচার করেছে এবং শ্রী ত্রিপুরার স্ত্রীর উপর দল বেঁধে গন ধর্ষন করেছে ?

২। অবগত থাকিলে অপরাধি জোয়ানদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

## ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। এমন কোন তথ্য সরকারের নিকট নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 178

Name of the Member :— Shri Gopal Ch. Das,M L A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে আরও একটি টি, এস, আর ব্যাটেলিয়ান তৈরী করার জন্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

২। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে উক্ত ব্যাটেলিয়ান খোলার কোন অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে কি না তাহার বিবরণ ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Rajan Barman, Home Minister, Tripura

১। হ্যাঁ।

২। ইহা রাজ্য সরকারের প্রক্রিয়ারভুক্ত ।

Admitted Starred Question No 180.

Name of Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

1. Is it a fact that Sunil Choudhury, M.L. A. from Sabroom was attacked by miscreants on the midnight of 23rd April, 1988, while he was in the house of Gaon pradhan Shri Nripendra Malakar at Emrapasha of Fatikroy P.S, to participate in election campaign in favour of CPI ( M ) candidate their ;

2. Is it a fact that the personal security had to open fire to save the life of Shri choudhury from the hands of miscreants,

3. Is it a fact that Shri Ratan Deb, an employee of U, B, I, of Kailashahar Branch, was injured due to firing and he was admitted to G. B. Hospital,

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura,

1. No.

2. Security Guard of Shri Sunil Choudhury, M, L, A, apprehen attack on Shri Sunil Choudhury, opened fire,

3. Yes.

Admitted Starred Question No. 183,

Name of the Member :— Shri Baidyanath Majumder M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

1. Whether it is a fact that a dacoity was committed in the house of Satindra Kr. Dutta of Emropasha P. S. Fatikroy on the night of 23/4/88.

2. Whether it is a fact that on the same night a dacoity was also committed in the house of Premendra Das in the same village of Fatikroy P. S.

3, Total quantity of gold ornaments and other costly belongings looted from these two houses by the dacoity.

4. What steps has been taken by the police to recover the looted properties ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister Tripura.

1. A complaint was lodged to Fatikroy P, S, to that effect on 12/6/88,

2. Yes such a complaint was lodged to Fatikroy P, S, on 12/6/88,

3. About 14 tolas of Gold ornaments and Rs, 9, 500/=cash were alleged to be looted,

4. Cases are under investigation and action is being taken for recovery of the stollen properties.

Admitted Starred Question No.188.

Name of the Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhwal M L A

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরা কৈলাশহর মহকুমার মনুঘাটে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপন করার সরকারী প্রস্তাব থাকা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত উক্ত স্থানে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্রটি স্থাপনের কাজ আরম্ভ করা হয় নাই ?

২। সত্য হলে অনতিবিলম্বে তদন্ত করে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্রটি স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। যদি না থাকে তবে তার কারন ?

## ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপনের সরকারী সিদ্ধান্ত হল যে প্রতিটি ব্লক হেড কোয়ার্টারে পর্য্যায়ক্রমে একটি করে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপন করা। এ কাজ শেষ হলে মনুঘাটের মত জায়গাগুলিতে ঐ কেন্দ্র স্থাপনের কথা বিবেচনা করা হবে।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 199

Name of the Member :— Shri Sushil Kumar Chakma, M L A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। চলতি আর্থিক বর্ষে ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা বাজারে Fire Service Station খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

## ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

## Admitted Starred Question No. 230

Name of the Member :— Shri Diba Chandra Hrankhwal, M L A

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to State :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। All India Radio আগরতলা Station থেকে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের হালম বা কুকী-দের ভাষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচারের কোন সুযোগ নাই, ইহা সরকার অবগত আছেন কিনা, | প্রশ্নটি আকাশবানী সংক্রান্ত। বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। |

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ২। যদি অবগত থাকেন তবে উক্ত পিছিয়ে পড়া উপজাতি সম্প্রদায়ের ভাষায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যাতে আগরতলা রেডিও স্টেশন থেকে প্রচার করা যায় তার জন্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবেন কি না ? | প্রশ্নটি আকাশবানী সংক্রান্ত। বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। |

## Admitted Starred Question No. 241

Name of the Member :— Shri Jitendra Sarkar, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, বড়মুড়াতে একটি নূতন police station খোলা হচ্ছে ;

২। সত্য হলে কোন কোন এলাকা উক্ত police station এর অন্তর্ভূক্ত হবে ?

### ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। নিম্নবর্নিত রাজস্ব গ্রামসমূহ বড়মুড়া থানার অন্তর্ভূক্ত হবে :—

১। উত্তর পুলিনপুর ।

২। দক্ষিন পুলিনপুর ।

৩। হাওয়াই বাড়ী ।

৪। সাদুকর করি ।

৫। তুইচিনত্রাই ।

৬। হাড়ভাং ।

৭। দীন কবড়া পাড়া ।

৮। ভৃগুদাস পাড়া ।

৯। চাম্পা বাড়ী ।

১০। জামাইলং পাড়া ।

১১। আতোথাংবাড়ী ।

## Admitted starred Question No. 262

Name of the Member :— Shri Anil Sarkar, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮, সদর মহকুমার জিরানিয়ার অমিতাভ মজুমদারের বাড়ীতে শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপের ফলে অমিতাভ মজুমদারের শিশু পুত্র অনির্বান মানসিক আঘাত পেয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং ৭ই এপ্রিল অনির্বান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে;

২। সত্য হলে আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

**ANSWER**

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Q. No. : 263

Name of the Member : Shri Anil Sarkar M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Information: Cultural Affairs and tourism department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। নতুন সরকার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ কত জন লোক শিল্পীকে ছাটাই করেছেন এবং | :— একজনকেও না। |
| ২। তাদেরকে ছাটাই করার কারণ কি ? | :— প্রশ্নই উঠে না। |

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Stared Question No. 10

Name of Member :— Shri Samar Choudhury, M. L. A

ADVANCE STARRED QUESTION NO. 131

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 10

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। Crop Insurence স্কীমের মাধ্যমে কোন ব্লকে কত সংখ্যক কৃষককে ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে উপকৃত করা হয়েছে;

২। ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে কোন ব্লকে কত সংখ্যক কৃষককে Crop Insurence এর সুযোগ গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে;

৩। কৃষকদের বাছাই করার উদ্দেশ্যে সরকার কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন ?

## ANSWER

Minister in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

### উত্তর

১নং ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে Crop Insurence Scheme এর মাধ্যমে যে পরিমান কৃষক উপকৃত হয়েছেন তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

| | ব্লকের নাম | কৃষকের-সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। | পানিসাগর— | ২০৯ |
| ২। | কাঞ্চনপুর— | ১১০ |
| ৩। | কুমার ঘাট— | ৮৪১ |
| ৪। | ছামনু— | ১১৩ |
| ৫। | সালেমা— | ৪৭৫ |
| ৬। | খোয়াই— | ৮২ |
| ৭। | তেলিয়ামুড়া— | ১১৫৮ |
| ৮। | জিরানীয়া— | ৭৫৪ |
| ৯। | মোহনপুর— | ১৭০ |
| ১০। | বিশালগড়— | ৬৩৫ |
| ১১। | মেলাঘর— | ৫২১ |
| ১২। | মাতাববাড়ী— | ৩১৮ |
| ১৩। | অমরপুর— | ১০১ |
| ১৪। | গণ্ডাছড়া — | ০৪ |
| ১৫। | বগাফা— | ২৯৪ |
| ১৬। | রাজনগর— | ২৯৭ |
| ১৭। | সাতচাঁন্দ— | ১৫৫ |
| | | সর্বমোট = ৬,৩২৮ |

### উত্তর

২নং ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে Crop Insurence এর সুযোগ সমূহ গ্রহন করার জন্য যে ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হইয়াছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

| | ব্লকের নাম | কৃষকের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। | পানিসাগর— | ৯৪০ |
| ২। | কাঞ্চনপুর— | ৪০০ |
| ৩। | কুমারঘাট— | ১৪১০ |
| ৪। | ছামনু— | ৩০০ |
| ৫। | সালেমা— | ১০০০ |
| ৬। | খোয়াই— | ৫৫০ |
| ৭। | তেলিয়ামুড়া— | ১২০৫ |
| ৮। | জিরানীয়া— | ১৬৫৫ |
| ৯। | মোহনপুর— | ১০৭৫ |
| ১০। | বিশালগড়— | ২৭০৬ |
| ১১। | মেলাঘর— | ১৬৩৫ |
| ১২। | মাতারবাড়ী— | ১৩৪০ |
| ১৩। | অমরপুর— | ৭৫০ |
| ১৪। | গণ্ডাছড়া— | ৮৭ |
| ১৫। | বগাফা— | ৬৫০ |
| ১৬। | রাজনগর— | ৬৫০ |
| ১৭। | সাতচাঁদ— | ৫৫০ |
| | | সর্ব্বমোট = ১৭০২৩ |

উত্তর

৩নং ধান চাষের জন্য ব্যাংক হইতে ঋন প্রাপ্ত সকল কৃষকই শস্যবীমা প্রকল্পের সুযোগ পাইয়া থাকেন।

Admitted Unstarred Question No. 14

Name of the Member : Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the information cultural Affairs and tourism Department be pleased to state :—

**প্রশ্ন :—**

১। ১৯৮৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন্ কোন্ দৈনিক পত্রিকাকে কত টাকার সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

**উত্তর ঃ—**

:— বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের (টাকার অঙ্কে) হিসাব নিম্ন দেওয়া হল।

| পত্রিকার নাম | টাকা |
|---|---|
| ১। দৈনিক সংবাদ | টাঃ ৯৭, ২৩৯' ১০ |
| ২। ত্রিপুরা দর্পণ | টাঃ ৩৬, ৪৫৬'০০ |
| ৩। ডেইলী দেশের কথা | টাঃ ২, ০৫১' ০০ |
| ৪। গণদূত | টাঃ ৪০, ৪৩৮'৭০ |
| ৫। স্যান্দন | টাঃ ৩৫, ৪৯৩' ৭০ |
| ৬। গণ সংবাদ | টাঃ ২৯, ৭২০' ০০ |
| ৭। মানুষ | টাঃ ২৬, ১৬৬' ০০ |
| ৮। জাগরণ | টাঃ ২৩, ১৩৭' ৪০ |
| ৯। জনপদ | টাঃ ১৪, ৫১৭' ০০ |
| ১০। বিবেক | টাঃ ১২, ৪৫৫' ৬০ |
| ১১। প্রমোদ বার্তা | টাঃ ১৩, ৬৩০' ০০ |
| ১২। ভাবী ভারত | টাঃ ১১, ৭৮২' ৫০ |

**প্রশ্ন :—**

২। কোন নীতির ভিত্তিতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে,

৩। ত্রিপুরার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রচার সংখ্যা কত? (নাম সহ হিসাব)

**উত্তর :—**

:— সরকারী বিজ্ঞাপন নীতি অনুসারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

:— আর, এন, আই থেকে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ ১৯৮৬ সাল এর প্রচার সংখ্যার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক) জনপদ—১১০০

খ) মানুষ—অপ্রতিষ্ঠিত।

গ) দৈনিক বিবেক—১৫৭৬।

ঘ) জাগরণ—৫৫৫৮।

ঙ) স্যান্দন—পত্রালাপ পর্যায়ে আছে।

উত্তর

চ) প্রমোদ বার্তা—৬০১।

ছ) ভাবী ভারত—অপ্রতিষ্ঠিত।

এছাড়া অন্যান্য দৈনিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যার কোন হিসাব আর. এন, আই থেকে পাওয়া যায় নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 18

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury, M. L. A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে-স্থায়ী সেচ প্রকল্প সমূহের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কত একর-কৃষি জমিতে জল সেচ করা হইয়াছে।

২। কি কি ফসলের উৎপাদনে কত জমিতে-স্থায়ী প্রকল্পের সেচের জল ব্যবহৃত হয়েছে —;

৩। ঐ জল সেচের ফলে উৎপাদিত ফসলের কোনটির কত পরিমান উৎপাদন পাওয়া গিয়াছে।

৪। কৃষি দপ্তর থেকে সেচ প্রদত্ত জমিগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে-নির্দিষ্ট কি কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে তার বিবরণ ?

A N S W E R

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI NAGENDRA JAMATIA)

ANSWER :— (১) ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে, আনুমানিক ৪৮,৮০৮ একর কৃষি জমিতে স্থায়ী সেচ প্রকল্প সমূহের দ্বারা জলসেচ করা হইয়াছে।

(২) ফসল-ওয়ারী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন জমির আনুমানিক পরিমান এইরূপ :—

| | |
|---|---|
| আউস ধান—৮,৮৪৮ | একর |
| আমন ধান—২১,০৯৭ | একর |
| বোরো ধান—১২,৪২৩ | একর |
| রবি ফসল—৬,৪৪০ | একর |
| মোট :— ৪৮,৮০৮ | একর |

(৩) সেচযুক্ত জমির উৎপাদনের পরিসংখ্যান বর্তমানে আলাদাভাবে রাখা হয় না।
বর্তমানে আলাদাভাবে রাখা হয়না।

(৪) ১৯৮৮-৮৯ ইং সালে কেন্দ্রীয় সরকারের "বিশেষ চাল উৎপাদন প্রকল্প" রূপায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহন করা হইয়াছে।

Admitted UnStarred Questions No. 31

Name of the Member :— Shri Amal Mallick

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to State :—

| প্রশ্ন :— | উত্তর :— |
|---|---|
| ১। ১৯৭৮ সনের মার্চ মাস হইতে ১৯৮৭ ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত Information, Cultural Affairs Tourism দপ্তরে কত জন কর্মচারীকে বদলী করা হইয়াছিল, এবং | ২৪৯ জনকে |
| ২। ঐ সকল বদলীর জন্য সরকারের কত টাকা T. A. & D. A. বাবদ খরচ হয়েছিল ? | তথ্য সংগ্রহাধীন |

Admitted Un-Starred Question No. 32

Name of the Member :— Sri Amal Mallik M. L. A.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১৯৭৮ ইং সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উগ্রপন্থী পুনর্বাসন বাবদ মোট কত টাকা কয়জনকে দেওয়া হয়েছে এবং মোট কয়জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, ( আলাদা আলাদা হিসাব )।

২। উপরোক্ত সময়ে উগ্রপন্থী হামলায় কতজন নিহত হয়েছে এবং কত টাকার সম্পদ নষ্ট ও লুট হয়েছে ( আলাদা আলাদা হিসাব ) এবং

৩। নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে কত টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাহার হিসাব ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister,

১। }
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩। }

Admitted Un-starred Question on No. 43.

Name of the member :— Shri Samar Choudhury, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Home Department be pleased to state—

১। গত ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কোন থানায় কতটি এফ-আই-আর রেকর্ড করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের থানা সমূহে রেকর্ড করা এফ-আই-আর এর সংখ্যা নিয়ে তালিকা আকারে দেওয়া গেল :—

| সময় | থানার নাম | রেজিষ্ট্রিকৃত এফ. আই. আর এর সংখ্যা-( মোট রেজিষ্ট্রিকৃত-কেইসের সংখ্যা ) |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ৫-২-৮৮ইং হইতে ১৫-৬-৮৮ইং পর্য্যন্ত। | পূর্ব আগরতলা-থানা | ১৬২ |
| | পশ্চিম আগরতলা থানা | ১৫৮ |
| | জিরানিয়া থানা | ৯০ |
| | বিশালগড় থানা | ১৫০ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| | আমতলী থানা | ৫৭ |
| | টাকারজলা থানা | ৫০ |
| | সিধাই থানা | ৬৭ |
| | এয়ার পোর্ট থানা | ২১ |
| | খোয়াই থানা | ৮৯ |
| | তেলিয়ামুড়া থানা | ৬৮ |
| | কল্যানপুর থানা | ৪৭ |
| | সোনামুড়া থানা | ১০০ |
| | যাত্রাপুর থানা | ১০ |
| | কলমছড়া থানা | ২৮ |
| | কৈলাশহর থানা | ১৪৭ |
| | ফটিক রায় থানা | ৭৬ |
| | মনু থানা | ২৮ |
| | ছামনু থানা | ৪ |
| | ধর্মনগর থানা | ৭২ |
| | কাঞ্চনপুর থানা | ১ |
| | কাঞ্চনপুর থানা | ৩৯ |
| | দামছড়া থানা | ৭ |
| | পানিসাগর থানা | ১৮ |
| | চোরাই বাড়ী থানা | ৩৪ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| | কমলপুর থানা | ৯৯ |
| | আমবাসা থানা | ৩২ |
| | গঙ্গানগর থানা | ১ |
| | রাধা কিশোরপুর থানা | ১৫৬ |
| | কিল্লা থানা | ১০ |
| | বিলোনীয়া থানা | ১০৪ |
| | পি, আর, বাড়ী থানা | ৩৭ |
| | বাইখোরা থানা | ৫৭ |
| | সাব্রুম থানা | ৫২ |
| | মনুবাজার থানা | ২৭ |
| | নূতন বাজার থানা | ২৩ |
| | অম্পি থানা | ১২ |
| | তৈদু থানা | ৭ |
| | গণ্ডাছড়া থানা | ১৫ |
| | অমরপুর থানা | ২৪ |
| | রইশ্যা বাড়ী থানা | নিল |

— —*— —

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Friday on 15th July, 1988 at 11. A. M.

## PRESENT

Sri Jyotirmay Nath, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, 7 ( Seven ) Ministers, The Deputy Speaker, 9 ( Nine ) Ministers of state and 36 ( Thirty six ) Members.

## QUESTION & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার** :— আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং।

**শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং** ( শান্তির বাজার ) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫।

**মিঃ স্পীকার** :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫।

**শ্রীঅরুণ কুমার কর** ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫।

প্রশ্ন :—

১। উদয়পুর মহকুমার চন্দ্রপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কোন উপজাতি ছাত্রী নিবাস আছে কি ?

২। থাকিলে এই ছাত্রী নিবাসে প্রবেশের ( এডমিশান ) শর্তগুলি কি কি ?

উত্তর :—

১। উদয়পুর মহকুমার চন্দ্রপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কোন উপজাতি ছাত্রী নিবাস নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং** ( শান্তির বাজার ) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কোন ছাত্রী নিবাস নেই। কিন্তু এই চন্দ্রপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি হোস্টেল আছে যেখানে ট্রাইবেল ছাত্রীদের রাখা হয় ২য় শ্রেণী থেকে। কিন্তু আমি এও দেখেছি, সেখানে ট্রাইবেল মেয়েরা থাকলেও কোটা পূরণ হচ্ছে না।

নন-ট্রাইবেল বেল্টে হোস্টেলটি আছে বলে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ঐ হোস্টেলটি নন-ট্রাইবেল বেল্ট থেকে ট্রাইবেল বেল্টে স্থানান্তরিত করা হবে কি ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি যে তথ্য আগে দিয়েছি তা সঠিক। চন্দ্রপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এর যুক্ত কোন ছাত্রী নিবাস নেই। তবে এই স্কুলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত একটি হোস্টেল আছে। এটি স্থাপিত হয়, ২৮-৩-৮৬ ইং। এখানে ৩৬ জন জুমিয়া ছাত্রী থাকার ব্যবস্থা আছে। এখানে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা। পশ্চিম ও দক্ষিণ জেলার ১২টি ব্লকের বি. ডি. সি, এর নির্দ্দেশে এই হোস্টেলে জুমিয়াদের ভর্ত্তি করা হয়। বর্ত্তমানে ১৮ জন জুমিয়া ছাত্র আছে।

**শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং** ( শান্তির বাজার ) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বলেছেন, তার উত্তরে আমি বলছি, শান্তির বাজার এবং অন্যান্য ইন্সপেক্টরেট এবং ডেপুটি ডাইরেকটর অফিস সাউথ ডিষ্ট্রীক্ট থেকে বলা হয়েছে, সব ব্লক থেকে ছাত্রী-দের পাঠান হচ্ছে না। এই কারণেই কোটা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করে যা জেনেছি তা হচ্ছে, হোস্টেলটি নন-ট্রাইবেল বেল্টে উপস্থিত বলে ট্রাইবেল ছাত্রীদের পাঠাতে গার্জিয়ানরা ভরসা পাচ্ছে না। কাজে কাজেই, ট্রাইবেল ছাত্রীদের দিকটি বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হোস্টেলটি ট্রাইবেল বেল্টে সরানোর দিকটি বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— এই রকম কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নেই। তবে উপজাতি ছাত্রীদের স্বার্থের দিকে চিন্তা রেখে ভবিষ্যতে বিবেচনা করে দেখা হবে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( ঋষ্যমুখ ) :— মাননীয়, মন্ত্রী মহোদয় নিজেই স্বীকার করেছেন, চন্দ্রপুরে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেই স্কুলে কত জন ট্রাইবেল ছাত্রী পড়াশুনা করছে ? এছাড়াও এই চন্দ্রপুর এলাকায় আরো ৩টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় আছে। সেখানে উপজাতি ছাত্রীরা পড়ার সঠিক সুযোগ পাচ্ছে কি ?

**শ্রীঅরুণ কুমার কর** ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে।

**শ্রীনকুল দাস** ( রাজনগর ) :— হোস্টেলের অভাবে অনেকেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আমি অনুরোধ করব যে অন্ততঃ আলাদা কর্ষে ঘর ভাড়া করে আপাততঃ সিডুয়েলকাষ্ট ছাত্রীদের সেখানে রাখার ব্যবস্থা নেবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— স্যার, আপাততঃ এরকম কোন প্রস্তাব আমাদের কাছে নেই। তবে এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে আমরা চিন্তা করে দেখব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, চন্দ্রপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী নিবাসটিতে জুনিয়র বেসিক স্কুল পর্য্যন্ত ছাত্রীরা থাকতে পারে। সে-খানে মাধ্যমিক পর্য্যন্ত ছাত্রীদের থাকার কোন ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— স্যার, এ রকম কোন প্রস্তাব এখনও আসেনি, আসলে আমরা ছাত্রীদের স্বার্থে বিচার বিবেচনা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ( ঋষ্যমুখ ) :— কোয়েশ্চান নং ২১ স্যার।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ( উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ) :— কোয়েশ্চ'ন নং ২১ স্যার।

প্রশ্ন :—

১) জম্পুই পাহাড় এলাকায় আলাদা মিজো কাউন্সিল গঠন করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি থাকে তাহলে কবে এবং কিভাবে তাহা গঠন করা হবে ?

উত্তর :—

১) রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী ( ঋষ্যমুখ ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ৬ষ্ঠ তপশীল আওতাধীন একটা জেলা পরিষদ আছে এবং এর আওতায় জম্পুই পাহাড়ও আছে। যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এটা সক্রিয় বিবেচনাধীন, তাই আমি বলতে চাই, ত্রিপুরার বর্তমান ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদের মত ঐ জেলা পরিষদ গঠন করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ( উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি প্রশ্নের উত্তরেই বলেছি যে, এটা রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। সেখানকার মিজো কনভেনশন একটা স্মারক লিপি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কাছে দিয়েছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও দিয়েছে। কেন্দ্র থেকে এখনও কোন উত্তর পাওয়া যায় নি।

শ্রীদশরথ দেব ( রামচন্দ্রঘাট ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মিজোরা আলাদা একটা

অটোনোমাস রিজিওনাল কাউন্সিল চাইছে এবং কংগ্রেস ( আই ) দলের নির্বাচনী ইস্তাহারেও এই প্রতিশ্রুতি আছে। জম্পুই হিলে মিজোদের চেয়ে রিয়াং জনসংখ্যা অনেক বেশী আছে। যদি জম্পুই হিলে মিজো কাউন্সিল নামাংকিত কাউন্সিল গঠিত হয়, তাহলে সেখানকার রিয়াং অধিবাসীদের অধিকার খর্ব করা হবে। সুতরাং সরকার এই বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, প্রশ্নটা হচ্ছে জম্পুই হিলে যারা থাকবেন তাদের সম্পর্কে। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন যে বিষয়টি পরীক্ষাধীন রয়েছে। সুতরাং যেটা পরীক্ষাধীন রয়েছে এটা কি ফরম নেবে, তার নামাকরন কি হবে, সেটা পরবর্ত্তী ব্যাপার। এখানে বলা হয়েছে বিষয়টি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লেখা হয়েছে।

শ্রীদশরথ দেব ( রামচন্দ্রঘাট ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সিদ্ধান্ত এখনও হয় নি, হওয়ার পর কার উপর কি রকম এফেক্ট বা প্রভাব পড়বে এটা পরের ব্যাপার। আমি জানতে চাই এখানে যেসব অধিবাসী আছে সমস্ত ট্রাইবস্, জম্পুই হিল রিজন্যাল কাউন্সিল যদি দেওয়া হয় অন্য সম্প্রদায়ের উপর কি এফেক্ট হবে এটাই তো প্রথম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিবেচনার বিষয় সেটা বিবেচনা করা হবে পরের কথা হলে হবে না এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই সিদ্ধান্তের ফলে কারা এফেকটেড হবে কারা লুজার হবে, কারা গেইনার হবে এটা সরকারেরই বিবেচনার বিষয়বস্তু কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা উনি আমার পরের জবাব বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি, কারণ সব সময় তিনি বেশী শুনে থাকেন। আমি বলছি এটা পরীক্ষা চলছে এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেটা দেখা হবে সিদ্ধান্তের আগের প্রশ্ন, সিদ্ধান্তের পরের প্রশ্ন নয় কারণ সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হবে তখন সিদ্ধান্ত হবে সেটা যাই এফেক্ট হোক কিন্তু সিদ্ধান্তের আগে সেটা দেখা হবে। স্যার, এখানে আমরা পরিষ্কার ভাবে সে কথা বলেছি এবং আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করবো। এই ব্যাপারে এবং প্রয়োজনে সেটা আমরা বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করবো।

শ্রীবাদল চৌধুরী ( ঋষ্যমুখ ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে, আমি বিভিন্ন খবরের কাগজে দেখেছি এমন কি টেলিগ্রাম পত্রিকায়ও দেখেছি যে নির্ব্বাচনের আগে ভোট পাবার জন্য যিনি এখন মুখ্যমন্ত্রী আছেন সেখানে মিজো অধিবাসী যারা আছেন লুসাইরা তাদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সেই টেলিগ্রাম পত্রিকায়

এটাও লিখেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি-মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব সেখানে তাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে যদি এই রকম সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে তাঁরা এই ধরণের মিজো কাউন্সিল গঠন করবেন মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা তাঁরা এই ধরণের কোন সুনিষ্ট সিদ্ধান্তের মধ্যে এসেছিলেন কিনা ?

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, কংগ্রেস চির দিনই দুর্বলতর মানুষের সাপেক্ষে এবং যে কেউ কোন দাবী করেন তার সাপেক্ষে থাকেন।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী, শ্রীফৈজুর রহমান।

**শ্রীফৈজুর রহমান** ( কুর্তি ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০।

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০।

প্রশ্ন :—

১। গত ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং থেকে মে মাস পর্য্যন্ত শিক্ষা দপ্তরে কতজন শিক্ষক কতজন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী নতুন করে নিয়োগ করা হয়েছে।

উত্তর :—

১। গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১শে মে পর্য্যন্ত ৯ জন শিক্ষক ( তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী ) এবং ১৬ জন চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী পদের জন নূতন করে নিয়োগের জন্য অফার দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এক জন শিক্ষক ও ১২ জন ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী পদে অফার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে পোষ্টিং দেয়া হয়েছে যাদের মধ্যে এক জন পিউর সায়েন্স শিক্ষিকা ছাড়া অন্যান্য সকলকে ডাইড ইন হারনেস বিবেচনায় চাকুরীর অফার দেওয়া হয়েছে।

২। শিক্ষা দপ্তরে যারা চাকুরীর অফার ( পূর্ব্বতন সরকার কর্তৃক ) পেয়েছেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত নিয়োগপত্র পান নাই তাদের সংখ্যা ৬৬৭।

৩। তাদের বিষয়গুলি এখনও তথ্য সংগ্রহ সাপেক্ষে বিবেচনাধীন আছে।

**শ্রীফৈজুর রহমান** ( কুর্তি ) : – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ৬৬৭ জনকে শিক্ষা দপ্তরে অফার দেওয়া হয়েছে এতে ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিক্যাপড, এবং এস, এবং এস, টি কোটা রক্ষা করা হয়েছে কিনা এবং সংখ্যালঘু মনিপুরী, হিন্দু মুসলিমদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি পূর্ব্বেই বলেছি, এই অফার

পূর্বতন সরকার দিয়ে গেছেন। সমস্ত কিছু অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে। অনুসন্ধান সাপেক্ষে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (ঋষ্যমুখ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৬৬৭ জন অফার পেলেন এখনও তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছেন, প্রায় ৬-৭ মাস হয়ে গেল, তারা অপেক্ষা করছে। মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারবেন কিনা কবে নাগাদ তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারবেন, তারা পাবেন কি পাবেন না? দ্বিতীয়তঃ মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, এইটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, তদন্ত যে করা হচ্ছে তা ত নিশ্চয়ই একটা নীতির ভিত্তিতে তদন্ত করছেন। সেই ভিত্তিটা কি?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— স্যার, পূর্বতন সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পদে চাকুরীর অফারপ্রাপ্ত মোট ৭০৬ জন ব্যক্তি যাদের পোষ্টিং অর্ডার পূর্বে দেওয়া হয় নাই, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষকের বিশেষ অভাব অনুভূত হওয়ায় ৩৭ জন ( পিউর সায়েন্স ) পূর্বে অফার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে পোষ্টিং অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আরও ২ জন অনার্স ও অ্যাসিসটেন্ট টিচার পদে অফার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের পোষ্টিং বর্ত্তমান সরকার অনুমোদন করেছেন। ১লা ফেব্রুয়ারীর পূর্বে অফার প্রাপ্ত ৬৬৭ জন বেকার এর বিষয়ে সরকার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অনুসন্ধান ব্যবস্থা নিয়েছেন। তথ্য সংগ্রহ সাপেক্ষ বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

**শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ** ( মোহনপুর ) সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি? নির্বাচনের আগে যে অফার দেওয়া হয়েছিল বিগত সরকারের আমলে, সেগুলি যে অফার দিয়ে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল এবং আমরা এও দেখেছি এমন পরিবারও আছে যাদের পরিবারে ৪ জন চাকুরী করে এইসব পরিবারেও অফার দেওয়া হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে নিয়োগ নীতি না মেনে অফার দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষা করে ক্যান্সেল করা হবে কিনা।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, বিগত সরকার বিভিন্ন দপ্তরে কিছু অফার দিয়ে গেছে। সেই অফার সম্পর্কে বহু অভিযোগ আমাদের কাছে রয়ে গেছে। সেগুলি নিয়ম মাফিক হয়েছে কিনা সেই সমস্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে। কারণ আমরা দেখেছি, আমার কাছে তথ্য আছে, তথ্য ছাড়া কথা আমি এখানে কথা বলিনা। এই সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কোন ইন্টারভিউ হয়নি। সেদিন শিক্ষামন্ত্রীর সিক্রেট একটা সেল আছে। এই সেল থেকে এই সমস্ত নাম পাঠানো হয়েছে ইন্টারভিউ ছাড়া। সেই সমস্ত নাম আছে। এখানে চ্যালেঞ্জ যদি করেন আমি তথ্য সহকারে প্রমাণ দেব। দ্বিতীয়তঃ ওদের যে নিয়োগ

নীতি ছিল সিনিয়ারিটিকাম নীডি সেগুলি ফলো করা হয়েছে কিনা, সেগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা দেখব ইন্টারভিউ হয়েছে কিনা, সিনিয়ারিটি-কাম নীডি ফলো করা হয়েছে কিনা। সেগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখব। সেটা যথেষ্ট সময়ের দরকার। সিনিয়ারিটি-কাম নীড সেটা ফলো করা হয়েছে, এখন সেগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে। যদি আমরা দেখি প্রথম কথা ইন্টারভিউ হয়েছে কিনা এবং সিনিয়ারিটি কাম নীডি ফলো করা হয়েছে কিনা. সেগুলির পরীক্ষা নীরিক্ষা চলছে, সেটার যথেষ্ট সময়ের দরকার। এই অল্প সময়ের মধ্যে তা সম্ভব না এবং এই হাউসে আমি কথা দিচ্ছি যদি দেখি যাদের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত নিয়োগ নীতি মানা হয়েছে এবং সমস্ত প্রসিডিউর ফলো করা হয়েছে নিশ্চয়ই তাদের অফার দেবো আর যদি সেটা না হয়, মানে যেটা রাইট বলে প্রমাণিত হবে সেটা দেব, আর যেটা হবে না সেটা বাতিল হবে।

**শ্রীদশরথ দেব** ( রামচন্দ্রঘাট ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ওয়ান সাপ্লিমেন্টারী, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন কোন ইন্টারভিউ হয়নি, ওনার এইটা জানা আছে কিনা যে তৎকালীন সরকারের কেবিনেট সিদ্ধান্ত করে শিক্ষা দপ্তরে জব ফর্মের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জব ফর্মের ভিত্তিতে তা আনা হল এবং তার ভিত্তিতে তদন্ত করে সেটা সিলেকশান হয়েছে। বর্তমান সরকার কোন নীতি ফলো করবে সেটা পরের কথা, কিন্তু তখনকার নীতি ছিল ৭০ পারসেন্ট সিনিয়ারিটি মোষ্ট কাম প্রপারটি। সিনিয়ার হলেই হবে না, যদি তার বাড়ীতে ৪ জনের চাকুরী থাকলে সেই জুনিয়ার প্রায়রিটি পারে না। ৩০ পারসেন্ট হচ্ছে নীড ডে, এখানে সিনিয়ারিটি লাগবে না, যাদের নীডি আছে বাড়ীতে একজনেরও চাকুরী নাই সেটা তাদের দেওয়া হোক। কাজেই এখন সেই পলিসি অনুযায়ী যে অফার ছাড়া হয়েছে সেই ভিত্তিতে তদন্ত হবে। বর্তমান সরকার কি নীতি নির্ধারণ করেছেন সেই ভিত্তিতে এই অতীতের রেট্রিগ্রেট ওরা নিতে পারে না। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ? চ্যালেঞ্জ নন-চ্যালেঞ্জের কোন প্রশ্নই উঠে না।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, আমিতো বলেছি পূর্বতন সরকার যে নিয়োগ নীতি নিয়েছেন সেটা উনি বললেন যে, ম্যারিড কাম নীডি প্রপারটি, সেই অনুসারে সেটা পরীক্ষা করা হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস এবং মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার।

**শ্রীজীতেন্দ্র সরকার** ( তেলিয়ামুড়া ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৪।

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৪।

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য যে বিগত বামফ্রন্ট সরকার তেলিয়ামুড়া ব্লকাধীন তুইসিন্দ্রাই গাঁওসভার নেপালটিলাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জন্য প্রস্তাবিত নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্ব্বাচিত করেছিল,

২। ইহাও কি সত্য যে বর্তমান সরকার উক্ত প্রস্তাবিত স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

৩। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর :—

১। প্রাথমিকভাবে নির্ব্বাচনের জন্য বিবেচিত হয়েছিল।

২। সত্য নহে। এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীজীতেন্দ্র সরকার** ( তেলিয়ামুড়া ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা শুনেছি যে, এইটা স্থানান্তরীত হচ্ছে, যদিও মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন যে হয়নি। পূর্ব্বতন বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের যারা নিয়োজিত এক্সপার্ট এবং এই এলাকার জনসাধারণ সবাই মিলে নেপালটিলাতে এই নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের জায়গা স্থির করেছেন এবং এই কারণে ডি এম সাউথকে ১ লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন কিনা এবং দিয়ে থাকলে সেই স্কুল ঘর তৈরী করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর প্রতিলিপি দিয়েছেন কিনা জবাব দেবেন ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষা মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পশ্চিম ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে নেপালটিলাতে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থান দেখা হয়েছিল। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা খতিয়ে দেখার সাপেক্ষে এই স্থানটিকে প্রাথমিকভাবে নির্ব্বাচনের জন্য উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয়টি পুনরায় উপযুক্ত তদন্ত দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া সাপেক্ষে উক্ত বিদ্যালয়টি আস্থায়ীভাবে রামচন্দ্রঘাটে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়টি নেপালটিলায় স্থাপনের জন্য কোন প্রকার অর্থ বরাদ্ধ করা হয় নাই।

**শ্রীনকুল দাস** ( রাজনগর ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নবোদয় বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত এবং কেন্দ্রের লোক এখানে এসেছিলেন। এলাকার জনসাধারণ

সবাই মিলে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল এবং টাকাও সেংশান দেওয়া হল কাজ শুরু করার জন্য। একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল নেপালটিলায় করার। আজকে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা পাঁঠাকে কয়বার বলি দেওয়া যায়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি। নবোদয় বিদ্যালয় বা নয়া শিক্ষা নীতি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিয়েছেন। সেটার তারা বিরোধিতা করেছেন। যাই হউক সারা ভারত-বর্ষের গৃহীত নীতি, সে নীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে পূর্বতন সরকার স্বীকার করেছেন করবেন বলে কিন্তু তাড়াতাড়ি করে চালু করার কোন উদ্যোগ তারা নেয় নাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে দপ্তর প্রধানদেরকে ডেকে সমস্ত জিনিষের খোঁজ-খবর নিয়েছি এবং জানতে পেরেছি যে নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য ৩টা জায়গা ঠিক করার কথা এবং সে ব্যাপারে ফাইনাল রিপোর্ট যেটা সেটা এখনও চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রপেক্ষায় আছে। অনুমোদন পাওয়ার পর আমরা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব। তবু আমরা ঘোষণা করছি, যেটা আমাদের নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। সে প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা বলেছি যে এই বছর থেকেই আমরা নবোদয় বিদ্যালয় শুরু করব। সে অনুসারে ভর্ত্তির জন্য সিলেক-শনের কাজ শুরু হয়েছে এবং স্থায়ী স্কুল ঘর নির্মাণের সাপেক্ষে সেটা রামচন্দ্রঘাটে আপা-ততঃ চলবে। যেখানের ব্যাপারে এপ্রোভ্যাল পাওয়া যাবে সেখানেই স্কুল গৃহ করা হবে।

শ্রীদশরথ দেব ( রামচন্দ্রঘাট ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে-ছেন যে বামফ্রন্ট সরকার নবোদয় বিদ্যালয় চালু করতে কোন উদ্যোগ নেয় নাই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে, নবোদয় বিদ্যালয় ইলাইটসদের এডুকেশন বলে বামফ্রন্টের ক্রিটিসিজম ছিল, এখনও আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এডুকেশন মিনিষ্টারদের কনফারেন্সে, আমি বামফ্রন্টের এডুকেশন মিনিষ্টার হিসাবে নিজে তখনও বলছি এখনও বলছি যে, এই পলিসিকে আমরা বিরোধিতা করি। কিন্তু যে-হেতু এটা ন্যাশনাল পলিসি অব্ দ্যা এডুকেশন। সেহেতু বামফ্রন্ট এই পলিসিকে কার্য্যকরী করবে এবং তারজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ৩টা সাব-ডিভিশনে ৩টা ডিষ্ট্রিকে ৩টা প্লেসে সিলেকটেড হয়েছে। নর্থ ডিষ্ট্রিকের কাঞ্চনছড়ায় একটা, ওয়েষ্টের নেপালটিলায় একটা ও সাউথের বীরচন্দ্রমনুর কাছে লাচি ক্যাম্প নাকি আছে যে সেখানে। ইট ওয়াজ এপ্রোভড বাই দ্যা ডেলিগেশন সেন্ট বাই দ্যা সেন্ট্রাল গভার্ণ-মেন্ট অন বিহাফ অব্ দ্যা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। কাজেই এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেনা। সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের ইনষ্ট্রাকশন হচ্ছে ইট শুড বি সেট আপ ইন দ্যা রুর‍্যাল এরিয়া

নট নীয়ার দ্যা টাউন এরিয়া। যেহেতু শহরের কাছাকাছি ভাল স্কুলের সুযোগ সুবিধা আছে সেহেতু রুর‍্যাল এরিয়াতে হবে। এটা এষ্টাব্লিষ্ট অ্যাণ্ড এগ্রিড, এডপটেড পলিসি অব্ দ্যা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা। দ্বিতীয়তঃ এইটাও কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে, এরা চেষ্টা করেছিল তিনটে ইনস্‌টিটিউশন চেয়েছিল ওয়ান আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমী, এনাদার ইনস্‌টিটিউশন উদয়পুর হাই স্কুল এবং কৈলাশহর হাই স্কুল এরা চেয়েছিল। তখন আমি ইনচার্জ অব্ এডুকেশন মিনিষ্টার হিসেবে বললাম যে, এগজিসটিং ইনস্‌টিটিউশনের ডিষ্টার্ব করে যদি নবোদয় বিদ্যালয়ে কনভার্ট করা হয় তাহলে প্রথম নম্বর কথা হচ্ছে— গভর্ণমেন্টের যে পলিসি সেটাকে ভাইলেট করা হবে। কারণ ইট ইজ নট ইন্ রুর‍্যাল এরিয়া। সেকেণ্ডলী এগজিসটিং ইনস্‌টিটিউশনগুলিকে ডিষ্টার্ব করার অর্থ হলো সেখানে থাউজেণ্ড অব্ ষ্টুডেন্টস্ যারা পড়ছে তারা আউস্‌টেড হয়ে যাবে। কাজেই বর্তমানে তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, রামচন্দ্রঘাট হাইস্কুলকে নবোদয় বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে এই স্কুলে বর্তমানে যে সকল ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করছে তাদের অনেক ডিষ্টার্ব করা হবে। কাজেই এই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত করার আগে সরকার সেটা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—. মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলছি যে, উত্তর রামচন্দ্রঘাটে সেটা স্থায়ী বিল্ডিং নয় এবং এখনো সেখানে স্কুল চালু করা হয়নি। স্যার, আমি বলছি যে, বর্তমানে যে স্কুল সেখানে রয়েছে সেটা রামচন্দ্রঘাট হাই স্কুলই থাকবে নবোদয় বিদ্যালয় হবে না। কিন্তু যেহেতু আমরা নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি যে, এই নবোদয় বিদ্যালয় এই বৎসরই চালু করা হবে এবং সেটা রামচন্দ্রঘাট হাইস্কুলের বিল্ডিং-এই হবে কিন্তু সেটা অস্থায়ী। রামচন্দ্রঘাট হাই স্কুলের অবলুপ্তি ঘটিয়ে নয়। এক বৎসর থাকবে সেখানে। আগামী বৎসরের মধ্যে এর বিল্ডিং-এর কাজ শেষ করা হয়ে যাবে। স্যার, উনি বলছেন যে ডেলিগেশন কিন্তু এই ডেলিগেশনের অনুমোদনই ফাইন্যাল নয়। ফ্যাইনাল হচ্ছে নবোদয় বিদ্যালয়ের যে বোর্ড রয়েছে সেটাই ফ্যাইনাল করবে। তবে এখনো সেটা ফাইন্যাল হয়নি। ফাইন্যাল হলে যেখানে ফাইন্যাল করবে সেখানেই আমরা করব।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( ঋষ্যমুখ )—: মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৯।

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষামন্ত্রী ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড

কোয়েশ্চান নাম্বার .৭৯ ।

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল কলেজগুলির নির্ব্বাচিত ছাত্র সংসদগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ভেঙ্গে দেওয়া হইয়াছে,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে সরকার কর্তৃক নির্বাচিত ছাত্র সংসদগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার কারণ ?

৩। ইহা কি সত্য যে রামঠাকুর, খোয়াই সহ কয়েকটি কলেজে সরকার কর্তৃক মনোনীত ছাত্র সংসদ গঠন করা হয়েছে ?

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে সরকার কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কি ?

১। সংশ্লিষ্ট সংবিধান অনুযায়ী ছাত্র সংসদ এক শিক্ষা বর্ষের জন্য নির্বাচিতও গঠিত হয়। ঐ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে কোন ছাত্র সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ উত্তীর্ণ ছাত্র সংসদগুলি ভেঙ্গে দিয়ে নূতন ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত নির্বাচন সাপেক্ষ সংশ্লিষ্ট কলেজে অধ্যক্ষকে পাঁচজন মনোনীয় ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে সংসদের কার্য্য সংকুলান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী ( ঋষ্যমুখ ) :— সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ ধর্মনগর, খোয়াই, এবং আগরতলার পি, জি, সেণ্টার সহ অন্যান্য কলেজগুলির ছাত্র সংসদের আয়ু ছিল। এবং সে আয়ু উত্তীর্ণ হবার আগেই এই সমস্ত ছাত্র সংসদগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এইটা আমরা দেখেছি যে, কংগ্রেস যখন এর আগে সরকারে ছিল তখন এই রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য চলছিল এবং সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্যই এটা করা হয়েছে। যারা এতদিন স্কুল/কলেজ গুলিতে শিক্ষার একটা পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছিল। আগে শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা গেছে ছাত্ররা বই খোলে প্রকাশ্যভাবে নকল করতো, মাষ্টারদের মারধোর করতো, বোমা ফাটাতো, শিক্ষাক্ষেত্র এক নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল। সেই নৈরাজ্য থেকে যারা শিক্ষাক্ষেত্র একটা শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছিল সেখানে এই ছাত্র সংগঠনগুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেস সমর্থিত এন, এস, ইউ, আই, এইত্যাদি ছাত্রসংগঠনগুলি দিয়ে আবার সেখানে

একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** (শিক্ষামন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি যে, সময় থাকা অবস্থায় কোন ছাত্র সংগঠনকে ভাঙ্গা হয়নি। কিন্তু পূর্বতন সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে হাঙ্গামা রাজনৈতিক ফায়দা লটারী জন্য সময় শেষ হয়ে যাবার পরেও এই সকল ছাত্র সংগঠনগুলিকে অবৈধভাবে টিকিয়ে রেখেছিলেন। এই সরকার এসে তাদের এই পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে পূর্বতন সরকার রাজনৈতিক মুনাফা লুটার জন্যে স্কুল কলেজগুলিকে যেভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা বন্ধ করার জন্যই এই সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

**শ্রীদশরথ দেব** (রামচন্দ্রঘাট) : মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন কলেজ কাউন্সিলগুলির মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পরেই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যেসব স্টুডেনটস্ কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আগের নির্বাচনের যে তারিখ সেই তারিখ হিসাব ধরে কাউন্সিলগুলির মেয়াদ পার হওয়ার আগেই এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অডার দিয়ে সেগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** (শিক্ষামন্ত্রী) :— প্রতিটি স্কুলের এবং কলেজের নির্বাচিত ছাত্র সংসদের মেয়াদ কোন শিক্ষা বর্ষের ৩১শে মে পর্যন্ত থাকে। কাজেই ৩১শে মে এর পরে কোন ছাত্রসংসদের মেয়াদ থাকতে পারে না এবং রাজনৈতিক স্বার্থে যেগুলির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সরকার ভেঙে দিয়েছেন।

**শ্রীদশরথ দেব** (রামচন্দ্রঘাট) :— কলেজ কাউন্সিলগুলির মেয়াদ থাকতে থাকতেই কলেজ কাউন্সিলগুলির নির্বাচন হয়, যাতে নতুন কাউন্সিল তাদের কাছ থেকে কার্যভার গ্রহণ করতে পারে। সেই পদ্ধতিতে না গিয়ে এডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডার দিয়ে আর একটা নোমিনেটেড বডি গঠন করা হল কেন ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** (শিক্ষামন্ত্রী) :— আমি আগেই বলেছি পূর্বতন সরকার রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য যেভাবে কাউন্সিলগুলির মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেটা ঠিক কাজ হয়েছে বলে এই সরকার মনে করেন না। সেজন্যই ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অসত্য তথ্য দিচ্ছেন। ৩১শে মে' এর আগেই অনেক কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এটা সত্যি কিনা।

**শ্রীঅরুণকুমার কর** (শিক্ষামন্ত্রী) :— প্রমাণ করুণ।

**শ্রীঅমল মল্লিক** (বিলোণীয়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিলোণীয়া কলেজে

১৯৮৭ সালে এন, সি, আই ততকালীন সরকার এস, এফ, আই-র স্বার্থে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এই তথ্য জানা আছে কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর ( শিক্ষামন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নকুল দাস ।

শ্রীনকুল দাস ( রাজনগর ) :— কোয়েশ্চান নং ৯১ ।

শ্রীঅরুণকুমার কর ( শ্রমমন্ত্রী ) :— কোয়েশ্চান নং ৯১ ।

| প্রশ্ন :— | উত্তর :— |
|---|---|
| ১। রাজ্যে ৩১শে মার্চ ১৯৮৭ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা ? | রাজ্যে ৩১শে মার্চ ১৯৮৭ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৬.৪৮৬ জন । ( রাবার শিল্পে ১.৭২৯ : চা শিল্পে ৪.৬৬৫ : ইট ভাটায় ৭ ১৭৫ ও অন্যান্য শিল্পে ২,৯১৭ জন ) । |
| ২। এ শ্রমিকের মধ্যে কতজন স্থায়ী ও কতজন অস্থায়ী এবং তার মধ্যে তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতিভুক্ত কতজন | উপরিউক্ত নারী শ্রমিকের মধ্যে ৪,৩৭৫ জন স্থায়ী নারী শ্রমিক এবং ১২,১১১ জন অস্থায়ী নারী শ্রমিকযাদের মধ্যে তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতি নারী শ্রমিকের সংখ্যার হিসাব আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা না থাকায় উক্ত সংখ্যার হিসাব পাওয়া যায় নাই । |
| ৩। ঐ সব মহিলা শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে সমান কাজে সমান মজুরি দেওয়া হয় কিনা ? | রাজ্যের সবত্র মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকদের সমান কাজে সমান মজুরী দেওয়া হইয়া থাকে । |

শ্রীনকুল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রেকটিক্যালী আমরা দেখছি যে এই ১৬,৪৮৬ জন নারী শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ১০০ জন স্থায়ী আর প্রায় ৪ হাজারের মত অস্থায়ী কাজেই এই নারী শ্রমিকদের প্রতি এই সরকারের যে দৃষ্টি ভঙ্গী ( ইন্টারাপশান ) এটা সর্বত্র হচ্ছে । সারা ভারতবর্ষে ( ইন্টারাপশান ) এটা হাসির ব্যাপার নয় ( ইন্টারাপশান ) এই নারী জাতী আজকে সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত কাজেই তাদের অতি দ্রুত স্থায়ী করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করতে বদ্ধপরিকর কাজেই শ্রমিকের স্বার্থের যা করা দরকার সেটা অবশ্যই করবেন।

**শ্রীনকুল দাস :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব এর কতজন শ্রমিক আছে সেই তথ্য দিতে পারছে না। সুতরাং আমি জানতে চাই যে, এই তফশিলী জাতি এবং তফশিলী উপজাতির শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে রোষ্টার আছে সেটা মেণ্টেন করা হবে কিনা এবং তাদের প্রায়রিটি বেসিসে স্থায়ী করা হবে কিনা ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষামন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পূর্বতন সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। তা থেকে এটা স্পষ্ট সেই সরকার শ্রমিকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করতেন না কিন্তু বর্তমান কংগ্রেস টি. ইউ, জে, এস, সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করার জন্য প্রস্তুত এবং তফশিলী জাতি এবং তফশিলী উপজাতির শ্রমিকদের স্বার্থও পুরোপুরি রক্ষা করে চলবে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( ধনপুর ) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পূর্বতন সরকার রাজ্যের নারী শ্রমিকদের সমান মজুরী দেওয়ার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সেই একই কাজের জন্য সমান মজুরী নারী শ্রমিকেরা একেবারেই পাচ্ছে না তাদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষামন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম তথ্য সরকারের নেই।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( ধনপুর ) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাজ্যের রাবার বাগান এবং চা বাগানে যে সমস্ত শ্রমিক ( ইন্টারাপশান ) এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষামন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, নির্দিষ্ট অভিযোগ এই ব্যাপার নিয়ে আসলে আমরা এখনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীসমর চৌধুরী, শ্রীতরণী দেববর্মা, এবং অনিল সরকার।

**শ্রীঅনিল সরকার** (প্রতাপগড়) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮৫,

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষামন্ত্রী ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮৫

**প্রশ্ন :—**

১। রাজ্যের স্কুল ও কলেজের আবাসিক ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য বর্তমানে ষ্টাইপেণ্ডের হার কত ?

উত্তর :—

১। রাজ্যের স্কুল ও কলেজের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বর্তমানে ষ্টাইপেণ্ডের হার এর একটি তালিকা হল— কলেজের আবসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য :—

ক) ভারত সরকারের পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ টু এস. সি এণ্ড এস, টি ষ্টুডেন্টস্

| | | ছাত্র | ছাত্রী |
|---|---|---|---|
| জেনারেল এডুকেশন | ১ম বর্ষ | ১২০ | ১২০ টাকা |
| | ২য় বর্ষ | ১২০ | ১৩০ ” |
| ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারিং | ১ম বর্ষ | ১২৫ | ১৩৫ ” |
| | ২য় বর্ষ | ১৩০ | ১৪৫ ” |
| ডিগ্রি ইঞ্জিনীয়ারিং | ১ম বর্ষ | ১৮৫ | ১৯৫ ” |
| | ২য় বর্ষ | ১৮৫ | ২০০ ” |

খ) পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ টু এল আই জি ষ্টুডেন্টস্ :—

| | |
|---|---|
| জেনারেল এডুকেশন | ৭০ টাকা |
| ডিপলোমা ইনজি: | ১২০ ” |
| ডিগ্রি ইনজি: | ১০৫ ” |

গ) ত্রিপুরা গভ: মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশীপ

| | | |
|---|---|---|
| জেনারেল এডু:কেশন | ১ম বর্ষ | ৭৫ টাকা |
| | ২য় বর্ষ | ১১০ টাকা |
| ডিগ্রি ও ডিপলোমা ইনজি: | | ১২৫ টাকা |

ঘ) গার্ল স্টাইপেণ্ড — জেনারেল এডুকেশন আপটু ডিগ্রি ৩০ টাকা।

১) বিদ্যালয় স্তরের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বর্তমান ষ্টাইপেণ্ডের হার—

দৈনিক ৮ টাকা।

প্রশ্ন :—

২] ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের ছাত্ররা সম্প্রতি সরকারের নিকট কোন দাবী করেছে কিনা এবং

উত্তর :—

২] না।

৩] দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সাথে সামনজস্য রেখে স্টাইপেণ্ডের হার ( আবাসিক ও অনাবাসিক তপফশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃদ্ধি করার কোন সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কি ?

৩] বিষয়টি সরকার পর্য্যালোচনা করে দেখছেন।

৪] নিয়ে থাকলে তার বিবরণ।

৪] প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীঅনিল সরকার** (প্রতাপগড়) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যেহারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সঙ্গে সামনজস্য রেখে বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার আট টাকা থেকে দশ টাকা করা হবে কিনা ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** (শিক্ষামন্ত্রী) :— বিষয়টি সরকার পর্য্যালোচনা করে দেখছেন।

**শ্রীদীপককুমার রায়** (বড়জলা) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী এবং পলিটেকনিকেল ইনসটিটিউটের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড এক কিনা এবং যদি এক না হয় তাহলে সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** :— ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারিং এর ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার এক নয়। সরকার এটা বিচার বিবেচনা করে দেখছেন।

**শ্রীঅরুণকুমার কর** (শিক্ষামন্ত্রী) :— ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কোর্স এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্সের জন্য ষ্টাইপেণ্ডের হার এক নয়। তবে ষ্টাইপেণ্ডের হার যাতে বাড়ান যায় তারজন্য সরকার সমস্ত দিকটি বিচার বিবেচনা করে দেখছেন, বিশ্লেষণ করে দেখছেন।

**শ্রীদীপককুমার রায়** :— পলিটেকনিক কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের আবাসিক ছাত্ররা এই ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কোন দাবী করেছিলেন কিনা ? যদি করে থাকেন, তাহলে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** :— পলিটেকনিক কলেজ ছাত্রাবাসের ছাত্ররা আমার নিকট দেখা করেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতেই সমস্ত কিছু বিচার করা হচ্ছে।

**শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং** :— কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি জায়গাতে যেসব এস, টি, এস, সি, ছাত্ররা পড়তে যায়, তাদের ষ্টাইপেণ্ডের হার কম বলে পড়াশুনা না করেই চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পড়াশুনা শেষ করার ব্যবস্থা সরকার থেকে করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** :— এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে ট্রাইবেল এবং এস, সি, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।

**শ্রীঅনিল সরকার** :— মাধ্যমিক পাশ করার পর জাতি এবং উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের আর হোষ্টেলে থাকতে দেওয়া হয় না এর জন্যে অনেকেরই আর পড়াশুনা হয় না। এই দিকটি চিন্তা করে বামফ্রণ্ট সরকার তাদের জন্য যাতে ভাড়া বাড়ীতে থাকতে পারেন সেজন্য ষ্টাইপেণ্ড চালু ছিলেন। সেই ষ্টাইপেণ্ডটি বর্ত্তমানেও চালু আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষামন্ত্রী ) :— আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারব ।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক ।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ( বিলোনীয়া ) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়াশ্চান নং ১২৭ ।

**মিঃ স্পীকার** :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২৭ ।

**শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং** ( উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২৭ ।

প্রশ্ন :—

১। বিলোনীয়া মহকুমার লক্ষ্মীছড়া মৌজায় সর্বাধন রিয়াং পাড়ার কাছে মগ কলোনী নামে কোন উপজাতি পুনর্বাসন কলোনী আছে কিনা ?

২। থাকিলে ঐ কলোনীর অধিবাসীদের কল্যানার্থে ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮৭ সন পর্য্যন্ত সরকার কোন উন্নয়ণ মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন কিনা ?

৩। যদি ঐ রূপ কোন কর্মসূচী উপরোক্ত সময়ে না নিয়ে থাকেন তবে তার কারণ ?

৪। ভবিষ্যতে ঐ কলোনীতে ঐ রূপ কোন কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করবেন কিনা তার বিবরণ ?

উত্তর :—

১। বিলোনীয়া মহকুমার লক্ষ্মীছড়া মৌজায় সর্বাধন রিয়াং পাড়ার কাছে মগ কলোনী নামে কোন উপজাতি পুনর্বাসন কলোনী নাই ।

২। প্রশ্ন উঠে না ।

৩। প্রশ্ন উঠে না ।

৪। প্রশ্ন উঠে না ।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— ১৯৭৫ সনে ঐ বিলোনীয়া মহকুমার বাইখোরা মৌজার ভূমিহীন, গৃহহীন উপজাতিদের নিয়ে একটি কলোনী করা হয়েছিল । ওরা সবাই কংগ্রেস সমর্থক বলে গত ১০ বছরে তাদের কোন সাহায্য করা হয়নি এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

**শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং** ( উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী ) :— সরকারী ভাবে যদিও কোন কলোনী নেই তবে ভোটের সময় বামফ্রন্ট এই ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে । আমরাবিষয়টি তদন্ত করে দেখব ।

**শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল** ( কুলাই ) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা,

সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তদানীন্তন বামফ্রন্টের আমলে দুর্গম অঞ্চলে উপজাতি জুমিয়াদের নিয়ে যে পুনর্বাসন কলোনী করা হত সেই সমস্ত জায়গায় কোন সুযোগ যেত না ? বিগত ১০ বছর পুনর্বাসন প্রাপ্ত কলোনীগুলিতে বামফ্রন্ট কিছুই করে নাই, শুধু কাগজে পত্রেই দেখান হয়েছিল, যার ফলে বর্তমানে সারা ত্রিপুরায় উপজাতি জুমিয়ারা যারা কলোনীতে পুনর্বাসন পেয়েছিল সেই সমস্ত কলোনীর কোন চিহ্নই নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন কি ?

**শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং** ( উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী ) :— স্যার এরকম অনেক জায়গায় হয়েছে। এটা সরকার এসে আমি নিজেও কয়েকটি জায়গায় গিয়ে দেখেছি। ডম্বুর এলাকায় উচ্ছেদকৃত উপজাতিদের জন্য তারা কোন কাজ করেননি। ১৮ মুড়া, ভাণ্ডারীমা প্রভৃতি অঞ্চলের জন্য তারা কোন কাজ করেননি। বামফ্রন্ট মাঠে ময়দানেই উপজাতিদের জন্য মায়া কান্না কেঁদেছেন। যদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোন অফিসার কোন কর্মচারী কাজ না করে থাকে তাহলে সেটা আমরা তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :-- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সর্বধন পাড়াতে উপজাতি ভায়েরা কোন রকমে দিন যাপন করছে। তাদের পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা সরকার নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং** ( উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী ) :— স্যার, সর্বধন পাড়া কলোনীতে আমি নিজেও গিয়েছি সেখানে এ নামে কোন কলোনী নাই। তবে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেটা খাতায় ছিল কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে।

**শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ট্রাইবেল কলোনীগুলিতে সাহায্যের নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সমন্বয় ভুক্ত কতিপয় কর্মচারী এই সমস্ত টাকা গায়েব করে উপজাতিদের এখনও জঙ্গলের ভিতর রেখে দিয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

**শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং** ( উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী ) :- স্যার, এরকম কয়েকটা ঘটনার কথা আমি জানি পি, জি, পির নাম করে তারা কিছু জমি ওয়ালা উপজাতিকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে। যেহেতু তারা তাদের দলের লোক তাই তাদের জন্য বামফ্রন্ট অনেক টাকা খরচ করেছে, এই অভিযোগ আমার কাছে এসেছে। এ সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে।

**মিঃ স্পীকার** :— শ্রীসমর চৌধুরী।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— কোয়েশ্চান নং ২২২ স্যার।

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শ্রমমন্ত্রী ) :— কোয়েশ্চান নং ২২২ স্যার।

প্রশ্ন

১। মটর মালিকদের কাছ থেকে প্রতিটি মটর শ্রমিকের আইনতঃ নিয়োগপত্র পেতে সরকার কি কি সহায়তা দানের ব্যবস্থা করেছেন।

২। বর্ত্তমানে রাজ্যে যাত্রী ও মাল পরিবহনকারী মটর গাড়ী মালিকের সংখ্যা কত এবং তাদের কাছে নিযুক্ত মটর শ্রমিকের সংখ্যা কত, এবং

৩। উক্ত শ্রমিকের মধ্যে কতজন সরকারী আইন অনুযায়ী নিয়োগপত্র পেয়েছেন ?

১। মটর মালিকদের কাছ থেকে প্রতিটি শ্রমিকের আইনতঃ নিয়োগপত্র পেতে সরকার জেলা ও ব্লক স্তরে শ্রম অফিসার ও শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ করে সহায়তাদানের ব্যবস্থা করেছেন। শ্রমিকের অভিযোগ ক্রমে ও তদন্ত সাপেক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।

২। মোটর পরিবহন শ্রমিক আইনের আওতাভুক্ত এবং রেজিষ্ট্রিকৃত বর্ত্তমানে রাজ্যে যাত্রী ও মাল পরিবহনকারী মটর গাড়ী মালিকের সংখ্যা ৬১৫ এবং তাদের কাছে নিযুক্ত মটর শ্রমিকের সংখ্যা ১,২৮৪ জন।

৩। উক্ত শ্রমিকদের মধ্যে মোট ১,২০৮ জন সরকারী আইন অনুযায়ী নিয়োগপত্র পেয়েছেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— সাপ্লিমেণ্টারী সার, যারা একমাস আগেও নিয়োপত্র পেয়েছিলেন তাদের নিয়োগপত্র ছিড়ে ফেলা হচ্ছে এবং মটর শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। বিভিন্ন ট্রাক এবং সার্ভিস বাসগুলি থেকে সমস্ত শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

**শ্রীঅরুণকুমার কর** ( শিক্ষামন্ত্রী ) :— স্যার, এ রকম তথ্য আমার কাছে নেই।

**মিঃ স্পীকার** :— প্রশ্ন-উত্তর পর্ব্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES-"A" & "B")।

## REFERENCE PERIOD

**মি: স্পীকার :**— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজ একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য এখন তাঁর নোটিশটি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করুন।

**শ্রীনকুল দাস :**— গত ৫ই জুলাই কমলপুর মহকুমার অপরাস্কর গ্রামে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রী যমুনা গৌড়কে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে"।

**মি: স্পীকার :**— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক উল্লিখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন** ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত রেফারেন্সের জবাব আমি আগামী ২১-৭-৮৮ইং তারিখ দেব।

**মি: স্পীকার :**— আজ আমি আর একট রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়ের নিকট থেকে নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি মাননীয় সদস্য এখন দাঁড়িয়ে তাঁর নোটিশটি উল্লেখ করুন।

**শ্রীঅমল মল্লিক :**— "গত ৯-৭-৮৮ইং তারিখে কিল্লা থানাধীন ( উদয়পুর ) ওয়ারু বাড়ী নিবাসী শ্রীকৃষ্ণহরি জমাতিয়াকে (২৬) কিল্লা থানার কর্মরত পুলিশ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া আহত হওয়া সম্পর্কে।"

**মি: স্পীকার :**— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লিখিত বিষয়টর উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ, কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন** ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত রেফারেন্সের জবাব আমি ২০-৭-৮৮ ইং তারিখ দেব।

**মিঃ স্পীকার** :— আজকের কার্যসূচীতে ২টি (দুইটি) রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। প্রথমটি গত ১১-৭-৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটির হলো :

"গত ৬ই মে, ১৯৮৮ ইং বাইখোড়া থানাধীন কলসীমুখ রাবার বাগানে তরুণ বিশ্বাস, পরিমল বিশ্বাস সহ কয়েকজন দুষ্কৃতকারীদের নেতৃত্বে কর্মরত রাবার শ্রমিক রাখাল রায় বর্মণ, দেবব্রত সরকার সহ ৫/৬ শ্রমিককে আক্রমণ করে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন** (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার গত ৬ই মে, ১৯৮৮ইং তারিখ শ্রীকান্তি রায় বর্মন, পিতা মৃত মনোরঞ্জন রায় বর্মন, সাং মুহুরীপুর বাইখোরা থানায় অভিযোগ করে যে ঐদিন বেলা অনুমান ৭-৩০ মিঃ সময় অরুণ বিশ্বাস ও আরও কিছু লোক তাহার ভাই রাখাল রায় বর্মনকে কলসীমুখ রাবার বাগান হতে রাবার সংগ্রহ করে ফেরার পথে মুহুরীপুর আর. এফ. এর নিকট আক্রমণ করে আহত করে।

এই ঘটনা সম্পর্কে বাইখোরা থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। আহত রায় বর্মনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাহার আঘাত সাধারণ ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ঐ দিনই অর্থাৎ ৬ই মে তারিখ শ্রীঅমলেন্দু ভৌমিক, পিতা মৃত শচীন্দ্র ভৌমিক, সাং মুহুরীপুর, বাইখোরা থানায় অভিযোগ করে যে, ঐ দিন সকাল অনুমান ৮ টার সময় কলসীমুখ দোকানের সামনে শ্রীরাখাল বর্মন, পিতা মৃত মনোরঞ্জন বর্মন, সাং মুহুরীপুর, আর, এফ এবং অন্য ৪ জন সহযোগী আই;এন.টি.ইউ, সি সমর্থক শ্রমিক নির্মল বিশ্বাস, পিতা সারদা বিশ্বাস, সাং মুহুরীপুর আর, এফকে ভীষণভাবে লাঠি দিয়ে মারধর করে এবং অন্যান্য আই, এন, টি, ইউ, সি সমর্থক শ্রমিকদের বাগানে কাজ করলে অসুবিধা হবে বলে হুমকী দেয়।

এই সম্পর্কে বাইখোরা থানায় একটি মামলা নথীভুক্ত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। উভয় মামলাই তদন্তাধীন আছে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এই যে অরুণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে সেখানে এই রাবার শ্রমিকদের উপর কর্মরত অবস্থায় আক্রমণ করা হয়েছে।

অরুণ বিশ্বাস একজন শিক্ষক। তিনি কিভাবে রাবার শ্রমিকদের উপর আক্রমণ সংঘটিত করতে পারেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কলসীমুখ বাজারটি অধিকাংশ হচ্ছে উপজাতি শ্রমিক। যারা গত ১০-১২ বৎসর যাবত এই বাগানগুলি গড়ে তুলেছেন সমস্ত পরিশ্রম দিয়ে। সেখানে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের বলা হয় এই শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হবে না। অরুন বিশ্বাস, এবং মুহুরীপুর আর, এফ এর কংগ্রেস (আই)-এর প্রাক্তন প্রধান পরিমল বিশ্বাস তারা পাল্টা ৭০ জনের নাম দিলেন। সেখানে মাননীয় মন্ত্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং গিয়েছিলেন, সেখানেও তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হল। ১০-১২ বৎসর ধরে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেছেন তাদের পরিবর্তে তাদের পরিবর্তন করে নতুন শ্রমিক নিতে হবে এবং তাদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে পরিমল বিশ্বাস এবং অরুণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে কিছু কংগ্রেস (আই) এর দুস্কৃতিকারীরা তাদের উপর কর্মরত অবস্থায় আক্রমণ করে। অফিস চলাকালীন তাদের অফিসের মধ্যে, বাগানের মধ্যে যেখানে তারা কাজ করছিলেন তখন আক্রমণ করা হয়। এই আক্রমণের ঘটনা নজিরবিহীন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা? আর দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে যে রাখাল রায় বর্মন গুরুতর আহত হয়েছে, তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বিকল্প হিসাবে যেটা আনলেন তাদের কাউকে পেটানো হয়েছিল কিনা। একটা পাল্টা কেইস দেওয়া। এই ধরণের কোন ঘটনাই সেদিন ঘটেনি। আমি সেখানে নিজে ঘটনার কিছুক্ষণ পরে বাইখোরায় গিয়েছিলাম। এই ধরণের কোন ঘটনাই সেখানে ঘটেনি। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা, এই যে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, ন্যায্য দাবীগুলি সেগুলিকে ১০-১২ বৎসর যাবৎ তারা কাজ করছে, তাদের উপর আক্রমণ সংঘটিত করেছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন** (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী): — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ন্যায্য অধিকার সম্পর্কিত সে সমস্ত প্রশ্ন সেগুলি রাবার ডিপার্টমেন্ট এর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে উত্তর দেবেন। আমার আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন উনি যে এনেছেন তার উত্তর আমি দিয়েছি, উভয় মোকদ্দমা তদন্তাধীন আছে। রাখাল রায় বর্মনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, পরবর্ত্তী পর্যায়ে ঐদিনই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, আঘাত গুরুতর ছিলনা, উভয় মোকদ্দমা তদন্তাধীন আছে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন। রাখাল রায় বর্মন ১০ দিনের মত উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে ছিলেন। তিনি কিভাবে মিথ্যার প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তিনি এইটা তদন্ত করবেন কিনা। গত কয়েকদিন ধরে আমরা যেসমস্ত প্রশ্ন করি এই সমস্ত মন্ত্রী মশাইরা ভুল তথ্য পরিবেশন করেন। এইটা প্রতিকার হবে কিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার প্রটেকশন চাইছি। কারন তা না হলে আপনার

কাছে একটা প্রস্তাব রাখতে পারি কিনা যে, এই বিধানসভার তরফ থেকে একটা গ্রোবেন স্মৃতি পুরস্কার দেওয়ার জন্য চালু করা হোক। এই প্রস্তাব করে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই পুরস্কার দেওয়া হোক। এইটা বিবেচনার মধ্যে রাখবেন কিনা। দ্বিতীয়তঃ তিনি যেটা বলেছেন এই যে শ্রমিকদের আক্রমন হল, শুধু একটি ঘটনা নয়, এই সময়ের মধ্যে বাইখোরা যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে দোকান আক্রমন, চা বাগানে চেয়ারম্যানের উপর আক্রমন, শিক্ষকের উপর আক্রমন সমস্ত ঘটনার মধ্যে উনি জড়িত আছেন।

স্যার, এখানে তিনি যেটা বলেছেন যে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ হল, তিনি একজন শিক্ষক আর এইটাই শুধু একটা ঘটনা না, এই সময়ের মধ্যে বাইখোরায় যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে যেমন বিভিন্ন দোকান আক্রমন চেয়ারম্যানের উপর আক্রমন এবং শিক্ষকের উপর আক্রমন সমস্ত ঘটনাগুলি উনি আছেন। এমন কি এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ( ই )র ছেলে দ্বারা মেয়ে চুরির একটা ঘটনা হয়েছিল তাতেও মাষ্টার মহাশয়দের সেই কংগ্রেস ( ই ) ছেলেরা মারধর করেছে এই অরুন বিশ্বাস এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— স্যার, এই সমস্ত তথ্য কে কখন মেয়ে চুরি করেছে না করেছে এইগুলি কি এই রেফারেন্সে ছিল।

**শ্রী অমল মল্লিক** :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কি না যে, বিগত বৎসরগুলিতে আমরা রাবার বাগানে রাবার শ্রমিকের নাম করে সি পি এম-এর সমর্থক সি, আই, টি, ইউর একটা শ্রমিক সংস্থা রাখা হয়েছিল, তাদের কাজ ছিল বিগত দিনে রাবার উৎপাদনে সহযোগিতা না করে জোলাইবাড়ীর বাইখোরার দিলীপ চৌধুরীকে খুন করার ঘটনা, মুহুরীপুরের সন্ত্রাস, লক্ষ্মীছড়ার সন্ত্রাস, এই সমস্ত সন্ত্রাস এই সমস্ত অঞ্চলে থেকে সংগটিত করা এবং সেটা তারা করত। যারা বিগত দিনে বাইখোরা অঞ্চলকে একটা মুক্তাঞ্চল হিসাবে ঘোষনা করেছিলেন যেখানে কোন গনতান্ত্রিক আন্দোলন সংঘটিত করা যেত না, শান্তিতে মানুষ চলাফেরা করতে পারত না। সেখানে এখনও কিছু কিছু সি, আই, টি, ইউর সমর্থক এই রাবার বাগানে রাবারের উৎপাদনের কাজ না করে সেখানে গণ্ডগোল বাধানোর চেষ্টা করছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন** ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত দশ বছর বাইখোরার কিছু কিছু অঞ্চলে সি, আই, টি, ইউর সমর্থক শ্রমিকরা বিভিন্ন অত্যাচার, অনাচার, অবিচার করেছেন, এখন সেগুলি তদন্তাধীন আছে। যেহেতু তদান্তাধীন সেই জন্য আমি এখন কিছু বলছি না।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সম্পূর্ণ মিথ্যা অসত্য কথা বলেছেন। সি. আই, টি, ইউর একজন সমর্থকও এর সঙ্গে জড়িত আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না?

**মিঃ স্পীকার :—** দ্বিতীয় রেফারেন্স পিরিয়ডটি গত ১১, ৭, ৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তররে ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্ত।

**বিষয়বস্তুটি হলো —** গত ৫ই জুলাই ১৯৮৮ ইং বিলোনীয়া মহকুমার বড়পাথারী গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাছুয়ারখিলে অর্জুন নাগের বাড়ীতে গভীর রাত্রিতে একদল দুস্কৃতিকারী কর্তৃক লুটপাট, হামলা সংঘটিত করে ৬ জন মহিলা সহ বেশ কয়েকজনকে আহত করা এবং অর্জুন নাগের নব বিবাহিতা স্ত্রী স্বপ্না নাগ এবং ছোট বোন বিপুলা সরকারকে ধর্ষণ করার ঘটনা সম্পর্কে।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'গত ৫ই জুলাই বিলোনীয়া মহকুমার বড়পাথারী গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাছুয়ার খিলে অর্জুন নাগের বাড়ীতে গভীর রাত্রিতে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক লুটপাট, হামলা সংঘটিত করে ৬ জন মহিলা সহ বেশ কয়েকজনকে আহত করা এবং অর্জুন নাগের নব বিবাহিতা স্ত্রী স্বপ্না নাগ এবং ছোট বোন বিপুলা সরকারকে ধর্ষন করার ঘটনা সম্পর্কে।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—** বিলোনিয়া থানাধীন মাছুয়ারবিল গ্রামের শ্রীঅর্জুন নাগ, পিতা-মৃত রাজেন্দ্র নাগ বিলোনিয়া থানায় গত ৬-৭-৮৮ ইং তারিখ এই মর্মে এক অভিযোগ দায়ের করেন যে গত ৬-৭ ৮৮ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১ ঘটিকার সময় প্রায় ১২ জনের একটি দুস্কৃতকারী দা, লোহার বড় ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাহার বাড়ীতে আক্রমণ চালিয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আহত করে নগদ টাকা, স্বর্ণের অলংকার, হাতঘড়ি, রেডিও এবং কাপড় চোপড় যাহার আনুমানিক মূল্য ১৫,০০০ টাকা লুট করে নিয়ে যায় এবং ঘটনার সময় দুস্কৃতকারীরা শ্রীঅর্জুন নাগের স্ত্রী শ্রীমতি স্বপ্না নাগও তাহার বিবাহিত বোন শ্রীমতি বিপুলা সরকারকে শ্লীলতাহানী করে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে।

## আহত ব্যক্তিদের নাম

১। শ্রীমতি বাসন্তী নাগ, পিতা মৃত-ব্রজেন্দ্র নাগ।

২। শ্রীমতি স্বপ্না নাগ স্বামী শ্রী অর্জুন নাগ।

৩। শ্রীমতি চপলা ভৌমিক, স্বামী-মৃত রামচন্দ্র ভৌমিক।

৪। শ্রীনিখিল সরকার, পিতা-মৃত মনমোহন সরকার।

৫। শ্রীমতি বিপুলা সরকার, স্বামী-শ্রীনিখিল সরকার।

অভিযোগকারী শ্রীঅর্জুন নাগ এবং তাহার মাতা নিম্নলিখিত দুস্কৃতকারীদের গলার স্বরে সনাক্ত করিতে পারিয়াছেন।

১। শ্রীতপন ঘোষ পিতা-মৃত নগেন্দ্র ঘোষ, গ্রাম মাছুয়াখিল।

২। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, পিতা-শ্রীননী, ওরফে নন্দ ঘোষ, গ্রাম ঐ।

৩। শ্রীদুর্গাচরণ সরকার, পিতা-শ্রীলক্ষণ সরকার, গ্রাম ঐ।

এই ঘটনাটি শ্রীঅর্জুন নাগের অভিযোগমূলে বিলোনিয়া থানায় গত ৬-৭-৮৮ ইং তারিখ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৫/৩৯৭/৩৫৪-ধারায় মোকদমা নং ৬ ( ৭ ) ৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থাদি করেন এবং এজাহারে বর্ণিত বিবাদীগণকে ধৃত করার জন্য তল্লাসী শুরু করেন। কিন্তু বিবাদীগণ পলাতক বিধায় তাহাদের গ্রেপ্তার এবং লুট করে নিয়ে যাওয়া মালামাল উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তবে পুলিশ দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার এবং লুট করে নিয়ে যাওয়া মালামালের উদ্ধারের চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, অভিযোগকারী শ্রীঅর্জুন নাগ তাহার জবার বন্দিতে মহিলাদের উপর ধর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া কোন অভিযোগ করেন নাই এমনকি তদন্তকালীন মহিলা সাক্ষীরাও এমন কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করেন নাই। উপরক্ত শ্রীমতি স্বপ্না নাগ ও শ্রীমতি বিপুলা সরকারকে বিলোনিয়া হাসপাতালের ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করানো হয় কিন্তু ডাক্তারী রিপোর্টে তাহাদের উপর ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে বলে কোন অভিমত দেন নাই। তদন্তে প্রকাশ যে ঘটনাটি একটি ডাকাতির ঘটনা এবং ঘটনাস্থল ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত হইতে অনুমান দেড় কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত। উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

**শ্রীনকুল দাস** :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশন স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে যেদিন ঘটনা হয় সেদিন অর্জুন নাগের বিয়ের বৌ-ভাতের দিন ছিল। এটাও জানাবেন কিনা যে ১৪ই জুন খাদ্যমুখ কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী যিনি বিধায়ক বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন

তাঁর উপস্থিতিতে বড়পাথারি বাজারে একটি মিটিং হয়েছিল এবং সেখানে অনেকে এমন কথা বলেছিল কিনা যে ৫ মাস হয়ে গেল অথচ আমরা কোন চাকুরী পাচ্ছিনা। অতএব এমন কাজ করব যাতে তাদের দৃষ্টি পড়ে এটা ঠিক কিনা। আমি এমন ২০।২৫টা ঘটনার কথা বলতে পারি। আমি এ ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছি। মাননীয় রাজ্যপালের কাছে চিঠি লিখেছি; সেগুলি আমি হাউজে দেখাতে পারি। এসব ঘটনার পেছনে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মদত রয়েছে এটা ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন, কি ?

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন** (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেভাবে তাঁর বক্তব্যটা উপস্থাপিত করলেন তাতে মনে হয় উনি নিজে করিয়েছেন এবং এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে বাঁচতে চেষ্টা করছেন। আমরা সেটা হতে দেবনা। আমরা পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করাব এবং দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এই মিসক্রিয়েটস্‌দের দমন করার জন্য সর্বদা মদত দিই। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, ১৪ই জুন ১৯৮৮ইং দেবব্রত কালীবাড়িতে উপস্থিত ছিলেন এবং এই ঘটনার পরিকল্পনা করেছিলেন আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন এই তথ্য পুলিশের কাছে দিয়ে এই মোকদ্দমায় তিনি নিজে একজন স্বাক্ষী হিসেবে থাকেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাদের নাম করেছেন যেসব দুস্কৃতকারী তপন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ এরা এলাকায় পরিচিত কংগ্রেস (আই) কর্মী। এইটা মাননীয় সদস্য অমলবাবু স্বীকার করবেন। এদের বিরুদ্ধে বিলোনীয়া থানাতে বহু ডাকাতি এবং ধর্ষনের ঘটনার অভিযোগ রয়েছে। এই যে অর্জুন নাগের তিনি একজন সি, পি এম-এর কর্মী। এবং অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে এই অঞ্চলটাতে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে তারা এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত করছে। পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসাররা সেখানে গিয়েছিলেন। তাদের সাথে আমরাও আলাপ হয়েছে। তারা বলেছেন যে, এইখানে যিনি বাদী হয়তো তার এফ, অর, এর মধ্যে এটা পড়েনা এই পুলিশ অফিসার যখন সেখানে যায় তখন এই অর্জুন নাগের ছোট বোন বিমলা সরকার তাদের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করেছেন যে তিনি অন্তসত্বা এইরূপ অবস্থায় এরা পর পর তিনজন তার উপর ধর্ষন করেছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে কিনা ?

এইটা এর আগেও বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে এইসব দুস্কৃতকারীরা কংগ্রেস (আই) -এর সমর্থক এবং এরা বিলোনিয়ায় যতটা ঘটনা ঘটিয়েছে ডাকাতি নারী ধর্ষণ এই সমস্ত ঘটনায়, থানাতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে না। আর গ্রেপ্তার করলে

পরে থানায় এনে জামিনে ছেড়ে দেয়। তাদের আর আদালতেও যেতে হয় না। চার/পাঁচ দিন পরে একটা ফাইন্যাল রিপোর্ট বের করে সেখানে কেসটাকে শেষ করে দেওয়া হয়। এরা সেখানে প্রকাশ্যভাবে বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করে এবং ডাকাতি, নারী ধর্ষণ এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত করে এই এলাকায় একটি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিধানসভার নির্বাচনে পাঁচটি আসনের মধ্যে এলাকার মানুষ তিনটি আসনে বামফ্রন্টকে জয়ী করেছেন। ফলে এই এলাকার মধ্যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই ধরনের সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে এবং তাদের এই জোট সরকার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মদত দিয়ে বলেছেন তা না হলে এরা এত আস্কারা পেত না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রয়েছে কিনা ?

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন** ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যেসব দুষ্কৃতিকারীদের কংগ্রেস ( আই )-এর সঙ্গে জড়িত করতে চেয়েছেন এদের কেউই কংগ্রেস (আই )-এর সদস্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ অর্জুন নাগ নিজে, তার বোন বিমলা সরকার এবং স্বপ্না নাগ পুলিশের কাছে তাদের ধর্ষনের যে অভিযোগ করেছিলেন ডাক্তারী পরীক্ষায় সেটা প্রমাণিত হয়নি। তবু মাননীয় সদস্য যখন এই সব তথ্য দিচ্ছেন এটা রেকর্ড হয়ে গেছে, আমি পুলিশের কাছে বলব এইটার তদন্ত করে দেখবার জন্য।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, পয়েন্ট অব ক্ল্যারি-ফিকেশানের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে জবাব দিয়েছেন এবং তার উপর দুই পক্ষের বক্তব্য এবং পাল্টা বক্তব্য কে কি বলেছেন সেটা হাউস বুঝতে পারেনি সুতরাং এটা হাউসের কার্যবিবরণীর মধ্যে পরে না। আর এক্সপাঞ্জ করার যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেটারও কোন স্বার্থকতা নাই।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী** (প্রমোদ নগর) :— স্যার, আমি বলতে চাই যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্যের উপর ( ইন্টারাপশান ) যেখানে বলেছেন 'হয়েছে' সেই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন সব মিথ্যা কথা ( ইন্টারাপশান )

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) : স্যার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তা থেকে আলাদা বক্তব্য রাখি নাই। তিনি বলেছেন কোন ধর্ষনের ঘটনা ঘটে নাই। যারা ঘটনার তদন্তে গিয়েছিলেন তাদের সামনে স্বাক্ষীরা কেউই এই কথা বলে নাই। পুলিশও সেখানে

খোঁজ নিয়েছে এবং মেডিকেল এগজামিনেশানের রিপোর্টেরও ধর্ষণের কথা বলা হয় নাই। মাননীয় সদস্যদের আমি জানিয়ে দিতে চাই যে রাজ্যে এই ধরনের অপপ্রচার আপনারা চালাবেন না। যেখানে নারী জাতির সম্মানের প্রশ্ন জড়িত যেখানে নারী জাতির ইজ্জতের প্রশ্ন জড়িত তা নিয়ে আপনারা রাজনীতি করবেন না। এর সংগে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নও জড়িত। কাজেই এই ব্যাপারে আমি আপনাদের হুশিয়ার করে দিচ্ছি।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে আদালতে কেসটা বিচার বিবেচনাধীন আছে সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন মিথ্যা কথা। একজন্য দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রী কেসটা সাবজুডিস, বিচারের আগে বলে দিলেন মিথ্যা।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন** (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা যে মিথ্যাকথা উল্লেখ করেছেন আনপার্লিয়ামেনটারী, এবং বলছেন যে এটা সাবজুডিস, এইটা ষ্ট্র্যাণ্ট অব অ্যাফেয়ার্স, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলার পরেও তিনি এই কথা বলছেন। এই মিথ্যা শব্দটা প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জ করা হউক।

**মিঃ স্পীকার :—** একসপাঞ্জড।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার :—** আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর হাউসে উপস্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

**নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—** গত ৪টা জুলাই "ত্রিপুরা দর্পণ" পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ ক্ষুধার্ত গ্রামবাসীদের দ্বারা আবার খাদ্য গুদাম লুন্ঠিত, উত্তর জেলায় তীব্র অভাব ও খাদ্য সংকট সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্ত্তী একটা তারিখ জানাতে পারেন।

**শ্রীমতিলাল সাহা** ( রাষ্ট্র মন্ত্রী ) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৯-৭-৮৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৯/৭/৮৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন।

**মিঃ স্পীকার :—** আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় আজ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন—নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"খোয়াই-এর তুলাশিখর থেকে বাজার যাওয়ার পর সমীরন সুত্রধর ওরফে বাবুল ও তপেন্দ্র দেবনাথ নামে দুই ছেলের ৮ই জুন, ১৯৮৮ ইং তারিখে নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে।"

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—** (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ৮ই জুন ১৯৮৮ ইং তারিখে কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে বিগত ১০-৬-৮৮ ইঃ খোয়াই থানাধীন চেব্‌রী সাকিনের মৃত মহেশ চন্দ্র সুত্রধরের পুত্র শ্রীচন্দ্রকুমার সুত্রধর খোয়াই থানায় উপস্থিত হইয়া জানায় যে, গত ৯-৬-৮৮ ইং তাহার ছেলে শ্রীসমীরণ সুত্রধর ওরফে বাবুল সুত্রধর এবং ঐ সাকিনের শ্রীবিনোদ দেবনাথের পুত্র শ্রীতপেন্দ্র দেবনাথ তুলাশিখর বাজারে যায়। তাহারা বাজার হইতে ছন, বাঁশ, লাকড়ি ক্রয় করিয়া রিক্সা চালক শ্রীপ্রদীপ দেববর্মাকে দিয়া পাঠাইয়া দেয় এবং বলে যে, তাহারা বাড়ী আসিতে কিছু দেরী হইবে। কিন্তু তাহারা বাড়ীতে না আসায় পরদিন ১০/৬/৮৮ ইং সকালে তিনি তুলাশিখর বাজারে গিয়া তাদের খোঁজখবর করেন। তিনি ছোট বাচ্চাদের নিকট জানতে পারেন যে তাহার ছেলে সমীরণ ও তপেন্দ্রকে ৯-৬-৮৮ ই' বেলা ৪ ঘটিকার সময় তুলাশিখর বাজারের পূর্বদিক হইতে ৬।৭ জন লোক ধরিয়া নিয়া যায়। এই অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৫ ধারায় ১০ (৬) ৮৮ নং মোকদ্দমা খোয়াই থানায় নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন ; প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সমীরণ ও তপেন্দ্র উভয়েই যুব কংগ্রেসের সমর্থক।

তদন্তকালে অপহৃত ব্যক্তিদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসী চালান।

তদন্তকালে পুলিশ উক্ত মোকদ্দমার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গত ১৭-৬-৮৫ ইং শ্রীসুধন্য দেববর্মা পিতা মৃত দেববর্মা সাং অনাথ চৌধুরী পাড়া ও শ্রীনন্দলাল দেববর্মা, পিতা মৃত শরৎ দেববর্মা, সাং ইচাছড়া পূর্ব রাজনগর, থানা খোয়াই গ্রেপ্তার করিয়া গত ১৮-৬-৮৮ ইং মাননীয়, আদালতে প্রেরণ করেন। এই সুধন্য দেববর্মা ও নন্দলাল দেববর্মা সি, পি, আই, (এম)-এর সমর্থক।

গত ২৮-৬-৮৮ ইং শ্রীসুরেশ দেববর্মা, পিঃ মৃত মলেন্দ্র দেববর্মা সাং কমল সিং চৌধুরী পাড়া থানা খোয়াই পুলিশ উক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে গ্রেপ্তার করেন এবং ২৯-৬-৮৮ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। বর্তমানে সবাই জেল হাজতে আছে।

অপহৃত ব্যক্তিদের খুঁজিয়া বাহির করার কাজ অব্যাহত আছে।

**শ্রীরসিকলাল রায় :—** (সোনামুড়া) পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মহোদয় জানেন কি, ঐ এলাকাটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবুর এলাকা। ঘটনা ঘটার দুই দিন পূর্বে ঐ এলাকায় জাতি-উপজাতির মধ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি হতে পারে বলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছিলেন। এর পর৭-৬-৮৮ ইংরাজীতে দুইটি বাচ্চা হারিয়ে যায়। উক্ত সুধন্ব দেববর্মা এবং আরো অনেকেযারা এই দুইটি ছেলেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে তারা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক ? তাই শুধু নয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব লোক হিসেবে এলাকায় পরিচিত ? যেহেতু বিরোধী দলনেতা বলেছিলেন ঘটনা ঘটার দুই দিন পূর্বেই, দাঙ্গার সৃষ্টি হতে পারে, এটা দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য ঘটনাটি ঘটান হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? নাম্বার টু হচ্ছে, এই দুইটি শিশুকে জীবিত অথবা মৃত উদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা তা জানাবেন কি ? যারা অপহরণকারী সেই সুধন্ব দেববর্মা, নন্দ দেববর্মা, সুরেন্দ্র দেববর্মা এবং আরো ৬/৭ জন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছেন। তাদের সম্পর্কে প্রশাসনিক স্তরে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন** ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, সুধন্ব দেববর্মা এবং সুরেশ দেববর্মা সি পি, আই ( এম ) দলের সমর্থক এবং বিগত নির্বাচনে ওরা বিরোধী দলনেতার পার্শ্বচর হয়ে কাজ করেছে। যাদেরকে অপহরণ করেছে ওরা টি, ইউ, জে. এস-এর সমর্থক। সম্পূর্ণ ঘটনাটি তদন্তাধীন চলছে, এর বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়।

**শ্রীগৌরা শংকর রিয়াং** :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, উজান ময়দানের ঘটনা এবং তুলাশিখর বাজারেরঘটনাকে সংযুক্ত করে সি পি, আই ( এম ) সন্ত্রাস চালানোর জন্য পরিকল্পিত ভাবে এই অপহরণের ঘটনা ঘটিয়েছে এবং চেবরী বাজার থেকে তুলাশিখর বাজার পর্য্যন্ত বিভিন্ন রেশনসপে চাউল ও অন্যান্য এসেনশিয়েল কমোডিটিজ এক সপ্তাহ যাবত সরবরাহ বন্ধ করে সেখানে খাদ্যের অভাব সৃষ্টি করে এবং প্রতি পরিবার থেকে ৩ কে, জি করে প্রায় ১ হাজার কে, জি, চাউল সাহায্যের নামে সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করেছে, এই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন** ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— স্যার, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, সারা রাজ্যে সি, পি, আই ( এম ) অশান্তি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। আমরা যখন ভগবানের নাম নেই ওরা তখন ধর্ষনের নাম নেন এবং উনারা ধর্ষন নিয়েই মেতে আছেন। এই সমস্ত কথা বলে সারা রাজ্যে দাঙ্গা বাধানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী** :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে ছেলেগুলি গুম হয়েছে তাদের

বাড়ীতে আমি গিয়েছি। তারা বিগত নির্বাচনে আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাদের বাবার সাথেও আমি কথা বলেছি। যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তারা টি, ইউ, জে, এস-এর সক্রিয় কর্মী। তাদের মধ্যে একজন, রাধাচরণ দেববর্মা টি,এন,ভি,র সহযোগী। মাননীয় সদস্য মহোদয়রা নিশ্চয়ই জানেন যে, পরিকল্পনাটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ীতেই হয়েছিল, উজান ময়দানের নারী ধর্ষণের ঘটনাটিকে চাপা দেওয়ার জন্য। সেখানে এই ঘটনাটির সৃষ্টি হয়েছে, টি,এন,ভি,র কোলাবোরেশানে। টি,এন,ভি,র কোলাবোরেশানেই দুটি নির্মল শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এবং সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে একটা দাঙ্গা লাগানো যায়। একমাত্র তার বাবা শ্রীসূত্রধরের হস্তক্ষেপের ফলেই দাঙ্গা বন্ধ হয়। শ্রীসূত্রধর আমাকে বলেছেন—আমার ছেলে গুম হয়েছে সে আলাদা কথা, কিন্তু এখানে দাঙ্গা বাধতে দেব না। সে এলাকার প্রাক্তন প্রধান উপেন্দ্র দেবনাথ মিটিং-এ বলেছেন এখানে দাঙ্গা বাধাতে দেবেন না। কিন্তু কংগ্রেস ( আই )এর লোকেরা সেখানে রাত-দিন চেষ্টা করছে একটা দাঙ্গা বাধানোর জন্য। দাঙ্গা বাধানো এত সহজ নয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় নিজে এই সমস্ত অর্গানাইজ করছেন।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ) :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি এবং লক্ষ্য করছি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। কাজেই উনাকে এখানে কিছু বলে উনার মনে কষ্ট দিতে চাই না। উনি বসে বসে ভগবানের নাম করুন।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য এবং মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে অনুরোধ রাখছি উত্তরটা স্পেসিফিক এবং প্রশ্নটা স্পেসিফিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :**— স্যার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চমৎকার ভাষা ব্যবহার করেছেন, তিনি কি হাউসে এই রকম ভাষা ব্যবহার করার জন্য এসেছেন, হাউসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নয়, হাউসকে ধ্বংসের জন্য এখানে এসেছেন।

**মিঃ স্পীকার :**— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো

( গণ্ডগোল )

**শ্রীবাদল চৌধুরী :**—স্যার, আপনি আজকে একটা কলিং এটেনশ্যান এলাউ করেছেন কিন্তু স্যার, আমি একটা কলিং এটেনশ্যানের নোটিশ দিয়েছিলাম গত ১২ই জুলাই কিন্তু তাতে

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—** স্যার, যেটা সভার কার্য্য পরিচালনায় স্থান পায়নি সেটা রুল অনুযায়ী হয় না।

( গণ্ডগোল )

**Sri Badal Choudhuri :—** Who are you ?

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—** আপনি রুলিং বলুন।

**মি: স্পীকার :—** আমি আপনাদের অবগতির জন্য বলছি যে, সভার কর্মসূচীর ভিতরে এটা স্থান পায়নি, এটা রুল অনুযায়ী হয়নি তাই স্থান পায়নি।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—** আপনি বলুন কোনটা রুল। বকেয়া খাজনা আদায় করার রুল ক্রোক করা হচ্ছে এটা রুল নয় -

**মি: স্পীকার :—** মাননীয় বিরোধী দলের নেতার কাছে বলছি, মাননীয় সদস্যরা মন্ত্রীদের কাছে জবাব চাইতে পারেন। মন্ত্রীরা সদস্যদের জবাব দিতে পারেন কিন্তু ইন নো কেইস স্পীকার ইজ নট বাউণ্ড টু আনসার এনি কোয়েশ্চান।

( গণ্ডগোল )

**মি: স্পীকার :—**আমি রুলস্ ফলো করছি, রুলস্ এবং প্রসিডিউরের বাইরে আমি যাচ্ছি না এই কথা স্পীকার হিসাবে আপনাদের কাছে বলতে পারি। আমি এখানে যখন বসেছিলাম তখন নিরপেক্ষ এই অধিকার নিয়েই বলেছিলাম যে, আমি নিরপেক্ষ থেকে এখানে কাজ করবো। এখন পর্য্যন্ত আমি সেটা বহাল রাখতে চেষ্টা করছি, রুলস্ এবং প্রসিডিউরের ভিতরে থাকার চেষ্টা করছি।

## LAYING OF PAPERS ON THE TABLE
### ( Laying of Rules )

**Mr, Speaker :—** সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— "Laying of the Tripura Consumer Protection Rules, 1987. as required under Sub-section (2) of Section 31 of the Consumer Protection Act, 1986." এখন আমি খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

**Shri Matilal Saha** (Minister of State Food & Civil Supplies, Transport

Deptt. etc.) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the house a copy of the Tripura Consumer Protection Rules, 1987 as required under Sub-Section (2) of Section 31 of the Consumer Protection Act, 1986.

**Mr. Speaker** :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— Laying of (i) Report of the Comptroller and Auditor General of India relating to the Accounts of the State of Tripura for the year 1984-85.

ii) Appropriation Accounts for the year 1984-85.

iii) Finance Accounts for the year 1984-85.

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত রিপোর্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্টস এবং ফিনান্স অ্যাকাউন্টস টি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

**Sari Sudhir Ranjan Majumder** (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir. I beg to lay before the house a copy of (i) Report of Comptroller and Auditor General of India relating to the Accounts of the State of Tripura for the year 1984-85.

ii) Appropriation Accounts for the year 1984-85

iii) Finance Accounts for the year 1984-85.

**Mr. Speaker** :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— Laying of the Tripura Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 1988, as required under Sub-section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939.

এখন আমি মাননীয় পরিবহণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস টি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

**Shri Matilal Saha** (Minister of State, Food & Civil Supplies, Transport Deptt.) : — I beg to lay before the house a copy of the Tripura Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 1988, as required under Sub-section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939.

**Mr. Speaker** :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : — Laying of the Tripura Stan-

dards of Weights & Measures (Enforcement) Rules, 1987, as required under Sub-section (5) of Section 72 of the Standards of Weights & Measures (Enforcement) Act, 1985.

আমি এখন রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্তা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়াকে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

**Maharani Bibhu Kumari Devi** (Revenue Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the house a copy of the Tripura Standards of Weights & Measures (Enforcement) Rules, 1987 as required under Sub-section (5) of Section 72 of the Standards of Weights & Measures (Enforcement) Act. 1985.

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা রুলস্‌, রিপোর্ট, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্টস্‌ এবং ফিনান্স অ্যাকাউন্টস্‌-এর প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

**মিঃ স্পীকার** :— এই সভা বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

## AFTER RECESS AT 2-00 P.M,
## DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1988-89

**মিঃ স্পীকার** :— সভার পরবর্তী হলো :— ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহন।

আজকের কার্যসূচীতে মোট ১২ (বার) টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশন) পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উপস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশন) উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট

মোশান ) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। অনুপস্থিত সদস্যগণের ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপিত বলে গণ্য হবে না।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীপ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহন করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য।

**শ্রীনকুল দাস :—** স্যার, আমাদের সময়টা কত হবে ঠিক করে দিন।

**মিঃ স্পীকার :—** সময়টা আমি ঠিক করে দিচ্ছি, এখন আপনাদের কোন সদস্য বলবেন বলুন।

**শ্রীনকুল দাস :—** স্যার, তরণী দেববর্মা বলবেন।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী দেববর্মা।

**শ্রীতরণী দেববর্ম্মা ( টাকারজলা ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশানগুলি এনেছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, গ্রামীন কুটীর শিল্পীদের সহায়তা দানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধ নীতি গ্রহন সম্পর্কে, স্যার, গ্রামে বিশেষ করে উপজাতি মহিলাদের ক্ষেত্রে যারা কুটির শিল্প বাঁশ, বেত ও কাঠ দিয়ে জিনিষ তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জন্য বিগত বামফ্রন্ট সরকার অর্থ অনুদান দিয়েছিলেন স্বনির্ভর করার জন্য। কিন্তু বর্ত্তমান সরকার আসার পর এই গুলির দিকে কোন নজর রাখেননি। বামফ্রন্ট সরকার অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী মহিলাদের জন্যও অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদেরকে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করেছিলেন। যেটা এই সরকারের আমলে পরিলক্ষিত হয়নি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের স্বনির্ভর করার জন্য উপজাতি যুবকদের জন্য সরকারী উদ্যোগে সলাই মেসিন ও অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সরকার তারজন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করেননি। গ্রামে উপজাতি তাঁতীদের জন্যও এই সরকার অর্থ বরাদ্দ করেননি। তাঁতীদের জন্য বড় তাঁত যেটা আছে, যেটার কথা গত কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বে উপজাতি মহিলারা কোনদিন চিন্তাও করতে পারেননি। সেই বড় তাঁতও বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন এবং দিয়েছেন। আর এই সরকার আসার পর সেই তাঁতও নাই বললেই চলে। সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যারা শিক্ষা দিতেন তাদেরকে ছাটাই করে দেওয়া হয়েছে। মেট কথা এই সরকার গ্রামীন কুটীর

শিল্পের দিকে একদম নজর দেননি বলেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।

স্যার, মিনি ব্যারেজ করে বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের একটা আয়ের ব্যবস্থা তৈরী করেছিল। বিগত ৩০ বছর যখন এ রাজ্যে কংগ্রেস শাসন করেছিল তখন এসবের প্রতি কোন নজর দেয়নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেদিকে নজর দিয়েছিলেন। আবার এই কংগ্রেস (ই)-টি, ইউ, জে, এর সরকার আসার পরে নজর দিচ্ছেন না। এই ৫ মাসে আমরা দেখছি কি হচ্ছে। জম্পুইজলা সাব ব্লকে হরেকৃষ্ণ দেববর্মা একটা সিজন্যাল বাঁধ করার জন্য ১০০ শ্রম দিবসের টাকা নিয়েছিল। কিন্তু ২০ শ্রম দিবসের কাজ করে ৮০ শ্রম দিবসের টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে। তারপরে তাদের মধ্যে যখন গোলমাল লাগে তখন তাদের নেতা হরিনাথবাবু সকলকে বুঝিয়েছেন তারা যেন তাকে ১ বছর এভাবে লুটপাট করার সুযোগ দেয়। বিলোনীয়া সাব-ডিভিশনের লক্ষ্মীছড়ায় ১০টা মিনি ব্যারেজ করার জন্য ২১ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যারেজগুলি উপজাতি এলাকায় করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় বিধায়ক গৌরী শংকর রিয়াংয়ের নেতৃত্বে ফেডারেশনের নেতা গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের পুকুর সংস্কার করা হয়েছে। সেখানে মাননীয় সদস্য গৌরিশংকর রিয়াং-এর পুকুর সংস্কার করা হইয়াছে এই টাকা দিয়ে। স্যার, তাদের দলের শ্রীঅরুণ বিশ্বাসের পুকুর সংস্কার করা হয়েছে। স্যার, এইভাবে এই পাঁচটি মাস তাদের কাজের যে খতিয়ান আরো রয়েছে। সেই কারণে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। নমস্কার।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ।

**শ্রীঅঞ্জু মগ** ( মনু ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি। এবং এই বাজেটের বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশন এনেছেন আমি তাদের সবগুলি কাট মোশনের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

এখানে যে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩২—মেজর হেড ২৮৫১-এর উপর কাট মোশন আনা হয়েছে। কিন্তু এখানে যে টাকার অংক ধরা হয়েছে আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কোন অভিজ্ঞতাই নাই এই বিষয়ে। গ্রামীন উন্নয়নের জন্য গ্রামীন কুটীর শিল্পীদের সাহায্য দানের জন্য এখানে ৬ কোটি ৮১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা বাজেট পেশ করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী। হয়তো বিরোধী দলের সদস্যরা এইটাকে পছন্দ করেন না। কেন না তারা দলীয় স্বার্থে, তাদের ক্যাডারদের স্বার্থেতো আর এটা করা হচ্ছে না। এটা করা হচ্ছে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে—ত্রিপুরার দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থে এই টাকা আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেছেন। আর এইটা বিরোধী দলের সদস্যরা হয়তো পছন্দ করেন না। তাহলে তাদের আমি জিজ্ঞেস করতে পারি যে, তাহলে আজকে তারা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ লোকের বিরোধীতা করছেন, কেন?

এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস একটা কাট মোশন এনেছেন। হয়তো তার বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় সেখানে এই কাটমোশন এনেছেন। কারণ আমরা দেখেছি বিগত দিনে। বামফ্রন্ট সরকার যে মিনি ব্যারেজ প্রকল্প করেছিলেন সেখানে? তারা কি করেছিলেন? সারা ত্রিপুরার কথা আমি বলতে চাই না। আমি সাতচাঁদ ব্লকে গিয়েছি—মিনি ব্যারেজ কোন জায়গায় হবে, কোথায় হবে উঁচু জমিতে হবে না লুঙ্গা জমিতে হবে, নাকি সমতল ভূমিতে হবে সেটা আমিও নিজেও বলতে পারিনাই। আপনারা বিগত দশ বছরে যে সব মিনি ব্যারেজ করেছিলেন সেই মিনি ব্যারেজের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ তাদের ক্যাডারদের নামে দিয়েছেন সেই ইলেকসনের আগে। কোন কাজ নাই তবু দলীয় ক্যাডারদের কাজ দিতে হবে—মিনি ব্যারেজ-এর কাজ দেওয়া হয়েছে। আর তারা এতে লক্ষ লক্ষ টাকা কারচুপি করেছে। এটা আর এখন হবে না। তাই তারা এই ডিমাণ্ড বিরোধীতা করছে। ২৪ লক্ষ লোকের জন্য এই টাকা এখানে ধরা হয়েছে। এটাতো আমাদের মন্ত্রী এম, এল, এ, দের জন্য ধরা হয় নি। কাজেই এটাকে পছন্দ না করার কি কারণ থাকতে পারে আমি বুঝি না। এটাকে বিরোধিতা করার অর্থই হল ২৪ লক্ষ লোকের বিরোধিতা করা। সুতরাং এই হাউসে যদি আপনারা এটাকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন তাহলে আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাব।

আর একটা ডিমাণ্ডে দেখলাম যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী চা বাগানের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছেন। সেটাকে কেন আপনারা সমর্থন করবেন না? এটাকে সমর্থন না করার অর্থই তো হল চা বাগানের শ্রমিকদের বিরোধিতা করা। এই টাকা কার জন্য? এটা কি মন্ত্রীদের জন্য? আমাদের সাব্রুমে দুইটা চা বাগান আছে। সেখানে কো-অপারেটিভ করে আপনারা কয়েক লক্ষ টাকা মেরেছেন। একটা মেশিন কিনে এনেছেন দেখিয়েছেন বাইরে থেকে। কিন্তু এটা আমার বোনের জামাই থেকে ১২,০০০ টাকা দিয়ে কিনে এনেছে। কাজেই আমাদের ডিমাণ্ডটাকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের যে সমস্ত কাট মোশন আনা হয়েছে সেগুলিকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

**মি: স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

**শ্রীফয়জুর রহমান ( কৃষি ) :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে সেই কাট মোশনগুলির সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

স্যার, শিল্পোদ্যোগী নির্বাচনে প্রকৃত বেকারদের স্বার্থবিরোধী নীতি গ্রহণ সম্পর্কে। এই সম্পর্কে আমাকে এই কথা বলতে হচ্ছে যে, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে যাদের সমাজের বন্ধু বলা হয়—যারা তাঁতী, তাদের বিগত ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের তাঁত

শিল্পকে পুর্ণজীবন দান করেছেন। এবং সেজন্য তাদের জীবন ও জীবিকা তাঁত শিল্পের উপর নির্ভরশীল তাদের স্বার্থে গাঁওসভা ভিত্তিক প্রতিটি মহকুমায় তাঁতিদের নিয়ে সমবায় গঠন করেছিলেন। এবং সেই সব সমবায়-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা এবং আরও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে আমরা কোন দিন দেখি নাই যে, সরকারী উদ্যোগে তাঁতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই বামফ্রন্টই ত্রিপুরার রাজ্যে প্রথম সরকারী উদ্যোগে তাঁতীদের প্রশিক্ষন দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এবং তাঁতীদের মধ্যে যারা ভাল কাজ জানে তাদেরকে রাজ্যের বাইরে থেকে পশ্চিমবঙ্গ, দল্লী প্রভৃতি জায়গায় আরও উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য পাঠান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বাক্রমণ্ট ক্ষমতায় এসে তাঁতীদের ভর্ত্তুকীতে সুতা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। শতকরা ৭৫ ভাগ ভর্ত্তুকীতে তাঁতীদের সুতা দেওয়া হয়েছিল। তারপর যারা বয়স্ক তাঁতী, তাদের জন্য বি, ডি, সির সিদ্ধান্ত নিয়ে চশমাও দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, ধর্মনগরের কদমতলা, জলেবাসা ইত্যাদি এলাকার হাজার হাজার তাঁতীকে এই ভাবে চশমা দেওয়া হয়েছিল। আগে এই তাঁতীরা তাদের তৈরী করা গামছা নিয়ে শহরের অলিতে গলিতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিক্রীর চষ্টা করতেন। আর এই বামফ্রন্ট আসার পর তাদের জন্য কর্পোরেশান করে দিয়েছিলেন। সেই কর্পোরেশান থেকে টাকা নিয়ে তারা সুতা কিনেছেন এবং সেই টাকা তারা কিস্তিতে ফেরত দিয়েছেন। আর আজকে আমরা কি দেখছি, এই ৫ মাসে তাদের হাতে কোন কাজ নেই। তাদের তাঁত বন্ধ। কাজের জন্য তারা আজকে হাতে কোদাল তুলে নিয়েছে এবং কোদাল নিয়ে তারা আজকে কাজ পাচ্ছে না। তাদের আজকে কাজ নেই —যারা ও, ওব. সি, ও বি,সি বলে সারা ত্রিপুরায় চিংকার করতেন তারা আজকে কোথায়। এই সব তাঁতীরা যে সব কাপড় তৈরী করতেন তাদের সেই সব কাপড় ভারতের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। তাদের কাপড় বিক্রী করার জন্য শিলচর. শিলং এমন কি কলিকাতা দিল্লীতেও সরকারী উদ্যোগে বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। ত্রিপুরার এই সব জাতি উপজাতির তাঁতীদের তৈরী কাপড় ত্রিপুরার বাইরে কি ডিমাণ্ড সেটা মাননীয় মন্ত্রী বোধ হয় জানেন না।

আজকে সেই দিক থেকে সমস্ত সু:যাগ থেকে বঞ্চিত তাঁতীরা এবং তাদের সম্পর্কে এই সরকার কোন চিন্তা করছেন না। তাই আজকে তাঁত শিল্পীরা বিপন্ন। এছাড়া গ্রামীণ কুটীর শিল্প। গ্রামের কামার কুমার চর্মশিল্পী, খোর শিল্পী. চিড়া মুড়ি যারা বিক্রী করে দুঃস্থ গ্রামের মানুষ এরা বামফ্রন্ট আমলে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করত সেগুলি থেকে আজকে তারা বঞ্চিত। তাদেরকে ইন্টারভিউর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আই, আর, ডি. পি, এন, আর. ইপি এর মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এখন এই সরকার সমস্ত বন্ধ করে দিয়েছে। বিভিন্ন গাঁও সভাতে আমরা দেখেছি ১০/১৫.জন করে ট্রেনিং সেণ্টার খোলা হয়েছিল ছয় মাসের ট্রেনিং এর জন্য। তারা সেখানে ১০০

টাকা করে স্টাইপেণ্ড পেত। কেণ্ডল, দেশলাই, পাটি যারা তৈরী করে তাদেরকে ঋণ দেওয়া হতো বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। আজকে সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের চা শিল্প, সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রান্ট ইন অ্যাইড সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ডিমাতলী, সদরের দুর্গাবাড়ী লীলা চা বাগান, এগুলির শেয়ার ক্যাপিটেল বন্ধ করে দিয়েছে এই সরকার। বামফ্রন্ট সরকার এই বাগানগুলির জন্য সাবসিডি দিত শ্রমিকদের স্বার্থে। সেখানে সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছিল। আজকে এই সরকার সমস্ত বন্ধ করে দিয়েছে। আজকে চা বাগানের শ্রমিকরা অনাহারে অর্ধাহারে মরছে। বাগানে এবং বিভিন্ন গাঁওসভাতে শ্রমিকদের অবস্থা সিরিয়াস। আজকে এই বাগানগুলি হচ্ছে এই রাজ্যের জাতীয় সম্পদ সেগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

এবং যে চারাগুলি তুলে রাখা হয়েছিল লাগানোর জন্য, আজকে টাকা না থাকায় হাজার হাজার টাকার চারা নষ্ট হয়ে, যাচ্ছে। তার জন্য এই সরকার কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছেন না। রিক্সা শ্রমিক, দিন মজুর, ক্ষেত মজুর তাদের জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে কোন ধরনের আইন ছিল না। তাদের জন্য কোন মজুরী নির্ধারন ছিল না। স্যার, নারী শ্রমিক, পুরুষ শ্রমিকের কি অবস্থা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে? উনাদের দলের নেতারা যারা বড় বড় জোতদার তাদের বাড়ীতে বছরে পর বছর একটি লুঙ্গি, এক টি গেঞ্জী আর ৫০/৬০ টাকার বিনিময়ে কৃতদাসের মত কাজ করতে হত। নারী শ্রমিকদের ব্যবহার করতেন বাসন মাজার কাজে। তাদের স্ত্রীরা বিলাসিতা করেছেন। আর নারী শ্রমিকদের দিয়ে বাসন মাজার কাজ থেকে আরম্ভ করে সব রকমের সাফাইয়ের কাজ করতেন। আর বিনিময়ে পেয়েছে ঠাণ্ডা ভাত, কিংবা ডাল ভাত। আর কিছুই ছিল না তাদের জন্য আর বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষেত মজুরের স্বার্থে আইন তৈরী হয়েছে। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নজীর। রিক্সা শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁরা কি ব্যবহার করতেন? রিক্সাওয়ালাদের ডাকতেন, এই রিকসা শুনে যাও বলে। তাদেরকে আমরা বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় ক্ষমতা আসার পর ব্যাঙ্ক থেকে কিংবা আই, আর, ডি, পি থেকে হাজার হাজার রিকসা হাজার হাজার শ্রমিকদের লোন দিয়েছি। কিন্তু আজকে সব বন্ধ। আজকে হাজার হাজার রিকসা শ্রমিক, ঠেলাওয়ালা বঞ্চিত। স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে চর্ম শিল্পীদের অবস্থা কি ছিল? আমরা দেখেছি, চর্ম শিল্পীরা ফুটপাতেও বসার জায়গা পেত না আর আজকে ঐ দেখুন, আমাদের ধর্মনগরে আপনাদের কংগ্রেস ভবনের সামনে শেড তৈরী করে দেওয়া হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। এই ধর্মনগর, কৈলাসহর, ভাটি অভয়নগর সদরের বিভিন্ন জায়গায় চর্ম শিল্পীদের জায়গা করে দেওয়া হয়েছে তাদের কাজের জন্য।

**মিঃ স্পীকার :**—, মাননীয় সদস্য সময় শেষ হয়ে গেছে। বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

**শ্রীফয়জুর রহমান :—** স্যার, আজকে সংখ্যা লঘুদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে ক্ষেত মজুর, দুঃস্থ মহিলা যারা আছে তাদের কি অবস্থা। তারা জানেন না, তারাও এই রাজ্যেরও নাগরিক। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে তারা জানতেন না তারা নাগরিক কিনা। আমি জানতাম না কত নম্বর নাগরিক আমি

বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণের স্বার্থে আগরতলাতে একটা ওয়াকফ বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। এর আগে মসজিদ পট্টিতে একটা শুধু সাইনবোর্ড ছিল, এর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী কে, তাদের কোন হদিশ ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১০ বৎসরে ৫০০ ওয়াকফ সম্পত্তি গেজেট নোটিফিকেশান করেছিলেন যা বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস সরকার করতে পারে নি বিগত কংগ্রেসী আমলে ধর্মনগরে রেল বোর্ড ওয়াকফের সম্পত্তি নিয়েছিল এবং এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ২লক্ষ টাকা দিয়েছিল। এই ২ লক্ষ টাকাই তৎকালীন কংগ্রেসী মন্ত্রী ওয়াজেদ আলী আত্মসাৎ করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার এসে এই ব্যাপারে অডিট করিয়াছেন এবং আমরা মামলা করব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। শুধু ওয়াজেদ আলী মহোদয়ই নন, অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারাও টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুসলিম ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। স্যার বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীরতনলাল ঘোষ।

**শ্রীরতনলাল ঘোষ** (খয়েরপুর) :— স্যার, এই বাজেট বক্তৃতায়ও আমি বলেছি এবং আবারও আমাকে বলতে হচ্ছে পাপ যারা করে প্রায়শ্চিত্তও তাদেরই করতে হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মত একটা পার্টিকেও রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে? সেই জন্যই উনারা ১০ বৎসর ধরে এত কুকর্মের পরও, যে গণতান্ত্রিক বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করবে, সে বাজেটের উপর কাটমোশান এনেছেন। আপনারা অনেকেই জানেন যে ২রা ফেব্রুয়ারী নির্ব্বাচন হওয়ার আগে জিরাণীয়া ব্লকের অধীনে একটা পঞ্চায়েতে প্রধান ছিলাম। তৎকালীন সময়ে জিরানীয়া বি, ডি, সির চেয়ারম্যান ছিলেন মাননীয় শ্রীরশিরাম বাবু, যিনি আজকে হাউসে উপস্থিত নেই। উপস্থিত থাকলে আরও জমত। মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় একটা কাটমোশান এনেছেন মিনি ব্যারেজ সম্পর্কে। স্যার' ১৯৮৬-৮৭ ইং সালে জিরাণীয়া ব্লকে মোট কত মিনি ব্যারেজ করা হয়েছে তা দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন হয়েছিল মাননীয় সদস্য রশিরাম বাবুকে চেয়ারম্যান করে। আমরা

বি, ডি, ও সাহেবকে বললাম আপনার খাতাটা সঙ্গে রাখবেন আমরা সরেজমিনে দেখতে চাই। সকাল ৮ ঘটিকার সময় আমরা সবাই মিলে রওনা হলাম এবং সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল ঘুরে প্রকৃত অবস্থায় আমরা দেখতে পেয়েছি ১৯ টা মিনি ব্যারেজ। অথচ, হিসাবটা খাতায় লেখা ছিল ১২৬টা মিনি ব্যারেজ করা হয়েছে। শুধু জিরাণীয়া ব্লকেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে চিন্তা করে দেখুনতো সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মিনি ব্যারেজের অবস্থা কি হবে। আমি মাননীয় সদস্য নকুল বাবুকে বলছি রাজনীতি করতে হবে তো, তাই বাজেটের উপর কাটমোশান আনতে হবে, তাই এনেছেন।

সারা ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা কি রকম ছিল এইগুলি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, যেহেতু আমি এই অঞ্চলে কাজ করি এবং তৎকালীন সময়ে বি, ডি, সির মেম্বার ছিলাম তাই আমি আশা করি মাননীয় সদস্য এই কাট মোশান উঠিয়ে নেবেন এবং আমাদের সমর্থন করবেন। এখানে মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান বলেছেন গ্রামে তাঁতীদের, কুম্ভকারদের, বিড়ি শ্রমিকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন, হাসি পায় কারন এইভাবে বিগত ১৩ বছর ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করেছেন, মাথায় লাল টুপি পড়ানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন বলেই উনাদের বিরোধী ভূমিকায় বসতে হয়েছে। কারন ডবলিউ, সি, আবের স্কীম এর টাকা সেই স্কীমকে রাজ্য সরকারের স্কীমের টাকা বলে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছিল গ্রামে গঞ্জে, কিন্তু এই টাকা দিয়ে দলবাজী হয়েছে বিড়ি শ্রমিকদের ট্রেনিং এর নামে, তাঁতীদের ট্রেনিং এর নামে দলবাজী হয়েছে। সেগুলি আমি বাস্তব চোখে দেখেছি। কুটির শিল্পের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য তরনী দেববর্মা কাট মোশান এনেছেন। এইগুলি ধোপে টেকার কথা নয়, মানুষ শুনলে হাসবে এবং হাসির রাস্তা তাঁরা আরও পরিষ্কার করছে। উনারা ২০ দফারও বিরোধিতা করেছেন হোয়ের এজ সেই ২০ দফার টাকায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ট্রেনিং সেন্টারগুলি খোলা হয়েছে সেই ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে দলীয় শক্তিকে বৃদ্ধি করার জন্য বলা হয়েছে যে দেখ আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এইগুলি করে দিয়েছে কিন্তু গ্রামে গঞ্জের মানুষ বুঝে নিয়েছেন ডি, আর ডবলিউব যে স্কীম সেই স্কীমটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম। তাঁতীদের জন্য সূতা বস্থ কেনা হয়েছে এটা গ্রামে গঞ্জে যারা কাজ করে, গ্রামের মানুষ জানেন যারা গ্রামের তাঁতী তারা খুব ভাল করে জানেন। এই বিধান সভার বিগত নির্বাচনে প্রত্যেকটা ব্লকে বি ডি, ও এবং সংশ্লিষ্ট কিছু অফিসার রয়েছেন বা ক্যাডার কমরেড যারা রয়েছেন হাজার হাজার লাখ লাখ টাকার বাণ্ডিল দিয়ে চেষ্টা হয়েছে ভোট কেনার। কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পূর্ণ মানুষ তাদের কথা ভুলেনি। বিশেষ করে তাঁতীদের যে ট্রেনিং এই ট্রেনিং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সেই টাকা নিয়ে ওরা চেষ্টা করেছেন দলবাজী এবং দলীয় শক্তিকে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়। একটা কথা বলা যায় সারা ত্রিপুরা রাজ্য তৎকালীন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকায় চেষ্টা করেছেন নিজেদের দলীয় স্বার্থকে বৃদ্ধি করতে, নিজেদের রেজিমেন্ট ফোর্সকে আরও কড়া পাকা মাজা দিয়ে রেখেছেন। এই

কারনে যে কোন সময় যাতে গণতান্ত্রিক বিরোধী শক্তিকে যাতে পঙ্গু করে দেওয়া যায়, এই রকম হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে। রিকসা শ্রমিকদের গলা কেটে চাঁদা আদায় করা হয়েছে এই রকম উদাহরণ রয়েছে। রিকসা শ্রমিকদের বলা হয়েছে লাল টুপি মাথায় পড়ে যদি বিকালে মিটিং-এ না যায় তাহলে বুঝিয়ে দেওয়া হবে ইত্যাদি কথা বলা হয়েছিল। কারা বলেছেন এই সব কথা সেই বিরোধী যারা এখন বিরোধী বেঞ্চে বসে আছেন। আমাদের বাজেট নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে এবং কাট মোশান আনা হচ্ছে, এই সঙ্গে আমি একটা ছোট্ট কথা মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের মাধ্যমে বিরোধী সদস্যদের বলছি। উনারা যে বিপদজনক খেলা করছেন। এক দিকে কাট মোশনের খেলা তার থেকে বড় কথা উনারা আজকে সারা ত্রিপুরায় একটা লক্ষ্যে ছুটছেন সেটা হলো মেয়েদের স্ত্রীলতা হানী করে কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা যায়। কাট মোশনের ভিতরে এটা আছে এটা বাইরে নয় আপনারা চেষ্টা করছেন, সাংঘাতিক ভাবে চেষ্টা করছেন কি ভাবে নতুন করে ত্রিপুরা রাজ্যে অশান্তির চেষ্টা করা যায় এটা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের মাধ্যমে এই খেলা খেলতে চেষ্টা করবেন না। কারন গণতান্ত্রিক মানুষ সব বুঝতে পেরেছে, মাননীয় সদস্য নকুল বাবুরা যতই চেষ্টা করুন মানুষ বিভ্রান্ত হবে না। বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছেন ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন করে অশান্তির রাজ্য সৃষ্টি করতে।

এক জানত ব্রিটিশ, আর এক জানে কমিউনিষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় দলবাজি কিভাবে করা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে তা মার্কসবাদীরা জানে। বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে কাট-মোশান এনেছেন এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

**মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :** মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

**শ্রীরতনলাল ঘোষ :** — স্যার, এখানে সমবায় সমিতির কথা বলা হয়েছে চা শিল্পের কথা কথা হয়েছে। আমি সমবায়ের কথা বলছি। তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী বীরেন দত্ত দলুরাতে একটা বিস্কুট কোম্পনী খারার জন্য উদ্বোধন করেছিলেন। সেখানে ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। আজকে সেখানে কি হচ্ছে, ছাগল বান্ধা হচ্ছে। সেই ৩ লক্ষ টাকা কোথায় গেল ? কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের যে বাজেট এখানে আনা হয়েছে তাতে উনারা যে কাট মোশান এনেছেন, আমি বিরোধী দলের সদস্যদের বলব। এগুলি না এনে, বাজেটকে সহযোগিতা করুন এবং সর্বশেষে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে সেগুলিকে আমি সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

**শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া** (জোলাইবাড়ী) :— माननीর অধ্যক্ষ মহোদয় আং ই কাটমোশান সমর্থন খৌলাইঅ। কিন্তু আং ই বাজেটন মানি মানয়া। তাম অংগৌই মানি মানয়া যে কোন উপজাতি বা গরীব বরগ' সমবায় সমিতি বা বা চাষীরগণি বাগৌই কতকগুলি রাং তংগ' সেই রাংন পর্যন্ত বন্ধ খৌলাই রৌ বাইখা। তাছাড়া যখন পুষ মাসনি মাই চৌলাই বাগমানি তিনি ত'৩১ তারিখ আংখা। আষাঢ় মাসনি পৌষ মাইন চারা আষাঢ় মাস খৌলাইনা নাংগ। তাবুক পর্যন্ত পুষ মাসনি মাই-চৌলাই বাগজাগয়া। যে ৩০ বৎসর অভিজ্ঞতা আংখা কংগ্রেসনি সামুংগ'। পুষ মাইনি মাই-চৌলাই বাগখা ভাদ্র মাস তাই হুগ'নি মাই—চৌলাই বাগখা আষাঢ় মাস। আষাঢ় মাস চাং হুগনি মাই রালাই তংগ'। এই ব্যাপারে যতন চিন্তা খৌলাইনানি বাতা' আংখা। অর ত' সরকার কীতাল? যত কিছুন ওয়ান সাগৌই নাইয়া। চাং রাংয়া হীনর ব' গসিয়া। প্রত্যেকন চাং বিধান-সভা আচুগৌই। প্রশ্ন খৌলাইমানি যদি ঠিকমত উত্তর রৌঅয় মানয়া হীনখে, চাং সরকার কীতাল হীনয় ব' গসিয়া। প্রত্যেকটা গরীব বরগ-রগনি বা উপজাতি চিনি বরগরগ শুধুমাত্র দিনমজুরী হিসাবে যে খীতাং নাঅয় তাগজাগ' মানে তাগয় ৪০ টাকা খৌলাই বরগ' মান। আব ব' মজুরী হিসাবে। আবব বন্ধ খৌলাই রৌনানি হীনখে যারা উীরা উীঅয় চানাই আবব বন্ধ খৌলাই রৌনানি হীনখে বমতীই খৌলাই বরগ' থাংনাই। একদিক দিয়া খৌলাই তংখা বনমন্ত্রী, ব খৌলাইখা Forest under অ' জুমিয়া পুর্নবাসন মানয়া। যে ১০ বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার বাই চাং আলোচনা আংখা একমাত্র বরগনি ফসলনি সুফল মানথাং হীনয় থাইলিক, থাইপাং কাইনানি, আনারস বাগান খৌলাইনানি সুযোগ মানথাং। হা' সে ফালাই মানয়া ফান ফসল ফালাই ত' চাঅয় মানানো। আবব বন্ধ খৌলাইখা। হাজার হাজার আদিম যে, জুমিয়া রগনি থাংনানি কোন ব্যবস্থা কীরৌই। একমাত্র উাঅয় চানানি সামিসে। কিন্তু ৫ মাস যে কোন জাগা' যে উন্নয়ন খৌলাইমানি কংগ্রেস তাই T. U. J. S. ফাইঅাই শেষ আ গৌই থাংখা। যারা গরীব-রগ Agriculture অ' কিছু সংখ্যক চাকুরী বা দিন হাজীরা তংনাইরগ থাংয়া হাইখো মানয়া অমতীই—রগন গৌরীবাবু যতন' রৌখালাই রহর বাইখা। বনব বুখুগ' মুথুবখা। চিনি পাহাড় যারা গীনাং গীনাংরগ' হীনখে সাহায্য মানখা তাই গরীব-রগ হীনখে মানালয়া আবন ব্যায় বরাদ্ধ বাজেট খৌলাইমানি সমর্থন খৌলাই মানয়া। নতুন যে কোয়ালিশন সরকার মন্ত্রীরগ কীবাংমা। সে ত্রিপুরা রাজ্য-কল-কারখানা কীরৌই' শিল্পীর কীরৌই, রেলরাস্তা ব' কীরৌই। এছাড়া অশিক্ষিত বেকার ব' লক্ষ লক্ষ তাই শিক্ষিত বেকার ব' লক্ষ লক্ষ অ জিনিষন চিন্তা খৌলাইন দরকার তংগ। যে বিগত বামফ্রন্টনি আমল ১০ বৎসর অ' বিভিন্ন রকম উন্নয়ননি লামা রমমানি বাগৌইন চীন' বলংনি রাজত্ব হীনজাগ'। আবন যতন চিন্তা খৌলান ওয়ান সাগৌই জাতি-উপজাতি যতন থাংনানি পথ ডেইলি বাজেটয়া ফাইদি কাট-মোশনন' সমর্থন খৌলাইঅয় যাতে এই বাজেটন তাইসা পরিবর্তন খৌলাইঅয় যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দব' বাড়িমানি ফলে তাইব রাং কীবাং মানানো হীনয় - আশা খৌলাইঅ। তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী রাজীব গান্ধীবাই সালাইখাই তাম' আং ? সাঅয় মানয়া। সাখাই বিনি চাকরী শেষ আংনাই। টেলিফোন খীলাই উত্তর রাঅয় রানাই। চাং বিরোধী পার্টি' সরকার খীলাই তংফারী লড়াই খীলাই রাং কীবাং তুবুমানি। কিন্তু বরগ' তুবুই মানয়া। তুবুই মানয়া। আবনি বাগাইন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার ব' সারাগয়া। আসীকন তীলাং থাংদি হীনয় হীনজাগ। কালগযা হীনয সানানি ক্ষমতা কীরাই। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর তাইসা চিন্তা খীলাই চিনি ত্রিপুংসা আদিম যারা জুমিয়া খীলাই মাননানি সুযোগ রাথং হীনয়ন আং আনি কক্ পাইরাখা। ধন্যবাদ।

— বঙ্গানুবাদ —

**শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কাট মোশান সমর্থন করছি। কিন্তু আমি এই বাজেট সমর্থন করতে পারছি না। কেন সমর্থন করতে পারছি না, সেটার কারন হচ্ছে উপজাতি বা গরীব অংশের মানুষ, সমবায় সমিতি, এবং সাধারণ কৃষক বা চাষীদের জন্য যে বরাদ্ধ টাকা সেটা পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পৌষ মাসে বোরো করার জন্য যে বীজ ধান দেওয়া হয়, সেটা আষাঢ় মাসে দেওয়ার কথা অথচ আজকে আষাঢ় মাসের ৩১ তারিখ হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত পৌষ মাসের বীজ ধান দেওয়া হয়নি। ৩০ বৎসর কংগ্রেস রাজত্ব এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, পৌষ মাসের বীজ ধান ভাদ্র মাসে আর জুমের বীজ ধান দেওয়া হয়েছে আষাঢ় মাসে। অথচ আষাঢ় মাসে জুমের ধান কাটা হয়। এই ব্যাপারে সবাই চিন্তা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। নতুন সরকার আসার পর এসব কিছু চিন্তা করে দেখছেন না। আমরা কিছুই জানিনা বলে স্বীকার করেন না। বিধান সভায় আমার প্রশ্নগুলির ঠিকমত উত্তর দিতে পারেন না, আবার নতুন সরকার বলেও স্বীকার করছেন না। আমাদের উপজাতি অংশের গরীব মানুষ যারা দিন মজুরী হিসাবে সূতা নিয়ে কাপড় তৈরী করেন। এরা প্রত্যেকে প্রতিটা কাপড়ে ৪০.০০ টাকা হিসাবে পেযে থাকেন। এই টাকা মজুরী হিসাবে দেওয়া হয়। এটাকে যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যদি বাঁশ বেতের মাধ্যমে যারা নানা রকম জিনিষ তৈরী করেন এটাকেও যদি বন্ধ করে দেওয়া তবে এরা কি করে বাঁচবেন ? আর একদিকে বনমন্ত্রী বলে দিয়েছেন ফরেষ্ট রিজার্ভ' এর মধ্যে জুমিয়া পূর্ণবাসন দেওয়া হবে না। যে ১০ বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম যাতে তারা ফসল করার সুযোগ পেতে পারে। কলা, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি বাগান যাতে করতে পারে। জায়গা হয়ত বিক্রি করতে পারবেনা কিন্তু জমির ফসল তা এরা বিক্রি করে খেতে পারবেন। এটাও বন্ধ করে দেওয়া হল। হাজার হাজার আদিম জুমিয়াদের বাঁচার আর পথ রইল না। একমাত্র বাঁশের তৈরী জিনিষ বিক্রি করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যে কোন জায়গায় যতটুকুই উন্নয়ন হয়ে থাকুক না কেন এই

কংগ্রেস ও T. U. J. S. সরকার এটা ৫ ( পাঁচ ) মাসের মধ্যেই শেষ করে দিয়েছে। যারা গরীব অংশের মানুষ, কিছু সংস্থক Agriculllture & ডেইলী worker হিসাবে কাজ করতেন, গৌরী শঙ্করবাবু গিয়ে এদের বাদ দিয়ে দিয়েছেন। গৌরীশঙ্করবাবুর মুখও বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের পাহাড় এলাকায় যারা ধনী এরা সাহার্য্য পেয়েছেন। আর যারা গরীব অংশের মানুষ এরা বঞ্চিত হয়েছে। এর জন্যই এই ব্যয় বরাদ্দের বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। নতুন যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে, এদের মধ্যে মন্ত্রীর সংখ্যা অনেক দাড়িয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে কলকারখানা নেই, নেই শিল্প, নেই রাস্তা। এছাড়া অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ আর শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে তো চিন্তা করার দরকার আছে। বামফ্রণ্টের আমলে বা সময়ে ১০ বৎসরে যে, বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, তার জন্যই আমাদেরকে জঙ্গলের রাজত্ব বলা হয়েছে। এই সবকে চিন্তা করেই জাতি উপজাতি সবাই মিলে বাঁচার পথ হিসাবে বাজেটকে সমর্থন না করে, কাট মোশানকে সমর্থন করুন। এই বাজেটকে পরিবর্তন করে, যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনীষ পত্রের দাম বাড়ছে, তারজন্য আরও বেশী টাকা ধরে নেওয়ার আশা করছি। আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, রাজীব গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করছেন না কেন ? করবেন না। যদি বলেন, উনার মন্ত্রীত্ব শেষ হয়ে যাবে। টেলিফোন করে উনি এর উত্তর দিয়ে দিবেন। আমরা যখন বিরোধী পার্টিরা মন্ত্রীত্বে ছিলাম তখন অনেক লড়াই করে বেশী টাকা বরাদ্ধ করে এনেছি। কিন্তু উনারা পারবেন না। তার জন্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে সাহস পাচ্ছেন না এতটুকুই নিয়ে যান বললে, মাননীয় সুধীরবাবু আর সঙ্কটের কথা বলার সাহস পান না। ত্রিপুরা উপজাতি কল্যান দপ্তর আবার চিন্তা করুন যাতে ত্রিপুরার আদিম যারা জুমিয়া তাদের আবার জুম করার সুযোগ দেওয়া যায়, এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

**শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ** ( মোহনপুর ) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে দেখছি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বাজেটের ডিমাণ্ডের উপর কতগুলি ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। কেন যে এনেছেন তা বুঝা মুস্কিল। কারণ সেদিন তারা বলত যে, তাদের দল দ্বারা গঠিত সরকার জনগণের সরকার। কাজেই সেদিন আমরা যেসব ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছিলাম সেগুলিকে জন বিরোধী কাজ বলে আপ্যায়িত করেছিল। তাহলে আজকে আমি জানতে চাই যে-এখন

যে সরকার আছে সে সরকার কি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত জনগণের সরকার নয়? জানিনা তারা কি বলবে তবে আমরা ত জানি যে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন নিয়ে সসকার গঠিত হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সেদিন যে রকম তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে সরকার গঠন করেছিল। তাহলে ত তারা তাদের ব্যাখ্যা মত জনবিরোধী কাজ করেছেন এই ছাঁটাই প্রস্তাব এনে। যেখা'ন আজকে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের ভাগ্য নির্বাচিত হচ্ছে এই বাজেটের মাধ্যমে। মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান কুটির শিল্প সম্পর্কে বলেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সরকারের আমলে ত্রিপুরাতে কুটিরশিল্প বলতে কিছু ছিল নাকি? ভারতে মিনি ইণ্ডাস্ট্রিজের একমাত্র চিন্তা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রি করে গ্রামের মানুষকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। আজকে অবাক লাগল মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমানের কথা শুনে। যে তিনি কি করে ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিজের কথা তুললেন। এই ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিজের জন্য যে টাকা এনেছিল সে টাকা দিয়ে ত তারাই সেদিন লেনিনের উৎসব করেছিলেন। তাদের আমলের চরকা, আমরা এখন মাটি থেকে কোন প্রকারে তুলে এনেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার ওরা বলেছেন যে তারা চিড়া, মুড়ি, বেত, বাঁশ, কুম্ভকার, সুত্রধর, কর্মকার প্রভৃতিকে ভিলেন ইণ্ডাস্ট্রিজের জন্য ঋণ দিয়েছিলেন। আমি যদি তাদের কাছে জানতে চাই যে, সত্যিই কাদের ঋণ দিয়েছিল। হয়ত তারা বলবেননা কিন্তু আমি বলছি যে সেদিন যারা শ্লোগান দিয়েছিল তাদের কথা মত তারাই পেয়েছিল।

আপনারা যা আরম্ভ করেছেন এই বিধানসভায়। সেদিন ১৯৮৩ সালে যখন এসেছিলাম এই বিধানসভায় তখন আমি আপনাদের বলেছিলাম যে, আগামী পাঁচ বছরে আপনাদের এই বিধানসভা ত্যাগ করতে হবে। আজকে কয়েকজন বিধায়ক এসেছেন, ভাল কথা, আমার মনে হয় আপনারা যেভাবে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বিরোধিতা করছেন তাতে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের চিনে ফেলেছে। আগামী পাঁচ বছর পরে আর আপনারা থাকতে পারবেন না। এই বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারবেন না। কারণ আপনাদের চরিত্র আজকে ত্রিপুরার মানুষ চিনতে পেরেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে গ্রামীন ইণ্ডাষ্ট্রিজের কথা বলা হয়েছে। গ্রামের মহিলাদের সেলাই মেশিন দেবার কথা ছিল। সেই মেশিনগুলি আছে কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি। তাদের শুধু ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ইনকিলাব জিন্দাবাদ। একজন মহিলাকেও শেলাই শেখানো হয়নি, পরিবর্তে তাদের শিখানো হয়েছে ইনকিলাব জিন্দাবাদ। তারপর তারা আবার বলছেন গরীবের সরকার।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই শ্রমিক দরদী কথা বলেছেন, শিল্প সম্পর্কে বলছেন,

আমার বামুটিয়া কো-অপারেটিভ চা বাগানটি পরিচালনা করছেন কানু মজুমদার। সেখানে এই কানু মজুমদার কী করছেন? সেখানে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করে দিয়েছেন এবং আজকে তিনি পাঁচটা গাড়ী কিনেছেন। লজ্জা হয়না? আজকে আবার তারা বলেছেন শ্রমিকদের কথা। প্রশ্ন করেছেন আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে, ত্রিপুরাতে কতজন স্থায়ী এবং কতজন অস্থায়ী শ্রমিক রয়েছেন। অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী কোন করা হচ্ছেনা ইত্যাদি। আশ্চর্য্য লাগে। আপনারা যেখানে দশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তখন আপনারা প্রায় ১২ হাজার শ্রমিকদের অস্থায়ী করে রেখে দিয়েছেন। আর আজকে মাত্র পাঁচ মাস হয় এই কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, সরকার ক্ষমতায় এসেই কি করে তাদের সকলকে স্থায়ী করে ফেলবেন? শুধু শ্রমিকদের নামে তারা রাজনীতি করেছেন। আজকে যারা শ্রমিক দরদী শ্রমিকদের কথা বলছেন, তারাই আজকে আমার কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে বাজেট এনেছেন সেই বাজেটের বিরোধিতা করেছেন। আজকে তাদের চরিত্র পরিস্কার হয়ে গেছে আজকে তাদের চরিত্র ঝিক ঝিক করছে।

আপনারা তো খুব হৈ চৈ করেছিলেন যে, ২ নং এম, এল, এ, হোস্টেল আপনারা ছাড়বেন না। আমরা যখন বিরোধী ছিলাম তখন আপনারা আমাদের ২ নং হোস্টেল দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরাতো আপনাদের তা করিনি। আপনাদের আমরা ২ নং হোস্টেল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের এম, এল, এ,—সীপ কি চলে গেছে, না আমরা এম, এল, এই রয়েছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তবু ওদের লজ্জা হয়না। জনগণ আজকে ওদের একেবারে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে তাঁত শিল্পের কি অবস্থা ছিল তার সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। আমাদের খাদি এর গোডাউনে প্রায় দুই কোটি টাকার তাঁত বস্ত্র তারা পচিয়ে দিয়েছেন। আমার এই ত্রিপুরা রাজ্যের মাল বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর এই কাপড় তারা কাঁচা রং দিয়ে তৈরী করেছেন। এবং এইটা নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করেছেন।

এই কাপড়গুলি তারা নির্বাচনের কাজে বিলি করতেন। আজকে বাইরে থেকে কাপড়গুলি নেন নি। কাজেই চুরি ধরা পড়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তৈরী কাপড় তারা নিতে চান না। তাঁতীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে স্যার। সেদিন আমি বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলাম—চারটি পরিবার তাঁতীকে না দিয়ে তাদের ক্যাডারকে তাঁত দেওয়া হয়েছিল। সেদিন বলেছিলাম, রাতে যাতে তাঁতীদের কাজ করতে সুবিধা হয় সেজন্য ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তারা তা করেন নি। ওদের চরিত্র, ওদের মুখোশটা আর খুলে দিতে চাই না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ওরা আবার বলেছেন মিনি ব্যারেজের কথা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি আবেদন রাখব, বিগত সরকারের আমলে যেসব কাজকর্ম করা হয়েছিল সেগুলির বিরুদ্ধে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। সেদিন আমি বি, ডি, সি, এর মিটিং-এ যখন বক্তব্য রাখছিলাম তখন তারা বলেন যে, আমাদের সরকারের নীতি অনুযায়ী কাজ করা হবে? নীতিটা হচ্ছে তাদের ক্যাডারের জন্য কাজ করা। ওদের চীনে পাঠিয়ে দিন স্যার। বিধানসভায় ওদের স্থান নয়। সুতরাং এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের কাটমোশনগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

**শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল ( কুলাই ) :—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে বাজেটের মধ্যে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন বিরোধী দলের সদস্যরা, এই সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, বিরোধী দলের সদস্যরা যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন এটা আশ্চর্যের বিষয়। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০, মেজর হেড ২৪০৫—এখানে মিনি ব্যারেজ সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তাগণ বলে গেছেন। মাননীয় সদস্য নকুল বাবু ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন মাত্র এক টাকা বাদ দেওয়া হোক বলে। এটা হাস্যকর ব্যাপার।

এখানে উনি মাত্র এক টাকা বাদ দেওয়া হউক তারজন্য ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। ছাঁটাই প্রস্তাব আনতে হবে নইলে আলোচনায় অংশ পাবে না সেজন্য এনেছেন। এই ছাঁটাই প্রস্তাব আনলেন কিসের উপর? না মিনি ব্যারেজ সম্পর্কে। স্যার, বিগত ১০ বছর যাবৎ মিনি ব্যারেজ সম্পর্কে যে নীতি ছিল তার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকছে না, এই জন্য এনেছেন। হ্যাঁ, এটা থাকার কথা নয়। বিগত দিনে ছিল এক সরকার এখন নূতন সরকার এসেছে এবং তার জন্য নূতন নীতি নিয়ে সরকার তার নিজস্ব চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করবেন এটা স্বাভাবিক। ওদের মতের সঙ্গে মিলছেনা কাজেই ছাঁটাই প্রস্তাব আনতে হবে। তাদের যে ব্যারেজের নীতি ছিল সেটা তাদের কমরেড ব্যারেজের নীতি। সেই কমরেড ব্যারেজের নীতিটা থাকছে না বলেই ছাঁটাই প্রস্তাব আনতে হবে। কাজেই এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। আবার এখানে আর একটা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য তরণী দেববর্মা গ্রামীন কুটীর শিল্পীদের সহায়তা দানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ সম্পর্কে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন মাত্র এক টাকার।

আর যেহেতু মাননীয় সদস্য বিমল সিং হাউসে উপস্থিত নেই, কাজেই তার ছাঁটাই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে অটোমেটিক। তারপর আরও দেখছি এখানে আমাদের মানীয় সদস্য রসিরাম বাবুও একটা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, সেটাও মাত্র এক টাকা বাদ দেওয়া হউক। বেশী টাকা বাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব আনার সাহস নেই মাত্র এক টাকা। যেমন বাজারে আমরা দেখতে পাই যে কলম বিক্রী করে মাত্র এক টাকা এক টাকা। এইগুলি আনা হয়েছে আলোচনায় যাতে একটু সুযোগ পাওয়া যায় তার জন্য এটা আনা হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব ক সমর্থন করা যায় না। তিনি বলেছেন যে, বেকারদের স্বার্থ বিরোধী নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন। এই সরকার এসেছেন মাত্র ৫ মাস হল এই ৫ মাসে তিনি বেকারদের বিরোধী কি কাজ দেখেছেন সেটা তিনি দেখাতে পারবেন। আমাদের বর্তমান সরকার দেখেছেন যে, আগেকার সরকারের ত্রিপুরার বেকারদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল। তার ফলে বহু বেকার-এর বয়স সীমা পার হয়ে গিয়েছে। সে জন্য বর্তমান সরকার সেইসব বেকারদের ব্যাপারে স্ক্রটিনি করার জন্য ভিকটিমাইজড কমিটি গঠন করেছেন। কাজেই বেকারদের প্রতি এই সরকারের সজাগ দৃষ্টি আছে। বিগত ১০ বছর আপনারা বেকারদের নিয়ে যে প্রহসন করছিলেন এই সরকার ত্রিপুরার জাতি উপজাতির বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কাজেই বিগত ১০ বছর আপনারা ত্রিপুরার বেকারদের কর্মসংস্থানের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকার কোষাগার থেকে আত্মসাৎ করেছেন।

আজকে এখানে বিভ্রান্ত হয়ে এই হাউসে বাজেটের উপর বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশন আনা হয়েছে এগুলি যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে বোর্ডার প্রোজেক্ট যে যে স্কীমগুলি আছে সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি বরাদ্দকৃত টাকায় চালু আছে। গরীব উপজাতি জুমিয়াদের জন্য। কমলপুরে চাকমা পাড়া গাঁওসভা, সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যে নীতি নির্ধারণ করেছিল। তার জন্য আজকে দুইটি পাড়ায় এই বোর্ডার প্রোজেক্ট স্কীম চালু আছে। সেখানে দশটি গ্রাম আছে। তার মধ্যে তিনটি পাড়া বাদে বাকী সব কয়টি পাড়া বা গ্রাম এই বোর্ডার প্রোজেক্ট স্কীম থেকে বঞ্চিত। এই ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি বরাদ্দকৃত টাকা নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলেছে। ছাওমনু, ডম্বুরনগর ব্লকগুলিতে এই বোর্ডার প্রোজেক্ট স্কীম চালু আছে। কিন্তু এখন সেই সমস্ত গ্রামগুলি থেকে মানুষ এস, ডি, ও এবং ডি, এম অফিসে এন, আর, ই, পি এবং এল, আর, ইপির টাকার জন্য ধর্ণা দিচ্ছে। এর কারণ হল, বামফ্রন্ট সরকার যে নীতি তৈরী করেছিল সেটা উপজাতিদের কল্যাণের জন্য নয়। একটা ছাগল, একটা মুরগ দিয়ে উপজাতিদের কল্যাণ হয় না। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য ব্রজমোহন জমাতিয়া, তিনি তো এক্ষণে অনেক কথা বলেছেন। তিনি

নিজেও একজন উপজাতি, উনি বলুন না একটা ছাগল একটা মুরগ দিয়ে কি ট্রাইবেলদের উন্নয়ণ হবে। আমরা এইসব নীতির পরিবর্ত্তন করতে চাই। বিগত বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত নীতি নির্ধারণ করে গেছেন তা উপজাতিদের স্বার্থের পরিপন্থী। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। জুমের বীজ, জুমের ধান বিলি বণ্টন করতে বর্তমান সরকারের সময় লাগছে। কারণ, বিগত বামফ্রণ্ট সরকার যে নীতি নির্ধারণ করে গেছে সেটাকে পরিবর্ত্তন ব্যবস্থা গ্রহন করতে সময় লাগছে। উপজাতি জুমিয়াদেরকে বীজধান বিলি বণ্টনের আগে সেটা পরীক্ষা করতে হবে যে সেটা আদৌ অংকুরিত হবে কি না। বিগত বামফ্রণ্ট সরকার এই সমস্ত না করে সরাসরি কমরেডদেরকে বীজধান দিয়েছে। আমরা এই সমস্ত নিয়মবিধি পরিবর্ত্তন করতে চাই।

বিগত ১০ বছর যাবৎ উপজাতি জুমিয়াদের বীজ ধান বিলি বণ্টন করা হয়েছে তা বীজ ধানের উপযোগী মোটেই ছিল না। এটা ছিল, কমরেড বীজধান। যার ফলে উপজাতি জুমিয়ারা পঙ্গু অবস্থায় পরিণত হয়েছে। তাঁরা এই কমরেড ফসলের সৃষ্টি করেছিলেন, কমরেড সরকারের নিয়মনীতি অনুযায়ী। এবং এই নীতি অনুযায়ীই কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন। কাজেই এভাবে উন্নয়ণ হতে পারে না। আমরা এইগুলির পরিবর্ত্তন করতে চাই। ১০ বছরের আপনাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, উপজাতিদের পঙ্গু করে দেওয়া। লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু পাহাড়ী দুর্গম অঞ্চলের কলোনীগুলিতে সে টাকা খরচ করা হয় নাই। কারখানার ট্রাইবেলরা কোন সুযোগ পায় নি। এটার জন্য দায়ী নিশ্চয় নব নির্বাচিত সরকার নয়। দায়ী পূর্বতন বামফ্রণ্ট সরকারের। কাজেই উপজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থে এক টাকা ছাঁটাই প্রস্তাব আনা সমর্থন যোগ্য নয়। এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে, এবং অন্যান্য যে সমস্ত কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে ডিমাণ্ড সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর):— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে ইণ্ডাস্ট্রি ও অ্যাগ্রিকালচার এই দুইটি বৃহৎ ডিপার্টমেন্টের ডিমাণ্ডগুলি ভোটের জন্য আনা হয়েছে। এই দুইটি দপ্তরই খুবই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এই দুইটি ডিমাণ্ডের উপর আমরা আমাদের জেনারেল ডিসকাশনের সময়েও বলেছি বিরোধী পক্ষ থেকে। আজ আবার বিরোধী পক্ষ থেকে এই দুইটি ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশনও আনা হয়েছে। আাপ্রুভেল অব দি পলিসি এটা আমি সমর্থন করছি। একটা কাট

মোশন আনা হয়েছে, 'উপজাতি জনগণের জন্য মিনি ব্যারেজ নির্মানের ব্যর্থতা এবং তফ্‌সিল জাতি ভুক্ত মৎস্যজীবিদের সমবায় সমিতির হাত থেকে বে-আইনীভাবে জলাশয় কেড়ে নিয়ে চরম দুর্নীতি সম্পর্কে।' আর একটাতে আছে, "গ্রামীণ কুটীর শিল্পীদের সহায়তা দানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধী-নীতি গ্রহণ সম্পর্কে, আর একটাতে আছে, রাজ্যের চা শিল্প সমিতিগুলিকে গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড, কাম সাবসিডি বন্ধ করে দেওয়া নীতি সম্পর্কে, আর একটাতে আছে, 'শিল্পোদ্যগী নির্বাচনে প্রকৃত বেকারদের স্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ সম্পর্কে। বিরোধী পক্ষ থেকে আমার সদস্য বন্ধুরা তার কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। আমিও কয়েকটি বিষয়ে আপনার মাধ্যমে এই হাউসে উপস্থিত করতে চাই। ডিমাণ্ড নং — ৩৩-ইনভেষ্টমেন্ট ইন জেনারেল ফিন্যানসিয়াল অ্যাণ্ড ট্রেডিং ইন্সটিটিউশন। এখানে স্টেট শেয়ার ক্যাপিটাল ৮ লাখ, আর সেন্ট্রাল শেয়ার ক্যাপিটাল ৮ লাখ টাকা।

স্যার, এই একই আইটেমে, একই হেডে গত বছর ৮৭-৮৮ইং সনের বাজেটে বরাদ্দ ছিল স্টেট শেয়ারে ১৫ লক্ষ টাকা, এবং সেন্ট্রাল শেয়রে ১৫ লক্ষ টাকা। এই বছর জোট সরকার বরাদ্দ করেছেন এই খাতে মাত্র ৮ লক্ষ টাকা। স্যার, ত্রিপুরার হাজার হাজার তাঁতীর আজকে তাঁত শিল্প বন্ধ হয়ে আছে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান তার কিছু উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ৮০ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছেন। এটা প্ল্যানিং কমিশন স্বীকার করেছেন। এটা শুধু আজকের কথা নয় ১৯৭৬-৭৭ইং সালে প্ল্যানিং কমিশন এটা মূল্যায়ন করে দেখেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৮৬-৮৭ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। তার পর বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আলাপ আলোচনা করে ষ্টেট প্ল্যানিং বোর্ডে পরিকল্পনা গ্রহন করে যে দারিদ্র্য সীমার উপরে মানুষকে আনতে গেলে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কুটির শিল্পীদের, কুটির শিল্পে সুযোগ করে দিতে হবে, গরীব কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-হীন জুমিয়া যারা রয়েছে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং আমরা করে দিয়েছিও। ফলে বামফ্রন্ট সরকারের আমলকার বাজেটে গরীব মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং সব অংশের মানুষ এতে অংশ গ্রহন করেছে নিজেদের জীবন জীবিকাকে আরও শক্তিশালী করেছে। বামফ্রন্ট সরকার তাঁতীদের জন্য ৮০টা এ্যাপেকস কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করেছেন এবং তাঁত শিল্পীদেরকে সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এই জোট সরকার মাত্র পাঁচ মাস হয়েছে ক্ষমতাসীন হয়েছে। একই মধ্যে সাবসিডি দেওয়া বাতিল করে দিয়েছে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমে যে সাবসিডি ছিল, তাও বাতিল করে দিয়েছে বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁত করার জন্য যে হাউস তৈরী করার যে সুযোগ সুবিধা তাঁতীরা পেত সেগুলিও তারা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে তাঁতীরা

আজকে অচল হয়ে গিয়েছে। একটা সংকটজনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে তারা দিন যাপন করছে। বাজারে সুতার দাম বেড়ে যাচ্ছে । শুধু এইখানেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেই সুতার দাম বেড়ে গিয়েছে। তামিলনাড়ুতে তাঁতীরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার তাঁতীদের পাশে ছিল বলেই তারা মার খায়নি । এ্যাপেকস হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেণ্ট করপোরেশন এনলিষ্টটেড ৫ হাজার তাঁতীর নিকট থেকে সুতা ও কাপড়ের দামের সঙ্গে সামাঞ্জস্য পূর্ণ মিনিমাম একটা লাভ জনক দাম ঠিক করে তাদের কাছ থেকে কাপড় কিনে নিয়ে বাইরে বিক্রি করে তাঁতী-দেরকে সাহায্য করত। এই করপোরেশনটিকে আরও সংঘটিত করা দরকার। স্যার ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে হাজার হাজার পরিবার বেকওয়ার্ড আছে। তাঁতী, কুম্ভকার, কর্মকার, কাষ্ঠ শিল্পী ক্ষৌরকার, শব্দকর, বাদ্য কর এই সমস্ত গরীব অংশের মানুষ, তারা এস, সি বা এস টি ভুক্ত নয়, কিন্তু বেকওয়ার্ড । এই সমস্ত গরীব মানুষগুলির উন্নতিকল্পে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহন করে তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। এই জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ্যাপেকস উইভার্স বোর্ড অব ডাইরেকটর ভেঙে দিলেন এবং তাদের জায়গায় তাদের মনোনিত ব্যাক্তিকে বসালেন। নিজের দলের মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়ে, তাদের বাড়ী-ঘর সমস্ত কিছু করে দিয়ে দলের লোকের স্বার্থ পূরণ করার জন্য সরকার পলিসি নিয়েছেন। সরকারের এই পলিসি আমরা কোন মতেই মেনে নিতে পারি না।

সেই পলিসিকে আমবা সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, এই হ্যাণ্ডলুম, হ্যাণ্ডিক্রাফটস্ করপোরেশন ১৯৮৬-৮৭ ইংরাজীতে ৯ কোটি, ৮৯ লক্ষ, ৩৪ হাজার টাকার কাপড় কিনেছেন এবং বাইরে বিক্রী করা হয়েছে। এ্যাপেকস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি ১৯৮৬-৮৭ সালে ১ কোটি, ৮৪ লক্ষ টাকার কাপড় কেনার ব্যবস্থা করেছেন এবং বাইরে বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আজকে এই কাপড় কেনা বন্ধ, বাইরে থেকে তাঁতীরা আসছেন প্রাইমারি মার্কেট থেকে কাপড় এনে ঐ এ্যাপেক্সের কাছে হাজির হচ্ছেন, বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে আমরা কিনতে পারবো। কেন কেনা হবে না, তার মানে কি ? তার অর্থ তাঁতীরা যে কাপড় তৈরী করে বাচার সংগ্রাম করেছিল তারা আজকে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কারন উৎপাদন করতে পারছেননা হাতে যে টাকা অল্প সামান্য মাল না ছাড়তে পারলে পর পুঁজি পাবেন কোথায় ? কো-অপারেটিভ সোসাইটি-গুলিতে যে সাবসিডির ব্যবস্থা ছিল, শেয়ার ক্যাপিট্যাল কনট্রিবিউশ্যান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে এবং শুকিয়ে যাওয়ার ফলে তার যে শেয়ার হোলডার তার সমস্ত সদস্যরা সেই সদস্যরা আরও অচল হয়ে পড়েছেন। অর্থনৈতিকে সাংঘাতিক বিপর্য্যস্ত জীবন তাদের জন্য সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাণ্ডলুম হ্যাণ্ডি ক্রাপফট্ করপোরেশন-এ ৫ হাজার তাঁতী ফিরে যাচ্ছেন, কারন তারা কাপড় বিক্রি করতে

পারছেন না। আগরতলা লোক্যাল মার্কেটে তো কাপড় বিক্রি করার জায়গা নেই। একমাত্র এখানে আমরা তো জানি ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে সারা ভারতবর্ষ থেকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন একটা রাজ্যের মতো অবস্থা, এখান থেকে কে বিক্রি করার ব্যবস্থা করবে। কাদের জন্য সমবায় এই বড় বড় বাজারে গিয়েছিল, এই ব্যবস্থাটা করেছিল ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট সরকারী উদ্যোগে সেই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের বাজারের সঙ্গে তাঁতীদের এই যোগসূত্র। এই মার্কেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিন্তু এই সরকার এসে তা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছেন। এবং এক নুতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যে পরিস্থিতি একমাত্র কায়েমী স্বার্থ এবং বড় বড় মুনাফাবাজ ব্যবসায়ী তাদেরই স্বার্থ রক্ষা করতে পারে আর কারোর নয়। এই রকম যে ব্যবস্থা এই বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে যে পলিসি নেওয়া হয়েছে সেই পলিসির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। স্যার, কুমার, কুম্ভকার, কাষ্ঠ শিল্পী, শব্দকর তাদের জন্য ৫০ পারসেণ্ট সাব-সিডিতে একটা স্কীম ছিল সেই স্কীমে ৫০ পারসেণ্ট সাব-সিডিতে এই স্কীমের মধ্যে কিছু পুঁজি পেত। কিছু ক্ষমতা আর সেই ক্ষমতা নিয়ে সে লড়াই করতে পারত, দাঁড়াতে পারত, তার নিজের জীবিকার সন্ধান করতে পারত সেটা বানচাল হয়ে গেছে এই সরকার আসার পরে। বি, ডি'সির মধ্যে সমস্ত নির্বাচিত গাঁওসভায় প্রধানরা, নির্বাচিত এম, এল, এরা, এ, ডি, সির মেম্বাররা বসে পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বেনিফিসিয়ারির চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেই সমস্ত বেনিফিসিয়ারির নামের লিষ্ট তাঁরা ক্যানসেল করে দিয়েছেন। ফলে হাজার হাজার পরিবার যারা বেনিফিসিয়ারি সেই বেনিফিসিয়ারিরা সম্পূর্ণভাবে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁতীদের জন্য ৩ হাজার টাকার স্কীম ছিল হাউসিং স্কীম সেটাও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং বাতিল করে দেওয়ার ফলে যে সমস্ত গরীব তাঁতী তাদের একটা ঘর পর্য্যন্ত নেই। তাঁতীরা কোথায় বসে কাপড় বুনবেন? যে সহযোগিতা নিয়ে বামফ্রণ্ট সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্পীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আজকে সমস্ত বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে মাত্র ৫ মাসের মধ্যে এই তাঁতীরা চিনতে পেরেছেন। এই সরকারটা কি, এই কুম্ভকাররা চিনতে পেরেছেন এই সরকারটা কি, কামাররা চিনতে পেরেছেন এই সরকারটা কি এবং সকলেই চিনতে পেরেছেন এই সরকারটা কি। এত তাড়াতাড়ি এদের চরিত্র প্রকাশ পাবে, এত তাড়াতাড়ি ওদের স্বরূপ প্রকাশ পাবে এটা আমরাও ভাবতে পারিনি। স্যার, আর একটা দিক হচ্ছে ডেভালাপমেণ্ট করপোরেশ্যান-এর প্ল্যাণ্টেশ্যানের জন্য নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ। সাতটা চা বাগান লক্ষীলুঙ্গা, তুফানিয়ালুঙ্গা, কালাছড়া, খোয়াই বাগান এই রকম করে ৭টা বাগান তাতে ৮০ জন, ৯০ জন, ১০০ জন, ১৫০ জন, ২০০ জন অথবা ৩০০ শ্রমিক এই রকম থাকে।

এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পির যে স্কীম বি, ডি, ও কে দিয়ে অনুরোধ করে,

বি. ডি, ওর মাধ্যমে এই সমস্ত চা বাগান যার শ্রমিক আছে, যাদের নিয়মিত কাজ থাকার কথা, যাদের বাগান আছে। বাগানের গাছগুলি মরে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ বাগান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেখানে নতুন করে পুঁজি খাটানো হচ্ছেনা, মূলধন হচ্ছেনা। মালিকরা বাগানগুলি প্রাইভেট মালিক, কলকাতায় বসবাস করেন। তারা যখন পাতা তোলার সময় হয় তারা দৌড়ে এসে হাজির হচ্ছে। বিভিন্ন বাগানের মধ্যে যা আছে কোন মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তি করে বিক্রী করে দিচ্ছেন। বিক্রী করে দিয়ে তারা আবার কলকাতায় চলে যাচ্ছেন। এই জাতীয় ম্যানেজমেন্ট। মজুরদের কি নিদারুন অবস্থা। যে বস্তিগুলি ছিল মাটির সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। এক-একজন শ্রমিকের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে টাকা জমা হয়েছিল সেই টাকা মেরে দিয়ে সমস্ত নিয়ে চলে গেছে। তাদের আর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড জমা হয় না। শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয়না। শেষপর্য্যন্ত শ্রমিকদের ট্রি কেটে তাদের জীবন ধারন করে থাকতে হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার এসে এস আর, ই, পির এন, আর, ই, পির কাজ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছে কো-অপারেটিভ কর, নিজের হাতে বাগানগুলি পরিস্কার কর, বাগানগুলি থেকে আবর্জনাগুলি মুক্ত কর, আমরা তোমাদের পাশে আছি। শ্রমিক কো-অপারেটিভের দায়িত্ব নাও, মালিকদের কাছ থেকে ম্যানেজমেন্ট টেইক-ওভার কর, সরকার ম্যানেজমেন্ট বসে সেই ম্যানেজমেন্ট থেকে বাগানগুলি রক্ষা করবে, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবে, একটি শ্রমিককেও অনাহারে মরতে দেবনা, না খেয়ে মরতে দেবনা মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ছিল পলিসি। শ্রমিকদের সম্পর্কে, বামফ্রন্ট সরকারের ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে, শিল্প সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে শ্রমিকদের রক্ষা করতে হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে, শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, শ্রমিকদের একতাবদ্ধ করতে হবে এবং অ্যাসটাব্লিশমেন্টের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের ভূমিকা সৃষ্টি করতে হবে।

সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক পলিসি। টোট্যাল যে পলিসি সেই পলিসিতে গ্রামের মানুষ, শ্রমজীবি মানুষ, চা বাগানের শ্রমজীবি মানুষ তাদের একটা গতি সৃষ্টি হয়েছিল জীবিকার জন্য, সংগ্রাম করার যে শক্তি সেটা বৃদ্ধি পেয়েছিল স্বর্গ তৈরী হয় নাই কিন্তু লড়াই করার শক্তি বেড়েছিল, গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তি পেয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলি শক্তিশালী হয়েছিল। বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছুকে জলাঞ্জলী দিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার উল্টো পলিসি নিয়েছেন। প্রাইভেট ওনারদের শক্তিশালী করেছেন। শুধু তাই নয় এর মধ্য দিয়ে একটা লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করেছেন। স্যার, ইতিমধ্যে ৭টা বাগানের অবস্থা কি? সেখানে এখনই অনাহার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে কাজ নেই। এই যে বাগানগুলি ডেভালাপমেণ্ট কর্পোরেশনের নেতৃত্বে চলছে সেখানে ম্যানেজমেন্ট এমন কায়দায় বসানো হয়েছে। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত যে লোকগুলো এই বাগানগুলিকে লুটের রাজত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছে, এই হচ্ছে অবস্থা। এই

অবস্থা কি সমর্থন করা যায় ? এই অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বনাশ ডেকে আনবে, এই পলিসি সমগ্র মানুষের, শ্রমজীবি মানুষের তাদের সর্বনাশ, এইগুলি সমর্থন করা যায় না।

আমরা দেখছি খালি এই বাগানগুলি কো-অপারেটিভ-এর বাগান দূর্গাবাড়ী লুধুয়া এইগুলির মেনেজম্যান রিকোভার নয়। যে বাগানগুলিকে ফেলে রেখেছিল ঐ লুধুয়া বাগানের শ্রমিক কো-অপারেটিভ গঠন করে আবার সেই বাগানগুলিকে সজীব করে তুলেছিল। এখন সেখানে শত শত চা তৈরী হচ্ছে লুধুয়া দুর্গাবাড়ীতে। যে চা পাতা বিক্রি করে এই কো-অপারেটিভগুলি শক্তিশালী হয়েছে। শ্রমিকরা স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীলতা পাচ্ছে। এইটা হল শ্রমজীবি মানুষ যখন তার কাজের অধিকার পায়, কাজের সুযোগ পায়। নিজের হাতে সম্পদ পায় সেই সম্পদকে নিয়ে শ্রমজীবি মানুষ এইভাবে লড়াই করে নিজেদের জীবনকে বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করে। সরকারের দায়িত্ব তাদের আরও বেশী করে অধিকার পাইয়ে দিয়ে তাদেরকে আরও বেশী শক্তিশালী করা। বিগত দিনের সরকার শ্রমিকদের যে অধিকারকে সৃষ্টি করেছিলেন বর্তমান সরকারের তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি ঘটেছে। ওদের নীতি হচ্ছে কায়েমী স্বার্থনীতি মুনাফাবাজদের নীতি এবং এই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা এই বাগানগুলিকে অচল করে দিয়েছেন শেয়ার ক্যাপিটেল কন্ট্রিবিউশান বন্ধ হয়ে গেছে। একটু আগে দুর্গাবাড়ী সম্পর্কে যে উল্লেখ করলেন জনৈক সদস্য ত্রৈপাবী ব্যাঙ্ক থেকে, এখানে আমি শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে, সেখানে ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসাররা এসেছিলেন এইটা পরীক্ষা করতে। আই, জি, পি আই-এর লোক এসেছিলেন। সমস্ত 'ফিনান্সিয়াল ইন্সিট্রিটিউশানগুলির বিভিন্ন লোক এসে প্রতিনিধিরা এসে পরীক্ষা করে দেখে সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। তাদের পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়ে গেছেন, সেই রিপোর্টগুলি পড়ে দেখুন, আর বেশী কিছু বলার দরকার নাই। স্যার, কে বলেছেন যে, কেন্দ্রের টাকা কেন্দ্রের স্কীম, ভারতবর্ষ একটা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানের বিষয়টা কি যে, কেন্দ্রীয় সরকার হিসাবে কতটা কি করবেন, আর রাজ্য সরকার কতটা কি করবেন। আমরা রাজ্য সরকার হিসাবে বামফ্রন্টকে দেখেছি একটা পলিসি নিয়ে জনসাধারণের স্বার্থে এই স্কীমগুলিকে কেন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে কেন্দ্রের কাছ থেকে দাবী দিকে আদায় কর রাজ্যের যে অধিকার রাজ্যের যে দাবী মেহনতী মানুষের দাবী সেই দাবীগুলিকে আদায় করে জনগণের স্বার্থে এই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমান সরকার সেই নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। বর্তমান সরকার কায়েমী স্বার্থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের সেবা করার জন্য—

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আপনার সময় সীমা শেষ হয়ে গেছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** আমি আর তিন মিনিট সময় নিচ্ছি। স্যার, কৃষি ক্ষেত্রেও কোন

নতুন স্কীম নাই। ওটাতো অচল। ত্রিপুরা রাজ্য কৃষিজীবি এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই রাজ্যের অর্থনীতি গড়ে উঠবে কৃষির উপর দিয়ে। বামফ্রন্ট সরকারের সময় এখানকার কৃষকরা রেগুলারিটি প্রাইস কিছু পেত, এখন সেগুলিকেও বন্ধ করে দিয়েছেন। স্যার, আলুর ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার রেটটা ঠিক করে দিয়েছিল। অভাবে বিক্রয় যাতে না হয় তার জন্য। রেটটা ছিল বড় সাইজের আলু ১. ৭৫ পয়সা কেজিতে, ছোট আলু কেজিতে ১.৫০ পয়সা দিয়ে সরকার থেকে কিনে নেবে বাজারজাত করবে। যাতে কৃষকরা কিছু পয়সা পায়। এই সরকার ক্ষমতায় এসে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন আমরা যা দেখছি পত্র পত্রিকায় এবং কৃষকদের কাছ থেকেও যা কিনা হয়েছিল তা হলো রিভাইজড স্কীম। এই স্কীমে ১'৭৫ পয়সা কমে হয়েছে ১৩.৫ পয়সা, আর ১'৫০ পয়সা কমে হয়েছে ১.২৫ পয়সা। স্যার, জোলাই বাড়ীতে আসুন, বিলোনীয়াতে আসুন উদয়পুরে আসুন, যে সমস্ত জায়গায় আলুর প্রভাকশান হয় সেখানকার কৃষকদের স্বার্থহানী করে কিভাবে দামটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরে পাট, পাটের দাম কোথায়, সামনেতো পাট আসছে।

পাটের দাম কত হবে, সামনেত পাট আসছে, এখন পর্যন্ত স্ট্যাচুটরি প্রাইসত কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেন নাই। এ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ন্যায্য দামের জন্য রাজ্য সরকার যোগাযোগ করেছেন কিনা বা জে, সি, আই, কে ন্যায্য দামে পাট কিনবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছেন কিনা কেউ জানে না। যদি ন্যায্য দামের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে এই পাট মুনাফাখোরদের হাতে চলে যাবে। আমাদের এখানে নেরম্যাক একটা জুইস কনসেণ্ট্রেশন প্লান্ট তৈরী করেছেন। তাতে আমরা মনে করি আনারস চাষীদের পক্ষে ভাল হবে। যা শুনেছি তাতে জেনেছি যে প্রতিদিন ২ হাজার ক্রে, জি, পাইন আপেল ব্যবহৃত হবে। বামফ্রন্ট সরকার একটা নীতি গ্রহণ করেছিল যে, ত্রিপুরা রাজ্যের টিলা জমিতে আনারস চাষের ব্যবস্থা করা হবে যাতে চাষীরা উপকৃত হতে পারে। তার জন্য জুমিয়াদের, ভূমিহীনদের ভূমি এলটমেণ্ট দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্ল্যাণ্টের জন্য কোন পরিকল্পনা আমরা বাজেটে দেখতে পাচ্ছিনা। নেরম্যাক ৭৫ পয়সা করে আনারস কিনবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা মাত্র ৩৫ পয়সা করে দাম পাচ্ছে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য আপনার টাইম ইজ ওভার।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** এই সরকার শ্রমজীবি মানুষের বিরুদ্ধে এই বাজেট তৈরী করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারিনা। অতএব

আমাদের বিরোধীদের কর্তৃক আনীত সমস্ত কাট-মোশানকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বিল্লাল মিয়া। সময় ১০ মিনিট।

**শ্রীবিল্লাল মিঞা ( রাষ্ট্র মন্ত্রী ) :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী বেঞ্চ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যে কাট মোশান এনেছেন, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০ মেজর হেড ২৪০৫ এর উপর যে কাট মোশান এনেছেন আমি এই কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

আজকে যে কাট মোশান এনেছেন, এস, টি, এবং এস, সি, দের যে কো-অপারেটিভ সম্পর্কে উনারা যে বক্তব্য রেখেছেন, সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই। ১১৯টি ফিসারিজ কো-অপারেটিভ এর মধ্যে ৩৭টি কো-অপারেটিভ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারন, এই কো-অপারেটিভগুলি সরকারী যে আইন সে আইন তারা মানেন নি। অর্থাৎ তারা সরকারের বিরোধীতা করছিলেন। এটা সাধারন মৎস্যজীবি যারা রয়েছে তাদের কোন স্বার্থ রক্ষিত হয়নি। আজকে আমরা এই এস, সি, এবং এস, টি, দের জন্য যে বাজেট এনেছি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তার উপর কাট মোশান এনেছেন। এখানে প্ল্যান ১৯২-৩৫ লক্ষ টাকা এবং নন্ প্ল্যান ৯২ লক্ষ টাকার বাজেট আনা হয়েছে যাতে করে আরো অধিক ভাবে মিনি ব্যারেজ করে এই এস, টি, এবং এস সি, দের স্বার্থ রক্ষা করা যায়। এখানে নতুন ১০০ হেকটার এর মধ্যে ৩০টি মিনি ব্যারেজ করা হয়েছে। নন্ এ, ডি সি, এরিয়াতে। এই যে, এ. ডি, সি, এবং নন্-এ, ডি, সি, এরিয়াতে মিন ব্যারেজ করা হবে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন একটি খবর, এইটা ত্রিপুরায় এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। এই ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যের বিগত দশ বছরে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল বামফ্রন্ট সরকার সেই সরকার চিন্তাও করতে পরেনি যে ত্রিপুরাতে এস, টি এবং এস, সি, দের জন্য মিনি ব্যারেজ করা হবে। ওদের সে চিন্তা নেই উনারা কোনদিন সেটা ভাবেনও নি। এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ২৩টি ফিসারিজ দিয়েছি এই কো-অপারিটিভগুলির হাতে। তার পর যে ফিসারিজগুলি রয়েছে সরকার তাদের কাছে আইন মোতাবেক ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৯১ টাকা পাওনা কিন্তু ওরা সে টাকা না দিয়ে সেটা তারা 'আত্মসাৎ' করেছেন। সেই টাকা ওদের যারা ক্যাডার ছিলেন তারাই সেই ফিসারিজ সমিতির নামে নিজেরা সেই জেলেদের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এখন আর ওদের আত্মসাতের কোন পথ এই সরকার রাখেননি। তাই তারা আজকে এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন।

তার সাথে সাথে আজকে এখানে এই বাজেটের বিরুদ্ধে ওরা কাট মোশন এনেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন করে আমার এস, টি এস, সি, দের প্রতি পারিবারে ন্যাশন্যাল ওয়েল-ফেয়ারের জন্য ৪২০ টাকা করে মোট ১২, ৪২, ০০০ টাকা খরচ করার জন্য একটা নতুন স্কীম নিয়েছি। আরও ১৪ হাজার পরিবারকে জাল, মাছ ধরার নৌকা নেওয়ার জন্য আমরা বাজেটে স্কীম নিয়েছি। আমার একটাই প্রশ্ন বিরোধী বন্ধুদের কাছে যে, এই বাজেটটা যেটা করা হয়েছে সেটা বাজেটের কোথায় কি কাজের জন্য কিসের উপর ভিত্তি করে এই বাজেট করা হয়েছে সেটা তারা পড়ে দেখেছেন কি? আমাদের বাজেটের পরিকল্পনা উনারা জানেন না। সেজন্যই তারা কাট মোশন এনেছেন। উনাদের জানার প্রয়োজন আছে যে, এই রাজ্যে উনারা যে পলিসি নিয়েছিলেন যেভাবে ১১৯টি ফিসারী কো-অপারেটিভ থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৩৭টা কো-আরেটিভকে দেওয়া হয়েছিল। আর কতগুলি কো-অপারেটিভকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এর কারণ কি তারা কি উত্তর দিতে পারবেন? পারবেন না। এই ফিসারীর মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ডুম্বুরের মাছ শিলচরে বিক্রি হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পায়নি। সেই কথা কি উনারা ভুলে গেছেন? এইভাবে এস, টি, এস, সি, দের স্বার্থে. ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে। এ রাজ্যের গরীব জনগণের স্বার্থে এ রাজ্যের শ্রমিকের স্বার্থে এই বাজেট করা হয়েছে। উনাদের বলতে চাই যে যারা গরীবের কথা বলছেন উনাদের আমলে মাছ ধরার জন্য মকা, পুটি, সমস্ত গুঁড়ো মাছ পার কিলো ২ টাকা করে দিতেন। তারপর চাপিলা, আইর ২ টাকা কিলো আর রয়েছে-কাকী ২ টাকা করে। কাতলা, রুই আড়াই টাকা, মাগুড়, সিং ২ টাকা, চিতল ২ টাকা ২৫ পয়সা করে। আমাদের সময়ে সেই রেট হয়েছে পুটি মাছ ০.৭৫ তারপর শোল কানুলা ৭ টাকা। মাগুর ৭ টাকা, চিতল ৭ টাকা। কাজেই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, উনাদের কাছে যারা এই রাজ্যের গরীবদের সরকার বলে ঘোষণা করত তারা কেন শ্রমিকদের স্বার্থ না দেখে সেই রেটটা কমিয়ে রেখেছিলেন। শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করেছিলেন, তার জবাব কি দিতে পারবেন? কাজেই এই কাটমোশনের বিরোধিতা করে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী জহর সাহা

**শ্রীজহর সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের একটা ব্যাপারে অভিনন্দন দিতে হবে, এই জন্য আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ৮ই জুলাই এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন রাজ্যের স্বার্থে সেই বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বিরোধী দলের বন্ধুরা যেসব ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলির আমি বিরোধীতা করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে যারা যারা কাটমোশান

গুলি এনেছেন সেই নামগুলি দেখলে আমার দুঃখ হয়। কারন যারা এই সব কাটমোশান এনেছেন তাঁদের বলির পাঠা হিসাবে খারা করার জন্য দলের পক্ষ থেকে সুকৌশলে তাদের দিয়ে এই সব কাটমোশান আনিয়েছেন। সেই নামগুলির মধ্যে আমাদের মাননীয় সদস্য নকুল বাবু আছেন। যিনি বিগত দিনগুলিতে মন্ত্রী হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারেন নাই। মাননীয় সদস্য তরণী দেববর্মা নুতন লোক তাছাড়া তিনি বিরোধী দলের নেতার লোক। সেজন্যই তাকে আনা হয়েছে। বিমল সিংহ তিনিও বিগত দিনগুলিতে মন্ত্রী হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠে নাই। আর মাননীয় সদস্য রসিরাম দেববর্মার কথা না বলাই ভাল। এদের দলের বিচ্ছিন্ন করার জন্যই উদের দিয়ে এইসব ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আর একটা জিনিষ আমার বিরোধী দলের বন্ধুদের স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে নির্বাচনের আগে উরা ত্রিপুরার বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'দৈনিক সংবাদ এবং স্যন্দন' এই দুটি পত্রিকার বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ না করলে তাদের মনে শান্তি আসত না। কিন্তু আজকে দেখছি উদের সুর পাল্টে গিয়েছে। আজকে উরা কোন কিছুর রেফারেন্স আনতে গিয়ে সবসময় ঐ দৈনিক সংবাদ আর স্যন্দন পত্রিকার নাম করে রেফারেন্স টানছেন। বলেছেন যে, 'দৈনিক সংবাদে' উঠেছে 'স্যন্দন' পত্রিকায় উঠেছে। এইসব দেখে আমার মনে হচ্ছে উনারা বোধহয় উদের অতীতের ভুল বুঝতে পেরেছেন। সেজন্যই আজকে উনারা তাদের অতীতের ভুলে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আজকে সবসময় দৈনিক সংবাদ আর স্যন্দন পত্রিকার নাম জপ করছেন। এতে লজ্জার ব্যাপার নয় সরাসরি বললেই পারেন। উনাদের সেই সব ভুলের কথা স্বীকার করে নিলেইতো প্রকৃত গনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাটা প্রকাশ পায়। যেমন মরা বলতে বলতে রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি হয়েছিলেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে, কথাটা আমি বলতে চেয়েছিলাম আরবান ডেভেলাপমেন্টের উপর কোন কাটমোশন আসে নাই। আমি এই হাউসে বলেছিলাম যে এক কোটি টাকার মত আগরতলা পৌরসভা থেকে তছরূপ করা হয়েছিল। আমে সেইসব তথ্য এখানে দিচ্ছি। আরাবান ডেভেলাপমেন্ট ডিমাণ্ড নং ৪১—সেখানে আমি নিজে পাবলিক ওয়ার্কের জন্য ১,১৫ হাজার টাকা আরবান ডেলাপমেন্টের জন্য ৩,৫২,৫০ হাজার টাকা রাখা হয়েছিল। তাছাড়া ওয়াটার এণ্ড সেনিটেশানের জন্য আরও ৭০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল। বিগত দিনে উনারা যা করেছেন আমি তার একটা খতিয়ান এই হাউসে তুলে ধরতে চাই। যদিও আমাকে মাত্র ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উদের সেই সব খতিয়ান টানতে গেলে আমার আর একটু বেশী সময় লাগবে।

আগরতলা পৌরসভার কথাই বলতে চাই। সেটা হল আগরতলা পৌরসভা ১৯৭৯—৮০ সালের শেষদিকে ক্লোজিং ব্যালেনস ছিল ৭৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু

১৯৮০—৮১ সালে ওপেনিং ব্যালেন্স দেখানো হয়েছে ৮২ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। আমরা কি জানি কোন বছরের শেষের দিকে ক্লোজিং ব্যালেন্স যে টাকাটা দেখানো হয় সেই টাকাটা পরবর্ত্তী আর্থিক বছরের ওপেনিং ব্যালেন্স সেইটা হওয়ার কথা। এখানে ১৯৭৯-৮০ সালে ৭৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা পরবর্ত্তী বছরের ১৯৮০-৮১ সালে ওপেনিং ব্যালেন্স দেখানো হয়েছে ৮২ লক্ষ আট হাজার টাকা। বাকী টাকাটা কার পকেটে গেল? ১৯৮০-৮১ সালের ক্লোজিং ব্যালেন্স ছিল ৯০ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা এবং ১৯৮১-৮২ সালে ওপেনিং ব্যালেন্স সেটা ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তারপর দেখা গেল ১৯৮১ ৮২ সালে ক্লোজিং ব্যালেন্স ৫২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। আবার ১৯৮২-৮৩ সালের ওপেনিং ব্যালেন্স ৫৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। এরপর ৪১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা. ১৯৮২-৮৩ সালে ৫১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। এখানে গড়মিল ওপেনিং ব্যালেন্স ৫১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্ন লোককে অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছে। কোন স্বার্থে দেওয়া হয়েছে আজও বুঝতে পারিনি। আগরতলা পৌরসভা বামফ্রন্ট সরকারের দলীয় লোকদেরকে এই টাকা দিয়ে দিয়েছে। এখানে ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৮২ সাল পর্য্যন্ত সুলভ ইনটারন্যাশনেলের জন্য ৩৫ হাজার টাকা বেশী দেওয়া হয়েছে। পায়খানা ঘর তৈরী করার জন্য প্রত্যেকটি সুলভের জন্য ১৭,০০ টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু পেমেণ্ট দেওয়ার সময় দুই হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাদের দলীয় লোকদেরকে পাইয়ে দিয়েছে বেআইনীভাবে

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এরপর আছে স্টোর। স্টোর ভেরিফিকেশানগুলি ঠিক ভাবে করা হয়নি। এতেও কয়েক লক্ষ টাকার গরমিল। এ ছাড়া দেখা যায়।

**মিঃ স্পীকার :—** সময় শেষ। আরো অনেক মন্ত্রী মহোদয়ের রিপ্লাই আছে। আমি আর সময় দিতে পারছি না

**শ্রীজহর সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমাকে ৫ মিনিট সময় দিন, আমি পরিসংখ্যান দিচ্ছিলাম। এ ছাড়া ৪৪০ ব্যাগ সিমেণ্ট যার মূল্য ৪ লাখ টাকা তা হাপিজ হয়ে গেছে। এটা মনে হয়, পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়ীতে দালান উঠেছে। কারন ৪৪০ ব্যাগ সিমেণ্টের হিসাব আমরা পাচ্ছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, রক্ষণারেক্ষণের অভাবে আরো ১ লক্ষ টাকার সিমেণ্ট গুদামে নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৮০-৮২ সালের মধ্যে ২৪৬টি পীচের ড্রাম-এর কোন খবরই নেই। যার দাম ১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। সিমেণ্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু পীচের ড্রামের তো হাত বা পা নেই! ওরা তো হাটতে পারে না, ওরা তো ভাসতে পারে না? তাহলে এগুলি

কে হাপিস করল ? ওদের পোটায়া কমরেড কন্ট্রাকটররা। যারা করেছে তাদের সাথে ওরাও আছে। এ ব্যাপারে ওদের জবাব দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কুমারী টিলার ইটের গোডাউন থেকে ২০, ৬৫০ টি ইট কোথায় গেছে কোন খবর নেই। দাম মাত্র, ১২ হাজার টাকা কোন খবর নেই। মাননীয়, স্পীকার স্যার, টাউনহলের কথা বলছি। আগরতলা পৌরসভার টাউন হলের কথা। এছাড়াও আর কোথায় কোথায় টাউনহলের জন্য কত টাকা আত্মসাৎ করেছে তার কথা বলছি আগরতলা পৌরসভার টাউন হলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ২৯, ৬৫, ৭০০ টাকা, ধর্মনগর টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন ৯,৬০,০০০, টাকা, কৈলাসহর টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ২১, ৬০, ০০০ টাকা, কমলপুর টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ১১, ৬০, ০০০ টাকা, খোয়াই টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ১৫, ৬০, ০০০ টাকা, সোনামুড়া টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ১০, ৫০, ০০০ টাকা উদয়পুর টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ৯, ২৭ ০০০ টাকা, বিলোনীয়া টাউনহলের জন্য খরচ দেখান হয়েছে, ৯ ৯০ ০০০ টাকা। অথচ, একদিনও সেই টাউনহলটি ব্যবহার করা হলো না, কিন্তু ৯, ৯০, ০০০ টাকা খরচ দেখিয়েছেন। ওদের পেটোয়া কমরেড কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে করান হয়েছে। কিন্তু ব্যবহার করতে পারলনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, সময় সামিত, সুতরাং আমার কাছে আরো অনেক তথ্য থাকা সত্বেও দিতে পারছি না স্যার, আগরতলা পৌরসভায় ১ লক্ষ টাকা তছরূপ। তাছাড়া আছে, আগরতলা পৌরসভা এলাকার বাইরে রাজ্যের বিভিন্ন নোটিফায়েড এলাকা। সেখানেও লক্ষ লক্ষ টাকার তহরূপ হয়েছে। অবিলম্বে এইসব রাঘব বোয়ালদের ধরার জন্য আমার স্পেশাল অডিটের ব্যবস্থা করছি, ওদের মুখোস ত্রিপুরার মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য। আর এই কারনেই সম্ভবতঃ এই রাজ্যের মানুষের জন্য কল্যাণমুখী যে বাজেট সেই বাজেটের বিরোধিতা করছেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেই বলেলেন, অডিট হয়নি, সেখানে এ ভাবে তহবিল তছরূপের কথা কি করে বলেন ?

**মিঃ স্পীকার :—** এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** কেন হবে না ? মাননীয় মন্ত্রী নিজেই বলছেন, অডিট হয় নি।

**মিঃ স্পীকার :—** ইট ইজ এ স্ট্যাটমেন্ট।

**শ্রীজহর সাহা :—** আমার কাছে তথ্য আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আশা করি, উনারা যে সকল ছাঁটাই প্রস্তাব মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উৎথাপিত মূল বাজেটের উপর এনেছেন তা প্রত্যাহার করে নেবেন, এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, এই রাজ্যের জাতি উপজাতি গরীব মানুষ, শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে। আমি এও আশা করব, তাঁরা মূল বাজেটকে সমর্থন করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে প্রথম বেলার অধিবেশনে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যখন হাউসে ঢুকছিলেন, তখন মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় বিরোধী দল নেতাকে লক্ষ্য করে বলেছেন — চোরের রাজা। এই ধরনের রিমার্কস বিধানসভায় চলতে পারে কিনা ? হাউসের পবিত্রতা রক্ষা হয় কিনা ?

**মিঃ স্পীকার :—** হাউসে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা যায় না। আমি সমস্ত মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট অনুরোধ করছি. কেউ যেন এই ধরনের মন্তব্য হাউসে না করেন।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—** স্যার আপনি মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র বাবুর আচরণ লক্ষ্য করে দেখবেন উনার মুখে এটিকেট বলতে কিছু নেই।

**শ্রীঅনিল সরকার :—** স্যার, উনার মুখে কোন লাইসেন্স নেই, যা খুশী তাই বলছেন। এতো চলতে পারে না। আর ওতো সদস্য আছেন, কেউ তো এরকম করেন না।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি সমস্ত মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট অনুরোধ করছি কেউ যেন সভায় এই ধরনের মন্তব্য আর না করেন। আপনারা সবাই অনারেবল মেম্বার এর চেয়ে আমার বেশী কিছু বলা সমীচীন নয়।

**শ্রীদশরথ দেব :—** আপনাকে একটা অনুরোধ করেছি, বিধানসভার ভিতর যেন বাইরের * * * * দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য দশরথ দেব উনি এখানে বলেছেন বিধানসভার ভিতর যেন বাইরের গরু দ্বারা আক্রান্ত না হয়। এর দ্বারা উনি কি বুঝতে চেয়েছেন আমি বুঝতে পারছি না। উনার এই মন্তব্য তো প্রসিডিংস এ

* * * Expunged as orered by the chair.

থাকতে পারে না, সুতরাং এটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হোক।

**মিঃ স্পীকার :—** গরু তো এখানে আসতেই পারে না, সে ইট উইল এ্যাকস্পানজড ফ্রম দ্য প্রসিডিংস।

আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতিলাল সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খুব সংক্ষেপে আপনার বক্তব্য রাখবেন।

**শ্রীমতিলাল সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ড এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশন আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য তরণী দেববর্মা ডিমাণ্ড নং ৩২, মেজর হেড ২৮৫১ এর উপর একটা কাটমোশান এনেছেন। উনার কাটমোশানটি হলো গ্রামীন কুটির শিল্পীদের সহায়তা দানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহন সম্পর্কে। স্যার, আমি অনেকক্ষন যাবৎ বিরোধী সদস্য মহোদয়দের বক্তব্য শুনেছি। একটা জিনিষ আমার কাছে আশ্চর্য্য লাগছে, যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে বিগত ১০ বৎসরে সবচেয়ে বেশী কোন ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতি হয়েছে। আমি উত্তর দেব শিল্প দপ্তরে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি হয়েছে এবং এর পাশাপাশি কেউ যদি প্রশ্ন করে যে এই দুর্নীতির নায়ক কে? আমি বলব দুর্নীতির নায়ক, তৎকালীন শিল্প মন্ত্রী অনিল সরকার মহোদয়। কারন, আমরা দেখেছি, বিগত ১০ বৎসরে কেন্দ্র থেকে তারা কোটি কোটি টাকা এনেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী অনিল সরকার সেই কোটি কোটি টাকা নয়ছয় এবং তাঁদের দলীয় ক্যাডারদের সেই টাকা ডিষ্ট্রিবিউশান করেছেন। বিগত ১০ বৎসরের ইতিহাস দেখলে আপনারা বুঝবেন কি পরিমান টাকার নয়ছয় হয়েছে। আজকে যারা বিরোধী আসনে বসেছেন তাঁরা তাঁদের বিবেককে প্রশ্ন করুনতো কেন্দ্র থেকে যে কোটি কোটি টাকার এনেছেন সেগুলির হিসাব দিতে পারবেন কিনা? পারবেন না। শিল্প দপ্তরে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে; সেগুলি তদন্ত করার ভার আমরা নিয়েছি। যারা দোষী বলে সাব্যস্ত হবেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহন করব।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই গ্রামীন কুটির শিল্প সহযোগিতা দানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ সম্পর্কে আমি বলছি। রাজ্যের বাজেট স্টেট সেকটর ছিল ৩, ১০, ৬০০, এ, ডি সি সি ২২, ০৫০০০ মোট ষ্টেট সেকটার ৩, ৩২, ০০,০০০ টাকা এবং গ্রান্ট ইন এইড ২, ৩৫, ৬৫.০০০ টাকা। সেন্ট্রাল সেকটার ১, ৬১, ৮৬, ০০০ টাকা, গ্র্যান্ট ইন এইড ১, ৫৫,৫৬,০০০ টাকা মোট ৪, ৯৪, ৫১, ০০০ টাকা, গ্রান্ট ইন এইড ৩, ৯১ ২১, ০০০ টাকা তাহলে এই পরিসখ্যানে

দেখা যায় এই যে হেড অফ. একাউন্ট ২৮৫১ এ আমরা যে টাকার অংক রেখেছি অনুমোদন এটা হচ্ছে অনুমোদন হিসাবে। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ অংশের মানুষ দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস করে। গ্রামীন শিল্প এবং মাঝারি শিল্পীদের তাদের জন্য বিরাট অংকের অনুদান রাখা হয়েছে। সুতরাং এই বাজেট কোন মতেই জনস্বার্থ বিরোধী হতে পারে না মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর বাবু এবং আরও অনেক বিরোধী সদস্য তাঁতীদের জন্য রাত্রিবেলা ঘুমাতে পারছেন না. কান্নায় ওদের চোখে জল আসছে. বলেছেন তাঁতীরা নাকি আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমি উনাদের প্রশ্ন করতে চাই আমরা তো ক্ষমতায় এসেছি ৫ মাস হয়েছে এখনও তো আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করিনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে আপনাদের এত মায়া কান্না জাগল বুঝতে পারছি না। উনি বলছেন ভারতবর্ষে সূতার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এটা সত্যি কথা। তার জন্য আমরা জনতা শাড়ীর দামও বৃদ্ধি করেছি প্রতি পিস্ শাড়ীতে ৪/৫ টাকা করে। বিভিন্ন জায়গায় যেখানে দেখছি সুতার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে আমার তাঁতীরা যাতে মার না খায়। তাদের ন্যায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য আমরা কিছু সুতার মূল্য নির্ধারণ করেছি। আর একটা জিনিষ বলছি ষ্টেটিসটিকস্ দিচ্ছি. উনারা বলেছেন ক্ষুদ্র গ্রামীন শিল্পের কথা। বিগত বছরের সাথে এ বছরের হিসাবটা সেটা আমি দিচ্ছি।

স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি—

ইউনিটস ফাংশেনিং গত বার ছিল ১০ হাজার, এইবার আমরা এটার ১২ হাজার টাকার টার্গেট দিয়েছি। প্রডাকশ্যান গত বছর ছিল ৯ কোটি, ৫০ লক্ষ টাকা। এবার আমাদের টার্গেট ১২ কোটি টাকা, পারসন এমপ্লয়েড গত বছর ছিল ৩০ হাজার এই বার আমাদের টার্গেট ৩৬ হাজার টাকা।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল এষ্টেট এরিয়া—

এষ্টেট এরিয়া গত বছর ছিল ৬টি, এইবার আমাদের টার্গেট ৮টি, নাম্বার অফ ইউনিটস গত বছর ছিল ৮০টি এইবার আমাদের টার্গেট ৮৮। প্রডাকশ্যান গত বছর ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, এবার আমাদের টার্গেট হলো ৭০ লক্ষ টাকা। এমপ্লয়মেন্ট গত বছর ছিল ২৪০, এবার আমাদের টারগেট হলো ১৬৪।

হ্যাণ্ডলুম—প্রডাকশ্যান গতবছর ছিল ২৪, লক্ষ, ৭০ হাজার বর্গ মিটার কাপড়. এবার আমাদের টারগেট হলো ২৫ লক্ষ, ৪৫ হাজার বর্গমিটার কাপড় এমপ্লয়মেন্ট ( ইকনমিক্যাল ) গত বছর ছিল ১৬ হাজার, ৮০০, এবার আমাদের টারগেট হলো ১৭ হাজার ৩০০ ।

কে হাপিস করল ? ওদের পোটায়া কমরেড কন্ট্রাকটররা। যারা করেছে তাদের সাথে ওরাও আছে। এ ব্যাপারে ওদের জবাব দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কুমারী টিলার ইটের গোডাউন থেকে ২০, ৬৫০ টি ইট কোথায় গেছে কোন খবর নেই। দাম মাত্র, ১২ হাজার টাকা কোন খবর নেই। মাননীয়, স্পীকার স্যার, টাউনহলের কথা বলছি। আগরতলা পৌরসভার টাউন হলের কথা। এছাড়াও আর কোথায় কোথায় টাউনহলের জন্য কত টাকা আত্মসাৎ করেছে তার কথা বলছি আগরতলা পৌরসভার টাউন হলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ২৯, ৬৫, ৭০০ টাকা, ধর্মনগর টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন ৯,৬০,০০০, টাকা, কৈলাসহর টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ২১, ৬০, ০০০ টাকা, কমলপুর টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ১১, ৬০, ০০০ টাকা, খোয়াই টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ১৫, ৬০, ০০০ টাকা, সোনামুড়া টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ১০, ৫০, ০০০ টাকা উদয়পুর টাউনহলের জন্য খরচা দেখিয়েছেন, ৯, ২৭ ০০০ টাকা, বিলোনীয়া টাউনহলের জন্য খরচ দেখান হয়েছে, ৯ ৯০ ০০০ টাকা। অথচ, একদিনও সেই টাউনহলটি ব্যবহার করা হলো না, কিন্তু ৯, ৯০, ০০০ টাকা খরচ দেখিয়েছেন। ওদের পেটোয়া কমরেড কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে করান হয়েছে। কিন্তু ব্যবহার করতে পারলনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, সময় সীমিত, সুতরাং আমার কাছে আরো অনেক তথ্য থাকা সত্বেও দিতে পারছি না। স্যার, আগরতলা পৌরসভায় ১ লক্ষ টাকা তছরূপ। তাছাড়া আছে, আগরতলা পৌরসভা এলাকার বাইরে রাজ্যের বিভিন্ন নোটিফায়েড এলাকা। সেখানেও লক্ষ লক্ষ টাকার তহরূপ হয়েছে। অবিলম্বে এইসব রাঘব বোয়ালদের ধরার জন্য আমার স্পেশাল অডিটের ব্যবস্থা করছি, ওদের মুখোস ত্রিপুরার মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য। আর এই কারনেই সম্ভবতঃ এই রাজ্যের মানুষের জন্য কল্যাণমুখী যে বাজেট সেই বাজেটের বিরোধিতা করছেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেই বললেন, অডিট হয়নি, সেখানে এ ভাবে তহবিল তছরূপের কথা কি করে বলেন ?

**মিঃ স্পীকার :—** এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** কেন হবে না ? মাননীয় মন্ত্রী নিজেই বলছেন, অডিট হয় নি।

**মিঃ স্পীকার :—** ইট ইজ এ স্ট্যাটমেন্ট।

**শ্রীজহর সাহা :—** আমার কাছে তথ্য আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আশা করি, উনারা যে সকল ছাঁটাই প্রস্তাব মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উৎথাপিত মূল বাজেটের উপর এনেছেন তা প্রত্যাহার করে নেবেন, এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, এই রাজ্যের জাতি উপজাতি গরীব মানুষ, শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে। আমি এও আশা করব, তাঁরা মূল বাজেটকে সমর্থন করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে প্রথম বেলার অধিবেশনে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যখন হাউসে ঢুকছিলেন, তখন মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় বিরোধী দল নেতাকে লক্ষ্য করে বলেছেন — চোরের রাজা। এই ধরনের রিমার্কস বিধানসভায় চলতে পারে কিনা? হাউসের পবিত্রতা রক্ষা হয় কিনা?

**মিঃ স্পীকার :—** হাউসে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা যায় না। আমি সমস্ত মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট অনুরোধ করছি. কেউ যেন এই ধরনের মন্তব্য হাউসে না করেন।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—** স্যার আপনি মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র বাবুর আচরণ লক্ষ্য করে দেখবেন উনার মুখে এটিকেট বলতে কিছু নেই।

**শ্রীঅনিল সরকার :—** স্যার, উনার মুখে কোন লাইসেন্স নেই, যা খুশী তাই বলছেন। এতো চলতে পারে না। আর ওতো সদস্য আছেন, কেউ তো এরকম করেন না।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি সমস্ত মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট অনুরোধ করছি কেউ যেন সভায় এই ধরনের মন্তব্য আর না করেন। আপনারা সবাই অনারেবল মেম্বার এর চেয়ে আমার বেশী কিছু বলা সমীচীন নয়।

**শ্রীদশরথ দেব :—** আপনাকে একটা অনুরোধ করেছি, বিধানসভার ভিতর যেন বাইরের * * * * দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য দশরথ দেব উনি এখানে বলেছেন বিধানসভার ভিতর যেন বাইরের গরু দ্বারা আক্রান্ত না হয়। এর দ্বারা উনি কি বুঝতে চেয়েছেন আমি বুঝতে পারছি না। উনার এই মন্তব্য তো প্রসিডিংস এ

* * * Expunged as orered by the chair.

থাকতে পারে না, সুতরাং এটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হোক।

**মিঃ স্পীকার :—** গরু তো এখানে আসতেই পারে না, সে ইট উইল এ্যাকস্পানজড ফ্রম দ্য প্রসিডিংস।

আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতিলাল সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খুব সংক্ষেপে আপনার বক্তব্য রাখবেন।

**শ্রীমতিলাল সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ড এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশন আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য তবণী দেববর্মা ডিমাণ্ড নং ৩২, মেজর হেড ২৮৫১ এর উপর একটা কাটমোশান এনেছেন। উনার কাটমোশানটি হলো গ্রামীন কুটির শিল্পীদের সহায়তা দানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহন সম্পর্কে। স্যার, আমি অনেকক্ষন যাবৎ বিরোধী সদস্য মহোদয়দের বক্তব্য শুনেছি। একটা জিনিষ আমার কাছে আশ্চর্য্য লাগছে, যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে বিগত ১০ বৎসরে সবচেয়ে বেশী কোন ডিপার্টমেণ্টে দুর্নীতি হয়েছে। আমি উত্তর দেব শিল্প দপ্তরে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি হয়েছে এবং এর পাশাপাশি কেউ যদি প্রশ্ন করে যে এই দুর্নীতির নায়ক কে? আমি বলব দুর্নীতির নায়ক, তৎকালীন শিল্প মন্ত্রী অনিল সরকার মহোদয়। কারন, আমরা দেখেছি, বিগত ১০ বৎসরে কেন্দ্র থেকে তারা কোটি কোটি টাকা এনেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী অনিল সরকার সেই কোটি কোটি টাকা নয়ছয় এবং তাঁদের দলীয় ক্যাডারদের সেই টাকা ডিষ্ট্রিবিউশান করেছেন। বিগত ১০ বৎসরের ইতিহাস দেখলে আপনারা বুঝবেন কি পরিমান টাকার নয়ছয় হয়েছে। আজকে যারা বিরোধী আসনে বসেছেন তাঁরা তাঁদের বিবেককে প্রশ্ন করুনতো কেন্দ্র থেকে যে কোটি কোটি টাকার এনেছেন সেগুলির হিসাব দিতে পারবেন কিনা? পারবেন না। শিল্প দপ্তরে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে; সেগুলি তদন্ত করার ভার আমরা নিয়েছি। যারা দোষী বলে সাব্যস্ত হবেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহন করব।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই গ্রামীন কুটির শিল্প সহযোগিতা দানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ সম্পর্কে আমি বলছি। রাজ্যের বাজেট স্টেট সেকটর ছিল ৩, ১০, ৬০০, এ, ডি সি সি ২২, ০৫০০০ মোট ষ্টেট সেকটার ৩, ৩২, ০০,০০০ টাকা এবং গ্র্যাণ্ট ইন এইড ২, ৩৫, ৬৫.০০০ টাকা। সেণ্ট্রাল সেকটার ১, ৬১, ৮৬, ০০০ টাকা, গ্র্যাণ্ট ইন এইড ১. ৫৫,৫৬,০০০ টাকা মোট ৪, ৯৪, ৫১, ০০০ টাকা, গ্রাণ্ট ইন এইড ৩, ৯১ ২১, ০০০ টাকা তাহলে এই পরিসংখ্যানে

দেখা যায় এই যে হেড অফ. একাউন্ট ২৮৫১ এ আমরা যে টাকার অংক রেখেছি অনুমোদন এটা হচ্ছে অনুমোদন হিসাবে। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ অংশের মানুষ দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস করে। গ্রামীন শিল্প এবং মাঝারি শিল্পীদের তাদের জন্য বিরাট অংকের অনুদান রাখা হয়েছে। সুতরাং এই বাজেট কোন মতেই জনস্বার্থ বিরোধী হতে পারে না মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর বাবু এবং আরও অনেক বিরোধী সদস্য তাঁতীদের জন্য রাত্রিবেলা ঘুমাতে পারছেন না. কান্নায় ওদের চোখে জল আসছে. বলেছেন তাঁতীরা নাকি আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমি উনাদের প্রশ্ন করতে চাই আমরা তো ক্ষমতায় এসেছি ৫ মাস হয়েছে এখনও তো আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করিনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে আপনাদের এত মায়া কান্না জাগল বুঝতে পারছি না। উনি বলছেন ভারতবর্ষে সূতার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এটা সত্যি কথা। তার জন্য আমরা জনতা শাড়ীর দামও বৃদ্ধি করেছি প্রতি পিস্ শাড়ীতে ৪/৫ টাকা করে। বিভিন্ন জায়গায় যেখানে দেখছি সুতার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে আমার তাঁতীরা যাতে মার না খায়। তাদের ন্যায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য আমরা কিছু সুতার মূল্য নির্ধারণ করেছি। আর একটা জিনিষ বলছি ষ্টেটিসটিকস্ দিচ্ছি. উনারা বলেছেন ক্ষুদ্র গ্রামীন শিল্পের কথা। বিগত বছরের সাথে এ বছরের হিসাবটা সেটা আমি দিচ্ছি।

স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি—

ইউনিটস ফাংশেনিং গত বার ছিল ১০ হাজার, এইবার আমরা এটার ১২ হাজার টাকার টার্গেট দিয়েছি। প্রডাকশ্যান গত বছর ছিল ৯ কোটি, ৫০ লক্ষ টাকা। এবার আমাদের টার্গেট ১২ কোটি টাকা, পারসন এমপ্লয়েড গত বছর ছিল ৩০ হাজার এই বার আমাদের টার্গেট ৩৬ হাজার টাকা।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল এষ্টেট এরিয়া—

এষ্টেট এরিয়া গত বছর ছিল ৬টি, এইবার আমাদের টার্গেট ৮টি, নাম্বার অফ ইউনিটস গত বছর ছিল ৮০টি এইবার আমাদের টার্গেট ৮৮। প্রডাকশ্যান গত বছর ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, এবার আমাদের টার্গেট হলো ৭০ লক্ষ টাকা। এমপ্লমেণ্ট গত বছর ছিল ২৪০, এবার আমাদের. টারগেট হলো ১৬৪।

হ্যাণ্ডলুম—প্রডাকশ্যান গতবছর ছিল ২৪, লক্ষ, ৭০ হাজার বর্গ মিটার কাপড়. এবার আমাদের টারর্গেট হলো ২৫ লক্ষ, ৪৫ হাজার বর্গমিটার কাপড় এমপ্লয়মেণ্ট ( ইকনমিক্যাল ) গত বছর ছিল ১৬ হাজার, ৮০০, এবার আমাদের টারগেট হলো ১৭ হাজার ৩০০।

হ্যাণ্ডিক্রাফট প্রডাকশ্যান গত বছর ছিল ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, এইবার আমাদের টারগেট হলো ৩৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এমপ্লয়মেণ্ট গত বছর ছিল ১৬ হাজার ৮০০ এবার আমরা টারগেট নিয়েছি ১৭ হাজার ৩০০।

স্যারিকালচার প্রডাকশ্যান অফ র গত বছর ছিল ৭০০ কে, জি, এবার আমরা টারগেট নিয়েছি ২ হাজার কে, জি। এমপ্লয়মেণ্ট গত বছর ছিল ৮০০, এবার আমরা টারগেট নিয়েছি ১ হাজার ২০০। এই পরিসংখ্যান দেওয়ার পর বিরোধী দলের সদস্যরা বুঝতে পারবেন গত বারের তুলনায় এইবার কত বেশি ধরা হয়েছে। আমরা যে ধরেছি সেটা যদি সঠিকভাবে কাজ-কর্ম গরীব জনসাধারনের স্বার্থে না করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী অধিবেশনে আমাদের সমালোচনা করবেন এইটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখন ত মাত্র বাজেট পেশ করা হয়েছে এখনও পাশ হয়নি। তার আগেই উনারা চিৎকার করছেন কিভাবে বিরোধীতা করা যায়। আর একটি খবর আপনাদের দিচ্ছি জানিনা আপনারা এরও বিরোধীতা করবেন কিনা। আমরা বেকার ভাইদের স্ব-নির্ভর প্রকল্পের আওতায় আরও কিছু সংখ্যা বাড়াতে পারব। আমরা স্টেইট এবং সেণ্ট্রাল ২টা মিলে ২ হাজার ৪০০ জনকে স্ব-নির্ভর প্রকল্প আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতীতে আপনারা কি করছেন। যারা দলীয় ক্যাডার ছিল, তাদেরকে আপনারা স্ব-নির্ভর প্রকল্পে টাকা অনুদান দিয়েছেন। এইবার নিশ্চয়ই দেখবেন যারা প্রকৃত বেকার তাদের স্ব-নির্ভর আওতায় আনব এইটা আপনারা দেখবেন।

মি: ডেপুটি স্পীকার : - মাননীয় মন্ত্রী আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

**শ্রীমতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, অনিলবাবু একটু আগে বললেন প্রমান করতে হবে। এইটা "দৈনিক সংবাদ"। ১৯৮৫ সনের ১২ই এপ্রিল শিল্প দপ্তরের মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার সুবাদে অথবা শিল্প দপ্তরের বদান্যতায় লাল বাতি তোলার শিল্পপতির ভাগ্যে চপ্পরপোড়া শিল্পদিনের মৌকা। এখন "দৈনিক সংবাদ" আপনাদের কাছে ভাল। ঐদিন বিরোধীতা করলেও প্রতিবাদ করেন। আগরতলা ১০ই এপ্রিল — প্রায় শিল্পহীন এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে গলা টিপে হত্যা করে কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করা হচ্ছে তার নমুনা পাওয়া গেছে। ১৯৮০ সালের কুমারঘাটে প্রতিষ্ঠিত মেসার্স ইলেকট্রিক্যাল কেবলস অ্যাণ্ড কনডাক্টারস নামে বৈদ্যুতিক তার তৈরী করার একটি কারখানাকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করে কারখানার মালিক প্রায় ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে এই একই মালিক আগরতলা শহরের কাছে নব নির্মিত ভুকলি শিল্প নগরীতে (অনিল বাবুর দয়ায়) এরও

একটা শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স পেয়ে গেছেন। এর জন্য ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ডেভালাপমেণ্ট কর্পোরেশনের কাছ থেকে তার নামে কয়েক লক্ষ টাকা ঋনও মঞ্জুরী হয়েছে বলে জানা গেছে।

**শ্রীদশরথ দেব :—** পয়েণ্ট অফ অর্ডার স্যার, "দৈনিক সংবাদের" নিউজটা মিনিষ্টার পড়ে শোনাচ্ছেন। দৈনিক সংবাদ কনফার্মও আন কনফার্মও যে কোন নিউজ দিতে পারেন। যখন মন্ত্রী তাঁর জবাব দেবেন তার অথেনষ্টিসিটি প্রমান করে জবাব দিতে হবে। 'দৈনিক সংবাদ" কি লিখেছে তার কপি করা মন্ত্রীর দায়িত্ব না। মন্ত্রী যদি বলেন তিনি ফুল্‌লি. কন্‌ভিন্‌সড, তদন্ত করে প্রমাণ হয়েছে, হাউসের সামনে এইটাকে প্রমাণ করতে পারবেন তখনই কোন মিনিষ্টার একটা কাগজকে পুট করতে পারেন।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী আপনি কনক্লুড করুন।

**শ্রীমতিলাল সাহা ( রাস্ট্রমন্ত্রী ) :—** এইটা কিছু দিনের মধ্যেই প্রমান করব। এইটার সত্যতা কিছুটা পেয়েছি। নিশ্চয়ই প্রমাণ হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনাকে আর সময় দেওয়া যায় না।

**শ্রীদশরথ দেব :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটা পয়েণ্ট অফ অর্ডার তুলেছিলাম। আপনি এসে যাওয়াতে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার রুলিংটা দিয়ে যেতে পারেননি। প্রাক্তন ইণ্ডাষ্ট্রি মিনিষ্টার অনিল সরকার সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। "দৈনিক সংবাদে" উঠল আমি পয়েণ্ট আউট করলাম, মিনিষ্টার যখন কোন ষ্টেটমেণ্ট দেন তিনি কোট করতে পারেন। কিন্তু সেই পত্রিকার অথেনটিসিটি তাকে কনফার্ম হতে হবে এবং দায়িত্ব নিতে হবে যে তিনি যা বলেছেন এইটা সত্য এবং এই প্রমাণ সহ হাউসে উপস্থিত করতে হবে। যদি হাউসকে কনভিনসড করতে হয়, এই সম্পর্কে আমি আপনার রুলিং চাচ্ছি, উনি অনর্গল পড়ে যাচ্ছেন।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—** স্যার, এইটা কি রুলিং হল, পয়েণ্ট অফ্‌ অর্ডার হল।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—** নো কোয়েশ্চান অফ্‌ রুলিং স্যার।

**শ্রীদশরথ দেব** :— আমি চীফ মিনিষ্টারের কাছে রুলিং চাইনি, আমি স্পীকারের কাছে রুলিং চেয়েছি।

**মিঃ স্পীকার** :— পেপারের বক্তব্য পেপারের বক্তব্য হিসাবেই যাবে, পেপার যা বলেছে, পেপারের সাংবাদিক বলুন আর সম্পাদকই বলুন। এটা মিনিষ্টারের স্টেটমেন্ট না, সেটা পেপার হিসাবেই যাবে।

**শ্রীদশরথ দেব** :— আপনার রুলিং আমি মেনে নিলাম। কিন্তু কোন মিনিষ্টার যখন পেপারকে বলে, পেপার নানান রকম বলতে পারে, কিন্তু সেটাকে পড়লেই বুঝা গেল পেপারের সঙ্গে মিনিষ্টার একমত।

**মিঃ স্পীকার** :— নো, ইট ইজ নট দ্যা স্টেটমেন্ট অফ্ দ্যা মিনিষ্টার। ইট ইজ দ্যা স্টেটমেন্ট অফ্ দ্যা রিপোর্টার।

**মিঃ স্পিকার** :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী)** :— স্যার, এখানে যে সমস্ত কাট মোশান বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আনা হয়েছে আমি সেই সবগুলির তীব্র বিরোধীতা করি এবং মূল বাজেটের সমর্থন করছি। স্যার, এখানে আমার তিনটা ডিপার্টমেন্টের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ফিসারী ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে একটা কাটমোশন এনেছেন মাননীয় সদস্য নকুল দাস। সেটা হলো, উপজাতিদের জন্য যেটা মিনি ব্যারেজ প্রকল্প এবং মৎস্য সমবায় সমিতির কাছ থেকে আমরা যে জলাশয়গুলি নিয়েছি সেইটা সম্পর্কে তিনি কাটমোশন এনেছেন। মাননীয় সদস্য যিনি কাট মোশন এনেছেন তাকেই আমি বলছি না তাদের সবাইকেই বলছি। ত্রিপুরার ভৌগোলিক জলবায়ু ও মাটি সব কিছুর উপর ভর করে আমাদের উন্নয়নের কাজ করতে হবে, উন্নয়নের লক্ষ্যে যেটাই করিনা কেন, আমাদের রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানটা যাতে আমরা ইচ্ছা করলেই কয়লার খনি তৈরী করতে পারব, তেলের খনি তৈরী করতে পারব? আমি উন্নতি করব কিসের ভিত্তিতে, আমার যে সম্পদ আছে, মাটি আছে, তার উপরই আমার উন্নয়নের পরিকল্পনা আছে। বাহিরে থেকে আসবে কি করে। স্যার, এখানে কি ফিসারীর পরিকল্পনা নেওয়া যাবে, আমার এখানে সমতল জমি খুব কম, বেশীর ভাগ জায়গায় পাহাড় অঞ্চল। সেখানে যদি আমি পুকুর খনন শুরু করে দেই সেটা কি উচিৎ হবে? আমার যে ভৌগোলিক অবস্থা সেটা হচ্ছে পাহাড় বন্দরে ঘেরা।

ত্রিপুরা রাজ্যে সমতল ভূমি খুব কম। তাই পাহাড়ে বন্দরে পুকুর খননের চাইতে মিনি ব্যারেজ বেশী করে করা উচিত ছিল। মিনি ব্যারেজ শুধু মৎস্য চাষের জন্য নয়, কৃষি দপ্তরের জন্যও দরকার। ফিসারিজের জন্য মহারানীতে ১০০টার মত মিনি ব্যারেজ তৈরী করতে হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে মিনি ব্যারেজ ফিসারিজের জন্য ভূমিক্ষয় রোধের জন্য করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন, আজকে মিনি ব্যারেজের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের এই কথা ঠিক নয়। ওনারা জানেন না যে এখন আরও ৩ হাজার হেক্টর জমি নেওয়া হয়েছে মিনি ব্যারেজের জন্য। আরও মিনি ব্যারেজ হবে সেটা রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন। আরেকটা কথা যেটা বলেছেন সমবায় আন্দোলনের ব্যাপারে, সে সম্পর্কে আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বলতে চাই যে তাদের আমলের মত মুখে মুখে না, আমরা কাজে কর্মে সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে চাই। স্যার, তাদের আমলে সমবায় আন্দোলনগুলি শক্তিশালী হবে কি করে? আমরা দেখেছি যে এক বা দুই জনের নামে সমবায় মৎস্যজীবি সমিতি করে টাকা নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করেছে। তাদের আমলে ডম্বুর যেন ২জনের মালিকানা সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেদিন বুঝতে পারিনি যে ডম্বুরটা কি রাজ্য সরকারের না ২/৩ জনের সম্পত্তি। তারা যেসব জলাশয়ে মৎস্য চাষ করেছিল আজকে সেখানে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি ফেনা আছে আর কিছু নাই। আমরা যখন আজকে ফিসারি ডিপার্টমেন্টকে বললাম যে, ঐসব জলাশয় থেকে মাছ ধরে ফিশারি কাউন্টারে ২৫ টাকা দরে মাছ বিক্রী কর। তখন ফিশারী অফিসাররা এসে জানাল যে স্যার, ঐসব জলাশয়ে কোন মাছ নাই শুধু জল আর তাও ফেনাতে ভরতি হয়ে গেছে। আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে যারা মৎস্যজীবি তাদের উন্নয়নের জন্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কিন্তু আগে যারা জলে নামত না চেয়ারে বসে টাকা গুনত আর জেলে বলে পরিচয় দিয়ে টাকা মারত তাদের কোন স্থান নাই। যারা প্রকৃত জেলে, যারা জলে নামে এবং ভোর রাত্রে গিয়ে মাছ ধরে তাদের জন্য আমরা টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা তাদের সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করব। মিঃ স্পীকার স্যার, এবার আমাদের রাজ্যে মৎস্য সংক্রান্ত রিজিওনাল কনফারেন্স হয়ে গেছে।

মিস্টার স্পীকার স্যার, এই মৎস্যজীবিদের সম্পর্কে যে রিজিওন্যাল কনফারেন্স হয়ে গেছে তাতে প্রত্যক সদস্য স্বীকার করেছেন যে, এখানকার মৎস্যজীবিদের সবচেয়ে বড় সাকসেস হচ্ছে যারা শিপটিং কালটিভেসনে অভ্যস্ত ছিলেন তারা আজকে মৎস্যজীবি হিসেবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বিগত দশ বছরে ওরা যা করেছেন তাতে এইটা আরো অনেক বেশী পিছিয়ে গিয়েছিল। আমি নিজে দেখেছি যে এই মিনি ব্যারেজের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে, চালও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল যে, এই সমস্ত চাল ডিলারদের বাড়িতে পড়ে রয়েছে। আর এরা সারা রাত ধরে সেই গাঁও সভার সি, পি, এম, পঞ্চায়েত প্রধানরা সারা রাত ধরে খেলছেন। আমি জানিনা তাদের এই অভ্যাস এখনো রয়ে গেছে কিনা। এইগুলি যদি তারা না করতেন

on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 25 under the following major Heads :—

2070– Other Administrative Services Rs. 10,000/-

2235—Social Security and welfare Rs. 24,89,000/-

2252 - Other Social Community Services Rs. 2,30,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker** :- Now I am putting the Demand No. 32 to vote. But there is a Cut Motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Tarani Deb Barma on Demand No. 32, Major Head—2851

"That the amount of the Demand be reduced to Rc. 1/ – to represent disapproval of the policy viz—

গ্রামীন কুটির শিল্পীদের সহায়তা দানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ সম্পর্কে।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 9,50,18,000/- (including of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation [vote on account] Bill, 1988) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 32 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2070—Other Administrative Services. | Rs. 1 50,000/- |
| 2230—Labour and Employment. | Rs. 32,85,000/- |
| 2407—Plantation. | Rs. 1;25,00,000/- |
| 2552—North Eastern Areas. | Rs. 75,00,000/- |
| 2851-Village and Small Industries. | Rs. 6,81,00,000/- |
| 2875-Industries. | Rs, 34,40,000/- |

( The Demand was put to voice vote and passed, )

MR. SPEAKER :—Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 69, 24,000/—(inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation [vote on Account] Bill. 1988) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heads :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4216— | Capital outlay on Housing. | Rs. | 3,34 000/— |
| 4425— | Capital outlay on Co-operation. | Rs. | 16,00,000/— |
| 5465— | Investment in General Financial and Trading Institutions | Rs. | 47,00,000/— |
| 6425— | Loans for Co-operation. | Rs. | 2,90,000/— |

(THE DEMAND WAS PUT TO VOICE VOTE AND PASSED.)

MR. SPEAKER :— Now I am putting the Demand No. 34 to vote. But there is a Cut Motion on this Demand. The Cut Motion of Shri Rashiram Deb Barma falls through due to his absense.

Next question before the House is the motion moved by—

**শ্রীনকুল দাস :**— স্যার, আপনি যখন কাট মোশনগুলি উৎথাপন করেন, তখন বলেছিলেন, সবগুলি কাটমোশনই এক সঙ্গে উৎথাপিত হবে। আমরা ডিসকাশনও করেছি সবগুলির উপর। তখন তো বাধা দেওয়া হয়নি ?

ডিসকাশনের সময় বাধা দেওয়া হয় নি, কাজেই সবগুলি মুভড হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার :**— ইট ওযাজ রিটেন হিয়ার দ্যাট অনুপস্থিত সদস্যগণের ছাঁটাই প্রস্তাব উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য হবে না।

**শ্রীসমর চৌধুরী :**— অলরেডি মোশনটার উপর আলোচনা হয়েছে, ডিস্কাশন হয়েছে। কাজেই এটা এখন ভোটে আসবে।

**মিঃ স্পীকার :**— সো ফার আই রিমেম্বার, আই টোল্ড ইট আরলীয়ার দ্যাট" মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোও পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই

প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি. প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

ইট ওয়াজ অলসো মেনশানড হিয়ার দ্যাট অনুপস্থিত সদস্য গণের ছাঁটাই প্রস্তাব উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য হবে না।

MR. SPEAKER :— Now I am putting the Demana No, 34 to vote.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 3,16,00,000/— (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation [Vote on Account] Bill, 1988). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 st March, 1989. in respect of Demand No. 34 under the following Major Heads :

4860-Capital outlay on Consumers Industries. Rs. 1,20,00,000/-
4885-Capital outlay on Industry and Minerals. Rs. 1,80,00,000/-
6851-Loans for Village and Small Industries. Rs. 16,00,000/-

(The Motion was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker** :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 20,46,00o/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to Appropriation [Vote on Account] Bill, 1988), be granted to defray the charges which will come in course of paymcnt during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demaud No. 40 under the following Major Heads :

2515-Other Rural Development programme. Rs. 20,46,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker** :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a snm not exceeding Rs. 4,28,68,000/-

(inclusive of the sum specified in column of the schedule to the Appropriation [Vote on Account] Bill, 1988), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads :

| | |
|---|---|
| 2059-Public Works. | Rs. 1,15,000/- |
| 2217-Urban Development. | Rs. 3,52 53,000/- |
| 4215-Capital outlay on Water supply and Sanitation. | Rs. 75,00,000/- |

( The Demand was put to voice vote and passed. )

**Mr. Speaker** :— Now the question before the House in the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 31,42,38,000 exclusive of charged expenditure of Rs. 21,24,23,000/-(inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation [ Vote on Account ] Bill, 1988), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No 45 under the following Major Heads :

| | |
|---|---|
| 2047-Other Fiscal Services. | Rs. 12,17,000/- |
| 2070-Other Administrative Services. | Rs. 26,56,71,000/- |
| 2071-Pension Benifits. | Rs. 4,60 50,000/- |
| 2075-Miscellaneous General Services, | Rs, 13,00,000/. |

(The Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker** :— Now I am putting the Demand No 46 to vote

Now the question before the House is the Motion moved by Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 3, 45,00,000/— exclusive of charged expenditure of Rs. 12, 24, 80, 000/ – (inclusive of the sum specified in colum 3 of the scheduled to the Appropriation (Vote on Account) Bill,1988). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No—46 under the following Major Head :

7610—Loans to Government Servants. Rs. 3, 45, 00, 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now I am putting the Demand No-30 to vote. But there is a Cut Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Nakul Das on Demand No-30, Major Head-2405.

"That the amount of the Demand be reduced to Rc. 1/- to represent disapproval of the policy viz-

"উপজাতি জনগণের জন্য মিনি ব্যারেজ নির্মানে ব্যর্থতা এবং তফসিলী জাতি ভুক্ত মৎস্য জীবিদের সমবায় সমিতির হাত থেকে বে-আইনী ভাবে জলাশয় কেড়ে নিয়ে চরম দুর্নীতি সম্পর্কে"।

( The Cut Motion was put to voice vote and lost. )

Next Question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 4,45,55,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the scheduled to the Appropration (Vote on Account) Bill, 1988), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No-30 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2405-Fisheries | Rs. 4,37.05,000/- |
| 2552-North Eastern Areas | Rs. 8.50,000/- |

( The Demand was put to voice vote and passed. )

MR. SPEAKER :— Now I am putting the Demand No-35 to vote.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister 6that a sum not exceeding Rs. 17,71,45,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the Scheduled to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1988), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads : -

| | |
|---|---|
| 2401-Crop Husbandry | Rs. 9,24,70,000/- |
| 2408-Food, Storage and Warehousing | Rs. 60,00.000/- |
| 2415-Agricultural Reseaoch and Training | Rs. 23,00,/000/ |
| 2435-Other Agricultural programme | Rs. 1,60,50,000/- |
| 2552-North Eastern Areas | Rs. 41,25,000/- |
| 4401-Capital Outlay on crop Husbandry | Rs. 5,62,00,000/- |

( The Demand was put to voice vote and passed. )

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No.—36 to vote. Now the question before the House in the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 6, 19, 26,000/— Inclusive of the sum specified in column 3 of the scheduled to the appropriation (vote on account) Bill, 1988), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No.—36 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2403 Animal Husbendry | Rs. | 5, 10, 81, 000/- |
| 2404—Dairy Development. | Rs. | 68, 20, 000/- |
| 25°2 -North Eastern Areas | Rs. | 40, 25, 000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker :—** On the recommendation of the Governor. I beg to move that a sum not exceeding Rs, 9,28,07,0000/-exclusive of charged expenditure of Rs. 2, 56,000/- ( exclusive of the sum specified in column 3 (three) of the scheduled to the appropriticon (vote on account) Bill, 1988), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 49 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2401—Corp. Husbendry | Rs. | 4,21,49,000/- |
| 2402—Soil & Water Conservation | Rs. | 3,70,71,000/- |
| 2435 —Other Agri. Programme | Rs. | 20,00,000/- |
| 2552—North Easter Areas | Rs. | 86,75,000/- |
| 44( 1—Capital outlay on corp Husbendry | Rs. | 29,12,000/- |

( The Demand was put to voice vote and passed, )

**মিঃ স্পীকার :—** এই সভা আগামী ১৮ই জুলাই ১৯৮৮ইং সোমবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

(Questions and Answers)

ANNEXURE-"A"

## ADMITTED STARRED QUESTIONNO :-123

Name of M. L. A. **Sri Amal Mallik**

**প্রশ্ন**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :-

১) বিলোনীয়া মহকুমায় রাজনগর অঞ্চলে কোন গব প্রকল্প করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২) যদি থেকে থাকে তা হলে উক্ত প্রকল্পের জন্য কোন জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে কিনা।

৩) জায়গা নেওয়া হয়ে থাকলে ঐ সকল জায়গাগুলি "জোত" না খাস ভূমি তাহার বিবরণ।

**উত্তর**

Minister in-charge of the Forest Department Sri Drao Kumar Reang.

১) না। তবে বিলোনীয়া, উদয়পুর ও সোনামুড়া মহকুমার কিয়দংশ সংঘটিত করিয়া "তৃষ্ণা অভয়ারন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই অভয়ারন্যের সমস্ত বন্য প্রাণী ও পক্ষিদের সংরক্ষন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। "গব" এইসব বন্য প্রাণীর অন্যতম।

২) পূর্বেই বলা হয়েছে যে কোন "গব" প্রকল্প নেওয়া হয় নাই। এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে কোন গব প্রকল্পের জন্য স্থান নির্বাচন করার প্রশ্ন আসে না।

৩) ২নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

## ADMITTED STARRED QUESTION No, 130

Name of M. L. A. **Shri Amal Mallik.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। বিলোনীয়া পাবলিক লাইব্রেরীতে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা কত।

২। ১৯৭৮-১৯৮৭ ইং এর মধ্যে উক্ত লাইব্রেরীর উন্নয়ণের জন্য কোন কাজ করা হয়েছিল কিনা ; এবং

৩। না নিয়ে থাকলে বর্তমানে উক্ত লাইব্রেরীর উন্নয়ণের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার-এর আছে কি ?

Answer

১। বিলোনীয়া পাবলিক লাইব্রেরীতে ৭-৬-৮৮ইং পর্যন্ত মোট বই-এর সংখ্যা ১৯,২৬৯।

২। ১৯৭৮-৮৭ সনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়ণ হয় নাই।

৩। বর্তমানে রাজা রামমোহন রায় ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় রাজ্য সরকার গ্রন্থাগারটি সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন।

## ADMITTED STARRED QUESTION No, 143

Name of M. L. A.—**Shri Gouri Sankar Reang**

Will the Hon'ble Ministre-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। রাজ্যের কলেজ সমূহে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের জন্য ইউ, জি, সি, বেতনক্রম চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। থাকিলে কবে থেকে এই বেতনক্রম চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

১। আপাততঃ নেই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

## ADMITTED STARRED QUESTION No. 213

Name of M. L. A. **Shri Samar Choudhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য যে গত বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভা ২রা জুলাই ১৯৮৭ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সোনামুড়া ও অমরপুরে দুটি কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

২। যদি নিয়ে থাকেন তবে বর্ত্তমান নতুন সরকার কলেজ দুটি খোলার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

১। হাঁা।

২। বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে কলেজ ২টিতে পঠন পাঠন শুরু করার সম্ভাব্য সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 229

Name of M,L,A, **Shri Diba Chandra Hrangkhawal**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। উত্তর ত্রিপুরা কৈলাসহর মহকুমার কাঞ্চনছড়ায় ( ৮২ মাইল ) কেন্দ্রীয় নবোদয় বিদ্যালয় তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ উক্ত বিদ্যালয়টি তৈরীর কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। যদি পরিকল্পনা না থাকে তাহা হইলে তার কারন ?

ANSWER

১। এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 231

Name of member :— Shri Diba Chandra Hrangkhawal,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর ব্লকের অধীনে চাক্‌মা পাড়া গাঁও পঞ্চায়েত-এ বর্ডার প্রজেক্ট ওয়ার্ক-এর জন্য মোট কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, | ১। চাক্‌মা পাড়া গাঁ পঞ্চায়েতে বর্ডার প্রজেক্টের জন্য ১৯৮৭-৮৮ ইং সনে বি, ডি, ও, কমলপুরকে এ. ডি. সি, হইতে ১৩, ১৩, ০১০.২০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল। |

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ২। উক্ত গাঁও পঞ্চায়েতে মোট কত পরিবারকে এই বর্ডার প্রজেক্ট-এর আওতায় আনা হয়েছে, এবং | ২। ১৯৮৭-৮৮ ইং সনে ঐ পঞ্চায়েতে মোট ৩০৫ পরিবাবকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল। |
| ৩। প্রত্যেক বেনিফিসারীকে কত করে অর্থ ও অন্যান্য ডেভেলপমেন্ট ফেসিলিটি দেওয়া হয়েছে এবং | ৩। প্রত্যেক বেনিফিসারীকে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছিল।<br>ক) সমষ্টি আবাসন প্রকল্পে ৬৪০৯ ৭০ টাকা করিয়া ৭২ পরিবার।<br>খ) আনারস চাষ প্রকল্পে ১৬১৪,৭৫ টাকা করিয়া ১১৬ পরিবার কে।<br>গ) কুটির শিল্প প্রকল্পে ১০০ টাকা করিয়া ( ৬ মোটা সুতার দাম ) ৩০৫ পরিবারকে।<br>ঘ) সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে<br>১। রাস্তা সংস্কার মোট খরচ<br>২। বালোয়াড়ী কেন্দ্র নির্মান ১, ৩৭, ৫৯৭, ৮০<br>৩। জল সংরক্ষন কেন্দ্র স্থাপন<br>৪। সেতু নির্মান বাবদ মোট খরচ—— —— ৬, ৭৯, ৩০৯, ৪০ |
| ৪। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কত অর্থ অব্যয়িত হয়েছে তার হিসাব। | ৪। মঞ্জু রীকৃত অর্থের মধ্যে ৪৯৬১০৩ টাকা ৭২ টি গৃহ নির্মানের সরঞ্জাম বাবদ অব্যয়িত আছে। এবং তাহা বর্তমান বৎসরে ব্যয় করা হইবে। |

Admitted Starred Question No. 248

Name of M,L,A, **Shri Gopal Chandra Das.**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be Pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য যে নব গঠিত ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা বোর্ড রাজ্যের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস টি ইউ জে এস সরকার ভেঙ্গে দিয়েছেন।

২। সত্য হলে তাহার কারণ কি ?

Answer

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

## Admitted Starred Question No. 250

Name of M. L. A. :- **Shri Gopal Ch. Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :-

১। পালাটানা উচ্চ বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ এই বিদ্যালয়টিকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। এব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে সম্প্রতি কোন দাবী সরকারের কাছে জানানো হয়েছে কি না ?

Answer

১। এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই ;

২। সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলীর ভিত্তিতে উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ;

৩। এলাকাবাসীর দাবী আছে।

## Admitted Starred Question No. 261

Name of Member :- **Shri Subodh Ch. Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। চলতি আর্থিক বছরে ( ১৯৮৮-৮৯ইং সন ) পানিসাগর দ্বাদশ মান বিদ্যালয়ের জন্য নুতন দালান তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। থাকিলে তার কাজ কবে শুরু হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

Answer

Minister-in-charge :- Shri A. K. Kar.

১। বর্ত্তমান ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বছরে পানিসাগর বাদশ মাম বিদ্যালয়ের জন্য নুতন দালান তৈরী করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। অর্থাভাব হেতু।

Admitted starred question No :- 270

Name of the M. L. A. Shri Braja Mohan Jamatia

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Forest Department be pleased to state.

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে বনের সংরক্ষিত এলাকায় উপজাতি গরীব কৃষক ও জুমিয়াগণ কর্তৃক ভূমি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিগত বামফ্রন্ট সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন বর্তমান কংগ্রেস-উপজাতি যুব সমিতি সরকার সেই নীতি বাতিল করে দিয়েছেন।

২) ইহা ও কি সত্য যে রাজ্য বনের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে বাগান করার উপযুক্ত ও প্ল্যানটেশান করার উপযোগী পতিত জমি দীর্ঘ দিনের জন্য জুমিয়া পরিবারদের লীজ দিয়ে এবং ঐ ভূমিতে উৎপাদিত গাছ ও উহার ফল এবং ফসলের মালিকানা দিয়ে বিগত বামফ্রন্ট সরকার যে পুনর্বাসন

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department Shri Drao Kumar Reang.

১) ইহা সত্য নহে।

২) ইহা সত্য নহে।

পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যেই বহু পরিবারকে ঐ পুনর্বাসন প্রাপ্ত জমি হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে, এবং

৩) সত্য হলে কারন কি ?

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 272

Neme of M. L. A. **Shri Gopal Ch. Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে কং (ই) ও টি, ইউ, জে, এস, সরকার ক্ষমতাসীন হবার পরই মাষ্টার রোল ও ডেইলী রেইটেড ওয়ার্কারদের দৈনিক হাজিরা মাথা পিছু ২,০০ টাকা হ্রাস করা হয়েছে ;

২ সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

১) মাষ্টার রোল ও ডেইলী রেইটেড ওয়ার্কারদের দৈনিক হাজিরা মাথা পিছু ২,০০ টাকা বর্তমান সরকার কর্তৃক হ্রাস করা হয় নাই।

২) প্রশ্নই উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 274

Name of M. L. A. **Sri. Bidhu Bhusan Malakar.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় কোথায় কোথায় নুতন কলেজ স্থাপনের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে ;

২) সোনামুড়া এবং অমরপুর অবিলম্বে পুর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ চালু করে এই শিক্ষাবর্ষেই

ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

Answer

১) ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে সোনামুড়া ও অমরপুরে নুতন কলেজ স্থাপনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে ।

২) ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষেই কলেজ চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ছাত্র ভর্তির যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।

Admitted Starred Question No-290

Name of M. L. A, Sri **Rudreswar Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার ত্রিপুরার বেসরকারী বিদ্যালয়ের (Non-Govt Aided. Instistution) শিক্ষক কর্মচারীগণকে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের সমহারে পেনশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

২) যদি সত্য হয় তবে কবে পর্যন্ত উক্ত সিদ্ধান্ত কার্য্যকারী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

১) সত্য নহে । তবে বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের বর্দ্ধিত হারে পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে । সরকারী শিক্ষকদের সমহারে পেনশনের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে

২) যথা শীঘ্র সম্ভব ।

Admitted Starred Question No :- 293

Name of M. L. A. Shri Fayzur Rahaman,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state

১) রাজ্যে বিগত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকা কালীন সময়ে গ্রামে পাহাড়ে যে সামাজিক বনায়ন প্রকল্প চালু করেছিল বর্ত্তমানে উক্ত প্রকল্প চালু রাখা হবে কি ?

Minister-in-charge of the Forest Department Shri Drao kumar Reang.

১) হ্যাঁ, হবে।

Admitted Starred Question No. 295

Name of Member :- **Sri Diba Chandra Hrankhawl.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state. QUESTION

১। As per provision and manual of the ICDS Deptt. যোগ্যতা অনুযায়ী Super visors and C. D. P. O. ICDS মহিলা ওয়ার্কার হইতে নিযুক্ত করার কোন বাঁধা আছে কি ?

২। থাকিলে উক্ত বাঁধাগুলি কি কি এবং না থাকিলে মহিলা সি, ডি, পি, ও নিযুক্ত না করার কারন কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে আই, সি, ডি, এস হেল্পারদেরকে আদৌ রেগুলেরাইজড্‌ করা হবে না,

Answer

Minister-in-Charge Education Minister :- Sri Arun Kumar Kar.

১। ICDS Scheme এর নিয়ম অনুযায়ী অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীগনকে সি, ডি, পি, ও পদে নিযুক্ত করার কোন সংস্থান নাই। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীপদে ৮ থেকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কাজ করার অভিজ্ঞতা যাদের আছে সেই সমস্ত মহিলা কর্মীগণ শিক্ষাগত দিক থেকে স্নাতক না হলেও সুপার-ভাইজার পদে নিযুক্ত করা যায়।

১। ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস্‌ কমিশন লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে সি, ডি, পি, ওদের নির্বাচন করে থাকেন। যে কোন মহিলা আবেদনকারী ঐসব পরীক্ষা পাশ করিলে সি, ডি, পি, ও পদে নিযুক্ত হতে পারেন। এ বিষয়ে ম্যানুয়েলে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে খোয়াই প্রজেক্টে একজন মহিলা সি, ডি, পি, ও অনুরূপ ভাবে কর্মরতা আছেন।

৩। এ বিষয়ে এখনও কোন সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 300

Name of M. L. A. :- **Shri Fayzur Rahaman**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :-

১। শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদারের নেতৃত্বে নূতন সরকার ক্ষমতসীন হওয়ার পর গত ১৫ই জুন পর্য্যন্ত সময়ে ১৩০ দিনে কতজন শিক্ষক ও শিক্ষা দপ্তরের কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে ?

Answer

২। উক্ত সময়ে এই সকল বদলী কার্য্যকারী করার জন্য সরকারের মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

১। তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে

২।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO :- 333

Name of Members 1. **Shri Dipak Nag,**
2. **Shri Dhirendra** Deb Nath,
3. **Shri Buddha Deb Barma,**
4. **Shri Badal Chondhury,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the welfare for Sch castes Department be pleased to state :-

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। ইহা কি সত্য যে বিগত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে কং ( ই ) ও টি, ইউ, জে, এস, এই দুই পার্টি ত্রিপুরায় এস, টি, এস, সি, ও বি, সি, সংক্রান্ত মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশগুলি কার্য্যকরী করার জন্য সরকারের নিকট দাবী করেছিলেন। | ১। হ্যাঁ। |
| ২। সত্য হলে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশগুলি কার্য্যকারী করার জন্য বর্তমান সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা, | ২। গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা নিরিক্ষা চলছে। |
| ৩। নিয়ে থাকলে কবে নাগাদ তাহা বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ? | ৩। দুই নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না। |

## ADMITTED STARRED QUESTION No. 338

Name of M. L. A. **Shri Sushil Kumar Chakma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be

Answer

pleased to state :-

১। চাক্‌মা ভাষাকে চাক্‌মা জাতিয় অক্ষরে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

১। পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

২। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যথাশিঘ্র বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ADMITTED STARRED QUESTION No, 339

Name of M. L. A. **Shri Ratan Lal Ghosh**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১) ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষাকে Syllabus এর আওতায় নেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

Answer

১) সংস্কৃত ভাষা বর্তমান মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে অন্যতম বাধ্যতা· মূলক তৃতীয় ভাষা এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে অন্যতম ঐচ্ছিক তৃতীয় ভাষা হিসাবে পাঠ্যভূক্ত আছে।

Admitted Starred Question No 340

Name of M,L,A, **Shri Ratan Lal Ghosh**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা University র জন্য Complex করার যে জায়গা নেওয়া হয়েছে তা কি প্রয়োজনের তুলনায় কম কিনা ;

ক) যদি কম অনুভূত হয় তবে ঐ Complex কে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

Answer

১) হাঁ।

ক) সরকার আরো জমি অধিগ্রহণের প্রচেষ্টায় আছে।

## Admitted Starred Question No. 341

Name of member :— Shri **Ratan Lal Ghosh**.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) আগরতলা 'ল' কলেজে বর্ত্তমানে মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে।

২) মোট কতজন শিক্ষক এই "ল" (Law) কলেজে শিক্ষাদান করেন, এবং

৩) ঐ "ল" কলেজে শিক্ষাবর্ষ কবে থেকে শুরু হয় ?

Answer

১) ৯১জন ছাত্র ছাত্রী।

২ ৮জন।

৩) জানুয়ারী মাস থেকে।

## Admitted Starred Question No. 347

Name of Member :- **Shri Buddha Deb Barma**.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১) ইহা কি সত্য যে সিপাইজলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাস আছে ;

২) যদি সত্য হয় তবে ঐ ছাত্রাবাসটিকে পাকাবাড়ী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ; এবং

৩) উক্ত স্কুলে পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

Answer

Minister-in-charge :— Shri A. K, Kar,

১) হাঁ।

২) হাঁ।

৩) উক্ত স্কুলে পানীয় জলের কোন অভাব বর্তমানে নাই।

ANNXURE-"B"

Admitted Starred Question No. 28

Member :— **Shri Samar Chowdhury**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Labour Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে চা বাগানগুলির মধ্যে কোন কোন বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন হইতে প্রভি ডেন্ট-ফাণ্ডের টাকা কেটে নেওয়া সত্বেও উক্ত টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অফিসে অদ্যাপি জমা দেন নাই ঐ সকল বাগানের নাম ( ৩০/৪/৮৮ইং পর্যান্ত হিসাব )

১। কেন্দ্রীয় সরকারের আগরতলাস্থ Regional Provident Fund Commissioner এর অফিস হইতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে রাজ্যে চা বাগানগুলির মধ্যে যে যে বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন হইতে Provident Fund এর টাকা কাটা সত্বেও ৩০,৪,৮৮ইং পর্য্যন্ত উক্ত টাকা সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিক জমা দেন নাই উক্ত বাগানগুলির নাম :—

১। সোনামুখী চা বাগান
২। দেবস্থল চা বাগান
৩। নটিংছড়া চা বাগান
৪। হীরাছড়া চা বাগান
৫। হালাইছড়া চা বাগান
৬। সরলা চা বাগান
৭। মনুভ্যালি চা বাগান
৮। মোহনপুর চা বাগান
৯। ফটিকছড়া চা বাগান
১০। কালাছড়া চা বাগান
১১। কল্যাণপুর চা বাগান
১২। হরিদাসপুর চা বাগান
১৩। লুধ্য়া চা বাগান
১৪। ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান
১৫। লক্ষীলুঙ্গা চা বাগান
১৬। তুফানাযালুঙ্গা চা বাগান
১৭। দারাংটীলা চা বাগান
১৮। নীলাগড় চা বাগান

মাছমাছা চা বাগান, জগন্নাথপুর চা বাগান এবং খোয়াই চা বাগানের উপযুক্ত খাতাপত্র না পাওয়ায় তাৎক্ষনিক কোন হিসাব দিতে পারেন নি।

প্রশ্ন

২। গত ৫ বৎসরে কোন চা বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষ বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট

হইতে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা বাবদ মোট কত টাকা কেটে নিয়েছেন এবং তার মধ্যে কত টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অফিসে জমা দিয়েছেন ( বাগান ওয়ারী হিসাব )

উত্তর

২। গত ৫ বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত চা বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষগন শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট হইতে Provident Fund এর টাকা বাবদ যে পরিমান টাকা কেটে নিয়েছেন এবং তার মধ্যে যত টাকা Provident Fund অফিসে জমা দিয়েছেন তার বাগানওয়ারী হিসাব নীচে দেওয়া গেল :—

| ক্রমিক সংখ্যা | চা বাগানের নাম | আদায়ীকৃত শ্রমিক কর্মচারীদের দেয় টাকার পরিমাণ | জমাকৃত টাকার পরিমাণ | মালিকদের দেয় টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১। | সোনামুখী চাবাগান— | ২৮,৫৫৬ | ২,১২৩ | ২৬,৪৩৩ |
| ২। | দেবস্থল চা বাগান — | ১৬,৩৯২ | ১,০০৬ | ১৫,৩৮৬ |
| ৩। | নটিংছড়া চা বাগান — | ১৭,৪৭৩ | — | ১৫,৪৭৩ |
| ৪। | হীরাছড়া চা বাগান — | ৯৮,৭৬৮ | ৬০,০০০ | ৩৮,৭৬৮ |
| ৫। | হালাইছড়া চা বাগান — | ১,৯৩,২৮৮ | ৮৪,৫২৪ | ১,১৪,৭৬৪ |
| ৬। | সরলা চা বাগান — | ১,৪০,৮০৬ | ১২,২৫২ | ১,২৮,৫৫৪ |
| ৭। | মনুভ্যালী চা বাগান— | ১,০৩.৮০৩ | ৪৯,২০৩ | ৫৪,৬৩০ |
| ৮। | মোহনপুর চা বাগান— | ৫৪,২৭৯ | — | ৫৪,২৭৯ |
| ৯। | ফটিকছড়া চা বাগান— | ২,০৬,২১৪ | — | ২,০৬,২১৪ |
| ১০। | কালাছড়া চা বাগান— | ৬৭,৮৯৬ | — | ৬৭.৮৯৬ |
| ১১। | কল্যাণপুর চা বাগান— | ১৬,১০০ | — | ১৬,১০০ |
| ১২। | হরিদাসপুর চা বাগান — | ৪,৩০০ | — | ৪,৩০০ |
| ১৩। | লুধুয়া চা বাগান— | ১৬,১০০ | — | ১৬,১০০ |
| ১৪। | ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান— | ১২,৩৮০ | — | ১২৩৮০ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| ১৫। | লক্ষীলুঙ্গা চা বাগান— | ৩৩,১৮৮ | — | ৩৩,১৮৮ |
| ১৬। | তৃফানীয়ালুঙ্গা চা বাগান — | ১১,৬৯৫ | — | ১১,৬৯৫ |
| ১৭। | দারাংটিলা চা বাগান— | ৩০,৮২৬ | — | ৩০,৮২৬ |
| ১৮। | পৌলাগড় চা বাগান — | ৩,২০৬ | — | ৩,২৯৬ |
| | মোট :- | ১০,৫৩,৩০০ | ২,০৯,১০৮ | ৮,৪৪,১৯২ |

এ সম্পর্কে মাছমারা চা বাগান, জগন্নাথপুর চা বাগান এবং খোয়াই চা বাগানের প্রয়োজনীয় হিসাব-পত্র না পাওয়াতে স্থানীয় Provident Fund Commissioner কোন তথ্য দিতে পারেন নি।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত চা বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট হইতে Provident Fund এর টাকা বাবদ কেটে নেওয়া টাকা Provident Fund অফিসে জমা দিয়েছেন :—

১। আদারনি চা বাগান
২। বর্দ্ধনগর চা বাগান—
৩। দুর্গাবাড়ী চা বাগান—
৪। গোলকপুর চা বাগান—
৫। গোপালনগর চা বাগান—
৬। হরিশনগর চা বাগান—
৭। হাফলংছড়া চা বাগান
৮। কালীশাসন চা বাগান—
৯। কৃষ্ণপুর চা বাগান—
১০। মধুসূদন চা বাগান—
১১। মহাবীর চা বাগান—
১২। মালাবতী চা বাগান—
১৩। নরেন্দ্রপুর চা বাগান—
১৪। মেঘলীবন্ধ চা বাগান—
১৫। মেঘলীপাড়া চা বাগান—
১৬। মূর্ত্তীছড়া চা বাগান—
১৭। পিয়ারাছড়া চা বাগান—
১৮। রামদুর্লভপুর চা বাগান—
১৯। রাংরুং চা বাগান—
২০। রানীবাড়ী চা বাগান—
২১। সীমনাছড়া চা বাগান—
২২। বিনোদিনি চা বাগান—

২৩। হরেন্দ্রনগর চা বাগান— ২৪। মহেশপুর চা বাগান—

২৫। সরোজিনী চা বাগান— ২৬। কলকলিয়া চা বাগান—

২৭। শোভা চা বাগান— ২৮। তাচাই চা বাগান –

Regional Provident Fund Commissioner-এর অফিস থেকে টাকার বিবরণ না পাওয়ায় উক্ত তথ্য দেওয়া গেল না।

— প্রশ্ন —

৩। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা তোলার জন্য চা বাগানের কত শ্রমিক কর্মচারী আবেদন পত্র ৩০/৪/৮৮ পর্য্যন্ত প্রভিডেন্ট-ফাণ্ড কমিশনারের অফিসে জমা আছে, রাজ্য সরকার তা জানেন কিনা এবং

উত্তর

৩। ৩০-৪-৮৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কমিশনারের অফিসে মোট ৩২টি আবেদন পত্র বিবেচনার জন্য জমা আছে বলে তথ্যে প্রকাশ।

প্রশ্ন

৪। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার থেকে কোন বাগানে কয়টি কেইস গত তিনমাসে তদ্বির করা হয়েছে তার সংখ্যা ?

উত্তর

৫। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের যদিও আইনগত কোন এক্তিয়ার নাই তবুও যখনই কোন অভিযোগ গোচরে আসে তখনই প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কর্তৃপক্ষের নজরে যথা বিহিতের জন্য আনা হয়। গত তিনমাসের মধ্যে রানী বাড়ী ও সরলা চা বাগানের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নিয়ে স্থানীয় প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কর্তৃপক্ষের সংঙ্গে তদ্বির করা হয়েছে।

Admitted Starred QuestionNo :—37

Name of Member : — **Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Labour Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। plantation Labour Act অনুযায়ী রাজ্যে কোথায় কোন্ কোন্ Plantation registration হয়েছে ?

উত্তর

১। Plantation Labour Act অনুযায়ী রাজ্যে নিম্নলিখিত Plantation গুলি regist-

ration নিয়েছে :—

**ত্রিপুরা উত্তর জেলা**

১। সোনামুখী চা বাগান
২। দেবস্থল চা বাগান
৩। নটিংছড়া চা বাগান
৪। জগন্নাথপুর চা বাগান
৫। শোভা চা বাগান
৬। হালাইছড়া চা বাগান
৭। কালীশাসন চা বাগান—
৮। সরোজিনী চা বাগান—
৯। রাংরুং চা বাগান—
১০। তাচাই চা বাগান—
১১। মুর্ত্তীছড়া চা বাগান —
১২। গোলকপুর চা বাগান—
১৩। মনুভ্যালী চা বাগান—
১৪। হীরাছড়া চা বাগান—
১৫। হাফ্‌লংছড়া চা বাগান—
১৬। ধর্মনগর চা বাগান—
১৭। সরলা চা বাগান—
১৮। পেয়াবাছড়া চা বাগান —
১৯। রানীবাড়ী চা বাগান—
২০ মধুসূদন চা বাগান—
২১। রামদুর্লভপুর চা বাগান—
২২। মহাবীর চা বাগান—
২৩। দারংটীলা চা বাগান—
২৪। মাছমারা চা বাগান—
২৫। নালকাটা রাবার বাগান—
২৬। রাতাছরা রাবার বাগান—
২৭। সায়দারপার রাবার বাগান —
২৮। নবীন চৌধুরী পারা রাবার বাগান—
২৯। অমরেন্দ্র রাবার বাগান—
৩০। জুরী রাবার বাগান—
৩১। পানীটিলা রাবার বাগান—
৩২। মনু রাবার বাগান—
৩৩। বিবেকানন্দ রাবার বাগান—
৩৪। কেউরী রাবার বাগান—
৩৫। সেলেমবাড়ী রাবার বাগান—
৩৬। রাওয়া রাবার বাগান—
৩৭। দশমনিপাড়া রাবার বাগান —
৩৮। গোলকপুর রাবান বাগান—
৩৯। বিলথই রাবার বাগান —
৪০. মায়ংটুকু রাবার বাগান—
৪১। মহেশপুর চা বাগান—

১। মেঘলীপাড়া চা বাগান—
২। কৃষ্ণপুর চা বাগান—
৩। নরেন্দ্রপুর চা বাগান—
৪। মোহনপুর চা বাগান—
৫। হরিশনগড় চা বাগান—
৬। হরিদাসপুর চা বাগান—
৭। কমলাসাগর চা বাগান—
৮। ফটিকছড়া চা বাগান—

**ত্রিপুরা পশ্চিম জেলা —**

৯। মালাবতী চা বাগান—
১০। আদরিনি চা বাগান—
১১। গোপালনগর চা বাগান—
১২। সীমনাছড়া চা বাগান—
১৩। কালাছড়া চা বাগান—
১৪ হবেন্দ্রনগব চা বাগান—
১৫। মেঘলীবন্ধ চা বাগান—
১৬। বিনোদিনী চা বাগান—
১৭। লক্ষীলুঙ্গা চা বাগান -
১৮। ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান—
১৯। তুফানীয়ালুঙ্গা চা বাগান—
২০। ধনপুর রাবাব বাগান
২১। পাথালিয়া রাবার বাগান—
২২ মতিনগর রাবার বাগান—
২৩। বনকুমারী রাবার বাগান—
২৪। কলমচূডা রাবাব বাগান

**ত্রিপুরা দক্ষিণ জেলা—**

১। লুধুয়া চা বাগান—
২। লীলাগড চা ব'গান
৩। পশ্চিম লুধুয়া রাবার বাগান —
৪। গরিফা বাবার বাগান—
৫। সচিরামবাড়ী রাবাব বাগান—
৬। আবাংছড়া রাবাব বাগান—
৭। কলসীমুখ রাবার বাগান—
৮। টাকমাছডা রাবার বাগান
৯। পত্তিছড়া রাবার বাগান—
১০। পাচপোলা রাবাব বাগান
১১। একিমপুর রাবার বাগান –
১২। সেন্টাল নার্সারী, বগাফা (T.F.D.P.C)

— প্রশ্ন —

২। এইসব registered plantation-এর নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিকেব সংখ্যা কত (১৯৮৮ সনের এপ্রিলের ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব)

উত্তর

২। এই সব রেজিষ্টার্ড plantation-এর নিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা ৬,৬৮৬ ও অনিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা ৮,৫২৩ ( ১৯৮৮ সনের এপ্রিলের ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব )

প্রশ্ন

৩। কোন কোন plantation-এ শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন ?

উত্তর

৩। নিম্নলিখিত বাগানগুলিতে শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক/কম্পাউনডার নিযুক্ত আছেন

**উত্তর ত্রিপুরা জেলায় :—**

১। সোনামুখী চা বাগান
২। দেবস্থল চা বাগান
৩। নটিংছড়া চা বাগান
৪। শোভা চা বাগান
৫। হালাইছড়া চা বাগান
৬। কালীশাসন চা বাগান
৭। সরোজিনী চা বাগান
৮। রাংরুং চা বাগান
৯। তাচাই চা বাগান
১০। মুর্তিছড়া চা বাগান
১১। গোলকপুর চা বাগান
১২। মনুভ্যালী চা বাগান
১৩। হীরাছড়া চা বাগান
১৪। হাফলংছড়া চা বাগান
১৫। ধর্মনগর চা বাগান
১৬। রানীবাড়ী চা বাগান
১৭। মধুসুদন চা বাগান
১৮। পেয়ারাছড়া চা বাগান
১৯। সরলা চা বাগান
২০। রামদুর্লভপুর চা বাগান
২১। মহাবীর চা বাগান
২২। দারাংটীলা চা বাগান
২৩। মহেশপুব চা বাগান

**পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা**

১। সীমাছডা চা বাগান
২। কৃষ্ণপুর চা বাগান
৩। মেঘলীবন্ধ চা বাগান
৪। নরেন্দ্রপুর চা বাগান
৫। কালাছড়া চা বাগান
৬। মোহনপুর চা বাগান
৭। গোপালনগর চা বাগান
৮। ফটিকছড়া চা বাগান
৯। বিনোদিনী চা বাগান
১০। হরেন্দ্রনগব চা বাগান
১১। লক্ষীলুঙ্গা চা বাগান
১২। তূফানীয়ালুঙ্গা চা বাগান
১৩ দুগাবাড়ী চা বাগান
১৪। আদরিনী চা বাগ'ন
১৫। মেঘলীপাড়া চা বাগান
১৬। হরিশনগর চা বাগান

Admitted un-Starred Question No.—42.
Name of Member—**Diba Ch. Hrangkhwal**

**Will the Hon'ble Minister-in charge of the Social Education Department be pleass to State.**

Question

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৮১-৮২ সালে বামফ্রন্টের রাজত্বে ত্রিপুরার আই, সি, ডি, এস, ওয়ার্কারদের Employment exchange card জমা নেওয়া হয়েছিল,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে ঐ সকল আই, সি, ডি, এস ওয়ার্কারসদের কে রেগুলার করা হয়েছে কি,

৩। ইহাও কি সত্য যে Letter No F. 464/EMP/STATE/P.II/78/6695-96 dated 23-10-81 অনুযায়ী ঐ আদায়কৃত Employment Card গুলি Cancell বলে-ঘোষনা করা হয়েছে।

৪। সত্য হলে তার কারণ, এবং কোন ব্লকে কত জন আই, সি, ডি, এস ওয়ার্কার এর Employment Exchange Card Cancell করা হযেছিল ব্লক ভিত্তিক তাহাদের নাম ?

Answer

Minister-in-charge : Education Minister : Sri Arun kr. kar.

১। হাঁা, ১৯৮১-৮২ সালে ICDS workers. দের Employment Exchange Card জমা নেওয়া হয়েছিল।

২। এদের মধ্যে ৩৯ জনকে রেগুলার করা হযেছে।

৩। আদায়কৃত Employment Exchange Card গুলি আগরতলায় অবস্থিত কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে Cancelled করার জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল।

৪। ব্লক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

Admitted un-Starred Question No :—46

Name of Member :— **Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Labour Department be Pleased to state :—

— :প্রশ্ন :

১। ত্রিপুরার রাবার প্ল্যানটেশনের কোন কোন প্রতিষ্ঠানে Plantation Labour act চালু

করা হয়েছে ;

— উত্তর —

১। বাগীচা শ্রমিক আইন, ১৯৫১ অনুযায়ী ত্রিপুরাতে Tripura Forest Development plantation Corporation এর অধীনে ৪১টি রাবার বাগীচায় এবং বিবেকানন্দ রাবার বাগীচায় উক্ত আইন প্রযোজ্য।

— প্রশ্ন —

২। Private & public Sector Undertakings এ কোন কোন প্রতিষ্ঠান এখন পর্য্যন্ত Registration হয়েছে, কোনটি এখনও Registration হয় নাই;

— উত্তর —

২। Private Sector-এ-বিবেকানন্দ রাবার বাগীচা এবং public Sector-এ Tripura Forest Development & Plantation Corporation-এর অধীনে মোট ৩৮টি রাবার বাগীচা Plantation Labour Act অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিকৃত হয়েছে। নির্ভয়পুর রাবার বাগীচা, কমলনগড় রাবার বাগীচা এবং মাতাই রাবার বাগীচা এখনও রেজিষ্ট্রিকৃত নহে;

— প্রশ্ন —

৩। ১৯৮৮ ইং এপ্রিল মাসে কোন প্রতিষ্ঠানে কত সংখ্যক worker নিযুক্ত আছেন;

— উত্তর —

৩। ১৯৮৮ ইং এপ্রিল মাসে Tripura Forest Development & Plantation Corporation-এর অধীনস্ত ৪১টি রাবার বাগীচায় মোট ৭,৪২২ জন শ্রমিক এবং বিবেকানন্দ রাবার বাগীচায় মোট ১৫ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন;

— প্রশ্ন —

৪। এই সকল worker দের মধ্যে কত জনের leave Card আছে ?

— উত্তর —

৪। এই সকল worker দের মধ্যে মোট ১,২১০ জনের leave Card আছে।

Admitted Starred Question No 48

Name of Member :— **Shri Anil Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheuled Caste Welfare Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। গত ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ জুন পর্য্যন্ত Scheduled Caste Co-Operative Development Corporation থেকে বিভিন্ন উন্নয়ণ মূলক খাতে (ব্যবসা, মৎস্য চাষ, পশুপালন, কুটির শিল্প ইত্যাদি ) কত জনকে ঋণ দান করা হয়েছে, তার | ১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে |
| ২। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ? | ২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। |

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No, 52

Name of Member—Shri **Buddha Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :-

QUESTION

১। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত নিম্নলিখিত গাঁওসভার অধীনে নতুন বালোয়ারী স্কুল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। ১) গোপীনগর গাঁওসভার অধীন ক) ভাটির লমা

খ) পশ্চিম গোপীনগর গ) সিপাইজলা

২। কাঞ্চনমালা গাঁওসভার অধীন :—

ক) দক্ষিণ কাঞ্চনমালা।

৩। ১) প্রমোদনগর গাঁওসভার অধীন :— (ক) দক্ষিম প্রমোদনগর

খ) উত্তর প্রমোদনগর।

২) দযারামপাড়া গাঁওসভার অধীনে :— ক) ভক্ত ঠাকুর পাড়া খ) মধ্য আসারাম পাড়া।

৩) লাটিয়াছড়া গাঁওসভার চারটি ওয়ার্ডে চারট স্কুল খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৪। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত খোলা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৫। যদি না থাকে তবে তার কারণ,

১৬। ১৭ নং গোলাঘাটি কেন্দ্রে এখন পর্য্যন্ত কোন বালোযারী ইস্কুল চালু আছে কিনা?

৭। যদি চালু থাকে তবে কোন গাঁওসভায কতটি রহিয়াছে।

## ANSWER

Minister -in-charge Education Minister :- Sri Arun Kr. Kar

১। হাঁ।। নিম্নে বিবরণ দেওয়া হইল।

২। ১) গোপীনগব গাঁওসভাব অধীনে সিপাইজলা ও গোপীনগব ২নং ওয়ার্ডে বালোয়ারী কেন্দ্রেব খোলাব ব্যাপারটি রাজ্য সবকারেব বিবেচনাধীন আছে। ভাটীর লামা ও দক্ষিণ কাঞ্চনমালাতে বালোয়ারী কেন্দ্রের ব্যাপারটি বিবেচনা কবে দেখা হইবে।

৩। প্রমোদনগব গাঁওসভার দযাবাম পাড়ার ও লাটিযাছড়ার বালোয়ারী কেন্দ্র খোলা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। দক্ষিণ ও উত্তব প্রমোদনগর এবং আসারামপাড়ার বালোয়ারী কেন্দ্রের ব্যাপারটি সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

৪। সিদ্ধান্ত হবার পর জানানো হইবে।

৫। রাজ্য সরকার উল্লিখিত স্থানগুলিতে বালোয়ারী কেন্দ্র খোলার জন্য বিচার বিবেচনা করে দেখছেন।

৬। ১৭ নং গোলাঘাটি কেন্দ্রে এখন পর্য্যন্ত ১০ ( দশ ) টি বালোয়ারী ইস্কুল চালু আছে।

৭। মোহনপুর গাঁওসভায় ৪টী, পেকুয়ারজলা গাঁও সভায় ১টী, দয়ারাম পাড়া গাঁওসভায় ২টী,

গোলাঘাটি গাঁওসভায় ১টা এবং গোপীনগর গাঁওসভায় ২টা কেন্দ্র রহিয়াছে।

Admitted un-Starred Question No. 55.

Name of Member :- **Shir Badal Choudhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the tribal welfare Department be pleased to State .—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত চাকুরীর কতটি পদ খালি পড়ে আছে, ( দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব ) | ১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। |
| ২। ঐ সমস্ত শূন্য পদগুলি পূরণ করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন, | ২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। |

—: O :

Printed by
Tripura Press Owners' Association
Math Chowmuhani, Agartala, Tripura.